ওমর খৈয়াম

হ্যারল্ড ল্যাম্ব

চিরায়ত গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

ওমর খৈয়াম

হ্যারল্ড ল্যাম্ব

অনুবাদ
আবদুল হাফিজ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৮৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
দুইশত আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0486-7

OMAR KHAYYAM
Bengali translation of the biographical fiction "Omar Khayyam"
by Harold Lamb
Translated by Abdul Hafiz
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price : Tk. 280.00 only

www.pathagar.com

ভূমিকা

এ গ্রন্থ পাঠকালে পাঠকদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, এটি বিখ্যাত পারস্য কবি ওমর খৈয়ামের (১০৪৮-১১৩১) কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়; বরং তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা একটি উপন্যাস। উপন্যাস নিঃসন্দেহে কল্পনাশ্রয়ী। কিন্তু কোনো বিখ্যাত লেখকের জীবন-অবলম্বনে উপন্যাস রচনার সময় ঔপন্যাসিককেও বারবার তার কল্পনার লাগাম টেনে ধরতে হয়। কল্পনা যেন ব্যক্তির জীবননদীর তথ্যতীরকে সম্পূর্ণ প্লাবিত করে না ফেলে সেদিকে সচেতন থাকতে হয়। জীবনেতিহাস ও কল্পনার একটি যথাযথ ভারসাম্যই ঔপন্যাসিককে সার্থক করে তোলে। ওমর খৈয়ামের জীবনে জ্ঞানচর্চা ও কাব্যচর্চার সত্যিকারের মিলন ঘটেছিল। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর অসামান্য মনীষা, দূরদৃষ্টি, জ্ঞানপিপাসা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, একনিষ্ঠ প্রণয়াবেগ ও জীবনতৃষ্ণা তাঁকে সাধকে পরিণত করেছিল। তাঁর প্রবল জীবনপিপাসা তাঁকে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বা ভোগবাদী করে তোলেনি। ওমর খৈয়ামের জীবনের এই বিশেষ প্রবণতাকে লেখক এ গ্রন্থে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয়েছেন।

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম গ্রন্থসূত্রে ওমর খৈয়াম আমাদের কাছে মূলত কবি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু কবিত্ব তাঁর প্রতিভাশক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। তাঁর জীবদ্দশায় কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিতই হয়নি। তিনি ছিলেন মূলত গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং দার্শনিক। পদার্থবিদ্যা ও সংগীতশাস্ত্র নিয়েও তিনি লিখেছেন। উত্তর ইরানের নিশাপুর শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন একজন চিকিৎসক। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর বাবা একজন জরথুস্ত্র-অনুসারী পণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁর শিক্ষায় নিয়োজিত করেন। এই শিক্ষকের (বাহামনিয়ার) কাছে তিনি গণিত, পদার্থবিদ্যা ও দর্শনে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আরেকজন বিখ্যাত শিক্ষকের (খাজা আল আশকারি) কাছে অধ্যয়ন করেন জ্যোতির্বিদ্যা। আঠারো বছর বয়সে পিতাকে হারানোর পর বিশ বছর বয়সে তিনি যান সমরকন্দে এবং সেখানে পিতৃবন্ধুসূত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা যেমন লাভ করেন তেমনি তাঁর জ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানচর্চাও গতিলাভ করে। সেখানে তিনি অ্যালজেবরা ও জ্যামিতির অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করেন। অ্যালজেবরা বিষয়ক তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। ১০৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি আধুনিক পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্য সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান মালিক শাহ ও মন্ত্রী নিজাম কর্তৃক আমন্ত্রিত হন এবং তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিলে বিপুলভাবে আদৃত হন। এ পর্যায়ে তিনি বিপুল সাধনার মধ্য দিয়ে প্রণয়ন করেন সৌরবর্ষের পঞ্জিকা যাতে ৩৬৫ দিন ও প্রায় ৬ ঘণ্টার বছর গণনার আধুনিক প্রক্রিয়াটির সূচনা ঘটে। আধুনিককালের সৌরবর্ষের কালগণনার প্রায় কাছাকাছি

www.pathagar.com

তিনি পৌঁছেন। ১০৭৯ সালে তাঁর এই পঞ্জিকা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে ওমর খৈয়ামের প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ থেকে বঞ্চিত ছিল। উনিশ শতকে ব্রিটিশ লেখক এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড তাঁর রুবাই অনুবাদ করে পাশ্চাত্যবিশ্বে তাঁকে পরিচিত করান, তাঁর প্রতিভার উন্মোচন ঘটান। ইংরেজিতে *রুবাইয়াত অফ ওমর খৈয়াম* (১৮৫৯) প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপ-আমেরিকায় তিনি ব্যাপকভাবে কবিত্বশক্তির জন্য আদৃত হন। এবং তখন থেকেই তাঁর বহুমুখী প্রতিভাও আলোচনায় আসে। বিশ শতকে এসে মার্কিন ঔপন্যাসিক হ্যারল্ড ল্যাম্ব (১৮৯২-১৯৬২) অসাধারণ এই প্রতিভাবান মনীষীর জীবন অবলম্বনে একটি উপন্যাস (*ওমর খৈয়াম* : ১৯৩৪) রচনা করার পর ওমর খৈয়ামের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ আলোচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। বিশ শতকের ষাটের দশকে ইরান সরকার নিশাপুরে তাঁর কবর খুঁজে বের করে এবং সেখানে এক জাঁকালো সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ করলে নিশাপুর পর্যটকদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

২

ওমর খৈয়াম উপন্যাসের লেখক হ্যারল্ড ল্যাম্ব ইতিহাসবিদ, কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রের কাহিনিরচয়িতা হিসেবে বিখ্যাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির আলপাইনে তাঁর জন্ম, নিউইয়র্কের রকস্টারে মৃত্যু। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণকালেই এশিয়ার ইতিহাসের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ১৯২৭ সালে লেখেন *চেঙ্গিস খান*-এর জীবনী। *হানিবল*-এর লেখক হিসেবেই তিনি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেন। ফরাসি, ল্যাটিন, ফার্সি ও আরবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন তিনি। *দি ক্রুসেডস*সহ বহু বিখ্যাত চলচ্চিত্রের কাহিনি লেখক তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো :

উপন্যাস : *মার্চিং স্যান্ডস* (১৯২০); *দি হাউস অফ ফ্যালকন* (১৯২১); *নুর মহল* (১৯৩২); *কির্দি* (১৯৩৩); *ওমর খৈয়াম* (১৯৩৪) প্রভৃতি।

বাস্তববাদী ঐতিহাসিক উপন্যাস : *সুলায়মান দি ম্যাগনিফিশেন্ট* (১৯৫১) প্রভৃতি।

তাঁর ইতিহাসভিত্তিক জীবনীগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *চেঙ্গিস খান : দি এমপারার অফ অল মেন* (১৯২৭); *দি ক্রুসেডস* (১৯৩১); *আলেক্সান্ডার অফ মেসিডন : দি জার্নি টু ওয়ার্ল্ড'স এন্ড* (১৯৪৬); *চেঙ্গিস খান অ্যান্ড দি মোঙ্গল হোর্ড* (১৯৫৪); *কনস্টান্টিনোপল : বার্থ অফ অ্যান এমপারার* (১৯৫৭); *হ্যানিবল : ওয়ান ম্যান অ্যাগেনস্ট রোম* (১৯৫৮); *বাবুর দি টাইগার : ফার্স্ট অফ দি গ্রেট মুগলস* (১৯৬২) প্রভৃতি।

৩

হ্যারল্ড ল্যাম্ব রচিত *ওমর খৈয়াম* উপনাসটি বিশেষভাবে পাঠক-সমাদৃত। আবদুল হাফিজ যে ঝরঝরে, সাবলীল ও প্রাণবন্ত ভাষায় বাংলাতে এর রূপান্তর সাধন করেছেন তা বাংলাভাষী পাঠকের কাছে একইভাবে সমাদর লাভ করেছে।

সৈয়দ আজিজুল হক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

এক

নিশাপুরের কেতাবপট্টি
১০৬৯ খ্রি.

জুমা মসজিদ থেকে পার্ক পর্যন্ত সড়ক। সূর্যের আঁচ থেকে বাঁচার জন্য সড়কের ওপর দ্রাক্ষালতার আচ্ছাদন, পথের মাঝ-বাঁকে একটা বিরাট বৃক্ষ; বৃক্ষতলে একটা ঝরনা।

ঝরনা থেকে পানি নিতে এসে মেয়ের দল একটু বসতে চায়। কুঁজোটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে তারা পরস্পর কানাকানি করে। ওদিকে কেতাবপট্টির খোলা দোকানে দোকানিরা ঝিমোয় আর মসজিদের ছাত্রের দল ছুটোছুটি করে চেঁচায়—"জাগো, পুরনো কেতাব বিক্রিওয়ালারা।"

চিৎকার শুনে ইয়াসমি বার বার শিউরে ওঠে। তাকে ছেলেমানুষ মনে করে ছাত্ররা কিন্তু তার পানে নজর দেয় না; কারণ তার মাথায় ছোট মেয়ের আধঘোমটা ওড়না। তারা পুরুষালি পদক্ষেপে তার পাশ কাটিয়ে চলে যায় আর মাঝে মাঝে তার পাটকিলা রঙের বিড়ালবাচ্চাটাকে ঢিল ছুড়ে মারে। কোনও কোনও ছেলের চিবুকদেশে হালকা শ্মশ্রুরেখা দেখা দিয়েছে মাত্র।

ইয়াসমি দ্বাদশী। তার নিজের ধারণা, সে সুন্দরী। আধ-ঘোমটা ওড়না তার আর ভালো লাগে না। পুরো ঘোমটায় মাথা ঢেকে হেরেমের জানালার ঝিলিমিলি খুলে ছেলেদের পানে তাকাতে পারলে ছেলেরাও তার পানে ফিরে ফিরে তাকাত।

ছেলেদের পানে এমনি করে না তাকিয়ে ইয়াসমি তার বাপের কেতাবের দোকানে বাপের ফাই-ফরমাশ খাটে। তার বাপ বৃদ্ধ আর অস্থিরচিত্ত, অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপি পড়ে পড়ে তার বাপ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন। মেয়ের চেয়ে আবু সিনার জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি। আর বাড়ির বর্ষীয়সীরাও কেবল কাজ করিয়ে নেবার বেলায়ই ইয়াসমিকে মনে করে।

তার বাপ যখন ছেলেদের অধ্যাপনা করতেন, ইয়াসমি শুনত, কিন্তু এ সবে তার মনে আনন্দ জাগত না। রাত্রির আকাশে বুনো হাঁসের মূর্তি আর অদৃশ্য শক্তির রহস্যের মতন জটিল বিষয়বস্তুর সে কী বুঝবে! ইয়াসমির ধারণা, এসব জটিল বিষয় বোঝার মতন

www.pathagar.com

জ্ঞান-বুদ্ধি শুধু পুরুষদেরই আছে। মেয়েদের আত্মা বলে কিছু নেই। মৃত্যুর পর তারা ঘোড়া-বিড়ালের সাথে বসবাস করবে।

ইয়াসমি বাপের দোকান ঝাড়-মোছ করে। বাপ অন্ধত্বের দরুন কোনও কিছু খুঁজে না পেলে খুঁজে দেয়, দোকান ও অন্দরমহলের খবরাখবর আদান-প্রদান করে, অবসর পেলে ওড়নাতে ফুল তোলে আর বিড়ালবাচ্চাকে নিয়ে খেলা করে। সে এমন জায়গায় বসে— যেখান থেকে পথচারীদের আনাগোনা দেখতে পায়।

দু জন বয়স্ক ছেলে প্রায়ই দোকানে আসে। লম্বাটে ছেলেটার নাম রহিম— রহিম জাদেহ, বাপ বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। তার পরিহিত লাল ও পিঙ্গল বর্ণের জমকালো পোশাক ইয়াসমির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্য ছেলেটা সন্ধ্যার অন্ধকারে দোকানিরা নামাজ পড়ার জন্য চলে যাওয়া পর্যন্ত বইয়ের উপর মাথা নুইয়ে পড়তে থাকে।

যে সন্ধ্যায় রহিম ইয়াসমির বাপের দোকান থেকে রঙিন ছবিওয়ালা বইখানা কিনল, সে সন্ধ্যায় ইয়াসমির বাপ ইয়াসমির জন্য মিষ্টি কিনে নিয়ে এল। ইয়াসমি সে মিষ্টি তৃপ্তির সাথে খাচ্ছিল; কারণ গরিবের সংসারে এ দ্রব্য দুর্লভ; আর তার বাপ ভাবছিলেন, "রহিম আসলে বইয়ের পিছনের মলাটে আঁকা ছবিটাই চেয়েছিল। ছবিটা ছিল, একজন অশ্বারোহী সুলতান হাতের তলোয়ার দিয়ে এক কাফিরকে কতল করছে।"

এ সব পুরুষ-জগতের ব্যাপার। ইয়াসমি এ সব জানে না। তার মনের কামনা, দামি পোশাক পরিহিত একজন আমির শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে কেতাবপট্টি দিয়ে যাবেন; তাকে অনুসরণ করবে একদল তুর্কি ঘোড়-সওয়ার। আমির প্রেমব্যঞ্জক দৃষ্টি মেলে ইয়াসমির পানে তাকাবেন আর ইয়াসমির বিনিময়ে তার বাপকে বহু মূল্য উপঢৌকন দিয়ে ইয়াসমিকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে তাঁর রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবেন। যে রাজপ্রাসাদের এক মহলে সে থাকবে; সে মহলে থাকবে শ্বেত রাজহংসীর দল; বাতায়নে ঝুলবে রেশমি পর্দা আর রুপালি রেকাবিতে থাকবে প্রচুর মিষ্টি-মধুর ফলমূল। শাহজাদা তার প্রেমে আত্মহারা হয়ে অন্য বেগমদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়বেন। ইয়াসমির গর্ভজাত সন্তান হবে শাহজাদার প্রিয়তম সন্তান। শাহজাদা ইয়াসমিকে কোনওদিন অবহেলা উপহাস করবেন না।

"রহিম এত হাসতে পারে," সে মন্তব্য করে।

"হ্যাঁ, কেনই-বা হাসবে না?" তার বাপ ভাবে। "সে অভিজাত বংশের ছেলে; ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য নিজস্ব চাকর পর্যন্ত রয়েছে।"

চমৎকার হবে তা হলে! মুহূর্তের জন্য ইয়াসমির মনে হয় যে, রহিমই সেই শ্বেত অশ্বের আরোহী আমির; কিন্তু পরক্ষণেই রহিম আবার রহিম হয়ে যায়। আমির হতে পারে না। একদিন রহিম তাকে একটা তাম্র মুদ্রা ছুড়ে দিয়েছিল আর সে সেই মুদ্রাটাকে মেজে ঘষে সোনার মতন চকচকে করে তুলেছিল।

www.pathagar.com

ইয়াসমি ভাবে, রহিম কেন তার বন্ধু ইবরাহিমের ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে সর্বক্ষণ চলা-ফেরা করে।

পথে গমনোদ্যত বিড়ালবাচ্চাকে প্রতিরোধ করতে করতে ইয়াসমি ভাবে, "ইবরাহিমের ছেলেটা" কেমন যেন "নীরব আর গম্ভীর— আমার তাকে ভালো লাগে না।"

এই ছেলেটা ইয়াসমির পানে কোনওদিন বড় একটা তাকায় না। সে হন্তদন্ত হয়ে পথ চলে; পথ চলাকালে গায়ের উত্তরীয়টা কাঁধ থেকে আলগা হয়ে বাতাসে দুলতে থাকে, মাথার পাগড়িটা অবিন্যস্ত। মনে হয়, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন। পথ চলার সময় সে গাধার সারি পেরিয়ে উটের গর্দানের নিচ দিয়ে হন্ হন্ করে চলে, কোনওকিছুই যেন তার গতিপথ রুদ্ধ করতে পারে না। ইয়াসমির বাপের কেতাবের দোকানে বসে সে গভীর মনোনিবেশে অধ্যয়ন করে আর ওদিকে ইয়াসমির বাপ আর রহিম বসে বসে আলাপ করে।

"ইবরাহিমের ছেলে?" ইয়াসমির বাপ বলে, "মাদ্রাসায় কিন্তু ও এমন নীরব থাকে না। সেখানে সে তর্ক করে, ব্যঙ্গ-উপহাস করে, খোদার ইচ্ছা, এ সবের ফল কিন্তু কোনওদিন কল্যাণকর হয় না।"

ঠাট্টা-তামাশার অর্থ ইয়াসমি জানে। অন্দরমহলে তাকে ঠাট্টা-তামাশা সইতে হয়। যেদিন পাড়ার ছেলেরা তার বিড়ালবাচ্চাকে ঢিল ছুড়েছিল, সেদিন থেকে সে ঠাট্টা-তামাশার অর্থ বুঝতে পেরেছে।

তার বিড়ালবাচ্চাটা ঘর থেকে কোথায় উধাও হয়ে গেল। সে "মালেকি! মালেকি" বলে ডাকাডাকি করল, কিন্তু মালেকির কোনও পাত্তা পেল না। অবশেষে সে আবিষ্কার করল যে, তার আদরের মালেকি পথের মোড়ে একটা গাছের ডালে চড়ে বসে আছে। বিশেষ যুক্তিপূর্ণ কারণেই সে গাছ থেকে অবতরণ করছে না। আধডজন খানেক ছেলে-ছোকরা মিলে ঠাট্টাচ্ছলেই প্রথমত মালেকিকে ঢিল ছুড়তে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু মালেকি কিছুতেই গাছ থেকে নামছে না দেখে, তাদের মাথায় খুন চেপে গেল।

"থাম!" বলে ইয়াসমি চেঁচিয়ে উঠল।

দুষ্ট ছেলের দল কিছুতেই থামছে না দেখে ইয়াসমি কাঁদতে শুরু করল। অসহায় মালেকি ভয়ে গাছের ডালে জড়সড় হয়ে বসে আছে। ইয়াসমি রাগে ছেলেদের ধাক্কিয়ে-মাড়িয়ে এগিয়ে গেল। বুক বেয়ে তখন তার অশ্রু ঝরছে। সে বেপরোয়া হয়ে গাছের ডালে চড়ল।

বিড়ালবাচ্চাটা কোলে তুলে নিতেই ঢিল ছোড়া বন্ধ হল। ছেলের দল আর মজা না পেয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল।

গাছ থেকে নামতে গিয়ে নিচের ডাল পর্যন্ত এসে ইয়াসমির বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। কত নিচে মাটি পড়ে আছে! কেমন করে সে এত উঁচু ডালে চড়েছিল, এখন তা ভেবেই

www.pathagar.com

পায় না। বিড়ালবাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়াও অসম্ভব। দোকানিরা তখন দলে দলে মসজিদে যাচ্ছে; বৃক্ষারোহীর ওপর কারও চোখ পড়ছে না। একজন বালক কিন্তু তাকে দেখে গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। সে তার হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়ে ইয়াসমিকে বলল, "এবার লাফ দাও।"

ছেলেটা ইবরাহিমের পুত্র। ইয়াসমি লাফিয়ে পড়তে রাজি নয়। সে মাথা দুলিয়ে অসম্মতি জানায়।

"ইয়া বিন্‌তে" (ওগো মেয়ে) বলেই সে লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে ইয়াসমির পাশে দুলতে থাকে।

দৃঢ় হস্তে ধরে সে ইয়াসমিকে নিয়ে নিচে লাফ দেয়। ইয়াসমি হাঁপাতে থাকে আর বিড়ালবাচ্চাটা মিউ মিউ করে তার পাগড়ি খামচাতে থাকে। মাটিতে নেমে ইয়াসমির বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। ইবরাহিমের ছেলে ইয়াসমির পানে তাকিয়ে মৃদু হাসে; তার কালো চোখ পুলকে নাচতে থাকে। সে মালেকির খামচা থেকে নিজের পাগড়ি ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, "ইয়া আল্লাহ্! তোমরা দু জনে বেশ শক্ত করে ধরতে পার।"

ইয়াসমি গণ্ডদেশ মুছতে মুছতে জোর গলায় বলে, "ঠাট্টা করো না!"

এবার ইয়াসমি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গাছের আড়ালে ছুটে পালায়। সারা বিকেল তার মনে পড়ে, তার পানে ইবরাহিমের ছেলের হাসিমাখা দৃষ্টি আর তাকে আঁকড়ে ধরা সবল চঞ্চল বাহুযুগলের কথা।

সেদিন থেকে ইয়াসমির মনে ইবরাহিমের ছেলে ছাড়া অন্য কোনও ভাবনা নেই। সে পথচারী ঘোড়সওয়ারদের পানে না তাকিয়ে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণের ফটকের পানে চেয়ে থাকে কখন অন্য ছেলেদের সাথে ইবরাহিমের সেই বিশ্রী ছেলেটা বেরিয়ে আসবে তার প্রতীক্ষায়। ইবরাহিমের ছেলেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আড়চোখে তার পানে তাকাতে সে ভোলে না; তার চোখে এবার ধরা পড়ে ইবরাহিমের ছেলের ঋজু গতি, পথের বুকে তার দৃঢ় সজোর পদক্ষেপ, তার পুষ্ট অধর। তার মনে হয়, তার পানে তাকিয়ে হাসলে তার কালো কঠিন মুখ কেমন কোমল আর্দ্র হয়ে ওঠে।

ইবরাহিমের ছেলের মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ইয়াসমি কত ফন্দি আঁটে। একদিন সে তার বড় বোনের সুন্দর বসনখানি পরে, চোখে সুর্মা এঁকে, জুঁই ফুলের মালা গেঁথে প্রতীক্ষা করে। ইবরাহিমের ছেলে দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় ইয়াসমি মালাটা তার সামনে ফেলে দেয়। এ ফন্দিটা সে তার বোনকে দেখে শিখেছিল। ইবরাহিমের ছেলে মালাটা কুড়িয়ে এনে ইয়াসমির কোলে ফেলে দিয়ে চলে যায়। এই ঘটনার পর উত্তেজনা আর ভয়ে ইয়াসমি প্রায় ঘণ্টাখানেক আত্মগোপন করে থাকে। ভয়ের কারণ, সে মনে করে যে, সে বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

সে তার মনের আয়নায় নিজের মুখখানা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে— তার মনে হয়, সে অপরূপ সুন্দরী। সে নিজেকে নিয়ে কল্পনার জাল বোনে, সে অবগুণ্ঠনবতী মনোমোহিনী আমির তনয়া; পুরুষেরা তার প্রণয়ভিক্ষা করছে। রাতের অন্ধকারে সে তার বিড়ালবাচ্চাটার সাথে মনের গোপন কথা খুলে বলে; মনের কামনা-বাসনা জানায় অথচ সবাই ভাবে, সে বুঝি লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার মন চায়— ইবরাহিমের ছেলে এসে তার সাথে গভীর আলাপে মগ্ন হোক।

ইবরাহিমের ছেলে দোকানে এলে সে তার প্রতিটি কাজ লক্ষ করে; সে কেমন করে ঘরের কোণে কম্বল পেতে পড়ে— কোন বই তার প্রিয়, কেমন করে সে পড়ার সময় ভ্রু-কুঁচকোয়, কেমন করে আঙুলের সাহায্যে বইয়ের পাতা ওল্টায়। একটা বইয়ের প্রতি তার সর্বাধিক আকর্ষণ। দোকানে এলেই সে এ বইটা চায়। দোকানে অন্য কেউ না থাকলে ইয়াসমি সে বইটা পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে পরীক্ষা করে। বইটাতে বহু ছবি— অদ্ভুত সব বৃত্ত, সরল রেখা আর সমচতুর্ভুজ। বইটা সে পড়তে পারে না, তবে বইটা তার খুব পরিচিত। একদিন সে সাহস করে এ বইটা অন্যান্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে লুকিয়ে রেখে দেয়।

একদিন রহিম আর তার বন্ধু ইবরাহিমের ছেলে দোকানে এলে ইয়াসমি দীর্ঘকায় রহিমের পানে স্মিতমুখে তাকায়। দুই বন্ধুই তার পানে দৃষ্টি তুলে ধরে। রহিম বলে, "ইয়াসমি যে! আসমানের নতুন চাঁদ আর বেহেশতের হুরী কি রূপ-লাবণ্যে তোমার কাছে দাঁড়াতে পারে?"

এই প্রশংসার বাণী তার বড় ভালো লাগে। সে একটা চোখ নামিয়ে নিয়ে আবার উপরের পানে তাকায়। রহিম তার উজ্জ্বল সুন্দর চোখদুটো আবার দেখুক।

রহিম সহাস্যে বলে, "আমার হাতে এখন ঢাল নেই যে, আমি তোমার সর্বনাশা নয়নবাণের আঘাত প্রতিরোধ করব।"

কথা শুনে ইয়াসমি হাসল বটে, কিন্তু তার দৃষ্টি সেই ঈপ্সিত বই অন্বেষণে রত ইবরাহিমের ছেলের দিকে। সে ছলনা করে পাণ্ডুলিপির স্তূপ সরিয়ে ছবিওয়ালা লাল রঙের বইখানা বের করে দেয়; কিন্তু এ করতে গিয়ে বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলে। ওদিকে তার বাপের ধীর মন্থর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তিনি অবশ্য এই কাণ্ডটা প্রত্যক্ষ করেননি— কিন্তু ইয়াসমির বুক ভয়ে কাঁপতে থাকে। সে জানে, এ বইটা তার বাবার অত্যন্ত প্রিয়। সহসা বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা ছেঁড়া পাতাটা তার বাবার চোখে পড়ে যায়।

ইবরাহিমের ছেলে সহসা বলে ফেলে, "আমি পাতাটা ছিঁড়ে ফেলেছি; সুতরাং বইটা আমিই কিনব। এর দাম কত?"

"সমস্ত রেখাচিত্র সংবলিত ইউক্লিডের গ্রন্থ"— ইয়াসমির বাপ বিস্মিত হয়। অত্যন্ত দামি পাণ্ডুলিপি। তিনিও জানেন আর রহিমও জানে যে, এই বই কেনার মতন পয়সা ইবরাহিমের ছেলের নেই।

www.pathagar.com

"নিশাপুর মাদ্রাসার কুতুবখানায় ও-সমস্ত রেখাচিত্র সংবলিত বই নেই", ইয়াসমির বাবা বলে।

"তাই নাকি!", রহিম বলে ওঠে, "আমিই এই পাণ্ডুলিপিখানা কিনে ইবরাহিম খৈয়ামের ছেলে পাগলা ওমরকে উপহার দেব।"

ওমরের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; সে সবল হাতে বইখানা তুলে নেয়।

রহিম হেসে বলে, "অমন কথা কিন্তু বলে বসো না যে, এই পাণ্ডুলিপিখানা সুলতান মাহমুদের কাছে ছিল; তিনি সদাসর্বদা বইখানা তাঁর স্বর্ণসিংহাসনের পাশে রাখতেন। এর মূল্য কিছুতেই চৌদ্দ দিনারের বেশি হতে পারে না; কারণ বইখানার প্রণেতা একজন বিধর্মী গ্রিক। সে বিধর্মী কবে মরে গেছে।"

"না," ইয়াসমির বাপ দরকষাকষি শুরু করে— "রেখাচিত্রহীন পাণ্ডুলিপির দামই এর দ্বিগুণ, আর এই সুন্দর বাঁধাই—"

এক ঘণ্টাব্যাপী দরকষাকষি চলে। ইয়াসমি উদগ্রীব হয়ে শোনে আর ভাবে যে, বইখানা পাওয়ার জন্য ওমর কত লালায়িত। অবশেষে রহিম উনিশ দিনার আর সামান্য রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে বন্ধুর জন্য বইখানা কিনে নেয়। ছেঁড়া পাতাটা সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চবাচ্য হয় না।

দুই বন্ধু দোকানত্যাগ করলে ইয়াসমি দেখতে পায়, ওমর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোমর থেকে কলমদান বের করে। কলমদানটা বড় সুন্দর। ওমর রহিমের হাতে জোর করে কলমদানটা দিয়ে ছুটে পালায়। কলমদানটা সে কিছুতেই ফিরিয়ে নেবে না।

সে সন্ধ্যাটা ওমরের জীবনে স্মরণীয়। সে তাড়াতাড়ি ঝরনার জলে হাতমুখ ধুয়ে আহারপর্ব সমাধা করে নেয়। তার পর একটা অতিরিক্ত প্রদীপ ধার করে নিয়ে প্রাঙ্গণের আগুনে প্রদীপ জ্বালিয়ে সে আপন ঘরে প্রবেশ করে।

ছাদে একখানা মাটির চিলেকোঠা পেঁয়াজ আর মিষ্টি ঘাস শুকোবার জন্য বাড়িওয়ালা রেখে দিয়েছিল। ওমর এ ঘরখানা ভাড়া নিয়েছে— ভাড়া কম বলে। খুব নিরিবিলি আর রাত্রির বেলায় এ ঘর থেকে আকাশের তারাগুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। রাতের বাতাসে মিষ্টি ঘাসের থোপা আর রশিতে ঝোলানো পেঁয়াজ জীবন্ত হয়ে খস্ খস্ শব্দ করে। বিছানায় শুয়ে ওমর ছাদের ওপর দিয়ে সুলতানের প্রাসাদের চূড়া দেখতে পায়।

আজ বাতাস নেই দেখে ওমর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সে দুটো প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়ালের তাকে স্থাপন করে। একটা মোটা তুলোট কাগজের ওপর ইউক্লিড্‌খানা রেখে তা তার জানুর ওপর পেতে বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকে। মাদ্রাসায় বসে তোতাপাখির মতন পাঠ মুখস্থ করার চেয়ে এমনিভাবে অধ্যয়ন করা বহুগুণে উত্তম।

তার বাঁকা ঘন ভ্রুর নিচে চোখদুটো ভাবগম্ভীর হয়ে ওঠে। সে হাত বাড়িয়ে কালিকলম আর তুলোট কাগজ নিয়ে কাগজ থেকে পুরনো লেখা মুছে ফেলে। তার পর

www.pathagar.com

রুল ও কম্পাসের সাহায্যে একটা কোণ বা সূচি ঘনক্ষেত্র এঁকে এটাকে চট করে বৃত্তাংশে ভাগ করে। সে মনে মনে হিসাব করে আর সঙ্গে সঙ্গে সারি বেঁধে সংখ্যা লিখে যায়। কাজের তন্ময়তায় তার মন থেকে আলো-ছায়া এমনকি বইয়ের কথাও লুপ্ত হয়ে যায়। —একটা পরিচিত সুরঝঙ্কার মুহূর্তের জন্য তার কাজে ব্যাঘাত ঘটায়।

এটা এশার নামাজের আজানধ্বনি। ওমরের মনে এই ধ্বনি একটা অস্পষ্ট অস্থিরতা জাগিয়ে তোলে। নামাজটা আদায় না করে সে কিনা একজন বিধর্মীর লেখা বই নিয়ে মেতে আছে? মুহূর্তপরেই সে একবার প্রদীপের পানে তাকিয়ে আবার গণনাকার্যে মনোনিবেশ করে।

রাত দুপুরের আগেই তার কাজে আবার ব্যাঘাত ঘটে। রাস্তায় জনতার এলোমেলো পদধ্বনি আর সঙ্গে সঙ্গে মশালের আলো ও কর্কশ চেঁচামেচি। ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে ওমর দেখতে পায়, কালো পাগড়ি মাথায় একটা শীর্ণ লোকের চারদিকে জনতার ভিড়।

"হে মোমেনগণ!" লোকটা দু হাত প্রসারিত করে বলছে। ওমর চিনতে পারল, লোকটা একজন ধর্মান্ধ হাম্বেলি মুসলমান।

"হে মোমেনগণ! দিন আগত প্রায়। যারা সুখে দিন যাপন করছেন অনতিবিলম্বে তাদের ডাক পড়বে। আপনাদিগকে কাফেরের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করতে হবে। সময় হলে দামামা আপনাদিগকে সুখশয্যা ত্যাগ করে তলোয়ার হস্তে কাফেরদের বিতাড়িত করতে ডাকবে; ঝড়ো হাওয়া বালুকারাশিকে যেমন করে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি করে কাফেরদের তাড়িয়ে দিতে আপনাদের ডাক পড়বে। আমার সাবধানবাণী শুনুন।"

চীরবসন পরিহিত ধর্মান্ধ লোকটা বুকে করাঘাত করে রাতের অন্ধকারে তার আওয়াজ ছড়িয়ে দেয়, আর তার অনুসারী নিষ্কর্মাদল এ নিয়ে বলাবলি করে। ওমর লোকটির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে তার বাকপটুতার প্রশংসা করে। কিন্তু যুদ্ধ! সুলতানও দিনরাত যুদ্ধেই মেতে আছেন?

লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর তার কণ্ঠধ্বনির রেশ রাতের বাতাসে বিলীন হয়ে যায়। ওমর নক্ষত্রমালা নিরীক্ষণ করতে থাকে। সহসা সে হাই তোলে; এবার তার ঘুম পেয়েছে। সে হাত বাড়িয়ে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে লেপের ওপর সটান শুয়ে উষ্ট্রলোমের কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে দিয়ে পরমুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ে।

যে সুযোগের প্রতীক্ষা এতদিন ইয়াসমি করছিল, ভাগ্যক্রমে সে সুযোগ তার মিলে যায়। তার মা তাকে ঝরনা থেকে পানি আনতে পাঠিয়ে দেয়। শূন্য কুঁজো বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ কিন্তু ভরা কুঁজোটা ছোট মাথায় কষ্ট করে তোলার আগে সে অনর্থক সময় নষ্ট করে। এমন সময় ওমর আঁজলা পেতে পানি খাওয়ার জন্য সেখানে হাজির হয়। তার হাতে কোনও বই নেই; সে তখন কারও সাথে তর্কও করছে না। সে গম্ভীর মুখে ইয়াসমিকে অভিবাদন জানায়।

www.pathagar.com

ওমর সেখান থেকে বিদায় নেওয়ার আগেই ইয়াসমি তাকে বলে, "তোমাকে একটা কথা বলব।"

ইয়াসমির ভয়, ওমর হয়তো তার কথায় কান না দিয়েই চলে যাবে। "আব্বা বলছিলেন, তুমি নাকি লোকদের নিয়ে অনর্থক ঠাট্টা-তামাসা কর। তুমি এমন অধঃপাতে যাচ্ছ কেন?"

ওমর তার পানে অবাক হয়ে তাকায়। তার মনে হয়, একটা তোতাপাখি যেন শেখানো বুলি আউড়ে যাচ্ছে।

ইয়াসমি দ্রুত বলে যায়, "ঠাট্টা-তামাশা করার চেয়ে মিষ্টি ব্যবহার করা ভালো। সময়ে তারা তোমাকে যোগ্য প্রতিদান দেবে। তোমার বয়েস কত হল? অবসরক্ষণে, তুমি যখন মাদ্রাসায় যাও না, বা বসে বসে চিন্তা-ভাবনা কর না বা রহিম তোমার কাছে থাকে না, তখন তুমি কী করে সময় কাটাও?"

"তবে শোন!" ওমর হেসে জওয়াব দেয়, "আমার বয়েস বর্তমানে সতেরো। অবসর সময়ে মাঝে মাঝে আমি আমার আব্বার দোকান দেখাশোনা করি, আব্বা অবশ্য এন্তেকাল করেছেন। তিনি ছিলেন একজন খৈয়াম বা তাঁবুওয়ালা। আর রহিম? রহিম তো চলে যাচ্ছে।"

ঔৎসুক্যে ইয়াসমির দেহ মোচড় দিয়ে ওঠে। সে লজ্জা-নম্র চোখে ওমরের পানে তাকিয়ে ওমরকে বসতে দেওয়ার জন্য একটু সরে পাথরের একপাশে একটু স্থান করে দেয়। "এবার বল তো" ইয়াসমি ভাবপ্রবণ কণ্ঠে বলে, "তুমি কী করতে চাও? যখন তোমার কোনও কাজ থাকে না, তখন তোমার মন কী চায়?"

ইয়াসমি হতাশ-বিহ্বলচিত্তে ভাবে, যে-ছাত্র মাদ্রাসার ওস্তাদের সঙ্গে তর্ক করে মুখস্থ কোরান আবৃত্তি করে, ইয়াসমির মতন মেয়ের সাথে গল্প করে সময় নষ্ট করা ছাড়া তার অনেক কাজ আছে। তাকে এসব কথা বলা তার ভুল হয়েছে। কিন্তু এই ভুলই তার জন্য ফুল হয়ে দেখা দিল। ওমর সত্যি তার পাশে বসে পড়ে।

ওমর ভাবগম্ভীর কণ্ঠে জওয়াব দিল, "আমার মনে, একটা মান-মন্দির স্থাপন করার ইচ্ছা জাগে।"

মান-মন্দির কাকে বলে, ইয়াসমি জানে না। কিন্তু নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে সে দ্বিতীয় ভুল করতে চায় না। পূর্ব কথার জের টেনে সে বলে, "তার পর?"

"আর একটা শূন্যলোকের গোলক ও টলেমির নক্ষত্রতালিকার একখানা প্রতিলিপি।"

একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ মান-মন্দিরের জন্য আরও অনেক কিছু প্রয়োজন। ইয়াসমি বুঝতে পারে যে, ওমর চায় একটা নিভৃত প্রাসাদ— যা হবে তার একলার সম্পত্তি; তার স্বপ্নে রচিত রাজহংসী শোভিত মহলের মতন।

"বুঝলাম।" ইয়াসমি মাথা দুলিয়ে বলে, "তুমি তা হলে সিদি আহমদের মতন যাদুকর হয়ে তারা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করবে।"

www.pathagar.com

ইয়াসমিদের বাড়ির বর্ষিয়সীরা গণক সিদি আহমদের পৃষ্ঠপোষকতা করে।

ইয়াসমির কথায় বিরক্তিতে ওমরের ভ্রু কুঁচকে ওঠে। সে দাঁত খিঁচিয়ে বলে, "আহাম্মকের বাবা। আস্ত একটা গাধা— তার যাদুবিদ্যা আর কোষ্ঠীর নিকুচি করি।"

মনে হল, ভাগ্যগণনার ওপর ওমরের বিশ্বাস নেই। তবে সে কী চায়! ইয়াসমির অপরিপক্ব চঞ্চল মনে সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। ওমর চায়, মান-মন্দিরে বসে কালের পরিমাপ করতে। কাল সম্বন্ধে ইয়াসমির ধারণা সূর্যোদয় থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় আর রাতের বেলায় তারকার আবির্ভাব। মাস গণনার জন্য অবশ্য চাঁদের হিসাব রয়েছে।

চাঁদের হিসাবে ওমর তৃপ্ত নয়। চাঁদ নিজের নির্ধারিত পথ পরিক্রমণ করে চলে প্রতি বছরে কালের বহু ঘণ্টা পেছনে ফেলে। মানুষ বছরে এতগুলো ঘণ্টা নষ্ট করবে কেন? এজন্য চাঁদই দায়ী; তবু তারা চাঁদের হিসাবে সময় গণনা ত্যাগ করে না।

ইয়াসমি বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে আর মনে মনে ভাবে, ওমর যদি সত্যি একটা মান-মন্দির স্থাপন করতে পারে আর তাকে একটু ভালোবাসতে পারে, তবে সে ঝাড়ু দিয়ে মান-মন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, ওমরের মাথার পাগড়ি ধুয়ে পরিষ্কার করবে, তার জুতায় জরির কাজ করে দেবে। তারা দু জন সারাদিন মান-মন্দিরে কাটাবে।

ঘরে ফিরে যেতে ইয়াসমির মন চায় না। তার মন ওমরের কথা শুনতে চায়; তার চোখ ওমরের চিকন মসৃণ দেহ-ত্বকে আলো-ছায়ার খেলা দেখতে চায়; তার চোখে আশা-নিরাশার আলো-আঁধার দেখতে চায়। ওমর বিহনে তার জীবন যে ব্যর্থ— সে হবে চিরতরে ভাগ্য-বিবর্জিতা। সে ওমরের আরও কাছ ঘেঁষে বসে। যে গোলাপ ফুলটা সে খোঁপায় পরার জন্য এনেছিল সে-ফুলটা সে শক্ত করে ওমরের সামনে ধরে আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে বলে, "তুমি এ ফুলটা নেবে?" ইতোমধ্যে ওমরের মন থেকে চাঁদের অসদাচরণের ভাবনা শেষ হয়ে গেছে।

"কী? এই ফুলটা? কেন"— বলেই ওমর ফুলটা হাতে নিয়ে শুঁকতে থাকে। "এটা কি তোমার?"

"আমি চাই, তুমি এই ফুলটা নিয়ে যত্ন করে রাখবে," ইয়াসমি আগ্রহভরে বলে।

(ইয়াসমি একবার তার বড় বোনকে ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে এমনি একটা গোলাপফুল এক পথচারী যুবকের সামনে ছুড়ে ফেলতে দেখেছিল; যুবক ফুলটা কুড়িয়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরেছিল) কিন্তু ওমর তার দেওয়া ফুলটার দিকে উদাসীন চোখে তাকাল মাত্র; তার মন তখনও হয়তো চন্দ্রলোকে ঘুরছে। ইয়াসমি তার মনটাকে মাটির ধরায় আর তার পানে ফিরিয়ে আনল।

"তুমি মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে, আমি খুব খুশি হব," ইয়াসমির ধারণা মান-মন্দির রাজপ্রাসাদের চূড়ার মতন একটা কিছু হবে।

www.pathagar.com

ওমর হেসে প্রশ্ন করে, "তোমার বয়েস কত ইয়াসমি?"

"প্রায় তেরো," সে অনুচ্চ কণ্ঠে জওয়াব দেয়। সে তার মা ও অন্য বর্ষিয়সীদের মুখে শুনেছে যে, তেরো বছর হলেই মেয়েরা বিবাহযোগ্য হয়।

"তোমার তেরো বছর হলে, তোমাকে আমি অনেক— অনেক গোলাপফুল দেব।"

এই বলে সে বিদায় নেয়। যেতে যেতে এই ভেবে বিস্মিত হয় যে, ডোরাকাটা পোশাক পরা ব্যগ্র দৃষ্টি, এই ছোট্ট খুকিটাকে সে এত কথা বলে ফেলল কেমন করে! ইয়াসমি কিন্তু ঠায় বসে থাকে। তার চোখদুটো উত্তেজনায় চিক্‌চিক্ করছে; তার সারা অঙ্গ পুলক-ব্যথায় টনটন করছে। কোন সুদূর থেকে যেন গাধার ঘণ্টার টুংটাং ধ্বনি আর মানুষের কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে আসছে। পথগুলো যেন তার কাছে অচেনা আর পথচারীরা সব অপরিচিত হয়ে গেছে। তার মনের গভীরে অনুভূতি জেগেছে যেন এসব অসাধারণত্ব বুঝি আর কোনওদিন সাধারণত্বের স্তরে ফিরবে না... ঝরনায় বসে সময় কাটাবার অপরাধে বাড়ির বর্ষীয়সীদের চড়-চাপড় খেয়েও সে মন খারাপ করে না।

কতক্ষণ পর সে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে বাগান থেকে একটা গোলাপ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে আসে। রাতের বেলায় সেই ফুলটা আর তার বিড়ালবাচ্চাটা লেপের তলে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

পরদিন বাড়ির একজন স্ত্রীলোক মন্তব্য করে, "ঘোমটা দিয়ে অন্দরমহলে থাকার বয়েস ইয়াসমির হয়ে গেছে। সত্যি বলছি, কাল তাকে এক শ্মশ্রুহীন বালকের সঙ্গে ঝরনার কাছে মিশতে দেখা গেছে।"

"আর তাকে দোকানে গিয়ে বসতে দেওয়া হবে না", তার মা সায় দেয়।

ইয়াসমি কোনও কথা বলে না, সে এমনটিই আশা করেছিল। তা হলে তার ভাগ্যে বিবাহযোগ্য অনূঢ়ার ঘোমটা জুটে গেল। তার বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীর আর জাফরি তার প্রেমের গতিরোধ করতে পারবে না।

কিন্তু ওমর নিশাপুর ছেড়ে চলে গেছে।

www.pathagar.com

নিশাপুরের পশ্চিমে বিখ্যাত খোরাসান রাজপথের পাহাড়ি সরাই

রাতের প্রথম যামে কেউ ঘুমাল না; কারণ কারও চোখে ঘুম এল না। আঙিনায় আগুন জ্বলছে, উটগুলো ঘোঁতঘোঁত করছে, অশ্বগুলো আঙিনার কোণে শুকনো ঘাস চিবোচ্ছে আর ভিক্ষুকের দল ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে অবিরাম চেঁচাচ্ছে— "ইয়াহ্— ইয়া হক্।"

আহারশেষে শূন্য বাটির সামনে বসে সবাই আঙুল চাটছে আর ভিক্ষুকদের প্রতি শুকনো ফল আর দু-একটা তাম্রমুদ্রা ছুড়ে দিচ্ছে। তাদের মন-মেজাজ বদান্য; কারণ তারা অভিযাত্রী; বিপদসঙ্কুল তাদের যাত্রাপথ। দান-খয়রাত করলে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে।

সরাইওয়ালা চেঁচাচ্ছে যে, সে মুসার মতন সহৃদয় নয় যে, পানি ফুরিয়ে গেছে তবু পানির বন্দোবস্ত করবে। আর চেঁচামেচির ফাঁকে ফাঁকে পাওনা-গণ্ডা গুনে থলেতে ভরছে। এই সময় খোরাসান রাস্তার সরাইগুলো খুব কর্মব্যস্ত আর জমজমাট। এই শীতের মাঝামাঝিও দৈনিক শত শত পথচারী এ পথ দিয়ে সৈন্যদলে যোগদান করার জন্য পশ্চিমাভিমুখে যাচ্ছে।

মুসাফিরের দল প্রাঙ্গণের চারদিক আচ্ছাদিত বারান্দার নিচে নিজেদের মেষচর্মের শয্যা বিছিয়ে নিয়েছে; কেউ কেউ আগুনের কড়াইতে অঙ্গার জ্বালিয়েছে। জ্বলন্ত অঙ্গারের আলোতে সারি সারি শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ উদ্ভাসিত। খোরাসানি, পারসি, আরবি সবাই গায়ে তুলোট বা পশুলোমের জামা পরে ঘেঁষাঘেঁষি বসে হাসছে— তর্ক-বিতর্ক করছে। সারাদিন পাহাড়ি কনকনে হাওয়ায় কষ্ট-ভোগের পর এই বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে। কেবল ক্ষুদ্র চোখ আর চওড়া চোয়ালওয়ালা তুর্কিরাই দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন। মধ্য এশিয়ার অধিবাসী কষ্টসহিষ্ণু সাহসী সওয়ারদের কাছে শীত নতুন কিছু নয়; যুদ্ধ ও যাযাবর বৃত্তির দুঃখ-কষ্টে তারা অভ্যস্ত। সব অবস্থায় তারা স্বল্পবাক।

নিশাপুরের জমিদার তনয় রহিম জাদেহ্। তার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তার অধিকারে আগুনের কড়াই রয়েছে আর রয়েছে দেহ উষ্ণ রাখার উপাদান খালাত।

এক রাতে বন্ধ ঘরে সুরা পান করার সময় রহিমও সেই ধার্মিক হাম্বেলির আহ্বান শুনতে পেয়েছিল। এ আহ্বানকে সে সাবধানবাণী বলে মনে করেছিল। রহিম

www.pathagar.com

আমোদ-ফুর্তির সময় ছাড়া অন্য সময় সাধারণত অলস, কিন্তু সে আহ্বানে তার মন সাড়া দিল। তাকেও যুদ্ধে যেতে হবে। তাই সে ওমর খৈয়াম ও জন-কুড়ি অনুচর সঙ্গে নিয়ে দূর পশ্চিমে সুলতান আল্‌প্‌ আরস্‌লানের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে চলে এল।

"অন্ততপক্ষে," সে মন্তব্য করল, "সমতলভূমিতে শিকারের আশায় চিতাবাঘের পিছনে ঘোরার চেয়ে এতে বেশি উত্তেজনা রয়েছে।"

পারস্যের এক প্রাচীন অভিজাত পরিবারে তার জন্ম। তার আদবকায়দা দুরস্ত; সে একজন নিপুণ ঘোড়সওয়ার।

"আয় আল্লাহ্‌! কী ঠাণ্ডা পড়েছে!" তার একজন অনুচর বিড় বিড় করে।

রহিম হাই তোলে। সত্যি বড় ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে। তা ছাড়া, তার জামার ভিতর ছারপোকা ঢুকেছে। সে চোখ মেলে দেখল সরাইয়ের মালিক তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে।

অভিজাত তরুণ বিরক্তি প্রকাশ করল না; সরাইওয়ালা মুখ নামিয়ে চুপি চুপি বলল, "বাগদাদের কয়েকজন মেয়ে আছে; খুব সুন্দরী, আর কায়দা-দুরস্ত"। সে বানিয়ে বলল যে, তারাও পথচারিণী, "হুজুর যদি আমোদফুর্তির ইচ্ছা করেন—"

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে রহিম উঠে দাঁড়াল। সে তার অনুচরদের হুকুম দিল, "ওমরকে বলিস, আমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে যাচ্ছি।" "মাথা পেতে নিলাম।" শীতকাতুরে অনুচর জওয়াব দিল।

সরাইওয়ালার পিছনে রহিমের অন্তর্ধানের পানে তার অনুচরেরা ঈর্ষা-কাতর চোখে তাকিয়ে রইল। এখানে মেয়েমানুষ সাধারণ লোকের ভোগ্য নয়। খোদাতালা সুদিন দিলে কাফেরদের সাথে যুদ্ধের পর সবার জন্য ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসীর দল পথে পথে ফেরি হবে। আগুনের কড়াইতে দেহ তপ্ত করে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

কাফনঢাকা মৃতদেহের মতন নিদ্রিত সহগামীদের ডিঙিয়ে রহিম বহু বিলম্বে প্রত্যাবর্তন করল। তার দেহ ক্লান্ত, মেজাজ তিরিক্ষে।

আগুনের কড়াইতে হাওয়া করে ওমর বন্ধুর জন্য আগুনটা তাতিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, "কোথায় ছিলে?"

"সরাইওয়ালা বেটারা দোজেখের আগুনে পুড়ে মরুক," রহিম বিড় বিড় করে বলতে লাগল। "বেটারা বিষ্ঠা খাক।" সে বসে পড়ল। তার অভিযোগ শোনার জন্য ওমর জেগে আছে, এতে সে সুখী। "তুমি কোথায় ছিলে?" সে ওমরকে প্রশ্ন করে।

"ঘুরে দেখলাম। হ্যাঁ, এই রাস্তার ওপর জীবন-চাঞ্চল্য রয়েছে।" ওমর হেসে জওয়াব দেয়। রাজপথ আর বিশেষ করে সমভূমি তাকে চঞ্চল করে তোলে; কারণ মরুভূমিতে তার জন্ম; আরব যাযাবরের শোনিত তার ধমনীতে বইছে। "নিকটেই একটা শিবির রয়েছে; নিশাপুরের কেল্লার মতন বিরাট একটা তাঁবু রয়েছে সে শিবিরে। তাঁবু ভর্তি সিপাই-সান্ত্রী, তাদের মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণ, তাদের কথাবার্তা

www.pathagar.com

আমি কতকটা বুঝতে পারি। আজ রাতে সেখানে এক শাহজাদা অবস্থান করছেন; তাঁর সাথে আমার দেখাও হয়েছে।"

রহিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ওমর যা করে প্রাণ দিয়ে করে; নিজেকে তাতে বিলিয়ে দেয়, যুদ্ধাভিযান তার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। তাই সে কৌতূহলী হয়ে বিদেশি সিপাইদের দেখতে গিয়েছিল; তাদের সাথে আলাপ করেছে, তাদের মালপত্র পর্যন্ত দেখে এসেছে। নদী পাড়ি দেওয়ার মধ্যে পর্যন্ত ওমর অভিযানের উত্তেজনা উপভোগ করে অথচ রহিমের এতে দেহ সিক্ত হয় মাত্র, এতে সে কোনও আনন্দ-উত্তেজনা পায় না, "কার কথা বললে?" রহিম ওমরকে প্রশ্ন করে।

"তাঁর নাম জানতে পারিনি। তাঁবুর পাশে একখণ্ড লাল কাপড়ের ওপর বসে কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে তিনি আলোচনা করছিলেন। তাঁরা তাঁর ওস্তাদ। তিনি বয়সে তোমার দু বছরের ছোট। পণ্ডিতেরা তাঁকে বলেছিলেন যে, ওখান থেকে তিনি যে নক্ষত্রটি দেখছিলেন তার নাম সোহাইল; কিন্তু আমি জানি, তা নয়। এ সময়ে এ স্থান থেকে কেউ দেখতে পারে না।"

"আমি জানি," রহিম বলে। "একটি প্রবাদ আছে না—"

"সোহাইল দর্শন করা সৌভাগ্যের লক্ষণ।"

"তুর্কিদের সাথে কথা বলতে তুমি সাহস পেলে? কিন্তু কোন ভাষায়?"

"আরবি ভাষায়," উৎসাহ সহকারে ব্যাখ্যা করে। "এই পণ্ডিত বেটারা অজ বোকা—বোবার মতন কথা বলে—"

"না, পাগল! তুমি বরং তাদের কথার প্রতিবাদ করে বোকামি করেছ। যে তোমার মুখে জুতো মারতে পারে, তার কথার প্রতিবাদ না করাটা কি তুমি কোনওদিন শিখবে না?" রহিম যেন কেমন শঙ্কিত হয়। "শাহজাদা কী বললেন?"

"তিনি প্রশ্ন করলেন, সত্যি নক্ষত্রের আবির্ভাব যুদ্ধের মঙ্গল-অমঙ্গল সূচনা করে কি না।"

"সত্যি কি মঙ্গল-অমঙ্গল সূচনা করে?"

তরুণ ছাত্র নীরবে শুকনো মাটির বুকে ছোরার খাপের সাহায্যে দাগ কাটতে কাটতে শান্ত কণ্ঠে বলে, "রহিম! তা যদি জানতাম, তবে তো আমরা 'মাগিদের' চেয়েও জ্ঞানী হয়ে যেতাম। মানুষের ভাগ্যের কথা যদি বলতে পারতাম! তবু, আমি তাদের সোহাইলের নির্দিষ্ট অবস্থানটি দেখিয়ে দিয়েছি।"

"আমাকে আর দেখিয়ে কাজ নেই," রহিম অধীর কণ্ঠে বলে, "লক্ষণ কেমন মনে হচ্ছে?"

ওমর মাথা দুলিয়ে বলে, "জরথুস্ত্রর ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ কর! দুই বাদশাহ যুদ্ধে মোকাবেলা করছেন। দৈব ঘটনা হচ্ছে পূর্ব দেশের বাদশাহর ভাগ্য সুপ্রসন্ন আর

www.pathagar.com

পশ্চিমের বাদশাহের ভাগ্য বিপর্যয় : তবে মৃত্যুর অমঙ্গল দু জনের ওপরই ঝুলছে, ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ কর।" এই বলেই ওমর সহসা ফিক করে হেসে ওঠে। "যাক, এসব বাজে কথা বলতে নেই। এ শুনেই সিংহশাবক চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকাল, যেন ভূত দেখছে আর কি!"

"সিংহশাবক।" রহিমের চোখও বিস্ফারিত হয়। "কী—"

"শাহজাদার কথা বলছি, অন্তত ওরা তাঁকে এই নামেই ডাকে।"

"আল্লা!" রহিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, "সিংহশাবকের কথা তুমি কোনওদিন শোননি?"

"না।"

"আল্লা তোমায় মেহের করুক, সিংহশাবক একটাই আছে। সুলতান আল্প আর্সালানের জ্যেষ্ঠ শাহজাদা তিনি। তুমি তাঁকে তার বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করছ।"

"আমি তাঁকে চিনি না!"

"কেউ তা বিশ্বাস করবে? তা ছাড়া তুমি তাঁর পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করছ। কোনও ভবিষ্যদ্বক্তা সজ্ঞানে তা করবে না। যাক! এসবের অর্থ হল, সিংহশাবকের ভাগ্যে এবার সিংহাসন মিলবে। তিনি কী বললেন?"

"তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন; আমি নাম বললাম। তিনি জানতে চাইলেন আমি কার অধীনে চাকরি করি; আমি জানিয়ে দিলাম— আমি নিশাপুরের মাদ্রাসার একজন ছাত্র; কোথাও চাকরি করি না।"

"হুঁ! আমাদের মনিব এই তুর্কিদের চরিত্র যদি আমি বুঝে থাকি, তবে সুলতান আল্প আর্সালানের মৃত্যুর পর তুমি এই সিংহশাবকের কাছে গিয়ে শাহি দরবারের জ্যোতিষীর পদ দাবি করবে আর আমাকে মোটা বেতনে তোমার গালিচা পাতার চাকরিটা দিও।"

ওমর মাথা নাড়ে।

"আমার মনে হয়"— রহিম বলতে থাকে, "তুমি একজন উদীয়মান জ্যোতিষী, সবাই তোমাকে বিশ্বাস করে। ওহে, ইয়ারমার্ক"— বলেই সে এক ঘুমন্ত চাকরকে লাথি মারে। "নিয়ে আয় বেটা কুঁজো আর পেয়ালা।"

ইয়ারমার্ক রহিমের পেয়ালায় মদ ঢালে। মদ হারাম, মদের প্রতি তার তীব্র অনুরাগ। সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে যে, তারা কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ করে যে মহাপুণ্য অর্জন করবে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ গোনাহ অতি নগণ্য। মদের প্রতি ওমরের অনুরাগ নেই, তবে রহিমের প্রতি তার অপরিসীম অনুরাগ। সে কোনও প্রতিবাদ করে না।

"এই লড়াইয়ে আমরা হেরেও যেতে পারি।" ওমর মন্তব্য করে।

"আমরা পারব না," রহিম চেঁচিয়ে ওঠে। "আমার তুর্কি সুলতান একজন সাধারণ সিপাই হতে পারেন, কিন্তু সব যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করেন, এ সম্বন্ধে তোমার ভবিষ্যদ্বাণীতে কোনও ভুল নেই।"

www.pathagar.com

সুপেয় মদের প্রভাবে তার দেহ-মন চাঙা হয়ে ওঠে, সে দ্বিতীয় পেয়ালা মদপান করে। সে কল্পনা করে যে, তার কালো ঘোড়ায় চড়ে সুলতানের লাল নিশানের আগে আগে বেপরোয়া হয়ে দু পক্ষের শত্রু-সৈন্য কতল করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে; শত্রুবাহিনীর একজন বাছাই করা সিপাইর সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করছে; সে কামনা করে সে কাফের বীর সেনানীকে তলোয়ারের আঘাতে ধরাশায়ী করাতেই মুসলিম সৈন্যরা তার জয়ধ্বনি করছে। কাফের বীর সেনানীর বিচ্ছিন্ন মস্তকটা তুলে নিয়ে সুলতানের ঘোড়ার সামনে ছুড়ে ফেলার কথা সে কামনা করে...

"শোন, ওমর!" সে ডাক দেয়।

ইতোমধ্যে তার দুই-ভাই ওমর কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। লড়াই, যুদ্ধ-জয়ের গৌরব আর রাজকীয় সম্মানের ভাবনা তার মন থেকে মুছে গেছে।

www.pathagar.com

আরসালান নদীর উপত্যকাভূমি— নিশাপুর থেকে পশ্চিমে মালবোঝাই উটের পাঁচ সপ্তাহের বসন্তকাল সফর— ১০৭১ খ্রি.

বাদশাহের ভাঁড় জাফরক তার সাদা গাধার পিঠে ধ্যানীর মতন উপবিষ্ট। তার ছোট্ট পদযুগল গাধার দু দিকে পাঁজর সংলগ্ন রয়েছে; তার জীর্ণ-শীর্ণ দেহ রাঙা-বসন আবৃত; তার স্বচ্ছ বাদামি চোখের চঞ্চল দৃষ্টি ইতস্তত ঘুরছে।

জাফরক সদাসর্বদা তার সুলতান মনিবের আশপাশে অবস্থান করে। সে জানে, এ যুদ্ধ মামুলি যুদ্ধ নয়।

সবাই তাকে মালপত্রের কাছাকাছি মোল্লাদের জামাতের সঙ্গে থাকতে বলেছিল; কারণ ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। কিন্তু জাফরক তাদের শুনিয়ে দিয়েছে, "মুনিবের আড়ালে অবস্থানই সবচেয়ে নিরাপদ; কারণ মুসলমান সেদিকে তীর নিক্ষেপ করবে না আর দুশমন খ্রিষ্টানরা আমাকে দেখতে পাবে না।"

এই কথায় তার মনিব সেলজুক সুলতান আল্‌প আরসালান খুব খুশি হলেন। জাফরক লাল ঝাণ্ডা আর রাজকীয় ছত্রীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে না। মুসলিম যোদ্ধাদের দুঃখে-কষ্টে এ কয়দিন সুলতানের মুখে হাসি নেই।

সুলতান আল্‌প আরসালান তাঁর পতাকা উপত্যকা মুখে অবস্থিত মালাসগির্দ শহরের প্রাচীর-পার্শ্বে প্রোথিত করেছেন। তাঁর সামনে প্রসারিত রয়েছে উর্বর উঁচুনিচু উপত্যকা-ভূমি। উপত্যকাভূমির ওপার থেকে এগিয়ে আসছে অসংখ্য রোমক সৈন্যবাহিনী; সে বাহিনী পরিচালনা করছেন স্বয়ং সম্রাট কনস্টান্টিনোপল। তাঁর পূর্ব-পুরুষরা গত চার শতাব্দ ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনি করে আসছে।

এতদিন সুলতান মাঝে মাঝে রোমক সম্রাটের অধিকৃত এশিয়া মাইনরে তাঁর ঘোড়সওয়ার বাহিনী পাঠিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর এহেন আক্রমণে রোমক সম্রাট অপমানে ক্রোধান্বিত হয়ে এবার তাঁর সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করে ক্লান্ত তুর্কি বাহিনীকে পাল্টা আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন; কারণ তীরন্দাজ তোকাকের বংশধর এই তুর্কিরা দূর মধ্য এশিয়া থেকে বিজয় পতাকা

www.pathagar.com

উড়িয়ে কনস্টান্টিনোপলের দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। সম্রাট তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী, আর পেশাদার তীরন্দাজ বাহিনী সমভিব্যবহারে এগিয়ে আসছেন, ইসলামের আক্রমণ থেকে স্বীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সে এক মন্থরগতি বিরাট বাহিনী। সত্তর সহস্র সৈন্যের বাহিনী মন্থরগতিতে পঞ্চদশ সহস্র মুসলিম বাহিনীর পেছনে ধাবিত হচ্ছে।

কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট একজন সুনিপুণ যোদ্ধা। তুর্কি সৈন্যবাহিনী তাঁকে গত তিন মাস অবধি এড়িয়ে যাচ্ছে। এবার তুর্কি বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করে একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। উপত্যকার ওপরে সুলতান শিবির স্থাপন করে রোমক সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর প্রতীক্ষা করছেন, দেখে তাঁর সৈন্য-সামন্ত বিস্মিত হল।

মাত্র পনেরো সহস্র সৈন্য সত্তর সহস্র সৈন্যের এক বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য প্রতীক্ষা করছে, জাফরকের কাছে তা বিস্ময়কর মনে হয়। সে আমিরদের মধ্যে গোপন কথাবার্তা শুনেছে যে, প্রবীণ অভিজ্ঞ তুর্কি অশ্বারোহী বাহিনীও রোম সম্রাটের এই বিরাট বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে না; অথচ সুলতান এই আক্রমণের প্রতীক্ষা করছেন। ধীরে ধীরে খ্রিষ্টান সৈন্যবাহিনীর পতাকা কর্দমাক্ত মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। জাফরাক জানত যে, বাহিনীর বহু পদস্থ কর্মচারী বন্দি হবে বলে শঙ্কিত ছিল। তবে তারা আক্রমণ অনুসরণ বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন সব অবস্থায়ই সমান অভ্যস্ত।

সুলতান আল্‌প আরসালান ধীরগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "তা হতে পারে না, রোমক সৈন্যদের শিবির উপত্যকার বহু নিচে রয়েছে আর আমরা এখানে রয়েছি। ভাগ্যলিপি অখণ্ডনীয়।"

বড় শাহজাদার পাশে উপবিষ্ট জাফরক লক্ষ করল যে, সুলতানের কথা শুনে শাহজাদা ভীত-শঙ্কিত চোখে আব্বার পানে তাকাচ্ছে।

বিদূষক জাফরক ভাবল, আগামীকালের যুদ্ধের জয়-পরাজয় আগেই নির্ধারিত হয়ে আছে; মোল্লাগণ তা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। বিজ্ঞ গণকেরা তা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল অস্থির চঞ্চল রোমক সম্রাটকে কর্দমাক্ত খোলা মাঠে আর অচঞ্চল কর্মবিমুখ সেলজুক অশ্বারোহী বাহিনীর ছবি। অথচ এ বাহিনী কোনওদিন পরাজয়ের গ্লানি বহন করেনি। জাফরক ভাবল, ফলাফল হয়তো নির্ধারিত হয়েই আছে। কাল তারা জয়-পরাজয় নির্ধারিত দাবা খেলার ঘুঁটির মতন স্থান পরিবর্তন করবে মাত্র।

সে রাত্রে আল্‌প আরসালানের চোখে ঘুম আসেনি।

অতি প্রত্যুষে শীত আর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে রহিম জেগে উঠল। সে তার তলোয়ারখানা শান দেবার জন্য ইয়ারমাককে দিল আর তার কালো ঘোড়াটাকে দলাই-মলাই করার জন্য অন্যদের হুকুম দিল। তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা খেজুর পানিতে ভিজিয়ে সামান্য বার্লি খেয়ে নিল। এবার সে উপলব্ধি করল যে, মৃগয়াযাত্রার মতন শৌখিন কাজ এ নয়।

www.pathagar.com

তবে রহিম যে ধারণা করেছিল আসলে তা-ও নয়। সকালবেলায় অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে সে তার ঘোড়ার আশেপাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ভোরের কুয়াশার পর্দা সরে গেল; তার অধীন সিপাইরা বসে বসে দাবা খেলে সময় কাটিয়ে দিতে লাগল। সে যখন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করল তখন তার পাশ দিয়ে বর্শাধারী অশ্বারোহীর দল মন্থরগতিতে চলছে; মাঝে মাঝে তার কানে ভেসে আসছে কোন এক দূর বন থেকে আসা বাতাসের শন শন ধ্বনি; একবার দূর উপত্যকার কুজ্ঝটিকার অন্তরাল ভেদ করে শোনা গেল মানুষের গুঞ্জনধ্বনি— উৎসব দিবসে নিশাপুর মসজিদে সমবেত জনতার কলরবের মতন।

এক অজানা অশ্বারোহী রহিমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল; রহিম চেঁচিয়ে তার কাছ থেকে যুদ্ধের খবর জানতে চাচ্ছিল। তুর্কি অশ্বারোহী একবার তার পানে তাকিয়ে নীরবে চলে গেল। অধীর রহিম অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে সোজা তার উপরওয়ালা সেনাপতির কাছে এগিয়ে গেল। নিশাপুরের তলোয়ারধারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালনার ভার এই আমির সেনাপতির ওপর।

"আমাদের সামনে পাঠিয়ে দিন", রহিম চেঁচিয়ে বলল, "নতুবা আমরা প্রথম আক্রমণ দর্শন থেকে বঞ্চিত হব।"

রহিম সবিস্ময়ে জানতে পারল যে, উপত্যকার পাদদেশে কয়েক ঘণ্টা থেকেই যুদ্ধ চলছে। খোরাসানিরা যত সব অদ্ভুত সংবাদ শুনেছে। খ্রিষ্টান দুশমনেরা লোহার শিকলে বেঁধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে দৈত্য-দানব পাঠিয়েছে— একটা পুরো সৈন্যদল নদীতে ডুবে মরেছে— জর্জিয়ান ও আর্মেনিয়ান সৈন্যরা ডান দিকের পর্বতাঞ্চলে হানা দিয়েছে; সুলতান সেখানে এগিয়ে গেছেন।— বিস্তৃত উপত্যকাভূমিতে খ্রিষ্টান সৈন্য ছড়িয়ে রয়েছে।

"না, মিথ্যে কথা!" কে একজন চেঁচিয়ে বলল, "ওই তো আমাদের সুলতান! ওই চেয়ে দেখ!"

পা-দানিতে সোজা দাঁড়িয়ে রহিম দেখতে পেল এক ঘোড়সওয়ার বাহিনী একটা টিবির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। বাহিনীর নেতা একটা শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে আগে আগে চলছেন। চওড়া শক্তিশালী পুরুষ; তাঁর গুম্ফদ্বয় বাদামি মুখের দু দিকে কোঁকড়ানো; মাথায় একটা ভেড়ার চামড়ার উঁচু টুপি, হাতে হস্তী-দন্তের লাঠি; কোমরে বাঁধা ধনুর্বাণ স্বাভাবিকভাবে ঝুলছে দেখে মনে হয়, সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীর সে একজন নিপুণ তীরন্দাজ।

"কিন্তু সুলতান কোথায়?" রহিম অনুচ্চ কণ্ঠে অন্য কর্মচারীদের প্রশ্ন করে।

"হায়, আল্লাহ্! ওই যে আগে আগে যাচ্ছেন।"

রহিম আশা করেছিল— দুরন্ত অশ্বের ওপর রেশমি পোশাক বাতাসে উড়বে— পালকসজ্জিত রঙিন শিরস্ত্রাণ, ঝাণ্ডা, দামামা আরও কত কী! সে ভাবতে পারে না।

www.pathagar.com

সে যখন এই সাধারণ পোশাক পরিহিত লোকগুলোকে দেখল আর দেখল একটা বামন সাদা গাধার পিঠে চড়ে ধীর মন্থরগতিতে তাদের অনুসরণ করছে, তখন নৈরাশ্যে তার মন ভরে গেল। সে নীরবে স্বস্থানে ফিরে এল।

দুপুরের দিকে সে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়তেই ওমর তাকে ডাকল।

"রহিম, লড়াইটা এবার কাছাকাছি এসে পড়ছে। তুর্কিদের সাথে টিবির ওপর দাঁড়িয়ে আমি তা দেখতে পেয়েছি। এসো, দেখবে।"

যে টিবিটার ওপর দিয়ে সুলতান এগিয়ে গেছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে রহিম শুনতে পেল— হাজার হাজার মৌচাকে মৌমাছির দল যেন গুনগুন করছে; শুনতে পেল অস্ত্রের ঝনঝনানি, অশ্বের খুর-ধ্বনি। সূর্যের তাপে— কুয়াশার শেষ চিহ্নটুকু মুছে গেছে; সারা উপত্যকা এখন অবারিত উজ্জ্বল, উপত্যকার বুকে অসংখ্য ক্ষুদ্রকায় ঘোড়সওয়ারেরা ছুটোছুটি করছে। মাঝে মাঝে তাদের গতি বিচরণশীল পশুপালের মতন মন্থর, মাঝে মাঝে আবার তারা যেন প্রচণ্ড বাত্যায় বিতাড়িত হয়ে টিবির দিকে পিছিয়ে আসছে।

কয়েক ঘণ্টা অবধি খ্রিষ্টান ঘোড়সওয়ার বাহিনী তুর্কিদের আক্রমণ করছে; তুর্কিরা ধীরগতিতে পিছিয়ে আসছে আবার ধীরগতিতে এগোচ্ছে। তুর্কি তীরন্দাজদের তীর নিক্ষেপের কোনও বিরাম নেই। রহিমের মনে হল, তুর্কিরা যেন উপত্যকাভূমিতে অবতরণ করার জন্য বদ্ধপরিকর।

"দেখো!" ওমর চেঁচিয়ে ওঠে।

খোরাসানি ঘোড়সওয়ার বাহিনী সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে; দামামা বাজছে।

"তা হলে এবার তারা আক্রমণ করবে", রহিম চিৎকার করে বলে।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" এক হাতে একটা দীর্ঘ বর্শা এবং অন্য হাতে রহিমের পা-দানি আঁকড়ে ধরে রহিমের ঘোড়ার সাথে সাথে চলতে চলতে একজন বালক উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠে।

রহিম ভাবে এই মুহূর্তের জন্যই সে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করেছে। সে তার তলোয়ার কোষমুক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে কোষাবদ্ধ করে ফেলে; কারণ অন্যরা ইতোমধ্যে ঢাল বের করে সামনে স্থাপন করেছে মাত্র, তলোয়ার কোষমুক্ত করেনি। "কতল কর— কতল কর," বালকটা ক্রন্দনের সুরে চেঁচাতে চেঁচাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঘোড়ার গতির সাথে সে আর তাল সামলিয়ে চলতে পারে না। তারা চষা মাঠ আর খাল পেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে।

ঘণ্টাখানেক তারা এমনি করে ছুটে যায়। এবার অর্ধ-প্রোথিত ঘোড়াগুলোর দেহ কাদায় তাদের সওয়ারদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সওয়ারহীন ঘোড়াগুলো কাদায় প্রোথিত সওয়ারদের আশপাশে ইতস্তত ঘোরে আর আরববাসী উপজাতিরা সওয়ারদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র লুট করতে থাকে।

www.pathagar.com

রহিম উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, "এবার সুলতান নিশ্চয়ই আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য হুকুম দেবেন।"

কিন্তু সুলতান হুকুম দেননি। সন্ধ্যার সময় তারা একটা পরিত্যক্ত বাগানে এসে পৌঁছে। এক তুর্কি ঘোড়সওয়ার বাহিনী সেখানে আগেই এসে পৌঁছে। সে রাত্রিটা সে বাগানে কাটিয়ে দেবার জন্য তাদের ওপর হুকুম হয়েছে। তুর্কিরা শুকনো খড়-কুটো জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে দিল, কিন্তু আগুন আর খাবার কোনওটাই খোরাসানিদের ভাগ্যে জুটল না। তারা সারারাত ক্লান্তিতে ঝিমুল। প্রত্যুষে প্রথম আলোর উদয়ের সাথে সাথে দামামার শব্দে তারা জাগল।

এ দামামার শব্দ এল খ্রিষ্টান তাঁবু থেকে। তুর্কি বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে দুশমনেরা এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের রিজার্ভ সৈন্যরা ভুল বোঝাবুঝির দরুনই হোক বা বিশ্বাসঘাতকতা করেই হোক, রাত্রির অন্ধকারে চলে গিয়েছিল; পদাতিক বাহিনীও অন্ধকারে সম্রাট থেকে পাহাড়ি পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা সুলতানের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাই অতি প্রত্যুষে কনস্টান্টিনোপলের ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে ডেকে আনার জন্য দামামা বাজানো হল। তুর্কি বাহিনীর ওপর আবার নতুন করে হামলা করবে বলে। কিন্তু রহিম বা ওমর কেউ এসব ব্যাপার জানত না। তাদের দেহ গভীর ঘুমের জড়িমায় আর স্যাঁতসেঁতে মাঠের প্রচণ্ড শীতে ভারী আর আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল।

তাদের অনুচরেরা তাদের হয়ে ঘোড়া সাজিয়ে দিল। পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করার আগেই হঠাৎ একদল ঘোড়সওয়ার চিৎকার করতে করতে ছুটে এসে তাদের ঘিরে ফেলল।

ওমর শক্ত করে লাগামটা ধরে রইল জ্বরাক্রান্ত রোগীর মতন। তার মাথা তখন বোঁ বোঁ করছে। ক্ষীণ আলোতে টুকরো টুকরো করে দেখার মতন চারদিককার বিপদটা তার চোখে পড়ল। একজন ঘোড়সওয়ারের পাগড়িটা ঢিলে হয়ে তার মাথার চারদিকে লুটোচ্ছে— একটা লোক মুখ হাঁ করে নগ্ন পায়ে ছুটছে— একটা গাড়ি উল্টে পড়ে আছে আর গাড়ির নিচে একটা চাষা কুঁকড়ে পড়ে আছে।

সহসা একটা লোক একপাশে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। একজন ঘোড়সওয়ার সেখানে ঘোড়া থামিয়ে জখমি লোকটার দেহে বর্শা চালিয়ে দিল।

বর্শাটা লোকটার দেহের এক পাশে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল। এতে লোকটার মুখ থেকে রক্তধারা নির্গত হতে লাগল। মাথাটা একদিকে নুয়ে পড়ল, অথচ লোকটা তখনও হামাগুড়ি দিয়ে পালাতে চেষ্টা করছে। ওমর সবিস্ময়ে ভাবল, লোকটা নিশ্চয়ই খ্রিষ্টান সিপাই!

www.pathagar.com

ওমর রহিমের খোঁজে একপাশে তাকাল। তার চোখে পড়ল ঢিলে পাগড়িওয়ালা লোকটার কোমরে একটা তীর বিদ্ধ হয়ে একদিকে বেরিয়ে আছে; আর লোকটা তা শক্ত হাতে ধরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

এবার দু দিকে তাঁবুর সারি দেখা গেল। চারদিকে হাতুড়ির ঠক্ ঠক্ আর মানুষের চেঁচামেচি। ওমর দেখতে পেল, শ্রান্তিতে তার ঘোড়ার মুখে ফেনা জমে গেছে। সে লাগামটা শিথিল করে দিল। একটা যুদ্ধের মাঝখান দিয়ে সে এসেছে, অথচ সে খাপ থেকে তলোয়ারটা পর্যন্ত বের করতে ভুলে গেছিল। কথাটা ভেবে সে আপন মনে হাসল।

রহিম একটা বড় তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চারদিকে খোরাসানিরা লুণ্ঠিত দ্রব্যের খোঁজে ঘোড়া থেকে নামছে। কেউ তাদের এ কাজ করার জন্য হুকুম দেয়নি; তবু তারা চেঁচামেচি করছে আর শিশুদের মতন ছুটোছুটি করছে। রহিমের তিনজন অনুচর তাঁবু থেকে লাল পোশাক আর রুপোর পানপাত্র নিয়ে হাজির হল। সঙ্গে হাত ধরে নিয়ে এল এক তরুণীকে।

অবাক বিস্ময়ে তরুণী চারদিকে তাকায়। পাকা গমের মতো সোনালি একরাশ চুল তার চোখেমুখে এলোমেলো হয়ে পড়েছে। তার মাথায় কোনও অবগুণ্ঠন নেই, ক্ষীণ কটিদেশে সোনালি কাপড়ের তৈরি কোমরবন্ধ। সিপাইরা তার পানে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকায়; তারা জীবনে কোনওদিন খ্রিষ্টান নারীর মুখোমুখি হয়নি।

"ওমর!" রহিম উচ্চকণ্ঠে বলে, "আল্লার মেহেরবানিতে আমরা বিজয়ী হয়েছি।"

বিজয়। কথাটা কেমন অদ্ভুত শোনায়।

"এ তরুণী কোনও খ্রিষ্টান মনিবের ক্রীতদাসী হবে।" খোশমেজাজে রহিম বলতে থাকে। "আমি এক কাফের কুত্তাকে ওখানে কতল করেছি। তাঁবুর ভিতর চল।"

"সাবধান!" সহসা ইয়ারমাক বলে ওঠে, "ইয়া-আল্লাহ্।"

নিচের দু সারি তাঁবুর মাঝখানকার ফাঁক দিয়ে একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে এল। তাদের কর্দমাক্ত ঘোড়াগুলো থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে। তাদের দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ উন্মুক্ত তলোয়ার আর ধারালো কুঠার দেখে মনে হল, শয়তান তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। তারা খ্রিষ্টান ঘোড়সওয়ার।

ওমর লাগাম ধরে তার ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল। খ্রিষ্টান সওয়ারেরা তখন পৌঁছে গেছে। তার ঘোড়াটা পেছনের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল।

ওমরের কাঁধে কী যেন লাগল; ঘোড়ার সশব্দ খুর তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল; তার চোখেমুখে ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। চোখ মুছে সে উপলব্ধি করল যে, সে মাটিতে পড়ে আছে। টলতে টলতে সে উঠে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

একজন অনুচর মাটিতে কুঁকড়ে পড়ে আছে; মনে হয় সে যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর সাথে লড়াই করছে— অদূরে ইয়ারমাক রহিমের ওপর ঝুঁকে রয়েছে; রহিম হাঁটুতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

ওমর ছুটে গিয়ে রহিমের হাত ধরল। রহিমের ঠোঁটে এক অদ্ভুত হাসির রেখা।

"চোট লেগেছে ভাই?" ওমর চেঁচিয়ে ডাকে। "কেমন করে লাগল?"

ওমরের দুধভাই রহিম কথাটা শুনে তার পানে এমন উদাসীন চোখে তাকাল যেন কথাটা একদম অর্থহীন; ওমর ইয়ারমাককে এক টুকরো পরিষ্কার কাপড় আনতে হুকুম দিয়ে রহিমের দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিল। জখম থেকে রক্ত ঝরছিল। ওমর রহিমের বর্মের জামার কোণটা তুলতে লাগল, জখমটা দেখবে বলে। জখমটাতে হাত পড়তেই সে হাতে উষ্ণতা অনুভব করল। জখমটা থেকে অস্পষ্ট বাষ্প যেন স্যাঁতসেঁতে বাতাসে মিলে গেল।

ইয়ারমাক ওমরের কানে কানে কেঁদে বলল, "প্রভু, আপনি এখন কী করবেন; তার কণ্ঠে যে মৃত্যুর ধ্বনি শোনা যায়।"

ওমর দাঁড়িয়ে তার রক্তসিক্ত হাতের পানে তাকাল। সূর্যের প্রখর কিরণ তার রক্তসিক্ত হাত আর পৃথিবীর ওপর পড়ছে। রহিমের মুখাবয়বে মৃত্তিকার পাণ্ডুরতা। শ্বাসকষ্টও তার শেষ হয়েছে। কণ্ঠনালী থেকে অল্পক্ষণ গড় গড় শব্দ বেরিয়ে আবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

অনুচর ইয়ারমাক জন্তুর মতন ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে তার কটিদেশ থেকে একখানা বাঁকা ধারালো ছোরা বের করে ঠোঁটদুটো বেঁকিয়ে অদূরে দণ্ডায়মান বন্দিনী তরুণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তরুণীকে আঘাত করার সময় সে বিড় বিড় করে বলল, "জীবনের বদলে জীবন।"

তরুণী সরে গেল; ইয়ারমাকের ছোরাটা তার পরিহিত বসন ছুঁয়ে গেল মাত্র। তরুণী লুটিয়ে পড়ে ওমরের পা জড়িয়ে ধরল; দেহ তার কাঁপছে, সে নীরব দৃষ্টি মেলে তার পানে তাকাল। সে দৃষ্টি বেদনার্ত— করুণ।

"বেকুফ কোথাকার!" বলে ওমর অনুচরের হাতটা ধরে তাকে দূরে ছুড়ে ফেলল। ইয়ারমাক একজন দৈহিক শক্তিহীনের মতো মাটিতে পড়ে : "ইয়া আল্লাহ্! ইয়া আল্লাহ্।" বলে কাঁদতে লাগল।

ওমর রুমানি মেয়েটাকে তাঁবুর ভিতর যেতে বলল, কিন্তু মেয়েটা তার কথা বুঝতে পারল না। সে এবার মেয়েটাকে তাঁবু দেখিয়ে ইঙ্গিত করতেই সে ধীরপদে তাঁবুতে চলে গেল। অন্য অনুচরদের সাহায্যে ওমর রহিমের লাশটা তাঁবুতে নিয়ে গালিচার ওপর শুইয়ে দিল। সে রহিমের হাতখানা কাপড় দিয়ে একবার মুছে অনুচরদের পরিষ্কার পানি আনতে হুকুম দিল।

পানি দিয়ে সে তার দুধভাইয়ের মুখখানা ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল। এবার রুমানি তরুণী তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাত থেকে কাপড়টা নিয়ে নিপুণ হাতে

www.pathagar.com

রহিমের মাথা আর গলদেশ ধুয়ে মুছে দিল; সে যেন ওমরকে খুশি করার আশায় এ কাজ করল। সে এবার মৃতের পোশাক বিন্যস্ত করে দিল। ওমর ভাবল যে, সে তো কখনও কোনও মৃত খ্রিষ্টানকে স্পর্শ করত না।

ওমরের মনে হল যে, আরও বহু কাজ বাকি রয়ে গেছে। কোনও কাজই বাদ দেওয়া যাবে না।

গভীর রাত্রে এক পকৃশ্মশ্রু মোল্লা এসে অবসন্ন চোখে ওমরের পানে তাকাল।

"বেটা। পবিত্র জমজম কুয়োর পানি পর্যন্ত মাটিতে মিশে যাবে। জীবন আল্লার দান, আল্লার কাছে বিশ্বাসীদের আত্মা প্রত্যাবর্তন করবে; শেষবিচারের দিন ন্যায়ের নিক্তিতে ওজন করে মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশ হবে।"

ওমরের কল্পনায় রহিমের মুখখানা ভেসে ওঠে। রহিমের পাণ্ডুর মুখখানা সিক্ত মৃত্তিকায় শায়িত। এবার পরিষ্কার কাফনে আবৃত রহিমের দেহখানা মাটির অন্ধকার অভ্যন্তরে পড়ে থাকবে।

মোল্লা চলে গেল, তার হাতে আরও কয়েকটা দাফন-কাফনের কাজ রয়েছে, সেগুলো সমাধা করতে হবে। ওমর এক প্রস্তরখণ্ডের ওপর বসে থাকে। ইয়ারমাকও পোষা কুকুরের মতন এসে তার পাশে বসে পড়ে, কান্নার আবেগে তার দেহ কাঁপে। প্রভুর দাফন-কাফন শেষ হয়েছে, ইয়ারমাক এখন তৃপ্ত। এই মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার ছিল না।

কিন্তু ওমর তার এমন এক দুধভাইকে হারিয়েছে, যার সাথে সে একত্রে বড় হয়েছে। তার পক্ষে রহিমকে এখানে ফেলে চলে যাওয়া অত্যন্ত করুণ আর বিষাদময়। রহিম এখানে পড়ে থাকবে; বৃষ্টির পানি তার ওপর দিয়ে বয়ে যাবে, তার কবরের ওপর সবুজ তৃণ গজাবে, গমের বীজ বোনা হবে, গমের ফসল তোলা হবে অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে।

এখানে রহিম যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করবে— সেদিনের জন্য; যেদিন বিচারসভায় তার বিদেহী আত্মা তার দেহে এসে মিশবে।

ওমর চিবুকে হাত রেখে উষার ধূসর আবির্ভাব পর্যন্ত এখানে বসে থাকে। গত দুই রাত ও দুই দিনের শ্রান্তি আর মানসিক ব্যথা-বেদনা থেকে সে কতকটা আরাম অনুভব করে।

"রহিম!" ওমর অস্ফুট কণ্ঠে বলে, "দেহ একটা তাঁবু মাত্র; এখানে আত্মা কিছুকাল অবস্থান করে। তাঁবু যখন ভেঙে দেওয়া হয় তখন আত্মা তার সুদীর্ঘ ভ্রমণপথে আবার যাত্রা শুরু করে। রহিম ভাই, তোমার সাথে সেই যাত্রাপথে আমার আবার দেখা হবে।"

"আমিন"— "শান্তি" ইয়ারমাক সমর্থন জানায়।

তাঁবুর এক কোণে জ্বলন্ত মোমবাতিটার দিকে ওমর তাকায়। তরুণী তাঁবুর কোণে স্তূপীকৃত কাপড়-চোপড়ের ওপর এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। সে সুরাহি থেকে পানীয় ঢেলে ওমরের কাছে এগিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

এক আঘাতে পান-পাত্রটা মাটিতে ফেলে দেবে বলে ওমর হাত তোলে। তার মনে পড়ে নিশাপুরের এক সরাইখানায় বসে গল্পগুজব করার কালে রহিম তাকে এমনি এক পান-পাত্র ভরা দ্রাক্ষারস দিয়েছিল। এবার ওমর তরুণীর হাত থেকে পান-পাত্রটা নিয়ে এক চুমুকে তার সবটুকু নিঃশেষ করে ফেলে। সে তার হিম-শীতল দেহে ধীরে ধীরে উষ্ণতা অনুভব করে। তরুণী আবার পাত্রটা ভরে দেয়, ওমর আবার তা পান করে। একবার হাই তুলে ওমর তার অবসন্ন দেহ কম্বলের ওপর এলিয়ে দেয়।

বন্দিনী তরুণী প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে উষার উদয় পর্যন্ত ওমরের পাশে নির্ঘুম বসে থাকে। আলো স্পষ্ট হয়ে উঠলে সে একটা আয়না নিয়ে নিজের কেশবিন্যাস করে আর আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাবে রাতারাতি মনিব-বদল তার জীবনে এই প্রথম নয়।

উপত্যকাভূমির বহু নিম্নে অবশেষে সুলতান আল্‌প আরসালানের তাঁবু স্থাপিত হল।

তাঁবুর প্রবেশপথে তুর্কি আমিরেরা গালিচার দু ধারে ভিড় জমাল, গালিচার শেষ প্রান্তের তিনজনকে একনজর দেখবে বলে। অনুগ্রহভোগী জাফরাক একটা সিন্দুকের ওপর এমনভাবে বসল, যাতে তিনজনকে— সুলতান আলপ্‌ আরসালান, রোমক সম্রাট রোমানাস ডাইয়োজেনিস আর এক বেচারা মুসলিম ক্রীতদাসকে দেখতে পায়। এই ক্রীতদাস বেচারা রোমক সম্রাটকে লড়াইয়ের ময়দানে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে সুলতানের পদতলে হাজির করেছে।

দর্শকের দল প্রথম দেখতে পেল, বর্মপরিহিত রোমানাসকে জোর করে আনত মস্তকে সুলতানের সামনে দাঁড় করানো হল; আল্‌প আরসালান একবার রাজবন্দির গ্রীবাদেশে পদস্থাপন করলেন এবং তার পর রোমানাসকে উঠিয়ে তার ডান দিকে এক আসনে বসিয়ে দিলেন।

শ্রোতার দল পূর্ব ও পশ্চিমের সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে আলাপের প্রথম কথা শুনতে উদগ্রীব হয়ে রইল।

"বলো তো, যদি এমনি করে আমাকে বন্দি করে তোমার সামনে হাজির করা হতো, তবে তুমি আমাকে কী করতে?" আল্‌প আরসালান উদাস প্রশ্ন করলেন।

দোভাষী প্রশ্নটা তাকে বুঝিয়ে দিলে তিনি মাথাটা তুলে এক মুহূর্ত ভেবে জওয়াব দিলেন।

"তোমার সাথে কঠোর ব্যবহার করতাম।"

সুলতানের মুখে হাসির রেখা চিক দিয়ে গেল। "তুমি আমার কাছে কেমন ব্যবহার আশা করছ?"

বন্দি সম্রাট তার দুশমনের পানে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তুমি হয়তো আমাকে কতল করবে বা আমার হাতে-পায়ে জিঞ্জির পরিয়ে তোমার মুলুকে ঘোরাবে; হয়তো-বা মুক্তি-মূল্যের বিনিময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে।"

www.pathagar.com

খ্রিষ্টান সম্রাটের নির্ভীকতায় তাকে সুলতানের ভালো লাগল। যুদ্ধে জয়লাভ করে সিজারের গ্রীবাদেশে পদ স্থাপন করেই তিনি আনন্দে আত্মহারা।

"জেনে রেখ!" মুহূর্ত পরে সুলতান বললেন, "তোমাকে নিয়ে কী করব, সে সম্বন্ধে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছি।"

আব্বার পিছনে উপবিষ্ট সিংহশাবক, কোলে মুষ্টিবদ্ধ হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুলতে পারেননি— মুসলমান জয়ী হবে আর দুই রাজাই নিহত হবেন।

"তোমার কাছ থেকে আমি মুক্তি-মূল্য আর তোমার প্রজাদের কাছ থেকে কর নেব, আর তোমাকে সসম্মানে তোমার দেশে পাঠিয়ে দেব।" সুলতান বললেন।

সিংহশাবক গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে ঠিক হয়ে বসলেন। তার আশা ছিল, জল্লাদের ঘায়ে রোমানাস নিহত হলে নিশাপুরের সেই তরুণ ছাত্রের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হত।

ওমরের চোখে ঘুম নেই। দৈহিক ক্লান্তি সত্ত্বেও মন তার অনেকক্ষণ অশান্ত হয়ে রইল। অদ্ভুত হাস্যে রেখায়িত রহিমের সেই মুখখানা বার বার তার মনে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। তার মনের পর্দা থেকে সেই মুখখানা যেন মুছতে চায় না। তখন রহিম রহিম হয়েই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু পরে সে সিন্দুকটার মতন একটা জড় পদার্থে পরিণত হল; তাঁবু থেকে উঠিয়ে তাকে নিয়ে গেল। রহিমকে কেমন করে বহন করে নেওয়া হয়েছিল ও কেমন করে সাদা কাফনের ভাঁজে ভাঁজে তার দেহখানা আবৃত করা হয়েছিল, সে দৃশ্য চেষ্টা করেও ওমর ভুলতে পারছে না।

রহিমের বদলে আদেশ-নির্দেশ দেওয়া তার পক্ষে সহজ নয়। তার যতদূর মনে পড়ে, সবকিছু তারা এজমালিভাবে ব্যবহার করত; এ ব্যাপারে তারা ছিল যমজ ভাইয়ের মতন, সাধারণ ভাই নয়। খাবার-দাবার, চাকর-বাকর আর অশ্বাদি রহিমই দেখাশোনা করত। রহিমের অবর্তমানে স্বভাবতই লোকজনেরা ওমরের কাছে আদেশ-নির্দেশের প্রত্যাশা করত।

নিশাপুর প্রত্যাবর্তনের সময় এল। সেলজুক তুর্কিরাই শুধু এই পাহাড়ি অঞ্চলে থাকবে বলে স্থির হল। আরবি এবং অনিয়মিত সিপাইরা ইতোমধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি আর যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে স্বদেশের পথে যাত্রা করেছে।

ইয়ারমাক এবং অন্যরা ওমরের তাঁবু ভেঙে অশ্বপৃষ্ঠে বোঝাই করলে ওমর লক্ষ করল যে, প্রত্যেকের সঙ্গে অতিরিক্ত বোঝা রয়েছে। এগুলো তাদের কাছে আগে ছিল না। গত কয়েকদিন তারা কেবল লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেছে আর অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সওদা করেছে। এখন তারা তাদের সঞ্চিত ধনৈশ্বর্য নিয়ে দেশে ফিরে যেতে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু ইবরাহিম-তনয় একটা ছোরা পর্যন্ত লড়াইয়ের ময়দান থেকে আনেনি; লড়াইয়ের কোনও স্মৃতিচিহ্ন সে রাখতে চায় না।

www.pathagar.com

ইয়ারমাক রহিমের কালো ঘোড়াটার পিঠে জিন লাগিয়ে জিনের পিছনে তার মৃত প্রভুর অস্ত্রশস্ত্রগুলো বেঁধে নিল। কালো ঘোড়াটার পানে তাকিয়ে ওমরের মনটা বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আরোহীহীন এই ঘোড়াটা সারাটা পথ তার পাশে চলবে এ কথা ভাবতেই মনটা তার ব্যথিয়ে উঠল। অথচ রহিমের ঘোড়াটাকে তার আব্বার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবেই।

"হুজুর!" ইয়ারমাক প্রস্তাব করল, "সেই রুমানি মেয়েটাকে এই ঘোড়াটার পিঠে বসিয়ে দিলে কেমন হয়? তার জন্য তো আমাদের অন্য কোনও বাহন নেই।"

বন্দিনী তরুণীটাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এই তরুণী রহিমের সম্পত্তি, বয়সে যুবতী, চমৎকার রেশমি চুল। নিশাপুরে ক্রীতদাসের বাজারে ভালো মূল্যে বিক্রি হবে। প্লুটোর কথোপকথন গ্রন্থখানি নিশাপুরের বিদ্যালয়ে পাঠ করে ওমর অনেকগুলি গ্রিক কথা শিখেছিল, তাই মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করে মেয়েটা সম্বন্ধে যৎসামান্য তথ্য জানতে পেরেছে।

মেয়েটার নাম 'জো'। মেয়েটা আজীবন ক্রীতদাসী। তার কেউ নেই। এই যুদ্ধে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাকে এই আশায় নিয়ে এসেছে যে, মুসলিম সেনাবাহিনী অনায়াসেই পরাজিত ও বিতাড়িত হবে। তাদের সম্রাটের ধারণাও তাই ছিল।

"আমি রহিমের ঘোড়াটায় চড়ে যাব।" ওমর বলল, "মেয়েটাকে আমার ঘোড়াটা দাও।"

বোরকাপরা এই মেয়েটা ওমরের পিছনে চলছিল। পথচারীরা তার পোশাক আর রেশমি চুল দেখে বুঝতে পেরেছে যে, এই মেয়েটা খ্রিষ্টান বন্দিনী; খোরাসানি সিপাহিটার সম্পত্তি। ওমর নীরবে পথ চলছিল।

প্রথম সরাইখানায় পৌঁছে ওমরকে বেশ বেগ পেতে হল। তারা সেখানে পৌঁছে দেখে, এক আমির তাঁর বহু লোকজনসহ সেখানে আগে থেকেই আস্তানা গেড়েছে বলে সরাইখানাটা লোকারণ্য হয়ে আছে। বাধ্য হয়ে ওমরকে আমিরের তাঁবুর পাশেই তাঁবু স্থাপন করতে হল। তাঁর নির্দেশ ছাড়া অনুচরেরা কেউ কিছু করছে না। কোথায় ঘোড়া বাঁধতে হবে, কোথায় কেমন করে দরকষাকষি করে আমিরের লোকজনদের কাছ থেকে আহার্যদ্রব্য কিনতে হবে, তা-ও ওমরকে বলে দিতে হল। এই কাজ তার মন্দ লাগেনি; কারণ, এতে সে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল, কিন্তু সব কাজ সমাধা হয়ে গেলে রহিমের স্মৃতি তার মনকে আবার ভারাক্রান্ত করে তুলল।

সে বসে রইল। প্রদীপটা জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেল; তবু সে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে রইল। তার মনে পড়ল সেদিন প্রত্যুষে— শরবত-সুধা অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য তার দুঃখ-শোক ভুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শরবতও ফুরিয়ে গেছে; শূন্য পাত্রটাই শুধু পড়ে আছে। ওমর আবার পাত্রটা খুঁজে দেখল সামান্য শরবত অবশিষ্ট আছে কি না। শূন্য

www.pathagar.com

রুপালি পাত্রটা সে হাতে নিল। রহিম তার জীবন-পাত্রটা এত শিগগির শূন্য করে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

ঘুমের পোশাক পরিহিতা রুমানি তরুণী তার পাশে শুয়ে ছটফট করছে; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, ওমর নুয়ে তরুণীর চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিল, ঘন কৃষ্ণ চুলগুলো তার সিক্ত। 'জো' হয়তো কোনও কারণে এতক্ষণ কাঁদছিল।

"কী হয়েছে তোমার?" ওমর কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

জো মৃদু হাসল। তার কান্না ওমর দেখুক, সে তা চায় না। ওমর এই প্রথম চিন্তা করল যে, এই বেচারী স্বদেশ ছেড়ে এই দূর যাত্রাপথে কী ভাবছে। সুলতানের মতন ক্রীতদাসেরও অনুভূতি আছে, তবে অভিযোগ করার অধিকার নেই।

মেয়েটার গ্রীবাদেশে পতিত কেশরাশির ওপর মৃদু আঘাত করতেই তা সরে গেল। জো কৌতুকভরা চোখে ওমরের পানে তাকাল। তার কান্না থেমে গেছে। সে সামান্য সরে গিয়ে ওমরের জন্য স্থান করে দিল। ওমরের সান্নিধ্যে তার হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণ স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল।

ওমর এবার শয্যা নেয়। গায়ের ওপর লেপ টেনে দিয়ে নির্বাণোন্মুখ প্রদীপটার পানে চেয়ে থাকে। ভাবে, এবার হয়তো নিচের এবড়ো-খেবড়ো মাটি, হিমশীতল বাতাস আর রহিমের অদ্ভুত হাসির স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যাবে।

www.pathagar.com

দুই

জ্ঞান-দর্পণ মহল

লবণ-মরুভূমির পথে জ্ঞান-দর্পণ মহল : খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে আল্‌প আরসালানের বিজয়ের একবছর পর

ওস্তাদ আলীর বয়স তিয়াত্তর বছর। সমস্ত কোরান তাঁর কণ্ঠস্থ; তাঁর জীবনে কোরানের পরেই গণিতশাস্ত্রের স্থান। তাঁর বাড়ির আঙিনায় অবস্থিত চৌবাচ্চায় নিমজ্জিত জলঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে বাড়ির সব কাজকর্ম।

শাগরেদরা বলত, "ওস্তাদজি, এখন অজু করছেন, জোহরের নামাজের সময় হয়ে এল।" কখনও বলত, "এখন দিনের তৃতীয় প্রহর; ওস্তাদজি এখন তাঁর কেতাবের প্রতিলিপি করছেন।"

জলঘড়ির সময় অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, দু বেলা আহার, দৈনিক বারো ঘণ্টা কাজ— সবকিছু পর্যায়ক্রমে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মতন নিয়মিত চলত। ওস্তাদজির খেতাব ছিল 'জ্ঞান-দর্পণ'। একই আহার্য প্রতি বেলায় পরিবেশিত হত। কোনও নতুন শাগরেদের হয়তো খেজুর, আখরোট বা ডালিম খেতে ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু সাহস করে কেউ এ কথা ওস্তাদজিকে বলতে পারত না। তাই তারা লুকিয়ে কোনও প্রতিবেশীর বাগান থেকে ডালিম কিনে বাড়ির বাইরে ওস্তাদজির অগোচরে চুপচাপ খেত।

কখনও কখনও— তা-ও খুব কম— ওস্তাদজি তাঁর বুটিদার বাদামি রঙের রেশমি পোশাক পরে খচ্চরে আরোহণ করে নিশাপুর যাত্রা করতেন। সঙ্গে থাকত একটা ছাতা আর খচ্চরটাকে তাড়িয়ে নেবার জন্য একজন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস। নিশাপুরের সমতলভূমির চষা মাঠের প্রান্তে তাঁর বাড়ি। বাড়িখানা লবণ-মরুভূমির দৃষ্টিসীমার মধ্যে। এই নির্জন স্থানটা ছিল তাঁর জ্ঞানসাধনার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল।

এ সময় তিনি একটা নিবন্ধ লিখছিলেন। নিবন্ধের নাম 'আল-জবর ওয়াল মোকাবালা' — বৈপরীত্যের সমন্বয়। কয়েক বছর আগে সুলতানের উজির তাঁকে এই নিবন্ধ রচনার

www.pathagar.com

নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুবিধার খাতিরে শাগরেদেরা এ নিবন্ধের নাম দিয়েছিল 'এলজাবরা' — বীজগণিত। এ ব্যাপারে তাদের কর্তব্য ছিল ওস্তাদের বলা টীকা-টীপ্পনিগুলোর শ্রুতলিখন; ওস্তাদের ইচ্ছানুসারে পরীক্ষামূলক নিরূপণ হিসাবকরণ এবং তার প্রয়োজনানুযায়ী অন্যান্য গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা। এর বদলে ওস্তাদজি রোজ অপরাহ্নে তাদের বিজ্ঞান অধ্যাপনা করতেন আর তাদের আহার যোগাতেন।

ওস্তাদজি তার আটজন শাগরেদের প্রত্যেকের নাম-ধাম এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। একজন বিবেকসম্পন্ন দূরদর্শী ব্যক্তি হিসেবে যতটা সম্ভব তিনি তাদের মনে তাঁর জ্ঞানবৃক্ষের বীজ বপন করতে চেষ্টা করতেন যাতে তাঁর মৃত্যুর পর আল্লার আলমের সেই অঞ্চল থেকে গণিতবিজ্ঞান লুপ্ত হয়ে না যায়। আটজন শাগরেদের মধ্যে ওমর খৈয়ামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি সবচেয়ে সন্দিহান। এই দশ মাস হল ওমর তাঁর সংসারে শামিল হয়েছে।

তাঁর বিশ্বাস ওমর জটিল সমস্যা সমাধানের বিশেষ গুণ এবং সর্বনাশা কল্পনাশক্তির অধিকারী।

ওস্তাদ আলী প্রায়ই তাঁর শাগরেদদের জোর দিয়ে বলতেন, "গণিতই অপরিচিত রাজ্য থেকে পরিচিত রাজ্যে পৌঁছার একমাত্র সেতু— অন্য কোনও সেতু নেই।"

গ্রিকদের নিছক কাল্পনিক চিন্তাধারা তিনি যেমন অপছন্দ করতেন তেমনি প্রাচীন মিসরীয়দের উদ্ভাবিত গণিতের তিনি ছিলেন পরম ভক্ত। গাণিতিক সংখ্যাকে তাঁরাই প্রথম কাজে ব্যবহার করেন। গণিতভিত্তিক হিসাবের সাহায্যে তারা বহু ইমারত নির্মাণ করেন।

তাঁর অন্যতম শাগরেদ তাঁকে প্রশ্ন করে, "হুজুর, খাজা ইমাম! গ্রহনক্ষত্রের গতিপথ নির্ধারণ কোন্ কাজে লাগে? মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) বলে গেছেন, চন্দ্রের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনুসারে মাসের বিস্তৃতি নির্ধারিত হয়; সূর্য আলো দেয়; কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে এত অধ্যয়ন করে কী উপকার হবে?"

ওস্তাদ আলী চিন্তিত মনে মাথা নাড়েন। তাঁর মাথায় সবুজ পাগড়ি। এ পাগড়ি মক্কা-তীর্থ সমাপন করে হাজিরা পরে থাকেন। তাঁর সাদা গৌফ পরিচ্ছন্নভাবে কাটা; তাঁর কৃশ দেহখানা তাঁবুর খুঁটির মতন সোজা। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর আস্থা নেই, তবে সুলতান স্বয়ং আর অন্যান্য আমির-ওমরার দল তা বিশ্বাস করেন বলে তিনি এ সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করেন না।

নাছোড়বান্দা শাগরেদ আবার বলে, "এ কি সন্দেহাতীত নয় যে, গ্রহকে গ্রিকরা বুধ নামকরণ করেছে, সে গ্রহ পারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আর সূর্য স্বর্ণের ওপর এবং চন্দ্র রৌপ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, আমি এই ধরনের কথা শুনেছি।"

এটা সম্ভবপর যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক উজির তাঁর গৃহে কোনও গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন, যাতে তিনি কাফের গ্রিক বা যাদুকরদের সাথে মেলামেশা করতে না পারেন। তাঁর ধারণা

www.pathagar.com

হয় ওমরই হয়তো উজিরের চর। এমন ধারণার প্রথম যুক্তি হল, ওমর একাকী পদব্রজে নিশাপুর থেকে এসে বলেছিল যে, সে প্রখ্যাত গণিতবিদ ওস্তাদের কাছে অধ্যয়ন করতে অভিলাষী। অদ্ভুত ব্যাপার! ওমর জোর দিয়ে বলেছিল যে, তার কোনও পৃষ্ঠপোষক নেই। দ্বিতীয়ত: যোদ্ধার মতন সুগঠিত এই যুবকের দেহ; শিকারান্বেষী সিংহের মতন তার উৎসাহ উদ্যম। নিশ্চয়ই শিক্ষকতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে সে পড়াশোনা করছে না। তা হলে কেন সে লবণ-মরুভূমির নির্জন প্রান্তে অজ্ঞাতবাস করছে।

মনে মনে প্রশ্নের জওয়াব ঠিক করে ওস্তাদ আলী নীরস কণ্ঠে বললেন, "পণ্ডিত আবু রায়হান বেরুনি তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন যে, গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন একটা বিজ্ঞান। ঘটনাবলি, রাজনীতি, নগর, রাজ-রাজড়া ও সাধারণ মানুষের উত্থান-পতনের শুভাশুভ পূর্ব থেকে নির্ধারণ এই বিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্র। সুতরাং শুভাশুভ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেও তুমি গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পার, তবে এ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পার না।"

শাগরেদ মাথা দুলিয়ে ওস্তাদের জ্ঞানগর্ভ কথাগুলোর সারবত্তা উপলব্ধি করল। সে এতদিন ওস্তাদের বই-পত্র ঘেঁটে এমন কোনও সূত্রের ব্যর্থ অন্বেষণ করেছে যে সূত্রের সাহায্যে সে সোনা তৈরি করতে পারে।

সে ভীরু কণ্ঠে মন্তব্য করে, "আল মেজেসতে" লিখিত আছে যে, স্বর্ণের ওপর সূর্যের প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত; কারণ, অগ্নি সূর্যের নির্যাস এবং অগ্নির সাহায্যেই স্বর্ণের প্রকৃতি জানা সম্ভবপর। যদি অগ্নির নির্যাসকে ঘনীভূত করা যায়— "চুল্লির মধ্যে" অন্য একজন শাগরেদ সমর্থন করল। "যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন চুল্লি" অন্য একজন বয়স্ক শাগরেদ বিজ্ঞের মতন মন্তব্য করে।

"একে বলে বিশ্বতত্ত্ব", ওস্তাদ আলী বলতে থাকেন, "স্বর্গলোক ও ইহলোকের পদার্থসমূহ বিশ্বতত্ত্বের বিষয়বস্তু। গণিতের মতো এটা পুরোপুরি বিজ্ঞান নয়। আল্লাহতায়ালা তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বহির্লোকের অগ্নি ও অন্তর্লোকের বায়ু সৃষ্টি করছেন। এ বায়ুমণ্ডল জলরাশিকে বেষ্টন করে রেখেছে। আর এই জলরাশি পর্যায়ক্রমে আমাদের নিশ্চল পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে। তিনিই ভূগর্ভে প্রাপ্ত স্বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। এমন কোন জ্ঞানহীন মুসলমান আছে যে, আল্লাহ যা সৃষ্টি করে রেখেছেন, সে পদার্থ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করবে?"

"কথাগুলো খাঁটি— খাঁটি," বলে শাগরেদরা গুঞ্জন তুলল।

ওস্তাদজি খুব আত্মপ্রত্যয়ের সাথে কথাগুলো বললেন। উজির এমনকি সুলতান পর্যন্ত দেখেছেন যে, অনেক ভণ্ড এমন ভান করেছে যে, নিকৃষ্ট ধাতু থেকে তারা স্বর্ণ তৈরির গোপন রহস্যটা জানে কিন্তু তারা কেউ তৈরি করে দেখাতে পারেনি। তিনি ওমরের পানে আড়চোখে তাকালেন, ওমর ওস্তাদের কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে এক টুকরো

www.pathagar.com

কাগজের উপর কী যেন আঁকছিল। শাগরেদের মধ্যে একলা ওমরই ওস্তাদের অধ্যাপনার সময় কাগজে জরুরি কথাগুলো লিখে রাখত।

প্রথমদিকে ওস্তাদ আলী মনে করলেন যে, পরে স্মরণ করতে পারবে বলে ওমর কাগজে কথাগুলো লিখে নিচ্ছে, কিন্তু এখন ভাবলেন যে, মন্ত্রীকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ওমর বিবরণী লিখে রাখছে না তো। ওমর তার শয্যাপার্শ্বে রক্ষিত একটা বাক্সে তার কাগজপত্র তালাবন্ধ করে রাখে।

ধীরেসুস্থে উঠে ওস্তাদজি এগিয়ে ওমরের কাগজটার পানে তাকালেন, দেখতে পেলেন কাগজে দুটো ঘনক্ষেত্র অনেকগুলি রেখায় সমানভাবে বিভক্ত করা রয়েছে আর চারদিকে অনেকগুলি সংখ্যা ইতস্তত লিখিত রয়েছে।

"এটা কী?" তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "ঘনমূলের সমস্যা," ওমর সপ্রতিভ জওয়াব দিল।

তাঁর মনে পড়ল যে, আগের সপ্তাহে তিনি খৈয়ামকে ঘনমূলের একটা কঠিন সমীকরণ করতে দিয়েছিলেন।

"সেটা কতটুকু এগিয়েছে?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

"শেষ করে ফেলেছি।"

ওস্তাদ আলী কথাটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি জানতেন এর একটা সমাধান গ্রিকরা করে গেছেন, তবে তিনি নিজে তা এখনও করতে পারেননি।

কাগজটা হাতে নিয়ে অন্যদের ছুটি দিয়ে তিনি ওমরকে তাঁর সঙ্গে তাঁর কামরায় যেতে বললেন। কামরায় গিয়ে জানালার পাশে আরামে বসে তিনি কাগজটা চোখের সামনে ধরে দেখতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমি কিন্তু আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সমাধানটা বুঝতে পারছি না। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ঘনক্ষেত্রগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে সমানভাবে বিভক্ত করেছ; আর এমনি করেই তুমি গ্রিকদের সমাধানটা বের করেছ।

তারা কেমন করে সমাধানটা করেছিল?" ওমর আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করল।

ওস্তাদজি ধীর কণ্ঠে জওয়াব দিলেন, "এখন পর্যন্ত তা আমি জানতে পারিনি।"

তাঁর মনে পড়ল যে, ওমরকে তিনি সমীকরণের উত্তরটা দেননি। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে অবশ্য উত্তরসহ অঙ্কটার সাঙ্কেতিক চিহ্ন লেখা রয়েছে। এই কাগজগুলো তাঁর আসনের ওপর রক্ষিত কোরানের ভাঁজের ভিতর রয়েছে। তিনি কাগজগুলো কখনও সেখান থেকে বের করেননি আর তাঁর অনুপস্থিতিতে শাগরেদদের তাঁর ঘরে যাওয়া বারণ। তাই সম্ভবত মনে হয় ওমর এই অদ্ভুত জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে অঙ্কটা করেছে, নয়তো গোপনে তাঁর কাগজগুলো জেনে নিয়েছে।

www.pathagar.com

"এইমাত্র দেখতে পাচ্ছি," তিনি বললেন, "তুমি এসব ঘন সম-চতুর্ভুজগুলোর আয়তনের সাহায্যে ঘনমূল বের করেছ, কিন্তু কোন উপায়ে তুমি সমাধানটা বের করেছ?"

"উত্তরটা তো ওখানেই রয়েছে", ওমর অঙ্কটার ওপর ঝুঁকে বলে, "এই অংশ বাদ দিন, তার পর এটা, এটা এবং এটা যোগ করুন।"

"আমি তো অন্ধ নই; সবই দেখতে পাচ্ছি। তবে কেবলার কসম, এটা কাফের ইউক্লিডের জ্যামিতির অনুকরণ— এটা বীজগণিত নয়।" "তা হোক, তবে এটাই সমাধান, আমি বীজগণিতের সমীকরণের সাহায্যে সমাধানটা করতে পারিনি।"

ওস্তাদ আলী হাসলেন, "তবে আসলে ওটা তো বীজগাণিতিক সমীকরণ?"

"নিশ্চয়ই! তবে এটাকে এখন এমনি করে বীজগণিতের প্রতীকের ভেতর ফেলা যায়", বলেই ওমর নতজানু হয়ে রেখার পর রেখা টেনে চলে। নকশাগুলোর পানে তাকিয়েই ওস্তাদ আলী বুঝতে পারলেন যে, সমস্যাটার সমাধান হয়েছে, সুতরাং এখন এটা তাঁর নিবন্ধে সংযোজিত করা যায়।

মহাতৃপ্তিতে তাঁর দেহে শিহরন জাগল। স্বয়ং খারেযমি তাঁর গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করতে সাহস পাননি। সেই মহাওস্তাদ এবার বাগদাদ বিদ্যালয়ে বসে ঈর্ষায় দন্তঘর্ষণ করবেন।

"এই উপায়ে কি তুমি অন্যান্য সমস্যারও সমাধান করতে চেষ্টা করেছ?" তিনি ওমরকে প্রশ্ন করলেন।

ওমর দ্বিধাভরে জওয়াব দিল, "হ্যাঁ, প্রায়ই করে থাকি।"

'সমাধান পেয়েছ?"

"তা পেয়েছি, তবে সবগুলোর নয়।"

"আশ্চর্য!" ওস্তাদ আলী অনুনয়ের সুরে সহসা প্রশ্ন করলেন, "সেগুলো আমি দেখতে পারি?"

একমুহূর্ত নীরব থেকে ওমর জওয়াব দিল, "হুজুর, আমি আপনার নুন খেয়েই আপনার পদতলে বসে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করেছি। আপনি যা করতে হুকুম দিয়েছেন তা আমি করেছি। তবে অন্য সমস্যাগুলো আমার নিজস্ব সম্পত্তি আর— ওগুলো আমি কাউকে দেব না।"

ওস্তাদ আলীর দাড়ির চুলগুলো কাঁটা দিয়ে উঠল, দৃষ্টিতে কঠোরতা দেখা দিল, তিনি বললেন, "নিজে রাখবে? কোন্ লাভে? বল তো ইবরাহিম-তনয়?"

ওমর জানালা দিয়ে বাইরের শুকনো বাগানটার পানে তাকাল। তার চোখে-মুখে লজ্জা বা দুঃখের কোনও অভিব্যক্তি নেই। সে সহজ কণ্ঠে জওয়াব দিল, 'এখনও জানি না কোনও লাভ হবে কি না।"

www.pathagar.com

ওস্তাদ আলী অতটা আশা করেননি। তাঁর মনে সন্দেহ জাগল। ওমরের জওয়াবটা কেমন যেন নীরস নির্বিকার মনে হল।

প্রধান গণিতবিদ তবু বললেন, "সমাধানগুলো তো তোমার বাক্সেই তালাবদ্ধ রয়েছে?"

"জি, হ্যাঁ।"

"আমার কামরা কিন্তু খোলাই থাকে। আমার কামরায় এমন কোনও কাগজ নেই, যা তুমি দেখতে পার না।" তিনি ওমরের পানে একবার তাকালেন। "এমনকি গ্রিকদের দেওয়া এই সমীকরণের উত্তরটা পর্যন্ত তোমার বাক্সে রয়েছে।"

ওমর সেদিকে ফিরে তাকাল না, কোনও বিষয়ও প্রকাশ করল না। ওস্তাদের ঘরখানা তছনছ করলে এটা হত কূটনীতিকতা বা গুপ্তচরবৃত্তি।

তরুণ শাগরেদ ওমরকে ছুটি দিয়ে ওস্তাদ আলী অনবরত কয়েক ঘণ্টা বর্গক্ষেত্রের সমাধানটা নিয়ে পড়ে রইলেন। বিকেল বেলার অধ্যাপনার কথা তিনি ভুলে গেলেন। ওমরের পদ্ধতি অনুসারে আর একটা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলেন। তাঁর শিক্ষিত মন জ্যামিতির সাহায্যে বীজগণিতের সমস্যা সমাধান করতে অক্ষম প্রমাণিত হল। দৈর্ঘ্য-বিস্তার, বেধ বিশিষ্ট কোনও পর্দার জ্যামিতিক আকৃতি তিনি ভাবতে পারলেন না।

ক্রোধে-উত্তেজনায় তিনি ভাবলেন, "আবু সিনাও এটা পারেননি তবু..."

ধারণাটা অস্পষ্ট। তাঁর সারাজীবনের সাধনা বীজগণিতের সাহায্যে এমন কত সমস্যার সমাধান তিনি করেছেন— পাটীগণিত দ্বারা যা সম্ভবপর হয়নি। গ্রিকদের এই অযৌক্তিক জ্যামিতি কি না এমন সব সমস্যা সমাধান করতে পারে, যা বীজগণিতের আওতার বাইরে? জ্যামিতির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার বাইরে এমন নতুন কোনও সূত্র আবিষ্কৃত আছে কি যা দ্বারা অন্তহীন সংখ্যার সমস্যা পর্যন্ত সমাধান করা যায়? বিরক্তিতে ওস্তাদ আলী তাঁর কাগজ-কলম ছুড়ে ফেললেন।

একটা অপরাহ্ণ তাঁর নষ্ট হয়েছে। এসব ধারণা বড় নীচ, সত্যিকার গণিত-বিজ্ঞানের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর বিশ্বাস হল, ওমর গোপনে তাঁর কামরা থেকে সমাধানটা চুরি করে ঘনক্ষেত্রটা তৈরি করেছে। তাঁর বাক্সে হয়তো আর কোনও সমাধান নেই। সম্ভবত সে একজন চোর, সে তাঁর বিবরণীগুলো নিজে নিশাপুর গিয়ে পৌঁছিয়ে দেবার বা কোনও প্রকারে পাঠিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তার বাক্সে রেখে দিয়েছে।

ওস্তাদ আলী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ওমরের সমাধানটা সরিয়ে রাখলেন। তার পর জানালা দিয়ে বাইরের জল-ঘড়ির পানে তাকিয়ে নিজেই চেঁচিয়ে উঠলেন। মাগরেবের নামাজের সময় যে পেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি অজু করার জন্য দ্রুতপদে চৌবাচ্চার দিকে ছুটে গেলেন।

এক সপ্তাহ পর বৃদ্ধ গণিতবিদকে আবার ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে ভাবতে হল।

www.pathagar.com

সেদিন বিকেল বেলায় তাঁর বাড়ির ফটকে একটা ঘোড়া এসে থামল। প্রায় অর্ধডজন লোক ঘোড়াটাকে পথপ্রদর্শন করে নিয়ে এল। একজন অনুচর একটা সংকীর্ণ গালিচা ঘোড়ার পায়ের কাছে থেকে ওস্তাদের ফটকের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিছিয়ে দিল আর অন্য একজন অনুচর ছুটে এসে জানাল যে, তুতুস ওস্তাদজির সাক্ষাৎকামনা করছেন।

তুতুস সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলেন, তাঁর গোলগাল দেহে রেশমি পোশাক। মাথায় নীল রঙের বিরাট পাগড়ি, কণ্ঠস্বর মধুর। তিনি বাড়ির অনুচরদের কাছ থেকে ওস্তাদজির কুশলাদি জিগ্যেস করলেন। ওস্তাদ আলী তাঁর দামি কালো পোশাক পরে বেরিয়ে এলে তুতুস আনন্দধ্বনি সহকারে তাঁকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন। মহান আল্লাকে ধন্যবাদ যে, বিশ্ববিখ্যাত 'জ্ঞান-দর্পণ' সুস্থ আছেন। দর্পণ অনন্তকাল উজ্জ্বল থাকুক। যুগের আর শতাব্দের জ্ঞান আমাদের মতন অজ্ঞজনদের ওপর প্রতিফলিত করুক!

তুতুসের এই বিনয় সম্ভাষণের মৃদু প্রতিবাদ করলেন ওস্তাদ আলী, কিন্তু তুতুস সে প্রতিবাদে কান না দিয়ে বলতে লাগলেন, "না, নিশাপুরে কি এ সত্য প্রচারিত নয় যে, হুজুর খারেযমি থেকে শ্রেষ্ঠতর? বিজ্ঞানে আবুসিনার দখল কি বেশি ছিল? না, তা ছিল না।"

ফলের স্তূপ আর শরবত সামনে রেখে গালিচায় বসে তাঁরা আলাপ করছিলেন, তবে সৌজন্য প্রকাশের বেলায় ওস্তাদজি তুতুসের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। প্রথম কারণ, তুতুস অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল আর দ্বিতীয় কারণ তুতুসের পরিচয় তাঁর ভালো জানা নেই, তিনি শুধু এতটুকু জানতেন যে, তিনি উজিরের অনুগ্রহভাজন। নিশাপুরবাসীরা জানত যে, তিনি মূল্যবান পাথর, সূক্ষ্ম কাজ-করা পরসেলিন আর পুরনো পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে বেড়াতেন। তবে তাঁর কোনও পদবি আছে বলে তিনি স্বীকার করতেন না এবং তাঁর ঠিকানা কারও কাছেই জানা ছিল না।

ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁরা ওস্তাদ আলীর গ্রন্থখানা নিয়ে আলোচনার পর তুতুস ওমর খৈয়াম নামক জনৈক শিক্ষা-উত্তীর্ণ ছাত্রের সাথে দেখা করতে চাইলেন। ওমর বাগান থেকে এসে কম্বলের এক কোণে সবিনয়ে দু হাত জোড় করে বসলে ওস্তাদ আলী কান খাড়া করে সবার অলক্ষ্যে তাঁদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

তুতুস কথা প্রসঙ্গে বললেন, "গত মাসে পূর্বাঞ্চল থেকে সংবাদ পেলাম, খ্রিষ্টান সম্রাট রোমানাস ডাইয়োজেনিসকে তাঁর প্রজারা পাকড়াও করে নৃশংসভাবে অন্ধ করে দেয়, ফলে তিনি হৃৎক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।"

ওমর ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকাল। গত যুদ্ধের কথা, আর যুদ্ধে নিহত তার দুধ ভাইয়ের কথা তার মনে পড়ল।

"ব্যাপারটা অদ্ভুত," ওমরের পানে তাকিয়ে তুতুস বলতে থাকে, "এই লোকটাকে আমাদের সুলতান প্রাণে বাঁচিয়ে রাখলেন— সুলতান চিরজীবী হোন অথচ তিনি তাঁর প্রজাদের হাতে প্রাণ হারালেন। কে তা ভাবত?" তিনি ওমরের পানে তাকালেন।

www.pathagar.com

"কেউ না," তুতুস নেহাত একটা জওয়াব আশা করছে দেখে ওমর জওয়াব দিল।

মুরব্বিদের কাছ থেকে ওমর বিদায় নিলে তুতুস এই প্রথম নীরবতা অবলম্বন করে তার গলায় ঝোলানো হাতির দাঁতের তসবিহ্ জপতে জপতে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

"জ্যোতিষশাস্ত্রে আপনি বিশ্বাস করেন?" তিনি অলস কণ্ঠে ওস্তাদ আলীকে শুধালেন। "ওস্তাদ, ভবিষ্যদ্বাণী করা কি সম্ভবপর?"

কিন্তু ওস্তাদ আলী একথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন, বিশেষত তাঁর ক্ষমতাশালী পৃষ্ঠপোষকের প্রতিনিধির কাছে।"

"আমার বিশ্বাস আল্লাহ্তালার পক্ষে সবই সম্ভবপর। তবে আমি আমার গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করে আছি।"

তুতুস অনুচ্চ কণ্ঠে ওস্তাদ আলীর কথা সমর্থন করে বললেন, "ধরুন একজন লোক তিন-তিনটে ভবিষ্যদ্বাণী করল। আপনার মতন জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে এই জওয়াব আমি আশা করছি যে, এই তিনটে ভবিষ্যদ্বাণী দৈবযোগে সফল হতে পারে?"

প্রশ্নটা প্রবীণ ওস্তাদের সহজাত বুদ্ধিতে লাগল। "দৈবযোগে দুটো ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে পারে, কিন্তু তিনটে নয়। তবে এমন বোকা জ্যোতিষীই-বা কোথায় আছে, যে তিন-তিনটে ভবিষ্যদ্বাণী করবে?"

"কোথায়? আপনার শাগরেদদের মধ্যে অন্তত এমন একজন কি নেই যে কোষ্ঠী তৈরি করতে পারে? এই যে শাগরেদ যার সাথে আমি এইমাত্র কথা বললাম— ওমর?" ওস্তাদ আলীর শ্মশ্রুটা অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠল; তিনি যেন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন, "সে এমন কাজ করবে তা আমি আদৌ আশা করি না। হায় খোদা! তা হলে সে কী করে?" "সে ঘনক্ষেত্রের সমীকরণের সমাধানগুলো এত সহজে করে যত সহজে আপনি তসবিহদানাগুলো রেশমি সুতোয় গাথেন।"

"তাই নাকি? তা হলে তার একটা নৈপুণ্য আছে, অবসর সময়ে সে কী করে?"

"সে আমার সব গ্রন্থ পাঠ করে মরুভূমির প্রান্তে একলা ঘুরে বেড়ায়, ডালিম খায়, দাবা খেলে কিন্তু বেশি কথা বলে না।" তার পর বিদ্বেষমুক্ত কণ্ঠে বললেন, "অঙ্ক কষে আর সেগুলো তার বাক্সে লুকিয়ে রাখে।"

"একজন তরুণ কেন মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবে। জ্ঞানের দর্পণ! এই বয়সে আমাদের দেহ দুর্বল আর রক্তের চাপ কমে গেছে, কিন্তু তরুণের রক্ত তপ্ত, হয়তো আপনার এই শাগরেদ এই মরুভূমিতে কোনও সুন্দরীর সন্ধান পেয়েছে।"

"কিন্তু কাছাকাছি তো কোথাও মেয়েমানুষ নেই। আছে কয়েকটা ধোপানি, যেমন কুৎসিত তেমনি মুখভরা তাদের আঁচিল আর মেছেতা।"

তুতুস মুখভঙ্গি করলেন। তাকে কিংকর্তব্যহীন বিমূঢ় মনে হল, তিনি যেন একটা উদ্যানের অন্বেষণে ঘুরে ঘুরে একটা জনহীন প্রাঙ্গণে এসে পড়েছেন, আবার উদ্যানের

www.pathagar.com

অন্বেষণ করছেন। তসবিহদানা দ্রুত জপতে জপতে তিনি বললেন, "তাই তো, এই নিপুণ-নীরব ছেলেটা ভারি অদ্ভুত তো! হয়তো তার প্রতিভা খোদার দান, হয়তো-বা শয়তানের। এখন এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, এ অঞ্চলে কেউ শয়তানের নৈপুণ্য প্রচার করছে কি না। আপনি বরং খৈয়ামের নিপুণতা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন তো কী তার উদ্দেশ্য, তার নৈপুণ্য বিশদভাবে এক টুকরো কাগজে লিখে তাতে মোহর মেরে এক মাসের মধ্যে তাকেসহ কাগজটা আমার কাছে শুক্রবার বিকালে— তাকিন দরওয়াজা, নিশাপুর। এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। তা হলে এবার—"

তুতুস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাসিমুখে উঠলেন, "আপনার গৃহ জ্ঞানভাণ্ডার, আমি জ্ঞানসংগ্রাহক; কিন্তু তবু আমাকে এ গৃহ ছেড়ে যেতে হচ্ছে, আপনাকে অনেক তক্‌লিফ দিলাম।"

মেহমান চলে গেলে ওস্তাদ আলী আবার ভাবতে লাগলেন। ওমরকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাঁকে বলা হয়েছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে মনে হয়। অথচ তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে, ওমরই তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছে, এটা আরও অদ্ভুত যে পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিখে রাখার জন্য তাঁকে বলা হয়েছে। তিনি ভাবলেন, উভয়ের মধ্যে তাঁর নাকের ডগায় কোনও সংবাদ বিনিময় হয়নি তো? ওমরকেই-বা কেন নিশাপুরে যেতে বলা হয়েছে? ওস্তাদ আলীর কাছে সন্দেহজনক মনে হল।

মাস শেষ হল; কিন্তু ওস্তাদ আলী ওমরের রহস্য উদঘাটন করতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন না যে, তাঁর এই শাগরেদ নিয়মিত কাজে অবহেলা করে অথচ নতুন সমস্যা সমাধানে আগ্রহান্বিত। নিশ্চয়ই সে কোনও গোপন সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। সে তার নিজস্ব গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু তবু ওস্তাদের হিংসামিশ্রিত কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না।

মাসান্তের শেষ বিকাল বেলায় তিনি ঘনক্ষেত্রের সমাধানের ব্যাপারের মতন সহসা বিস্ময়ে অবাক করে ওমরের স্বীকারোক্তি প্রাপ্তির চেষ্টা করলেন।

উদাসীন কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, "নিজাম-উল-মুল্‌কের কাছে কবে তুমি ফিরে যাবে?"

নিজাম-উল-মুল্‌ক— বিশ্ববিন্যাসকারী সুলতান আল্‌প আরসালানের প্রধানমন্ত্রী— রাজ্যের একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি; ওস্তাদ আলী আর তুতুসের পৃষ্ঠপোষক।

"ফিরব? আমি তাঁকে কখনও দেখিনি।"

"তবে আল্লাহ্‌র কসম করে বল তো তুমি এখানে কেন এসেছ?"

ওমর ব্যাখ্যা করে বলল যে, সে অধ্যয়ন করতে এসেছে। আব্বার মৃত্যুর পর ওমর দুধভাই রহিমদের বাড়িতে বাস করত; কিন্তু যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রহিমের পরিবার তাকে কুলক্ষণে বলে ধরে নিল— রহিমের মৃত্যু হল বলে সে যেন তাদের

www.pathagar.com

বাড়িতে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল, তারা 'জো'কে বাজারে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রি করার জন্য তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

তার পর যে নিশাপুরে সে রহিমের সাথে আমোদ-স্ফূর্তি খেলাধুলা করেছে সেই নিশাপুরের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল, তাই সে নতুন কাজে ডুবে থাকার আশায় বিখ্যাত ওস্তাদ আলীর বাড়ি খুঁজে বের করল।

"নতুন কাজটা কী?" ওস্তাদ আলী শুধালেন। "পৃথিবীর কাজে মনোনিবেশ করার সময় তুমি এই মাদ্রাসার কোন ফটক দিয়ে বেরোবে?"

"প্রথম বিবেচনা করে দেখুন" ওস্তাদ আলী ইঙ্গিত করলেন, "বিবেচনা করে দেখ, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে জ্ঞান এল কেমন করে। প্রেরিত পুরুষেরা বা পয়গম্বরেরাই প্রথম মহাজ্ঞান প্রকাশ করলেন। তাঁরা ছিলেন অশিক্ষিত তবে তাঁদের পরলোক বা অদৃশ্যলোক সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

"পয়গম্বররাই প্রথম জ্ঞানবাহী; দ্বিতীয় হলেন দার্শনিকের দল। তাঁরা পয়গম্বরদের উপদেশ-নির্দেশ অধ্যয়ন করেন এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে সর্বসাধারণকে অজানার সন্ধান দিতে পারেন।

"কালের বিচারে শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরদের মধ্যে হজরত মুসা (আ.) প্রথম। নাজাবিনের হজরত ঈসা (আ.) দ্বিতীয় এবং আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (স.) তৃতীয়। দার্শনিকদের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। আমার এই অজ্ঞানতা নিয়ে আমি এইমাত্র বলতে পারি যে, প্লেটো, এরিস্টোটল এবং তার পর আমাদের গুরু আবুসিনা আমাদের অজ্ঞান মনে জ্ঞানের তন্তু বুনে গেছেন।

"তার পর কবিদের স্থান। তাদের দক্ষতা বড় ভয়ংকর। তাদের কাজ কল্পনাকে জাগিয়ে তোলা, সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ এবং অসাধারণ বস্তুকে সাধারণ করে তুলে ধরা, মানুষের বুকে প্রেম, ক্রোধ, আনন্দ বা বিরক্তি জাগিয়ে তারা পৃথিবীর মহৎ ও ক্ষুদ্র কর্ম সম্পাদন করেন।

"কবিরা কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে, কিন্তু তাদের অনুভূতিকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারে না, তাই কবিদের কাব্যকলা দার্শনিকদের শক্তি থেকে নিকৃষ্টতর। কোনও কবির গান তার গায়কের মৃত্যুর পরেও টিকে রয়েছে।"

উপসংহারে ওস্তাদ আলী বললেন, "অথচ গণিতবিদদের পরিশ্রমলব্ধ ফলাফল শাশ্বত হয়ে থাকে; কারণ, গণিতবিদই তাঁর সত্যকে হাতেকলমে প্রমাণ করিয়ে দিতে পারেন; তিনি অপরিচিত থেকে পরিচিততে, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানরাজ্যে পৌঁছার একক সেতু নির্মাণ করেন। বীজগণিত অঙ্কবিজ্ঞানের মহত্তম শাখা। তাই আমি আশা করি বীজগণিতের ঘনমূলের সমীকরণ সমাধানেই তুমি আত্মনিয়োগ করবে।"

প্রবীণ ওস্তাদের কথা শুনে ওমর চঞ্চল হয়ে উঠল। "আমি বলছিলাম কী" সে তার মনোভাব স্পষ্ট করে বলার ভাষা খোঁজে— "আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সমাধান

www.pathagar.com

করার মতন অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে। আমরা যদি গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ নির্ণয় করতে পারি—"

"গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ? কিন্তু সে-তো ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র। সে-শাস্ত্র তো মানুষের ক্রিয়াকর্মের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব নির্ণয় করার প্রয়াসী।"

"তবু সমস্যাগুলোর প্রকৃতি তো একই।"

হে শাগরেদ, তুমি বলছ যে, আমার গ্রন্থের সমস্যা আর রাজ-জ্যোতিষীর সমস্যা একই ধরনের? শুনে দুঃখ হল।"

"তবু সত্যের প্রকৃতিতে কোনও পার্থক্য নেই, অবশ্য সত্য যদি নিরূপিত হয়।" ওস্তাদ আলী দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওমরকে লক্ষ করে বললেন, "বাছা এহেন দুরাশা করার পক্ষে তুমি বয়সে অতি কাঁচা। সময় হলে তুমি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারবে যে জ্যোতিষীর সত্য আর আমার সত্য অভিন্ন নয়। রাজ-জ্যোতিষী যদি গাণিতিক সত্য নির্ধারণে মনোনিবেশ করে—" ওস্তাদ আলীর চিবুকটা কেঁপে উঠল। তাঁর কণ্ঠ থেকে এক অদ্ভুত ধ্বনি বেরিয়ে এল। তিনি সহসা হেসে উঠলেন। আপন বিচ্যুতিতে লজ্জিত হয়ে তিনি সংযোজন করলেন, "আমার মনে হয় আমাদের মনের গতি বিপরীতমুখী, আমার ইচ্ছা— তুমি গণিতবিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ কর। পরিচিত রাজ্য থেকে অপরিচিত রাজ্যে— জানা থেকে অজানায়-পৌঁছার এই একমাত্র সেতু। যাক, আগামীকাল তোমাকে নিশাপুরে পৌঁছে দেবার জন্য একটা পত্র দেব; সেখানে তুমি একজন পৃষ্ঠপোষক পেতে পার। তোমার পথযাত্রা সুখের হোক।"

ওস্তাদ আলী উঠে গেলেও ওমর কতকক্ষণ বসে রইল। বৃদ্ধ ওস্তাদকে তার কত কথা বলার ছিল অথচ কিছুই যেন বলা হল না। তার মনে হল, তার জন্য আর একটা দুয়ার রুদ্ধ হল।

ওমরের প্রস্থানের পর ওস্তাদ আলী কলম আর একটুকরো সাদা কাগজ নিয়ে লিখলেন :

"আমার স্পষ্ট মনে হয়, আমার শাগরেদ ওমর খৈয়াম বাগদাদের বড় ওস্তাদের সমতুল্য জ্ঞানী, এমনি একটা গোপন রহস্য তার জানা আছে। যার সাহায্যে সে যে কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে। তবে সে রহস্যটা যে কী আমার তা জানা নেই। এ দিয়ে সে যে কী করবে, তা-ও বলা অসম্ভব, কারণ সে এখনও কল্পনার দাস।

"আমার সবিনয় অনুরোধ, আমার বাড়িতে অর্জিত তার এ জ্ঞান আপনার পরিচিত পৃষ্ঠপোষকের সমাদর লাভ করুক। তাঁরই একজন একান্ত ভক্তদাস— আলী।"

কালি শুকিয়ে গেলে তিনি কাগজটা ভাঁজ করে তার ওপর মোমের মোহর লাগিয়ে তুতুসের নাম-ধাম লিখলেন।

www.pathagar.com

তাকিন তোরণ আর হোসেইনি মসজিদের মাঝামাঝি ময়লা পট্টি— শুক্রবার সন্ধ্যা

ওমর দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে আছে। তার এক হাতে শিক-কাবাব। শিকটা এখনও তপ্ত রয়েছে। শিক থেকে সে খাসির গোশ্‌তের কাবাব আর রসুনের টুকরো টেনে টেনে বের করছে। তার পর জানুর ওপরে রাখা প্রস্তরফলক থেকে রুটির টুকরাতে কাবাব মেখে খুব তৃপ্তির সাথে খাচ্ছে।

ওমর অত্যন্ত ক্ষুধিত। কারণ, লবণ-মরুর পার থেকে সূর্যোদয়ের সময় যাত্রা করে কোথাও না-থেমে সে এখানে এসে পৌঁছেছে। প্রায় সারা পথটাই সে গাধার পিঠে চড়ে এসেছে। একটা লবণবাহী উটের গাড়ি আসছিল। গাধাটা উটের গাড়ির মালিকদের। উট-চালকদের সাথে আলাপ করে আর তাদের গান শুনে; সূর্যের উত্তাপ তার গায়ে লাগেনি। প্রতিকূল বাতাসে এমনি পথভ্রমণে ইবরাহিম-তনয়ের মন উল্লাসে মেতে উঠেছিল। গলিপথে বসে সে দেখতে পেল একটা গর্দভবাহিনী, দু জন দরবেশ, একটা ভেড়া, কুমোরের মাটি-বোঝাই একটা গরুর গাড়ি আর একটা উটের কাফেলা একে একে তাকিন ফটকের ভিতর দিয়ে চলে গেল।

কাবাবের দোকানি বলল, "এগুলো সমরকন্দ থেকে আসছে— আজকাল সমরকন্দের রাস্তা দিয়ে এদের চলাচল বেড়ে গেছে।"

"তারা কী নিয়ে আসছে?" ওমর প্রশ্ন করল।

"আল্লাহ্ মালুম! হস্তীদন্ত, আমাদের তাঁতের জন্য রেশম, মৃগনাভি, আতর, স্বচ্ছ কাচ, চমৎকার পিতলের দ্রব্যাদি, ভেষজ দ্রব্য। এমন কোনও জিনিস নেই, যা তারা আনে না।"

"অবশ্য এমন সুস্বাদু কাবাব ছাড়া"— ওমর হেসে শূন্য শিকটা দোকানিকে ফিরিয়ে দিয়ে কোমর থেকে তিনটে তামার মুদ্রা বের করে।

"মাশাআল্লাহ্! আমাদের দুম্বাগুলো বেশ তাজা। আল্লাহর শোকর।" দোকানি খুশি হয়। "ওই আহাম্মকের বেটা, দেখতে পাচ্ছিস না হুজুর পিপাসার্ত? তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে আয়।"

একটা ছেলে গলায় একটা কুঁজো ঝুলিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। সে এতক্ষণ ফলের দোকানে দাঁড়িয়ে এক গল্পির গল্প শুনছিল। সে একটা পেয়ালা কোমর থেকে বের

www.pathagar.com

করে কুঁজো থেকে পানি ঢেলে পেয়ালাটা ওমরকে দিল। ওমর পানিটা নিঃশেষে পান করে আবার পানি চাইল। দ্বিতীয় বার পেয়ালাটা ভরে পানি দিলে ওমর হাতে পানি ঢেলে বালকটার দেওয়া একটুকরো কাপড় দিয়ে হাতটা মুছে নিল।

"বিসমিল্লাহ্", বালকটি অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করল।

ওমর তাকে ক্ষুদ্র একটা মুদ্রা দিতেই কাবাবওয়ালা চেঁচিয়ে বলল, "এই বেটা পয়সা ছাড়া কোনও ইমানদারকে পিপাসা নিবারণের পানিও দেবে না।"

"কিন্তু ইমানদারের ক্ষুধা নিবৃত্তির বেলায়?" ওমর তামাশা করে প্রশ্ন করল।

"কেউ যদি বিনা পয়সায় আমাকে দুম্বা দেয়, বিনা পয়সায় লাকড়ি দেয় এবং বিনা পয়সায় যদি কেউ এসে কাজ করে যায়, তবে আমিও বিনামূল্যে গোশ্ত দিতে পারি", সে বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়ে— "আপনি মনে হয় 'মেসেদে' তীর্থ করতে যাচ্ছেন।"

"কোথায় যে যাচ্ছি, জানি না", ওমর জওয়াব দিল।

জনতার সাথে ময়রা-গলি দিয়ে মসজিদের পথে চলাতেই তার তৃপ্তি। শুক্রবারের বিকেল। তাই অনেকেই নামাজ পড়তে যাচ্ছে।

গলিতে এখন রোদ নেই। অর্ধনগ্ন বালকের দল মশক থেকে ধুলোর ওপর পানি ছিটাচ্ছে। অন্ধ গল্পির কণ্ঠস্বর চপ্পলের আওয়াজকে ছাড়িয়ে উঠেছে— সে এমন প্রেমিকের গল্প করছে যাকে তার ঈপ্সিতের সান্নিধ্য থেকে জোর করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

এক তন্বী ওমরের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আবার মন্থরগতিতে চলতে লাগল। সে বোরকার ফাঁকে তরুণীর কালো চোখদুটো দেখতে পেল। চোখের কোণের বাঁকা ভুরুটা আর বোরকার বাইরে কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছটা যেন তার পরিচিত মনে হল। 'জো' মনে করে ওমর তার পানে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল। তরুণী তার পানে ফিরে তাকাতেই সে চট করে তার বইপত্রের গাঠরি নিয়ে তরুণীর পেছন পেছন চলতে লাগল।

কাবাবওয়ালা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মুদ্রাগুলো ট্যাঁকে গুঁজল। "না, এ বেটা তীর্থযাত্রী নয়।" তার পর উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে লাগল, "আসুন ক্ষুধার্তের দল! চমৎকার গোশ্তের কাবাব। বাজে জিনিসের ভেজাল নেই।"

দূর মিনার থেকে মুয়াজজিনের কণ্ঠ ভেসে আসছে— "নামাজে আসুন, নামাজে আসুন— হাইয়া আলাস্সালাত; আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

জানু পেতে বসা আবার ওঠা আবার জানু পেতে বসা। এই উঠা-বসায় অভ্যস্ত ওমর নামাজ পড়ছে। মাথার ওপর ঝাড়বাতি জ্বলছে, মসজিদের ছাদ থেকে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি নেমে আসছে। তার চারদিকে পোশাকের খসখস আর শব্দের সম্মিলিত গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

নামাজ সমাপন করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উঠতেই ওমরের চোখ মেয়ে মুসল্লিদের খুঁজতে লাগল। নীল রঙের বোরকাপরা মেয়েটা অন্য মেয়েদের পিছনে একটা অনুচরের পাশে চলছে। মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে সে আনমনে তার চপ্পল পায়ে দিল; কয়েক পা হাঁটতেই একটা চপ্পল পা থেকে খুলে পড়ে গেল।

সে পিছনে ছুটে গিয়ে চপ্পলটা পায়ে দেবার জন্য ওমরের নাগালের মধ্যে ঝুঁকে দাঁড়াল। তার পায়ের খসখসানি ছাপিয়ে তরুণীর ফিসফিস ধ্বনি তার কানে এল।

"ওগো ইবরাহিম-তনয়, আমার জন্মদিনে এবার আমি গোলাপ ফুল পাই নি।"

ওমর কোনও জওয়াব দেবার আগেই তরুণী সরে গিয়ে নতমস্তকে অনুচরের পাশে আবার চলতে শুরু করেছে। কিশোরী ইয়াসমির কথা তার মনে পড়ল। তিন বছর পূর্বে ইয়াসমিকে সে একটা গোলাপফুল উপহার দিয়েছিল।

ময়রা-গলি পেরিয়ে সে তাকিন ফটকে পৌঁছে দেখল ফটক বন্ধ। কয়েকজন বর্শাধারী তুর্কি সিপাই ফটকে প্রহরা দিচ্ছে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দোকানিরা প্রদীপ জ্বালছে।

"খৈয়াম নাকি! তুমি মন্থরগতিতে দ্রুত চল দেখছি!"

বক্তা একজন রেশমি পোশাক-পরা গোলগাল লোক। তিনি একটা অশ্বে চড়ে তার কাছে এগিয়ে এলেন। ওমর তুতুসকে চিনতে পেরে ওস্তাদ আলীর চিঠিখানা তাকে দিল। তিনি তাড়াতাড়ি একটা প্রদীপের সামনে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন।

তুতুস চিঠিখানা আবার ভাঁজ করে কটিদেশে গুঁজে রাখলেন। তিনি ওমরকে একটা রৌপ্য দেরহাম দিলেন। কেউ বলতে পারত না, চিঠিটা পড়ে তিনি খুশি হয়েছেন কি না। ওস্তাদ আলী অবশ্য ইঙ্গিত করেছিলেন যে, ইচ্ছা করলে তুতুস ওমরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারেন।

তসবি জপতে জপতে তুতুস প্রশ্ন করলেন, "নিশাপুরের কোন জায়গায় তোমার বাড়ি?"

"খাজা আলীর বন্ধু! আমার এখন কোনও বাড়ি নেই।"

তুতুস ওমরের পুরনো জোব্বার আর গাঁঠরির কথা চিন্তা করে বললেন— যেন কুকুরকে এক টুকরো রুটি দিচ্ছেন— "তুমি যদি একজন জীনওয়ালার আটটা ছেলে-মেয়েকে কোরআন শরিফ পড়াতে পার, তবে তার বাড়িতে আমি হয়তো তোমার থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। কী বল?"

তার কথার ঢং আর চাহনি নিছক ঔদ্ধত্যপূর্ণ। ওমরের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল।

"হে গরিবের রক্ষক! এ ব্যবস্থাটা কোনও সামান্য লেখাপড়া জানা খোজার ছেলেকে করে দিন। আমি তা হলে আসি।"

"নিশ্চয়ই!" তুতুস নির্বিকারচিত্তে ঘোড়ার লাগামটা অন্য দিকে টেনে মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একটা ভিখিরির ভিক্ষাপাত্রে একটা মুদ্রা ছুড়ে দিয়ে বলল—

www.pathagar.com

"ওই বাদামি পোশাকপরা যুবকটাকে অনুসরণ কর।" কথাগুলো তুতুস এমনি অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন যাতে ভিখিরি ছাড়া আর কেউ শুনতে না পায়। "তার গতিবিধির ওপর নজর রেখ, সে কোথায় থাকে না-জানা পর্যন্ত ওকে চোখের আড়াল করো না।"

"আমি হুকুম পালন করব"— অনুচ্চ কণ্ঠে জওয়াব এল। ভিখিরি মুদ্রাটা উঠিয়ে সশব্দে হাই তুলে তাড়াতাড়ি সে স্থান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই আমিরের ভিক্ষা পেয়েই যেন তার দিনের উপার্জন শেষ হয়ে গেছে।

ওমর ছায়া হয়ে চলন্ত ছায়ার পিছনে ঘুরছে। তার নাসারন্ধ্রে কাঠের ধুঁয়ো, গো-ময়, ভিজে কাপড়, আর ভাজা পেঁয়াজের গন্ধ প্রবেশ করছে। বেশ লাগছে এই গন্ধ। মোটা তুতুস তাকে তুচ্ছ করলে কি আসে-যায়? তার কাছে এখনও দুটো দেরহাম আছে; কিছুকাল এতেই চলবে। সে বরং তার পুরনো বাসস্থানে গিয়ে ছাদের ওপর ঘুমোবে। দুনিয়ার দু একটা সংবাদ দিলে ভালো মানুষেরা হয়তো তাকে দুটো খেতেও দেবে। হায়! যদি রহিম এখন সেখানে থাকত!

কেতাবপট্টিতে এসে ওমর পরিচিত ঝরনাটার পাশে থামল। যে মেয়েটা সেখানে এতক্ষণ একটা কলসি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে মেয়েটা এবার ঝরনার মুখে কলসির মুখটা স্থাপন করল। ওমর মেয়েটার পাশে পাথরটার ওপর বসল। যদিও সে ফিরে এসেছে বলে মেয়েটা কোনও ভ্রূক্ষেপই করল না।"

"ইয়াসমি!" সে নিম্ন কণ্ঠে ডাকল।

আধো-অন্ধকারে বোরকার ফাঁকে মেয়েটা ওমরের দৃষ্টিকে খুঁজে ফিরছিল। ইয়াসমি অধীর হস্তে তার কপাল থেকে একগুচ্ছ চুল সরিয়ে নিল। ওমর ইয়াসমির দ্রুত নিশ্বাস শুনতে পেল। অন্ধকারে ইয়াসমি দাঁড়িয়ে। নতুন ইয়াসমি— নির্বাক অবগুণ্ঠিতা সুরভিতা। কলসি ভরে কানা বেয়ে পানি পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ইয়াসমি অনড় দাঁড়িয়ে আছে। " সে আগের চেয়ে লম্বা হয়েছে, তার শুভ্র বাহুদ্বয় ওমরের পাশে চকচক করছে।

"ইয়াসমি, কার প্রতীক্ষায় তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ?" ওমর অনুচ্চ কণ্ঠে শুধাল।

যেন বেত্রাহত হয়ে ইয়াসমি চমকে উঠল। "মূর্খ, আকাট মূর্খ! আমি কারও প্রতীক্ষা করছি না।" সে চিৎকার করে উঠল।

হাত থেকে কলসটা ফেলে দিয়ে ইয়াসমি উন্মাদিনীর মতো পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। কারণ, গত দীর্ঘ তিনটি বছরের প্রতিটি দিনে ওমর ফিরে আসবে আশায় সে এখানে প্রতীক্ষা করেছে।

পাশের একটা গাছের তলা থেকে একটা ছিন্ন বসনপরা মূর্তি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে পাথরে উপবিষ্ট ওমরের পানে তাকাল।

ভিখারি কাতরিয়ে বলল, 'পরম দয়ালু আল্লার নামে গরিব মিসকিনকে দান কর।"

www.pathagar.com

দুপুর বেলা : উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ঝাউবন ঘেরা কবরস্থান

ধসে-পড়া কবরের ফাঁকে ফাঁকে বুনো ফুল উঁকি দিয়ে মৃতদেহের অস্থির ওপর ঐন্দ্রজালিক গালিচার আস্তরণ সৃষ্টি করেছে। প্রখর সূর্যরশ্মি কবরের সিথানের হলদে প্রস্তরফলকের ওপর পড়ছে। কোনও কোনও ফলকে গোল পাগড়ি খোদিত; কোনওটায় পুষ্পগুচ্ছ আর কোনওটায় হয়তো কোনওকিছুই খোদিত নেই। যেগুলোতে কোনওকিছু খোদিত নেই, সেগুলো মৃতা নারীদের কবর।

ঘন ঝাউবনের তলায় বোরকা-পরা মেয়েরা সমবেত হয়ে জটলা করছে। তাদের কাকলিতে স্থানটা মুখর হয়ে আছে। তারা কবরের চারপাশে বৃত্তাকারে বসে আছে; ঘাড়ের ওপর ইতস্তত ক্রীড়ারত সন্তানদের প্রতি তাদের বড় একটা খেয়াল নেই।

আজ শুক্রবার। শান্তির দিন। মেয়েরা দীর্ঘ মিছিল করে কবরস্থানে শোক প্রকাশ করতে এসেছে। তবে কথা বলাবলিটাই তাদের কাছে বেশি প্রিয়, কয়েকটা অনূঢ়া যুবতী অস্থিরচিত্তে চারদিকে ঘোরাঘুরি করছে আর অন্যদের অলক্ষে ঝাউতলায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। মেয়েদের শোক প্রকাশের সময় এখানে পুরুষদের আগমন নিষিদ্ধ। তবে নদী তীরের পথে আর উইলোকুঞ্জে প্রেমিকের দল তাদের মানসীদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ইয়াসমি ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে চলে এসেছিল। সে একটা পাহাড়ের ঢিবির ওপর সটান শুয়ে মাথার ওপর একঝাঁক পায়রার চক্রাকারে উড্ডয়ন দেখছিল। ভাঙা প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে এ পায়রাগুলো থাকে। ছাদহীন এই প্রাচীর। মাঝখানকার উঁচু কেল্লাটাকে ঘিরে রাখার জন্যেই এই প্রাচীর তৈরি হয়েছিল।

আসলে এই কেল্লাটা তৈরি হয়েছিল নদীপথ আর কবরস্থানের বাইরের সমভূমির বহু দূর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি হিসেবে। কিন্তু গত কয়েক বছর শান্তি বিরাজ করছে বলে কেল্লাটা পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন এখানে পায়রা বাসা বানিয়েছে আর ওমরের মতন পর্যটকরা মাঝে মাঝে এতে চড়ে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে। "আচ্ছা, আমি কেন এখানে এলাম?" ইয়াসমি আপন মনে বিড়বিড় করে।

www.pathagar.com

আকাশে উড়ন্ত পায়রা দেখতে দেখতে তার মনের এ কথাগুলো আনমনে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এমন সময় সে কী করবে, কেমন করে তার বড় বোনের মতন পর-পুরুষের পানে সম্মোহনী নয়নদৃষ্টি হানবে আর মনভোলানো কথা বলবে, তা সে আগে থেকেই ভেবেচিন্তে রেখেছিল। তাকে পাওয়ার কামনায় পুরুষরা তখন আত্মহারা হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তার হাত কাঁপছে; সে অর্থহীন আবোল-তাবোল বকছে। তার পার্শ্বস্থ পুরুষটা অনেকক্ষণ নীরবে বসে আছে; তার দৃষ্টিতে ক্ষুধার জ্বালা।

"কথা বল।" ইয়াসমি জেদ করে।

"কী বলব, ওগো আমার ছোট্ট ইয়াসমি।" ওমর উদাস কণ্ঠে বলে। তবে ইয়াসমির শুভ্র গ্রীবাদেশ, নিটোল ওষ্ঠ আর কালো চোখের তারা সম্বন্ধে সে সচেতন।

"তুমি যুদ্ধে যাওনি? সুলতানকে দেখনি? আর— আর অন্যান্য শহরে বহু মেয়ে দেখনি? আর কী কী দেখেছ, বল না।"

ওমরের মনের পর্দায় সহসা ভেসে উঠল 'জো'র মুখখানা আর খোরাসানের দীর্ঘ সড়কের স্মৃতি।

"বলার মতন এমন কিছুই দেখিনি", ওমর বলে ওঠে। "আশ্চর্য! আমরা দাবার ছকের ঘুঁটির মতন ঘুরেছি; তার পর আমাদেরকে ঘুঁটির মতন বাক্সবন্দি করা হয়েছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না।"

ইয়াসমির মনে পড়ে প্রাচীন যুগের কোনও যুদ্ধজয়ী আমির শ্বেত অশ্ব ছুটিয়ে এসে যেন তাকে তার উদ্যানবাটিকায় নিয়ে যাবে।

"নিশাপুরে তুমি কী করবে?" ইয়াসমি উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"কে জানে?"

"তুমি কী আবার চলে যাবে?"

ওমর মাথা নাড়ে। সে চলে যেতে চায় না, ইয়াসমি ছাড়া অন্য কোনও কথা ভাবতেও চায় না। ইয়াসমি এই কয় বছরে কত বদলে গেছে। গোমড়ামুখো ইয়াসমি কেমন সুন্দর আর দুষ্টু হয়েছে। কিন্তু তবু মনে হয় ইয়াসমি একটুও বদলায়নি; বাহুতে চিবুক স্থাপন করে ওমর দেখতে পায় কবরস্থানের ঝাউতলা থেকে ক্ষুদ্রকায় মানুষগুলো শহরের ফটকের দিকে ফিরে আসছে।

"লোকে বলাবলি করে তুমি নাকি 'জ্ঞান-দর্পণে'র প্রিয়তম শাগরেদ ছিলে আর এখন তুমিও ওস্তাদ হবে।" ইয়াসমি আবার প্রশ্ন করে।

ইয়াসমি যে এ ধরনের কথা শুনেছে তাতে ওমর বিস্মিত হয়নি; কারণ কেতাবপট্টিতে এ ধরনের কথা আলোচিত হচ্ছে।

সে হেসে বলে, "আমি বলছি, আমার কাম-ধান্ধা নেই, কোনও পৃষ্ঠপোষক নেই; নিজের বলতে কিছু নেই। দরবেশরা ভেলকিবাজি করে, ওস্তাদদেরও জীবিকার্জনের পথ আছে; কিন্তু আমার কিছুই নেই।"

www.pathagar.com

ইয়াসমি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। ওমর যদি সত্যি ভিখিরি হয়, তবে তাকে কেউ ছিনিয়ে নেবে না। ভালোই হল। "বুদ্ধিমান তো তুমি মোটেই নও। বরং, যে আহমদ ভাগ্য-গণনা করে অনেক পয়সা রোজগার করে, সে আহমদের চেয়েও তুমি বোকা। তারও রেশমি জোব্বা আর একজন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস রয়েছে— ওই দেখ, শেষ মেয়েটা পর্যন্ত কবরস্থান থেকে চলে যাচ্ছে। আমাকে এবার যেতেই হবে।"

কিন্তু ওমর ইয়াসমির হাতটা ধরতেই ইয়াসমি আর উঠতে চেষ্টা করল না। পায়রাগুলোও আকাশ শূন্য করে কেল্লার খোপগুলোতে ফিরে এসেছে। আকাশের দিকে সঙ্কেত করে সে বলল, "ওই যে চাঁদ উঠেছে; আর থাকতে পারছি না।"

"এখনই নতুন চাঁদের দুই প্রান্তের মাঝখানে একটা তারার আবির্ভাব হবে।"

"আমি আর তা দেখতে পাব না। সে খিলখিলিয়ে হাসে। তুমি একই দুর্গচূড়ায় বসে তা দেখবে— অন্য তারাগুলোও দেখবে। আচ্ছা, কবরস্থানে যে ভূতগুলো সাদা কাফন পরে বেরিয়ে আসে, সে ভূতগুলোকে দেখে তুমি ভয় পাও না?"

"মোটেই না। তারা বন্ধু ভূত। তারাই আমাকে নক্ষত্রের উচ্চতা পরিমাপ করার মন্ত্র ও তারার প্রদীপ এনে দেয়, আমাকে জ্যোতিষশাস্ত্র শেখায়।"

ভয়ে ইয়াসমির চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। লোকে বলাবলি করে যে, ওমর এক অদ্ভুত জ্ঞানের অধিকারী। এই জ্ঞানের সাহায্যে সে রহস্য উদ্ঘাটিত করে; সে হয়তো মৃত আত্মার সাথে কথা বলে।

"তুমি ভূতের সাথে কেমন করে কথা বল? কোন ভাষায়?"

"না, ইয়াসমি! এক অদৃশ্য ফেরেশতা এসে এই প্রাচীরের ওপর বসেন। তিনি আমাকে সব কথা বুঝিয়ে দেন; কারণ, ফেরেশতারা পৃথিবীর সব ভাষা জানেন।"

"তুমি ঠাট্টা করছ। ফেরেশতা নিয়ে ঠাট্টা করা দূষণীয়। ভূতেরা কি সত্যি আসে?"

ইয়াসমি ওমরের আরও নিকটে এগিয়ে এসে আবছা-অন্ধকারাচ্ছন্ন কবরস্থানের পানে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে। ওমর তাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরতেই সে কাঁপতে কাঁপতে সরে যেতে চেষ্টা করে। তার মাথা নুয়ে পড়ে, চোখ বুজে যায়।

সে বক্ষলগ্ন ইয়াসমির বুকের স্পন্দন অনুভব করে, রুদ্ধ কণ্ঠের অস্পষ্ট ধ্বনি শোনে "আমার ভয় করছে— আমার ভয় করছে।"

তার ক্ষুধিত কামনা কথা খুঁজে পায় না। তাই অস্পষ্ট ধ্বনির মাধ্যমে তাদের মন জানাজানি চলে। ইয়াসমির হাত গোপনে ওমরের অন্তর্দেশ স্পর্শ করে। "আমার পানে তাকাও।" কিন্তু চোখের পাতা তার মুদিত।

রুপোলি বাঁকা চাঁদ থেকে জ্যোৎস্না ঝরে; চাঁদের বুক থেকে একটা তারা চোখ-ইশারা করে। নৈশাকাশের পর্দায় কে যেন তারাটাকে এঁকে রেখেছে। অদ্ভুত ক্ষুধা যেন ওমরকে

www.pathagar.com

খুবলে খাচ্ছে; তার সারা দেহে যন্ত্রণার শিহরন। তার ওষ্ঠগহ্বরে ইয়াসমির স্পর্শ অনুভব করে এই যন্ত্রণার উপশম হয়।

কালো পোশাকের পটভূমিকায় তারার আলোতে ইয়াসমির শুভ্র বক্ষ থেকে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়। তার বাহুর আকর্ষণে ওমর তার ওষ্ঠের উষ্ণতা আর বক্ষের স্পন্দন অনুভব করে। তার প্রেমের শ্বেতবহ্নিতে ওমরের ক্ষুধার প্রত্যুত্তর মেলে।

নৈশ নামাজের অনেক পরে তারা শহরফটকে পৌঁছে; পায়ের তলার মাটির অস্তিত্ব তারা ভুলে গেছে; ভুলে গেছে তারা আকাশে খঞ্জরাকৃতির নতুন চাঁদের অস্তিত্ব। কেতাবপট্টির ঝরনার কাছে পৌঁছে ইয়াসমি ওমরকে জড়িয়ে ধরে; তার অশ্রুজলে চোখের নিচের বোরকা ভিজে যায়। "ওগো আমার প্রিয়তম! কেমন করে তোমাকে ছেড়ে যাব?"

ইয়াসমির এই একমাত্র প্রেম, এই একমাত্র প্রেমিক। বিদায়ের বেদনা তার সারা দেহ ভেঙেচুরে দেয়।

ওমরের আহারে রুচি নেই, চোখে ঘুম নেই। তার দেহ আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে আছে; কিন্তু তার সারা চেতনা রাতের সেই শিহরন কামনা করছে। ফটকের সামনে কুঁকড়েপড়া ভিখেরিটাকে দেখে তার হাসি পায়। এই ভিখেরিটাকে ইদানীং সে পথে ঘুরে বেড়াতে দেখছে। ওমর টলতে টলতে পরিচিত বাগানটাতে যায়। সেখানে পাহারাদাররা হাতে লণ্ঠন নিয়ে রাতের প্রহর ঘোষণা করছে। নেশামাতাল চোখে সে অদ্ভুত দৃশ্য সব দেখতে পায়— তার পিছনে একটা ছায়ামূর্তি বৃক্ষের আড়ালে বৃহৎ জলাশয়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই জলাশয়ের আশপাশে গৃহহীনের দল অঘোরে ঘুমোচ্ছে; আজ রাতের ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে তারা অচেতন।

জলাশয়ের পাশে একটা কুঁজো লোক গায়ে কাপড় জড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে আর একটা সাদা রঙের গর্দভ তার পাশে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। এই দুটোর সাথেই যেন স্বপ্নে দেখা-পরিচয় আছে, তবে ঠিক এ অবস্থায় নয়।

ওমর তাদের পাশে বসে পড়তেই কুঁজো লোকটা জলাশয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, "ওই দেখ ভাই, অশ্রুসায়রে চাঁদটা ডুবছে।"

ওমর জলাশয়ে প্রতিফলিত রজতশুভ্র বাঁকা তলোয়ারটার পানে তাকাল। আজ নিশিতে তার কাছে শোকের স্থান নেই; তবে সে উপলব্ধি করল যে, কুঁজো লোকটা সত্যি শোকার্ত।

"তুমি কী করছ?" ওমর প্রশ্ন করে।

"আমি পর্যবেক্ষণ করছি অথচ অন্যরা কেমন সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। আমি অস্তায়মান চাঁদটা পর্যবেক্ষণ করছি; কারণ ওটাই আসল চাঁদ; আকাশের অন্য চাঁদটা অপরিবর্তনীয়। হ্যাঁ, ওটা একবার উদয় হবে আবার অস্ত যাবে, আজ রাতের সাথে অন্য রাতের যেমন কোনও পার্থক্য নেই।"

www.pathagar.com

"ঠিক বলেছ, ঠিক," ওমর সায় দেয়, "এই যে অন্য যারা ঘুমোচ্ছে তাদের প্রভু আছে, নতুন প্রভু"— কুঁজো লোকটা ঘুমন্ত লোকদের পানে লক্ষ করে বলল। "কিন্তু আমি জাফ্‌রক, আমার প্রভু হারিয়ে গেছে। তিনি ছিলেন করুণার আধার; তিনি ছিলেন হতভাগ্যের রক্ষাকর্তা। তিনি এই হতভাগ্য জাফ্‌রককে— তাঁর নিকৃষ্টতম ক্রীতদাসকে ভালোবাসতেন। এবার সূর্য আপন ভূমি থেকে বিদায় নিয়েছে; ইমানদারদের রক্ষাকর্তা বিদায় নিয়েছে; জাফ্‌রক তার প্রিয়তমজনকে হারিয়েছে। হায়! সুলতান আলপ আরসালান নিহত হয়েছেন।"

ওমর জলাশয়ের বুকে আলোর কম্পন দেখছিল। সে বলল, "আমি তো তা জানতাম না!"

"আমরা যখন সমরকন্দ থেকে তাঁর লাশ বয়ে নিয়ে এলাম, তখন সারা নিশাপুর তা জানল। এই তাঁর ভাগ্যলিপি। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর ক্ষমতাবান পুরুষ। কিন্তু ভাগ্যলিপি কে খণ্ডাতে পারে! এক কুকুরবন্দিকে সমরকন্দে প্রভুর সামনে হাজির করা হল। দুইজন তলোয়ারধারী সিপাই তাকে ধরে নিয়ে এল। সে কুকুর প্রভুর সামনে খারাপ কথা বলাতে প্রভু আমার ক্রোধে আগুন হয়ে গেলেন। তিনি ধনুকে তীর যোজনা করে প্রহরী দু জনকে সরে দাঁড়াতে বললেন কুকুরটাকে তীরের আঘাতে হত্যা করবেন বলে। তিনি ছিলেন নিপুণ তীরন্দাজ; তাঁর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।"

জাফরক গণ্ডদেশ মুছে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। কুকুরটা আপন দেহে দুটো ছোরা লুকিয়ে রেখেছিল। আমার প্রভুর ওপর লাফিয়ে পড়ে পেটে তিন-তিনটে আঘাত করল। চারদিন পর প্রভু আমার আল্লার দরবারে ফিরে গেলেন।"

"আমান— শান্তি।" ওমর অনুচ্চ কণ্ঠে বলল। শোকাভিভূত জাফ্‌রক বলল, "আমি বসে বসে অশ্রুমাখা চাঁদ দেখছি আর বিলাপ করছি।"

দূর অতীতের এক কালো রাতের পানে চেয়ে ওমর দেখতে পেল, তার পায়ের কাছে রহিমের কবরে তার শোকার্ত চাকর মাথা ঠুকছে।

"হাঁড়িতে যা থাকে, চামচে তা ওঠে", মুখে বসন্তের দাগওয়ালা ভিখেরিটা বলে। "সে যুবক, তাই রাত্রে তার রক্ত ঘুমায় না। আহা! আমি ঘুমোতে চাই। গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে আমি তার অনুসরণ করছি। না, তার মনে সন্দেহ জাগেনি। তার যা বর্তমান মনের অবস্থা, সে বলদ আর গাধার পার্থক্য বুঝতে পারছে না।"

"মেয়েটা কি ক্রীতদাসী? বিবাহিতা?" তুতুস প্রশ্ন করল।

ভিখেরি ধূর্ত চোখ মিট মিট করে বলল, "রাত্রিতে বিড়ালকে নকুলের মতো দেখায়। মেয়েটা ক্রীতদাসী নয়, তবে সে-বাড়ির মেয়েরা তাকে দিয়ে অনেক পরিশ্রমের কাজ করায়। তার স্বামী নেই, এ কথা সত্যি।"

"তার নাম?"

www.pathagar.com

"ইয়াসমি বলে তাকে ডাকে। হোসেন-হাম্মামের দারোয়ানের কাছে জানলাম। 'মেসেদ'-এর কাপড়ওয়ালা আবু জায়েদ এই মেয়েটাকে বিয়ে করার প্রস্তাব মেয়েটার পেঁচা কেতাব-বিক্রেতা বাপের কাছে দিয়েছিল।"

"সওদগার আবুজায়েদ?"

"হ্যাঁ, হুজুর।"

"বিরাট তাঁবু আর অনেক উটের মালিক সে," তুতুস চিন্তা করতে থাকে। আর ভিখেরিটা তার পাওনার জন্য সসম্মানে অপেক্ষা করে। "তা হলে, তরুণ খৈয়াম অন্তত কেতাবপট্টি থেকে পালাচ্ছে না?"

"যাও, যতক্ষণ পর্যন্ত সংবাদ না পাও ততক্ষণ তার ওপর নজর রেখ।"

"হুজুরের হুকুম, তবে সংবাদ-বাহককে চিনব কেমন করে?"

"সংবাদ-বাহক তার পা দিয়ে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে বলবে, খৈয়াম কোথায়? তার পূর্ব পর্যন্ত বেশি ঘুমিয়ো না। ঘুমালে অন্যরা তা দেখে ফেলবে।"

"ক্রীতদাস কিছুই পায়নি।"

তুতুস একমুঠা মুদ্রা পথের ধুলোয় ফেলে দিয়ে চলে যায়। পথের ভিখেরি ছেলেরা তা কেড়ে নেবার আগেই তাড়াতাড়ি সেগুলো কুড়িয়ে নেয়। সে মুদ্রাগুলো গুনতে গুনতে আপন মনে বলে, "বাগদাদের একটা দেরহামের মূল্যও নেই; পরিশ্রমের তুলনায় মজুরি অল্প। ওই মুঠো থেকে পানি পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ে না।"

তবু তুতুসকে ভয় করে— কারণ তার চাকরি কবে হবে জানা নেই— সে দ্রুতপদে গিয়ে কেতাবপট্টির নিকটস্থ ঝরনার ধারে পাথরটার ওপর নিজের জায়গা নিয়ে বসে পড়ে।

সেখান থেকে সে মাদ্রাসার ক্রিয়াকলাপ দেখতে পায়। দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত ওস্তাদের দল আসে-যায়। বাগানের পাশ দিয়ে উটের কাফেলা চলে। ভাগ্যচক্রের ঘূর্ণনে কী হবে তাই ভেবে সারা নিশাপুর উদগ্রীব। সুলতান মৃত, শহরে যোগ্য মর্যাদা সহকারে শোক পালিত হচ্ছে; মোল্লারা মসজিদে নতুন সুলতানরূপে মালিক শাহের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। মালিক শান্ত যুবক; সর্বসাধারণের কাছে সিংহশাবক নামে পরিচিত।

মালিক শাহের চিবুকে সামান্য দাড়ি গজিয়েছে মাত্র। তিনি তাড়াতাড়ি কেতাব-ওস্তাদ ছেড়ে গদিতে বসেছেন। তিনি এখন ইমানের রক্ষক। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সুলতান, দুনিয়ার মালিক। খোরাসানের আমিরবর্গ তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ছুটে এসেছেন। ভিখেরি নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে এসব দেখে; কারণ ওমর আর ইয়াসমির গতিবিধি লক্ষ করাই তার মুখ্য কাজ। দিনের আলোতে তাদের বড় একটা দেখা যায় না; কিন্তু সন্ধ্যার যবনিকা পড়তেই তারা এসে মিলিত হয়। দুটো ছায়ামূর্তি তাদের চারদিকের পথচারীদের আনাগোনা সম্বন্ধে উদাসীন।

www.pathagar.com

"ভাগ্য ভালো" ভিখেরি ভাবে, "যে মেয়েটা বোরকা পরে আসে আর অন্যরা ভাগ্যচক্রের পরিণতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা আর আমোদ-আহ্লাদে ব্যস্ত থাকে; নইলে মেয়েটা তাদের চোখে পড়ত।"

"আর ওমর?" ভিখেরি ভাবে যে, এই দীর্ঘাঙ্গি জ্ঞানী তরুণ তার দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি দুই-ই হারিয়ে ফেলেছে। শুধু সময় সময় সে জুমা মসজিদের প্রাঙ্গণে তীর্থযাত্রীদের সাথে খেতে যায়। ঝরনার পানি পান করে, কারও সাথে বাক্যালাপ করে না।

পর দিন একটা লোক এসে ভিখেরির পাঁজরটা পায়ে মাড়িয়ে দিল। "ও বেটা উকুনের বাপ, তোমার পাগলা খৈয়াম কোথায়?" ভিখেরি তার পানে একবার তাকিয়ে তাকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিল।

দ্বিতীয় লাথি খেয়ে ভিখেরির মেজাজ ঠাণ্ডা হল; "কে তোমাকে পাঠিয়েছে?" সে প্রশ্ন করল।

"যে তোমার মরা লাশ কাকে-চিলে খাবে বলে দুর্গের ফটকে ঝুলিয়ে রাখতে পারে।" লোকটা জওয়াব দিল।

"ওমর খৈয়াম হোসেনি হাম্মামে আছে। আল্লার কসম, একটা দেরহাম হাম্মামের দারওয়ানকে দিতে পারলে আমি নিজেও সেখানে যেতাম।"

লোকটা ভিখেরির ভিক্ষাপাত্রে থুতু দিয়ে চলে গেল। ভিখেরি রাগে গরগর করতে করতে অশ্লীল ভাষায় তাকে গালাগালি দিতে লাগল।

দ্বাররক্ষীর অনুসরণ করে ওমর দুর্গের প্রথম প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছল; সেখানে প্রায় অর্ধডজন আমির-ওমরার সশস্ত্র রক্ষীরা জিন-পরা অশ্বের পাশে অপেক্ষা করছে। তুতুসকে দেখতে পেল। প্রাঙ্গণে পৌঁছে সে দেখতে পেল, তুতুস তার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠে তার আস্তিন ধরে টানতে টানতে রক্ষী আর অনুচরদের অতিক্রম করে একটা আসবাবপত্রহীন ঘরে নিয়ে গেলেন। মনে হল সবাই এই বিরাট পাগড়িধারী আর লম্বা তস্‌বিহ্‌ওয়ালা লোকটাকে চেনে।

"সর্বনাশ!" তুতুস অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, "সাক্ষাতের সময় পেরিয়ে গেছে অথচ এখনও তিনি তোমাকে ডেকে পাঠাননি।" ওমরের পানে একবার উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তুমি জান কে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?— নিজাম-উল-মুল্‌ক।"

ওমরের শিরা দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল; কতকটা বিস্মিতও হল সে। নিজাম-উল-মুল্‌ক— বিশ্বের বিন্যাসকারী সুলতান আল্‌প আরসালানের প্রধান উজিরের পদবি। নিহত সুলতানের শাহজাদা মালিক শাহ্‌ সিংহাসন আরোহণ করার পরেও তাঁর ক্ষমতা অটুট রয়েছে; বরং আরও বেড়েছে। তিনি সুলতানের কর্তৃত্বাধীনে একনায়কত্ব করছেন। একজন প্রতিভাশালী পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি। একমাত্র সৈন্যবিভাগ ছাড়া ধীরে ধীরে তিনি

www.pathagar.com

সমস্ত বিভাগের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। তিনি কেন ওমরের মতন একজন লোককে ডেকেছেন, তা রহস্যজনক।

এই সম্বন্ধে কোনও সন্ধান তুতুস তাকে দেয় না। সে একবার মাত্র বলে, "আমি তোমার সাথে তাকিন ফটকে একবার ঔদ্ধত্য করেছিলাম, তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম মাত্র। নিজাম-উল-মুল্‌কের আদেশে আমি তোমার গতিবিধি পর্যন্ত লক্ষ করিয়েছি,"—

ওমর একবার তাঁর আপাদমস্তক লক্ষ করল।

"তোমার পাহারার ব্যবস্থাও করিয়েছি। তুমি বয়সে তরুণ, অস্থিরচিত্ত। কিন্তু মুহূর্তে তোমার ভাগ্য অনিশ্চিত অবস্থায় দুলছে, নিজাম স্বয়ং তোমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন; সুতরাং সাবধান।"

ওমর কথাগুলো শুনল; কিন্তু কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারল না। সিংহশাবক তাকে ডেকে পাঠালে বরং একটা অর্থ ছিল। কিন্তু সিংহশাবক অনেক দূরে; আর ইয়াসমির অনাবৃত চোখদুটো তার পানে কাতর দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে।

সহসা একজন ক্রীতদাস এসে একটা মোটা পর্দা সরিয়ে দিল। ক্ষুদ্র নির্জন প্রকোষ্ঠখানা আসলে একটা বৃহৎ দরবার কক্ষের নিভৃত অংশমাত্র। বৃহৎ গালিচাপাতা কক্ষের মাঝের দেয়ালে হেলান দিয়ে প্রায় ষাট বছর বয়স্ক এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ উপবিষ্ট; সামনে নিচু টেবিলে রক্ষিত কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর পাতলা বাদামি রঙের দাড়ি সুবিন্যস্ত; গায়ে ধূসর রঙের রেশমি পিরহান। একদল লোকের সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ করে তিনি কাগজগুলো একজনের হাতে তুলে দিলেন। লোকটা তাঁর সহকারী মনে হল। তিনি তাদের বিদায়-অভিবাদন গ্রহণ করলেন, তারা কুর্নিশ করতে করতে পিছিয়ে দরজা পর্যন্ত গেলেন।

এবার তুতুস ওমরকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁরা অভিবাদন করার উদ্দেশ্যে একবার দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে গালিচার ওপর বসলেন।

কয়েক মুহূর্ত ধরে উজির তাঁর লোমশ ভ্রু-ঢাকা চোখের তীব্র দৃষ্টি দিয়ে ওমরকে পরীক্ষা করে হাতের কাগজগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে বললেন, "তুমিই ইব্রাহিম-খৈয়ামের ছেলে, গণিতশাস্ত্রের ছাত্র, ওস্তাদ আলীর শাগরেদ? কিশোর বয়সে তুমি সুফি ইমাম মুয়াফফাকের কাছে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলে?"

তিনি কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা করে এমনি স্পষ্টভাবে কথাগুলো বললেন যে মনে হল, বহুক্ষণ অবধি জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি অভ্যস্ত আর তাঁর কথা শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শোনে। অদূরে উপবিষ্ট তুতুস কোনও কথা কইল না।

"ওস্তাদ আলী লিখেছেন, তোমার নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে; অবশ্য ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই। আমি একটা কথা জানতে চাই, কেমন করে তুমি প্রভু সুলতান তদানীন্তন শাহজাদার কাছে মেলাগ্রিদ যুদ্ধের ফলাফল, খ্রিষ্টান সম্রাট সিজার ও আমাদের আলেকজান্ডার— সুলতানের মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে?"

www.pathagar.com

ওমরের মুখখানা লজ্জায় যেন লাল হয়ে উঠল। যদি সে একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প বানিয়ে বলতে পারত! কিন্তু তার সন্দেহ হল যে, এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর ভাবাবেগহীন কণ্ঠের অধিকারী লোকটা তা বিশ্বাস করবেন না।

"আসলে"— ওমর ঢোক গিলল— "ঠাট্টাচ্ছলে কথাগুলো বলেছিলাম, হুজুর।"

নিজাম অধৈর্যে নড়ে বসলেন, "তুমি এসব কী বলছ? বুঝিয়ে বল। এটা ঠাট্টা হতে পারে না।" "কিন্তু আসলে তাই।" ওমর নিশ্চয়তা অনুভব করল। যা ঘটেছে, তাই সে বলেছে। "মান্যবর, সে রাত্রে আমি ঘুরে ঘুরে একটা তাঁবুতে গেলাম। তুর্কি সৈন্যরা সে তাঁবু পাহারা দিচ্ছিল। তাদের ভাষাও বড় একটা আমি বুঝতে পারি না। জানতাম না যে, আমাদের শাহজাদা তখন সে তাঁবুতে ছিলেন। তাঁর সভায় উপস্থিত পণ্ডিতগণ সুহাইল নক্ষত্রটাকে দেখাতে গিয়েই একটা বাজে ভুল করলেন। আমার খেয়াল চাপল; আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলাম, এই যা।"

"তুমি কথাগুলো কেমন সংক্ষেপে বললে, তা বে-আদবির শামিল।" উজির তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসলেন। "তুমি এটা ব্যাখ্যা করে বল দেখি যে, তোমার ঠাট্টাচ্ছলে-বলা তিন-তিনটে ভবিষ্যদ্বাণী কেমন করে সত্যি হল? ধরো যুদ্ধের ফলাফল আর দুই জন রাজার মৃত্যু?"

ওমর একমুহূর্ত ভেবে বলল, "মান্যবর, আমি কেমন করে এর কৈফিয়ত দেব? আল্লার ইচ্ছা ছাড়া কিছু ঘটে না; এ ঘটনাগুলোও আল্লার ইচ্ছায় ঘটেছে।"

"আল্লার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না, তুমি একথাটা কেন বললে, তা আমি জানতে চাই।" নিজাম কথাগুলো এমনভাবে বললেন যে, ওমর একটা জড় পদার্থ, তিনি এই জড়পদার্থটা পরীক্ষা করছেন। "এ কথা সত্যি যে, তুমি রোমকসম্রাটের জন্মের দিন-ক্ষণ জানতে না, তুমি তাঁর জন্মরাশি চক্রের হিসাব করতেও পারতে না। আচ্ছা, সুলতান আরসালানের কোষ্ঠী তুমি কেমন করে বিচার করলে?"

কথাগুলোর মধ্যে ব্যঙ্গের সুর লক্ষ করে তুতুস মিটমিট করে তাকাল।

"আমি বিচার করিনি?"

"কিন্তু বিচার করার মতন দক্ষতা তোমার আছে।"

"নিশ্চয়ই! এ ক্ষমতা আরও পাঁচশ জনের আছে।"

"হয়তো।" নিজামের ভ্রু কুঞ্চিত হয়। "কিন্তু তিন-তিনটে ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে— এমন আর একজনের খবর আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। ওস্তাদ আলীর বিশ্বাস তুমি অদ্ভুত শক্তির অধিকারী।"

তুতুস ইঙ্গিতে কথাটার সমর্থন জানায়। "শোন ইবরাহিম-তনয়! উজির সহসা বলে উঠলেন, পিতার মৃত্যুর পর মালিক শাহ বহুবার তোমার খোঁজ করেছেন, তা কি তুমি জান না?"

www.pathagar.com

"আমি তা শুনিনি।"

দু জনই ওমরের পানে তাকালেন। নিজাম সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল, যদিও প্রকাশ্যে তিনি কোনও মন্তব্য করলেন না। "সুলতানের হুজুরে হাজির হওয়ার মতন বয়েস তোমার এখনও হয়নি, তিনি বলতে লাগলেন। আর তুমি যখন বলছ যে, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী আসলে ঠাট্টা; তোমাকে সাবধানে হুজুরের দরবারে যেতে হবে। আমি তোমার কাছে লুকোতে চাই না যে, মালিক শাহ্ তোমাকে অনুগ্রহের চোখে দেখবেন। কিন্তু তুমি আমার সামনে যে ধরনের কথা বললে, তাতে তুমি বিপদে পড়বে। আচ্ছা, তোমার সেই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীর তুমি কী পুরস্কার চাও?"

প্রশ্নটা শুনে ওমর লাল হয়ে ওঠে। তার মনে হয়, তার সে রাতের একটা খেয়াল তার বুকে জগদ্দল পাষাণের মতো চেপে বসেছে। "আমি দরবারে গিয়ে কী করব? আমি পুরস্কার চাই না।"

দরবার-জীবনের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে নিজাম সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। তাই তিনি ওমরের কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তবে তিনি হাল ছাড়লেন না। এই খেয়ালি যুবকটাকে বুঝাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

"আমি উজির— সুলতান মালিক শাহের সেবক। তুমি পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষী নও; তবে আমি তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে চাই। ওহে ইবরাহিম খৈয়ামের তনয়! তোমার জান-মালের রক্ষক ও জ্ঞান-সাধনার পৃষ্ঠপোষকরূপে তুমি কি আমাকে পেতে চাও?"

এই গম্ভীর প্রকৃতির লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতার নির্মল অশ্রুতে ওমরের দুই চোখ ভরে উঠল। জ্ঞান-সাধনার পথ তার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই কয়দিন সে ভিখেরির ভাগ্য নিয়ে পথে পথে ঘুরেছে। ইয়াসমিকে আশ্রয় দেবার জন্যে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজেছে।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই," আনন্দে তার চোখ চিক দিয়ে উঠল।

"তবে বল, তোমার কী কী চাই?"

"একটা মানমন্দির, বাগদাদে তৈরি তিন হাত ব্যাসের একটা নক্ষত্রের উচ্চতা পরিমাপ-যন্ত্র; টলেমির নক্ষত্র-নির্ঘণ্টপত্র—

"আর কী? বলে যাও।"

"যদি হুজুর ইচ্ছা করেন, তবে একটা নভোমণ্ডলের পিতলের গোলক; এতে থাকবে চক্রবালির বলয়; একটা নক্ষত্র-প্রদীপ; আর সম্ভবপর হলে এমন একটি জলঘড়ি, যা দিয়ে দু মিনিট কাল পর্যন্ত নির্ভুল গোনা যায়।"

এই দুর্লভ ও দামি যন্ত্রাদির তালিকা শুনে তুতুস তার চোখের ভ্রূ কুঁচকালেন কিন্তু নিজাম এগুলো তালিকাভুক্ত করার জন্য তাকে ইঙ্গিত দিলেন।

"মানমন্দিরটা কোথায় হবে?"

www.pathagar.com

তিনি জিগ্যেস করলেন। "নিশ্চয়ই কোনও উঁচু জায়গায়?"

ওমর বিনয়-নম্রকণ্ঠে এক নিশ্বাসে বলল, "হুজুরের জ্ঞান-বুদ্ধির জোরে নিশাপুর যুদ্ধ-বিপ্লব থেকে মুক্ত রয়েছে। প্রাচীন পর্যবেক্ষণ-দুর্গটা রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। আমি সে দুর্গটা প্রায়ই রাত্রে ব্যবহার করে থাকি। সেটা কি আমাকে দান করা যায়? এর সাথে দিতে হবে দরজার জন্য একটা ভালো তালা, আর— আর সুন্দর বোখারার তৈরি কয়েকটা গালিচা, তাকিয়া। একটা চীনা পর্দা আর একটা রুপোর পানির কুঁজো।"

"আয় আল্লাহ্!" তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "জ্যোতিষ বিদ্যায় এতকিছু লাগে, তা তো আমি কখনও ভাবিনি।" এ প্রশংসায় ওমর প্রীত হল না। ওমরের আন্তরিকতায় উজির মহোদয় তুষ্ট হয়ে বললেন, "তোমাকে সবকিছু দেওয়া হবে, তবে একটা শর্তে।"

ওমর এগিয়ে গিয়ে উজির মহোদয়ের হস্ত তার ললাটে ঠেকাল।

"এই শর্তে," নিজাম সংযোজন করলেন, "কোনও জীবিত প্রাণীর কাছে তুমি বলতে পারবে না যে, মালাসগ্রিদের ভবিষ্যদ্বাণী তামাশাচ্ছলে করা হয়েছিল।"

"হুজুর, আমি তা কাউকে বলব না।"

"তোমাকে যদি বলতেই হয়, তুমি বলবে যে, মুহূর্তের প্রেরণায় তুমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে।"

"আপনার ইচ্ছায় তাই হবে," ওমর সানন্দে বলল।

নিজাম রসিকতা করে বললেন, "অনেক কিছুই তো চেয়েছ; কিন্তু নিজের খাবার-দাবার আর চাকর-বাকরের কথা তো কিছুই বললে না। এই একটা ছোট থলে আছে; এতে তোমার জন্য রৌপ্যমুদ্রা রয়েছে; তুতুস তোমাকে দু জন চাকর জোগাড় করে দেবে।"

সত্যি কথা, ওমর এসব চিন্তাই করেনি। কৌতূহলী মনে সে থলেটা হাতে নিল; মুঠোভরা মুদ্রা সে কোনওদিন পায়নি। সূক্ষ্ম নেশায় তার মনটা মেতে উঠল।

"দুর্গটা তা হলে কখন পাব?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল।

নিজাম তুতুসের পানে তাকালেন। তুতুস ঠোঁট কুঞ্চিত করে বলল, "কাল বিকেল নাগাদ।"

ক্ষমতা থাকলে কেমন যাদুমন্ত্রের মতন কাজ হয়, ওমর তা উপলব্ধি করল।

"আল্‌হামদুলিল্লাহ্— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রাপ্য।" গালিচায় মস্তক ছুঁইয়ে সে উচ্চারণ করল। নিজাম যখন বললেন যে, সে এখন বিদায় নিতে পারে, তখন ওমর থলের কথা ভুলে গিয়ে চট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তুতুসের ইঙ্গিতে সে তাড়াতাড়ি থলেটা ওঠাল। দরজায় পৌঁছে আবার সালাম জানাবার কথা তুতুস তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

ওমরের প্রস্থানের পর তুতুস নিজামের দিকে মাথা নত করে বললেন, "হে করুণার আধার! আমি কি বলিনি যে, এই যুবক আপনার হাতে পড়ে যোগ্য হাতিয়ার হবে? সমস্ত

www.pathagar.com

নিশাপুর খুঁজে এমন আর একজন পাওয়া যাবে? তার অদ্ভুত জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক সত্য বলার অদ্ভুততর প্রকৃতি, আর নক্ষত্র নিরীক্ষণ ব্যতীত অন্য ব্যাপারে অনভিজ্ঞতা— তার অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী— তার যোগ্যতার পরিচায়ক নয়? সে ওস্তাদ আলীর কাছে পর্যন্ত দিব্যি করে বলেছে যে, রাজজ্যোতিষী সত্য নির্ধারণ করবেন।"

নিজাম হাসলেন, "যদি তার গোপন শক্তিটা আমি জানতে পারতাম। অথচ সে তো কিছুই গোপন করছে না।"

"না, সে কিছুই গোপন করছে না।" নিজামের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তাঁর কথা সমর্থন করলেন। "তার প্রতিটি কথা প্রামাণ্য, প্রতিটি কথা সত্য।" নিজাম তস্‌বিহ জপতে জপতে বললেন, "আমি তাকে 'হুজ্জাতুল-হক্'— সত্যের প্রমাণ— বলে ডাকব। তাকে ওস্তাদের পোশাকে সাজাব, রহস্যময় হতে শিক্ষা দেব, মৌন থাকতে বলব। তার পর তাকে মালিক শাহের দরবারে হাজির করে বলব, 'ইনি ওমর খৈয়াম— মালাসগ্রিদের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আমি দুনিয়ার বুকে আল্লার মাহাত্ম্যরূপে তাঁকে আবিষ্কার করেছি। আমার গোনাহ্‌গার আত্মা আনন্দে নৃত্য করছে।"

"অবশেষে সে শান্ত অশ্বশাবকের মতন হয়ে গেল; অথচ ভাবছিলাম যে, সে আমাদের কথা অমান্য করবে।"— নিজাম চিন্তিত কণ্ঠে বললেন।

"লা-লা'— না— না। এই যুবক প্রেমে পড়েছে; তার প্রেয়সী তার বাহুলগ্না না থাকলেই সে প্রেয়সীকে বাহুলগ্ন করার কথা চিন্তা করে।"

তুতুস হঠাৎ থেমে গেলেন। কারণ, নিজামের দৃষ্টিতে কেমন বিরূপ ভাব দেখা গেল। নিজাম গোড়া মুসলমান।

"সম্ভবত, তার গোপন ক্ষমতা আল্লার অদৃশ্য দান। এ ধরনের লোকেরা জ্ঞানবান; কিন্তু তারা জানে না, কেমন করে তারা জ্ঞান পেল।" উজির মন্তব্য করলেন।

"সত্যি-সত্যি। একমাত্র আল্লাহ্ আলেমুল গায়েব। তার ভবিষ্যদ্বাণী একটা অলৌকিক ব্যাপার— এ ছাড়া, আমি অন্য যুক্তি খুঁজে পাই না।"

"সত্যি— খাঁটি সত্যি।" অলৌকিকত্বে তুতুসের বিশ্বাস নেই; তবে পৃষ্ঠপোষকের কাছে তিনি এ স্বীকারোক্তি করতে চান না। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, ওমর যদি আবার সত্যি ভবিষ্যদ্বাণী করে আর সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়, তবে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে! না, তা হতে পারে না। তিনি নিজেকে ভরসা দিলেন, "ওমর নিজে স্বীকার করেছে যে, তা করা অসম্ভব। অথচ বুড়ো নিজাম প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছেন, ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর। মাশাআল্লাহ্— আল্লার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এসব বিজ্ঞ কথা চিন্তা করার জন্য আমার মস্তক সৃষ্টি হয়নি।"

বসন্তের-দাগওয়ালা লোকটাকে অন্য কাজে লাগিয়ে এক বিবেচনাশীল বিশ্বাসী গুপ্তচর-দম্পতিকে ওমরের সেবায় নিয়োগ করবেন বলে তুতুস স্থির করলেন।

www.pathagar.com

কেতাব-পট্টির নিকটস্থ ঝরনার ধারে ওমর ইয়াসমির কানে ফিস ফিস করছে। আর ইয়াসমি কলসি ভরার ভান করে তা শুনছে।

"ওগো হৃদয়-রানি! শেষপর্যন্ত তোমাকে ঠাঁই দেবার মতন একটা আশ্রয় পেয়েছি। আশ্রয়ের দরজার চাবি থাকবে আমার একলার কাছে। আমি তোমার জন্য আঙুর ভিজিয়ে রাখব। অবশ্য তোমার ঠোঁট আঙুরের শরবতের চেয়েও সুগন্ধি। তোমার জন্য মিষ্টি রুটি রাখব। করুণাময়ের মাহাত্ম্য, তুমি আমার বুকে থাকবে।"

"আর আমার পাশে তুমি থাকলে এই পরিত্যক্ত স্থানে, প্রাসাদবাসী সুলতানের চেয়ে আমি সুখানন্দে থাকব।"

www.pathagar.com

নদী তীরের কবরস্থানের উত্তরে অবস্থিত মান-মন্দিরের দুর্গ

দুর্গের ব্যাপারে তুতুস তাঁর কথা রেখেছেন। পরদিন বিকালবেলা তিনি ওমরকে তাঁর মান-মন্দিরের চাবি দিয়ে দিলেন। তার পরের কয়দিন সূত্রধর আর রাজমিস্ত্রিরা দুর্গটা আর বাইরের প্রাচীর মেরামতের কাজে লেগে রইল।

ওমর খুশি হল। তার ইচ্ছা, ইয়াসমি যখন প্রথম দুর্গে প্রবেশ করবে তখন দুর্গে অন্য কেউ থাকবে না। দুর্গের নিচতলাটায় চুনকাম করার জন্য ওমর মিস্ত্রিদের হুকুম দিল। নিচতলায় সে একটা বৃহৎ চাদর বিছিয়ে দিল। এটা হবে মান-মন্দিরের অভ্যর্থনা কক্ষ আর মনোরম গালিচা, কারুকার্য-করা চীনা পর্দা দিয়ে দোতলাটা সাজাল। পর্দাটায় সোনালি কাজ-করা একটা ড্রাগন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এখানে তার শয্যা আর মনোরম খোদাই কাজ করা চন্দনকাষ্ঠের বাক্স। এই বাক্সে থাকবে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

তিনতলাটা ওমর খালি রেখে দিল। তাতে রইল মাত্র কয়েকটা নিচু টেবিল আর পাণ্ডুলিপি রাখার জন্য খোপওয়ালা দেরাজ। তুতুস নিজাম-উল-মুল্‌কের দেওয়া অনেকগুলি বই-পুস্তকও নিয়ে এলেন। তবে যন্ত্রাদি সম্বন্ধে বললেন যে, সেগুলো বাগদাদ থেকে আনতে হবে।

কিন্তু কাজের প্রতি ওমরের মন নেই। নিজামের দেওয়া রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে সে নিশাপুরের বাজারে ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র কিনতে লাগল। সাদা রেশমের থানকাপড় পোশাকের জন্য কিনল— বিয়ের পর ইয়াসমি ঘরে সাদা রেশমি পোশাক পরবে। ফলের বৈয়ম, ধূপ-লোবান, পিতলের ধূপদানি; আসমানি রঙের পাথর-বসানো রুপোর বাজুবন্দ।

"অ্যাঁ!" উপহারগুলো ইয়াসমির সামনে ধরা হলে, সে চেঁচিয়ে বলল, "এ যে রীতিমতন ভোজবাজি!"

"ওগো আমার দুষ্ট প্রিয়া। তুমিই তা হলে মায়াবিনী।"

ইয়াসমি মৃদু করতালি দেয়! ওমরকে দিয়ে বাজুবন্দটা বাহুতে পরিয়ে নেয়। সে বৃহৎ গালিচাটা মনোযোগ দিয়ে দেখে! খোরাসানে এমন জিনিসের আমদানি এই প্রথম। সে

www.pathagar.com

সোনালি ড্রাগনটা দেখতে থাকে আর ওমর তার ললাটদেশ থেকে চুলের গুচ্ছ পিছনে ঠেলে দেয়। আনন্দের আতিশয্যে ইয়াসমি এক অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভব করে।

"উপরের ঘরে অনেকগুলি বইপুস্তক রয়েছে," ইয়াসমি মন্তব্য করে, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি কি সবগুলো পড়?"

প্রতিবার বিদায় মুহূর্তে ইয়াসমির বুকটা শঙ্কায় দুরু দুরু করে— আবার কবে সে আসবে এই দুর্ভাবনায়। তার অনুপস্থিতিতে ওমর কী করে সময় কাটায়, তাই ইয়াসমি জানতে চায়।

"না," ওমর উদাসীন কণ্ঠে জওয়াব দেয়, "এক মরুবাসী কবির রচিত একখানা কাব্যগ্রন্থও আছে। আমি তা পড়ি।"

"কবিতা।" প্রাচীন রাজ-রাজড়া, অশ্ব আর যুদ্ধ নিয়ে রচিত কবিদের গাথা সম্বন্ধে ইয়াসমি জানে। "এই কাব্যগ্রন্থে কি প্রেমের কথা আছে?"

"আমার বুকের কোণে যে প্রেম রয়েছে, এ কাব্যগ্রন্থে তেমন প্রেমের কথা নেই।"

ইয়াসমি মাথাটা তুলে ধরতেই তাদের চোখাচোখি হয়।

"আমার লজ্জা করছে।" ইয়াসমি মৃদু-মধুর কণ্ঠে উচ্চারণ করে।

"তুমি শিরীর চেয়েও সুন্দরী।"

"এই কথা কি সেই কাব্যগ্রন্থে লেখা আছে?"

"না, আমার বুকের কাব্যগ্রন্থে তা লেখা রয়েছে।"

"আমার বুকে কী আছে?" সে উদগ্রীব হয়ে স্মিত মুখে প্রশ্ন করে।

"তোমার বুকে? নিষ্ঠুরতা আর অবহেলা। ওমরের ব্যথা-বেদনার প্রতি কোনও দরদ সেখানে নেই।"

ইয়াসমির মনে হয়, তার দয়িত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। প্রাচীনকালের জ্ঞান-বিজ্ঞান তার জানা। কবির কবিতা সে পড়তে পারে। কিন্তু তার কণ্ঠনিঃসৃত কথা কবিতার চেয়েও মধুর। পরিত্যক্ত দুর্গটা শুধু তারই জন্য সে স্বর্গে পরিণত করেছে। তবে এসবে তার কিছু আসে-যায় না। ওমরই তার কাম্য। ওমরের প্রেমই তার আকাঙ্ক্ষার ধন। ওমরের কথায় তার মন নেচে ওঠে। সে দু হাত প্রসারিত করে উপাধানে অর্ধমুদিত চোখে শুয়ে ওমরের হাতদুটো আকর্ষণ করে।

"তুমি বলছ, আমি পাষাণী? আমি তোমাকে অনাদর করি?" মৃদু গুঞ্জন করতে গিয়ে তার ওষ্ঠদ্বয় ফাঁক হয়ে যায়।

ওমর প্রেমাসক্তা অর্ধচেতন ইয়াসমিকে বুকে টেনে নেয়।

ওমরের ধমনীতে আরব রক্ত বইছে। মরুভূমির নীরস বায়ুর স্পর্শে সে রক্ত যুগে যুগে টগবগ করেছে। বিরাট মরুভূমি আর দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সে রক্ত হয়ে গেছে স্পর্শকাতর আর দুর্দমনীয়। ইয়াসমির প্রেম তার বুকে জাগিয়েছে তীব্র আকর্ষণ।

www.pathagar.com

ইয়াসমির মনে হয় যে, এই দুর্গটার একটা বিশেষ নামকরণ করা উচিত। নিশাপুরবাসীরা বলাবলি করে যে, কবরস্থানের প্রেতাত্মারা এই দুর্গে বাস করে। তবে প্রেমিকের সান্নিধ্যে সে ভূতপ্রেত ভয় করে না; তবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন চায় যে, দুর্গটার একটা পৃথক নামকরণ করা হোক। ওমর কয়েকটা নাম প্রস্তাব করে। কিন্তু সে তা হেসে উড়িয়ে দেয়। ওমর রসিকতা করছে, সে তা বুঝতে পারে।

"না তা, জিনাত-মহল, হুর মহল নাম চলবে না। এর নাম হবে 'সিতারা মঞ্জিল।' ওগো প্রিয়তম, নক্ষত্র দেখে কি তুমি অন্যের ভাগ্য বলে দিতে পার?"

কৌতূহলী চোখে ওমর তার পানে চেয়ে বলে, "কে বলেছে?"

"পথে হাম্মামে লোকেরা বলাবলি করে, তুমি নাকি মালিক শাহের সিংহাসন আরোহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে। সত্যি, তুমি তা জান?"

বাদশাহের ভাগ্যলিপি পর্যন্ত তার প্রেমিক বলে দিতে পারে— ভেবে ইয়াসমির বুক অহংকারে ফুলে ওঠে। তার প্রিয়তম এই দুর্গে বসে তাই করবে। ইয়াসমির ধারণা, কোষ্ঠী-বিচারই জ্যোতিষশাস্ত্রের চরম সাফল্য।

"আমি জানি," ওমর বিতৃষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দেয়।

"তা হলে, কথাটা সত্যি। আগামী মাসের মধ্যেই তোমার যন্ত্রপাতি এসে পড়বে। তুমি অনেক অর্থ উপার্জন করবে। তার পর তুমি আমার আব্বার কাছে টাকাপয়সা নিয়ে হাজির হবে; আমরা তখন সাক্ষ্য দেব, সামনে হাজির হব— আমাদের বিয়ে হবে।"

ইয়াসমির জন্য টাকাপয়সা সব ব্যয় করে ফেলেছে, ভেবে ওমর অনুতপ্ত হয়; তখন সে অন্য কথা ভাবেনি। "কিন্তু তোমার যোগ্য অর্থ আমি কেমন করে দেব?"

"বোকা! আমার বাড়ির লোকেরা যদি জানে যে, তুমি সুলতানের জ্যোতিষী, তবে তারা টাকা পয়সা নিয়ে দরকষাকষি করবে না। যদি বিয়েটা হয় তবে আমি চিরদিন তোমার অন্দর-মহলে থাকব। নইলে আমার প্রাণ যে আর বাঁচবে না।"

"তা হলে তুমি থেকে যাও।"

"তা কেমন করে হয়?" তার ঠোঁটদুটো কেঁপে ওঠে। "বিয়ে ছাড়া আমি এলে লোকে বলবে, আমাকে তুমি চুরি করে নিয়ে এসেছ। এ নিন্দনীয়। এখন আমি খুব খুশি; মসজিদে রোজ দোয়া মাগব; এই সুখই আমি চেয়েছিলাম।"

মসজিদের দিকে ওমরের মন আকৃষ্ট হয় না। সবুজ সমতলভূমি আর কবরস্থানের ঝাউগাছগুলো সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আর তার কক্ষের উপাধানগুলোতে মিলে রয়েছে ইয়াসমির দেহ-সৌরভ। পরদিন ইয়াসমি এল না বলে ওমর অস্থিরচিত্তে কাব্যগ্রন্থখানা সামনে নিয়ে বসে থাকে। সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের বুকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুষ্পের ন্যায় গ্রন্থের পাতায় পাতায় লেখা রুবাইগুলোর প্রতি তার মন নিবিষ্ট হয়। এক টুকরো সাদা কাগজে ওমর নিজের মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করে :

www.pathagar.com

ফাগুন যখন মাঠের বুকে ছড়ায় রঙিন ইন্দ্রজাল,
সুরার পাত্র হস্তে নিয়ে আমি তখন কাটাই কাল ॥
সুন্দরী মোর পিয়ায় স্মরি রচি আমি প্রেমের গীত;
স্বর্গ-সুখের করলে আশা, দিয়ো আমায় বিষম গাল ॥

ওমর ভাবে, তারই উদ্দেশে একটা 'রুবাই' রচিত হয়েছে দেখে ইয়াসমি খুব খুশি হবে। কী পরম তৃপ্তি নিয়ে ইয়াসমি হাসবে! আর পরে আপন মনে আবৃত্তি করবে বলে সে যখন এই 'রুবাইটা' তার স্মৃতিপটে আঁকতে চাইবে, তখন উজ্জ্বল আনন্দে তার কালো চোখ দুটো কেমন চিক চিক করবে। তবে তার মনে হয়, রুবাইটা'র বাঁধন বড় কাঁচা হয়েছে; তার মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে মাত্র; প্রেম সম্বন্ধে শব্দ প্রয়োগ মনোরম হয়নি।

ইয়াসমি পরের দিন এল না; এর পরের দিনও না।

ওমর দীর্ঘক্ষণ ঝরনার পাশে প্রতীক্ষা করে; মসজিদের ফটকের অভ্যন্তরে বসে প্রতিটি বোরকা-পরা মেয়ের আগমন-নির্গমন লক্ষ করে; কিন্তু ইয়াসমিকে সে দেখতে পায় না।

বিকেল বেলায় ওমর ভ্রমণপথে তার দুর্গে প্রত্যাবর্তন করে। ইয়াসমি হয়তো সেখানে তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু দুর্গ শূন্য। তখন সে ধরে নেয়, ইয়াসমি পীড়াক্রান্ত—হয়তো এত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত যে, সে খবর পর্যন্ত পাঠাতে পারছে না। তুতুসের দেওয়া চাকরটাকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে তার অনুতাপ হয়। কেতাবওয়ালার বাড়িতে গিয়ে ইয়াসমির খবর নিয়ে আসবে এমন কোনও মেয়ে তার জানা নেই।

বাজারের পথ দিয়ে মসজিদে যাওয়ার কালে মুখে বসন্তের দাগওয়ালা সেই ভিখেরিটার সাথে তার দেখা হল; এই ভিখেরিটা তো কেতাবপট্টিতে ঘোরাফেরা করে!

কিন্তু এখন তাকে যেন এড়িয়ে যাবার জন্যই ভিখেরিটা দ্রুত মুখ ফেরায়। ওমর তার কাঁধটা ধরে প্রশ্ন করে, "আমার সাথে ঝরনার পাশে যে মেয়েটা কথা বলছিল, তাকে দেখেছ?"

রক্তচক্ষু ভিখেরিটা ধূর্ত হাসি হেসে মিটমিট করে চাইল, "ওই মেয়েটা? আমার মাথার দিব্যি হুজুর তাকে দেখিনি, সে চলে গেছে।"

"চলে গেছে?" ওমরের ঠোঁট কাঁপে।

ভিখেরি মানুষের মুখ দেখে মানুষের মনের ভাব বুঝতে পারে। সে আগে ওমরের ওপর নজর রেখে পয়সা পেয়েছে। এখন ওমরের কাছ থেকে তার চেয়েও বেশি লাভবান হতে চায়। সে ওমরের আস্তিন টানতে টানতে বলে, "শুনেছি। তবে এখন আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত আর হাতে এক-কপর্দকও নেই।"

যান্ত্রিকভাবে কোমরে হাত দিয়ে ওমর দেখল, তার কোমরে একটি মুদ্রাও নেই। সে তাকে অনুসরণ করার জন্য ভিখেরিটাকে ইঙ্গিত করে এক পরিচিত মহাজনের দোকানে গেল। এই নীরব বোখারাবাসী লোকটা নানা দেশের নানা মূল্যের মুদ্রার স্তূপ নিয়ে বসে আছে।

www.pathagar.com

"আমাকে একটা সোনার দিনার দাও, নাসির বেগ! আগামী মাসে শোধ করে দেব।"

মহাজন একটা বড় থলে টিপতে টিপতে বলল, "মাসিক একটা রুপোর দেরহাম সুদ দিতে হবে।"

"চট করে দাও। ওমর দেরহামটা হাতে নিয়ে ভিখেরিটাকে একটু দূরে ডেকে তাকে দেরহামটা দেয়। তুমি কী জান, বল তো? সত্যি কথা বলো কিন্তু।"

"মিথ্যে কথা বললে, আমার মাথা কেটে ফেলবেন। তিন-চারদিন আগে আপনার সেই মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় বলে বাড়ির লোকেরা তাকে মারধর করেছে। অন্য গৃহিণীরা ঝরনার ধারে বলাবলি করছিল, আমি শুনেছি। মেয়েটার চাচা এখন বাড়ির মালিক। দ্বিতীয় দিন কাপড়ওয়ালা সওদাগর আবু জায়েদ আবার প্রস্তাব পাঠাতেই মেয়েটার চাচা আর দেরি করেনি।"

ওমর নীরবে অসহায় দৃষ্টি মেলে কথাগুলো শুনল।

"হায় খোদা! তারা আবু জায়েদকে আর কাজি ও সাক্ষীদের ডেকে আনল। সবাই খানাপিনা করল; কিন্তু আমাকে কিছু খেতে দিল না।"

"আর ওই মেয়েটা— মেয়েটার কী হল?"

"এক গালিচাওয়ালার মুখে শুনতে পেলাম, আগের সারাটা রাত কেঁদেছে। কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল বলে দু জন লোক তাকে জোর করে বাড়িতে টেনে এনেছে। যুবতী মেয়েরা এমনি উচ্ছৃঙ্খল আর বোকা! তার সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনে আবু জায়েদ অনেক টাকা দিয়েছে। সে একজন ধনী সওদাগর— তার কাফেলায় অনেক তাঁবু রয়েছে—"

ভিখেরি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ওমর উন্মাদের মতন জনতার ভিড় ঠেলে চলে যাচ্ছে। ভিখেরি সোনার দিনারটা পাথরে টোকা দিয়ে বাজায়; বেশ টুং-টাং শব্দ করছে। সে এই দিনারটা থলেতে অন্য তিনটে রৌপ্যমুদ্রার সাথে রেখে দেয়। এই মুদ্রা তিনটি তিন দিন আগে ইয়াসমির চাচা তাকে দিয়েছিল। কারণ, সে তাকে চুপে চুপে বলে দিয়েছিল যে, ইয়াসমি কবরস্থানের পাশের দুর্গে একটি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে গোপনে যাতায়াত করে। তখন সে ভেবেছিল যে, ওমর বা আবু জায়েদের চেয়ে ইয়াসমির চাচার কাছে থেকেই মোটা পুরস্কার পাবে। ভিখেরির কাছে খবরটা পেয়ে ইয়াসমির চাচা ইয়াসমিকে ঘরে আটকে রেখে আবু জায়েদকে খবর পঠিয়েছিল।

ওমর সোনার দিনার দিয়ে তাকে ঐশর্যশালী করে গেছে। সে মহাজনের দোকানের কাছে গিয়ে সাহস করে প্রশ্ন করে, "তুমি কোন্ বোকামিতে পড়ে এই ছন্নছাড়া যুবককে ধার দিলে?"

বোখারাবাসী দোকানদার তার মুদ্রার স্তূপ এক হাতে আগলে অন্য হাতে তার কোমর থেকে একটা ছোরা বের করে বলে, "দূরে থাক, বেটা চোর! তোর ঠুঁকরে

www.pathagar.com

তোলার মতন এখানে কিছু নেই। জানিস না বেটা, নিজাম-উল-মুল্‌কের নেকনজর এই ছাত্রটার ওপর পড়েছে।"

"এই খৈয়ামের— তাঁবু নির্মাতার ওপর? হায় খোদা!" ভিখেরিটা কাতরে উঠল। তার দেহ থেকে কে যেন রক্ত-মাংস তুলে নিচ্ছে। আগে জানলে গোপন কথা ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে সে দ্বিগুণ পুরস্কার আদায় করতে পারত। হায়! আগে যদি সে জানত!

সেদিন অন্তরের গর্জনধ্বনি ছাড়া ওমর কিছুই যেন দেখতে বা শুনতে পায় না। কোনওরকমে সে পথ ধরে ইয়াসমির চাচাকে ডাকল। একটা অদ্ভুত লোক বেরিয়ে এসে ক্রোধে তার প্রতি চেঁচামেচি করতে লাগল। ইয়াসমির অসহায় বাপ দোকানে বসে আছে।

ইয়াসমির চাচা ভর্ৎসনা করে বলে, "তুমি একটা আস্ত পাগল! তাই পর্দানশীন মেয়ে সম্বন্ধে আলাপ করছ। এ বাড়ির মেয়েরা কি গৃহপালিত পশু যে, তুমি তাদের নাম ধরে কথা বলছ?"

পর্দার আড়াল থেকে এক নারী গালাগাল করে ওঠে, "এ বেটা মুখ-সামলে কথা বলুক। এ বেটা চোর! লজ্জা-শরম নেই। আশ্চর্য! চোর এসে আবার সিনাজুরি করছে। এ বেটাকে মেরে তাড়াও, বেঁধে মার, শকুন কোথাকার!"

কিন্তু এই পাগলের গায়ে বাড়ির লোকেরা হাত লাগাল না। মেয়েটা বেদম গালাগাল করছে। ওমর গালাগালির চোটে সেখান থেকে ছুটে পালায়।

কয়েক ঘণ্টা পর ওমর দেখতে পেল, তুতুস এক মণিকারের দোকানে বসে দামি চাদর দেখছেন। সে তখন কতকটা শান্ত হয়েছে। সে তার দুঃখের কাহিনি তুতুসকে বলে; আর তুতুস পাথর দেখার ভান করে ওমরের কাহিনি মনোযোগ সহকারে শোনেন।

শুনতে শুনতে তুতুস ভাবে যে, মেয়েটা সাধারণ গায়িকা বা ক্রীতদাসী হলে, তিনি তাঁর প্রভাব খাটিয়ে মেয়েটাকে ওমরের কাছে ফিরিয়ে দিতেন।

কিন্তু মেয়েটা একজন মুসলমানের হেরেমে ঢুকেছে; সে এখন তার স্বামীর সম্পত্তি। তুতুস জানেন, নিজাম-উল-মুল্‌ক এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ পছন্দ করবেন না। মেয়েদের পর্দা সম্বন্ধে মুসলিম আইন খোলাখুলি ভঙ্গ করা চলে না। আর তিনি চান না যে, ওমর একজন নারীর প্রভাবাধীন থাকে। বহু নারী নিরাপদ, এমন কি সংগ্রহের পক্ষে কাম্য; কিন্তু এক নারী— বিশেষ করে ইয়াসমির মতন প্রেমে আত্মহারা নারী বিপজ্জনক। তাই, এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি ওমরের প্রতি সহানুভূতিশীলতার ভাব ধারণ করলেন।

"এমন দুর্ঘটনা ঘটল, দুঃখের বিষয়! আগে জানলে একটা বিহিত হত; কিন্তু সাক্ষীর সামনে যে বিয়ে হয়েছে, সে তো লৌহশৃঙ্খল। এ শৃঙ্খল কে ছিন্ন করবে? যাক, ভাবতে দাও— কী করা যায়।"

www.pathagar.com

"কিন্তু আপনি তাকে বের করতে পারেন। আগামী মাসে আমি তাকে বিয়ে করতে পারি। সে— সে তো যেতে চায়নি।"

তুতুস বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে, "ভাগ্যলিপি অখণ্ডনীয়।"

"কোথায় আছে, খুঁজে বের করুন। আমি যদি জানতাম!"

"নিশ্চয়ই, আজ রাতে বাজারের সরাইখানায়, তার খোঁজে আমি লোক পাঠাব। কাল জানতে পাবে, কোথায় সে আছে।"

পরদিন তুতুসের অনুচরেরা এসে জানাল যে, আবু জায়েদ তার কাফেলার সাথে নেই। নিশাপুরেও তাকে পাওয়া যায়নি। তার নতুন স্ত্রীকে নিয়ে সে শহরত্যাগ করে চলে গেছে; তবে কোন দিকে গেছে, কেউ বলতে পারে না। তবে আবু জায়েদ শিগগিরই ফিরে আসবে। তারা শহর-ফটকে নজর রাখবে।

তুতুস মনে করলেন, এতেই ওমর সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু তিনি ভুল করলেন। ওমর তার পুরনো জোব্বাটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেল। তার পর এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তুতুসের চরেরা বহু সন্ধান করেও তার পাত্তা পেল না।

ওমর উট চালকদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে এখানে-ওখানে আবু জায়েদের সন্ধান করে। ওমর ভাবে, ইয়াসমি নিশ্চয়ই দুঃখকষ্টে আছে। তার কালো চুলে জট ধরে গেছে। তারা ওকে ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রি করেছে। তারা তাকে মারধর করছে। তাকে গালাগালি করছে। সে হয়তো এখন পথের জনতার মধ্যে কোথাও রয়েছে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেছে। সূর্যের তাপে সবুজ মাঠের সিক্ততাও শুকিয়ে গিয়ে মাঠ নীরস হয়ে গেছে। ইয়াসমি ছিল বলেই তার জীবনে জুঁই আর লিলিফুলের আদর ছিল।

একজন দরবেশ তাকে দেখে বলল, "এ লোকটা নিশ্চয়ই আল্লার নামে উন্মাদ হয়ে পথে বেরিয়েছে।"

অত্যধিক গরম আর পরিশ্রমে জ্বরাক্রান্ত হয়ে ওমর দু সপ্তাহ পড়ে রইল। জ্বর থামলে একজন দয়ালু মেসেদবাসী তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

জ্বরারোগ্যের পর ওমরের মাথাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সে উপলব্ধি করে যে, এভাবে এমনি করে ছুটোছুটি করা নিরর্থক। তার মনে হয়, সে তার মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া, ইতোমধ্যে ইয়াসমি নিশ্চয়ই দুর্গের ঠিকানায় খবর পাঠিয়েছে; বা তুতুসের গোয়েন্দারা তার জন্য সংবাদ নিয়ে এসেছে।

এক সন্ধ্যায় সে কবরস্থানের কাছে পৌঁছে গাধার পিঠ থেকে নেমে মেসেদের লোকটাকে বিদায় দিল। সে দুর্গে প্রবেশ করল। ভেবেছিল, দুর্গটা শূন্য পড়ে আছে। আশ্চর্য! নতুন ইমারত সেখানে গড়ে উঠেছে। দু জন মালী একটা নতুন বাগানে কাজ করছে। ছাদে পিতলের যন্ত্রপাতি ঝকঝক করছে। মান-মন্দিরের পাশের পাহাড়টায়

www.pathagar.com

একটা কাঠের স্তম্ভ তৈরি হয়েছে। ওমর সেখানে দাঁড়িয়ে স্তম্ভটা দেখল। এক দাড়িওয়ালা তাকে সালাম করে সসম্মানে বলল :

"হুজুর, আপনার প্রত্যাবর্তন সুখের হোক। এই প্রাসাদটা আপনার বাসোপযোগী করার জন্য আমরা মেহনত করছি। মেহেরবানি করে ভিতরে প্রবেশ করে দেখুন, হুজুর।"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি।"

সে তার শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল। যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি রয়েছে। সবকিছু অস্পৃষ্ট রয়েছে। ড্রাগনটা তেমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।

"কোথাও থেকে কোন খবর কেউ পাঠিয়েছে?" সে যুবককে প্রশ্ন করে।

যুবক স্মিতমুখে মাথা নাড়ে, "হে খাজা, হে প্রভু! রোজ প্রভু-তুতুস খবর পাঠিয়েছেন, আপনি ফিরছেন কি না তা জানতে। এইমাত্র আমি আপনার আগমনবার্তা লোকমুখে তাঁর কাছে পাঠিয়েছি।"

"আর কোনও খবর বা চিঠি আসেনি?"

ইয়াসমি লেখাপড়া জানে না। বাজারে পত্রলেখকদের দিয়ে লিখিয়ে সে পত্র পাঠাতে পারে।

"না, আর কোনও সংবাদ বা চিঠি আসেনি।"

ওমর জানালার পাশে একটা আরাম কেদারায় বসল। চাকরটা তার পা ধুয়ে দেবার জন্য রুপোর কুঁজোতে করে পরিষ্কার পানি নিয়ে এল। একজন সাদা দাড়িওয়ালা লোক অভিবাদন করে ঘরে ঢুকে জানাল, তার নাম মায়মুন-ইবনে নাজির আল-ওয়াসিতি— বাগদাদ-'নিজামিয়ার' একজন গণিতবিদ। নিজামিয়া উদারচেতা নিজামের প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগার। মায়মুন বিস্ময়ে মৌন ওমরের পানে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা ভাষায় বললেন যে, তিনি টলেমির সংশোধিত নক্ষত্র-নির্ঘণ্টটা আর আবুসিনার ব্যবহৃত নভোমণ্ডলের গোলকটা নিয়ে এসেছেন।

"বেশ।" ওমর নির্লিপ্ত কণ্ঠে জওয়াব দিল।

খাজা মায়মুন আড়ষ্ট চরণে বেরিয়ে আসে— বক যেমন অসাবধান কচ্ছপের পিঠে পা দিয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ওমর দুর্গের ছাদে পায়চারি করছিল। বুড়ো গণিতবিদ মায়মুন ওপরে গিয়ে তার যন্ত্রপাতি দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। মৌন ওমরের দিকে না তাকিয়ে তিনি চারটে তৈল-প্রদীপ গোলকের চার খুঁটিতে স্থাপন করলেন। তিনি প্রদীপের ছায়াগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করলেন যে, গোলকের উপরার্ধ উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হল।

ওমর পায়চারি বন্ধ করে গোলকটার পানে তাকাল। তারাগুলোর ওপর আলো পড়েছে। রেখাগুলো চমৎকার টানা হয়েছে। অনেক লোক অনেকদিন ধরে কাজ করে গোলকটা বানিয়েছে। ড্রাগনের লেজের শেষ তারাটি ধ্রুবতারার বিপরীত দিকে মুখ

www.pathagar.com

ফিরিয়ে আছে— ডান থেকে বাম দিকের দিকচক্রবালের পানে তাকিয়ে ওমর গোলকটাতে হাতড়ায়। ধীরে ধীরে সে গোলকটা ঘোরায়। তার মাথার ওপরের আকাশের সাথে গোলকের অবস্থান এক হয়ে যায়। সে দিগ্বলয়টার ওপর হাত বুলোয়।

"হায় খোদা!" পরদিন সকালবেলায় তুতুস বলেন, "তুমি যেন অরণ্যরাজ্য থেকে একজন দরবেশ হয়ে ফিরে এসেছ। আমরা তোমাকে কত খুঁজেছি। নিজামের ক্রোধানল তুমি কেমন করে কৈফিয়তের পানি দিয়ে নির্বাপিত করবে? যাক, তুমি যে ফিরে এসেছ, তাই ভালো।"

"আমার অনুপস্থিতিতে ইয়াসমি কি কোনও চিঠিপত্র পাঠিয়েছে?"

"সেই মেয়েটা?" গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা অমায়িক কণ্ঠে বলেন,

"না, কোনও খবর তার পাইনি।"

"আপনার লোকেরা কি কোনও খবর এনেছে?"

তুতুস দুঃখে মাথা নাড়েন। — "তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করছে কিন্তু কোনও খবর পায়নি। যাক্— বাজারে বাজারে অনেক মেয়েমানুষ রয়েছে।" তুতুস মন্তব্য করেন— "পারস্য-বুলবুল, চীনা ক্রীতদাসী। কিন্তু নিজাম তো রেগে আছেন; তাঁকে কাজ দেখাতে হবে। তাঁর সামনে একটা পরিকল্পনা পেশ করতে হবে।"

ওমর নীরব। তার মাথায় কোনও পরিকল্পনা নেই।

"তরুণ খাজা! দারুল-উলুম— জ্ঞান আলয়— থেকে যে পরিকল্পনা তুমি নিয়ে এসেছিলে, সে সম্বন্ধে ভেবে দেখ। তোমার মনে তখন কী কাজ করার ইচ্ছা ছিল?"

"এটা নতুন পঞ্জিকা।"

"কী?"

"সময়ের একটা নতুন পরিমাপ, যা হবে নির্ভুল।"

তুতুস সন্দেহের দৃষ্টিতে ওমরের পানে তাকান। অনুচরেরা বলেছে যে, তাদের মনিব অদ্ভুত ব্যবহার করছেন। "এখন আমার অজ্ঞতা দূর কর। আল্লার সৃষ্ট চাঁদ রয়েছে। চাঁদের উদয় থেকে আমরা জানতে পারি যে, নতুন মাস শুরু হয়েছে। মানুষ তো এমন কোনও যন্ত্র তৈরি করতে পারে না, যা চাঁদের চেয়ে ভালো কাজ করবে। কী বল?" ওমর অধীর হয়ে ভ্রুকুটি করে, মিসরীয়রা করেছে; খ্রিষ্টানেরা করেছে। তবে আপনারা যে কাঠের ছোট্ট ছায়া-ঘড়িটা এখানে স্থাপন করেছেন, তা নিয়ে ছেলেরা খেলা করতে পারে। এসে দেখুন।"

তাঁরা কাঠের ছায়া-ঘড়িটা দেখতে গেলেন। খাজা মায়মুন তাঁদের পিছনে রইল। এটা তৈরি করতে তাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তুতুসের ধারণা, এতে মসৃণ মাটির ওপর চমৎকার ছায়া পড়ে। ওমর কাঁধের এক ধাক্কায় তা উপড়ে ফেলল। এতে তুতুস খুব রেগে গেলেন।

www.pathagar.com

"এই কাঠের স্তম্ভটা বাতাসে হেলে যাবে, রোদে দুমড়াবে। আমরা কি ছেলেমানুষ যে খেলনা নিয়ে খেলব?" ওমর চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা চাই, একটা মানুষের উচ্চতার পাঁচগুণ উঁচু একটা মার্বেলের স্তম্ভ। চারদিকে এক নখ বরাবর এদিক-ওদিক হলে চলবে না। আপনি বরং আমার কাছে কারিগরদের পাঠিয়ে দিন; আমি তাদের বুঝিয়ে দেব।"

তুতুস আমতা-আমতা করে বললেন, "কিন্তু তার আগে আমাকে নিজাম-উল-মুল্‌কের অনুমোদন নিতে হবে। তোমার দেওয়া স্তম্ভের বিবরণটা নাস্তিকদের স্তম্ভের মতন শোনায়"—

"প্রত্যেক দিনের ছায়ার চুল-চেরা পরিবর্তনের পরিমাপের এটাই একমাত্র উপায়।"

"চুল-চেরা পরিবর্তন!" তুতুস পাগড়িটা হাতে নিয়ে নিবিষ্টচিত্ত খাজা মায়মুনকে সামান্য দূরে টেনে নিয়ে নিম্ন কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, "ওমর মদ্যপান করে এসেছে না-কি?"

"হতে পারে, তা ঠিক জানি না। তবে এটা জানি", —মৃদু হাসিতে তার দাড়িটা বেঁকে গেল, হিসাবের বেলায় তাঁর ভুল হয় না। তিনি যা বিবরণ দিলেন, সে ছায়া-ঘড়িটা হবে সূক্ষ্ম। আমি একথা স্বীকার করব যে, ঠিকমতো স্থাপন করলে এটা আবু সিনার এই গোলকটার চেয়ে নির্ভুল সময় দেবে।"

তুতুস ধাঁধায় পড়ে গেলেন। তিনি নিজাম-উল-মুলকের কাছে গিয়ে সব বললেন। নিজাম নির্লিপ্ত মনে কথাগুলো শুনলেন। ওমরের অনুপস্থিতি তাঁর পরিকল্পনা নষ্ট করে দিয়েছে। তুতুস একথাও বললেন যে, "খাজা মায়মুনও ওমরের সময়-পরিমাপের পরিকল্পনাটা অনুমোদন করেছেন।"

"পঞ্জিকা।" উজির ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "এ যে ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থি। ওলামারা বিরোধিতা করবে। খ্রিষ্টানদের পঞ্জিকা রয়েছে। কাথাইয়ানদের রয়েছে। মুসলিম-বিজয়ের পূর্বে আমাদের ইয়াজদর্গিদ সন ছিল। আমার মনে হয়, নতুন পঞ্জিকা তৈরি হলে সর্বনাশা কাণ্ড হবে।"

মুদিত চোখে তুতুস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "ওমর আমাকে বলেছে, একটাই মাত্র কাল; কিন্তু এখন নিজাম-উল-মুলক বলছেন যে, চারটা পৃথক পৃথক কাল রয়েছে। হায়! আমার বুদ্ধির দোষ!"

"চারটে কাল নয়, চারটে পঞ্জিকা", নিজাম ভুল সংশোধন করলেন। "এখনও মালিক শাহ্ ওমরকে তলব করছেন।"

"এখন ওমর এমন একটি জল-ঘড়ি চায়, যা দিয়ে সে দিনের প্রতিটি মিনিট পরিমাপ করবে। এই যন্ত্রটা দিয়ে সে কী করবে? নিদ্রা-জাগরণে এটা পর্যবেক্ষণ করবে?"

"এর সাহায্যে সে বসন্ত ও শরতের সে-দিনটা নির্ধারণ করতে পারবে, যে দিনটা দিবা-রাত্রি সমান দীর্ঘ। ছায়া-ঘড়িটার সাহায্যে সে নির্ধারণ করতে পারবে কখন

www.pathagar.com

শীতকালের দুপুরে সূর্যের ছায়া দীর্ঘতম আর গ্রীষ্মকালের দুপুরে সূর্যের ছায়া সবচেয়ে ছোট। নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করে সে তার ভুল সংশোধন করতে পারবে। সে কী করতে চায়, আমি বুঝতে পারছি, ইনশাআল্লাহ্!" তুতুস অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করে, "আল্লাহ্ চাহে তো, মালিক শাহকে আমরা একটা নতুন পঞ্জিকা উপহার দিতে পারব।"

নিজাম ভাবলেন, পরিকল্পনাটা হবে চমৎকার। তাঁরই জন্য তৈরি একটা পঞ্জিকা পেয়ে সুলতান খুশি হবেন আর ওমরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাকে রাজজ্যোতিষী নিযুক্ত করবেন; প্রথম থেকে নিজাম তাই চেয়েছিলেন।

"আমি দেখছি, নতুন জল-ঘড়িটা তাকে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে কী উদ্দেশ্যে এতদিন বাউণ্ডেলের মতন ঘুরছিল?" নিজাম বললেন।

তুতুস স্মিতমুখে চোখ মিটমিট করে বললেন, "আল্লাহ্ মালুম— আমি তা জানি না।"

"দেখো, যাতে সে এমনি করে আর ঘুরে না বেড়ায়। তাকে আমার প্রয়োজন রয়েছে।"

নিজামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তুতুস দ্রুত পায়ে নিজের বাসস্থানে গেলেন। মাঝে মাঝে বাজারের একটা বিশেষ ঘরের কোণে বসে তিনি মালপত্র দেখতেন। এ মালপত্রগুলো তিনি অন্য কাউকে দেখতে দিতেন না। সে জায়গাটা একজন বোবা মিসরীয় পাহারা দিত। সেখানে বাক্স থেকে আসমানি রঙের একটা রুপোর বাজুবন্দ তিনি বের করলেন।

এই বাজুবন্দটা প্রাক্তন সুলতানের প্রিয় একজন কুঁজো বিদূষক দুর্গে নিয়ে এসেছিল। সে বলেছিল যে, ইয়াসমি নাম্নী একজন তরুণী এটা স্মারকচিহ্নরূপে ওমরকে পাঠিয়েছে। তরুণী বলেছে যে, সে বড় দুঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করছে; তাকে আলেপ্পোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

"এই তরুণীর ব্যাপারে ওমর নাছোড়বান্দা।" তুতুস ভাবলেন, "আমি কিছুতেই তাকে আবার আলেপ্পোতে যেতে দেব না। নিজাম তা হলে আমার ওপর ভীষণ রাগ করবেন।"

তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই বাজুবন্দটাকে যে করেই হোক সরিয়ে ফেলতে হবে। তিনি বাজুবন্দটা কোমরে গুঁজে ঝরনার ধারে চলে গেলেন। সেখানে অনেকগুলি কিশোরী খেলা করছিল। কোমর থেকে বাজুবন্দটা বের করে সেটা ছুড়ে দিয়ে পিছনপানে না তাকিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন।

"পাথরের স্তূপে পাথর টুকরো আর মরুভূমিতে বালুকণা লুকিয়ে ফেল।" তুতুস আপন মনে বললেন।

নিজাম-উল-মুলক মান মন্দিরের কাজের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট। গ্রীষ্মের আগেই জল-ঘড়িটা স্থাপিত হল, এতে একটা ক্ষুদ্র চাকা ঘণ্টায় ষাটবার আর একটা বড় চাকা ঘণ্টায় একবার ঘোরে। বর্শাফলকের ন্যায় একটা তীক্ষ্ণাগ্র রুপোর কাটা একটা সমভাবে

www.pathagar.com

চিহ্নিত দণ্ড চক্রের ওপর প্রতি দুপুরের মধ্যে একবার করে ঘুরে আসে। তুতুসের ধারণা, এটা চমৎকার নির্ভুল কিন্তু মায়মুন বলল যে এক বছর পর সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ধরা পড়বে।

অবশেষে সমস্ত যন্ত্রপাতি ঠিকঠিক স্থানে বসিয়ে আরও চারজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত হল। নতুন ছায়া-ঘড়িটাও নতুন করে আকাশমুখো করে বসানো হল। মায়মুন বলল যে, এবার সময়ের পরিমাপ নতুন করে আরম্ভ করা যেতে পারে। মায়মুনের ধারণা, কাজটা সমাধা করতে সাত বছর লাগবে। কিন্তু ওমরের লাগবে তাতে চার-পাঁচ বছর।

"হায় খোদা!" বিস্মিত তুতুস চিৎকার করে ওঠেন, "চার-পাঁচ সপ্তাহেও একটা রাজপ্রাসাদ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করা যায়।"

"হ্যাঁ," কালো চোখে আনন্দের দীপ্তি নিয়ে ওমর বলে, "আপনার ভাঙা রাজপ্রাসাদের ধুলোয় টিকটিকি বাসা বাঁধবে। কিন্তু আমাদের পঞ্জিকাটা অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

"আমার একটা রাজপ্রাসাদ থাকলে আমার মৃত্যুর পর কী হবে না হবে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না।" গোয়েন্দা বিভাগের স্থূলকায় কর্মকর্তা হেসে জওয়াব দেন।

তিনি নিজামকে জানালেন যে, ছয়জন জ্যোতিষী ক্ষুরধার তলোয়ারের মতন বুদ্ধি শানিয়ে কাজে লাগার জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়ে আছেন। নিজাম তাঁর সুলতান-প্রভুর জন্য একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। ওমর জানাল যে, তারা পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করার পরিকল্পনা করছে।

নির্দিষ্ট দিবসে মৃগয়া থেকে ফিরে এলে সুলতান দুর্গ পরিদর্শনে সম্মত হলেন। দুপুরের মধ্যে মান-মন্দিরটাকে বাগানবাড়ির মতো মনে হল। নতুন বাগানে গালিচা পাতা হল। মিষ্টি আর শরবতের থালা বৃক্ষ তলে সাজানো হল।

দারুল-উলুম থেকে বীজগণিতবিদ ওস্তাদ আলীর নেতৃত্বে রাজকীয় পোশাক পরিহিত অধ্যাপকদের এক প্রতিনিধিদল উপস্থিত হলেন; আর মসজিদ থেকে একদল মোল্লা এলেন। তাঁরা কারও সাথে কথা না বলে পৃথক স্থান গ্রহণ করলেন। নিজাম মোল্লাগণকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগতম জানিয়ে মালিক শাহের জন্য নির্দিষ্ট রেশমি কাপড়ে-ঢাকা মঞ্চের নিকটে বসতে দিলেন। কারণ তাঁরা সর্বশক্তিশালী ধর্মীয় পরিষদের সদস্য। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি তাঁদের কোনও সহানুভূতি নেই। তাঁদের পিছনে দাঁড়াতে আর তাঁদের সামনে কোনও কথা না বলতে তিনি ওমরকে সাবধান করে দিলেন।

কথা বলার প্রবৃত্তি ওমরের ছিল না, সে যেন অন্য কারও অনুষ্ঠানে একজন দর্শকমাত্র। অভ্যর্থনাদি শেষে এক অশ্বারোহী বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে দেখে সে নিশ্চিন্ত হল।

মালিক শাহ তাঁর শিকারের বর্শাটা জনৈক ক্রীতদাসের হাতে দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। অনুচররা গালিচা পাতার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না। দীর্ঘপথ অশ্বারোহণে এসেও তাঁর মেজাজটা ভালো। ওমরের ধারণা হল, নিজাম এবং মোল্লাদের নেতার সাথে মিলে সুলতান যেন সত্যিকার আনন্দ পেলেন না।

www.pathagar.com

নিজাম কুর্নিশ করার জন্য ওমরকে এগিয়ে দিলে তরুণ সুলতান আগ্রহভরে তরুণ জ্যোতির্বিদের পানে তাকালেন। "তা হলে এ সেই লোক?" তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন।

"আপনার খাদেম, শাহেনশাহ্।" ওমর সবিনয়ে সাড়া দিল।

"খোরাসান সড়কের একটা সরাইয়ে তুমি আমার সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে, যদিও আমি তখন তোমার ভবিষ্যদ্বাণীটা মিথ্যে বলেই ধরে নিয়েছিলাম। ঘটনাটা আমি ভুলিনি— ভুলবও না। তুমি এখন আমার কাছে কী পুরস্কার চাও?"

মুহূর্তের জন্য দু জন দু জনের কথা ভাবলেন। মালিক শাহের বয়েস বিশ বছর, ওমরের বয়েস বাইশ।

"আমি সুলতানের খেদমতে নিয়োগ চাই।"

"বেশ, তা হয়ে গেল," মালিক শাহ্ হাসলেন। "এবার আমাকে দেখাও, তুমি এখানে কী বানিয়েছ।"

সুলতান ছায়া-ঘড়িটা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। ঔৎসুক্য সহকারে অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখলেন। মায়মুন নভোমণ্ডলের গোলকটার বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করতে চাইলে সুলতান মুখ ফিরিয়ে ওমরকে ব্যাখ্যা করতে বললেন। তরুণ জ্যোতির্বিদের স্পষ্ট কথাগুলো তাঁর ভালো লাগল।

মোল্লাদের নেতা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রতি সুলতানের উৎসাহ লক্ষ করে রাগান্বিত হয়ে নিজের মর্যাদা প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসে বললেন, "আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে সূর্য বা চন্দ্রের প্রতি ভক্তিতে মাথা নত করিও না; বরং যে খোদা এগুলো সৃষ্টি করছেন, তাঁর দরবারে ভক্তিতে মাথা নত করিও।"

অন্য মোল্লারা নিম্ন কণ্ঠে কোরআনের এ বাণী সমর্থন করলেন।

ওমর তখখুনি বললেন, "এ কথাও লিখিত আছে যে,— 'দিবা-রাত্রি চন্দ্র-সূর্য খোদার নিদর্শন।' নিদর্শনগুলো স্পষ্ট না হলে আমরা কেমন করে তা গ্রহণ করব?"

মালিক শাহ নীরব রইলেন। তাঁর পৌত্তলিক তুর্কি পূর্বপুরুষেরা ইসলাম কবুল করেছিলেন। নিজামের মতন তিনিও গোঁড়া মুসলমান। আনুষ্ঠানিকভাবে মোল্লাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তিনি অশ্বারোহণ করে ওমরকে কাছে ডাকলেন।

তিনি বললেন, "তোমাকে রাজজ্যোতিষী নিয়োগ করার জন্য উজির মহোদয় আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি তোমাকে রাজজ্যোতিষী নিযুক্ত করলাম। কাল সভায় তোমাকে 'খেলাত' দেওয়া হবে। তুমি মাঝে মাঝে আমার দরবারে এসো। আমি প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।"

এই বলেই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। অন্যান্য কর্মচারী আর শিকারিরা তাঁকে অনুসরণ করলেন।

পরে একদিন নিজাম ওমরকে বললেন, "মোল্লাদের সাথে কথাকাটাকাটি করা ভালো হয়নি। তারা হয়তো এখন তোমার কাজে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করবে।"

www.pathagar.com

"কিন্তু কেন? ওদের সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"মনে রেখো ওমর! মোল্লাদের পোশাকের কোনা-মাড়িয়ো না। শোনো! তোমাকে এখন অনেকগুলি ব্যাপার জানতে হবে। প্রথমত রাজজ্যোতিষী হিসেবে তুমি বার্ষিক আয়করমুক্ত বারো শো 'মিসকাল' রাজকোষ থেকে পাবে।"

ওমর বিস্ময়ব্যঞ্জক শব্দ করে উঠল। সে এত টাকার কথা কোনওদিন ভাবেনি।

"আর হতে পারে," নিজাম নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন,— "সুলতান হয়তো তোমাকে আরও বখশিশ দিতে পারেন। তুমি তাঁর প্রিয়পাত্র, কিন্তু মনে রেখ, তিনি যাকে অবিশ্বাস করেন, তার ওপর ধারালো তলোয়ারের মতন নিষ্ঠুর। তাঁর গুপ্তচরেরা মৌচাকের মৌমাছির মতন রাজপ্রাসাদে ঘুরছে। তাঁর অনুগ্রহই এখন তোমার তাঁবুর খুঁটি। এ খুঁটি ছাড়া তাঁবু ধসে পড়বে।"

ওমরের কাছে অদ্ভুত লাগে যে, নিজের কাজে ব্যস্ত থেকেও তাকে সুলতানের অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। নিজাম তার মনোভাব বুঝতে পারেন।

তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, "আমার সমর্থন তোমার ওপর রয়েছে আর ইনশাআল্লাহ কেউ খোলাখুলি আমার বিরোধিতা করতে সাহস করে না। তবে আমার নিজেরও কাজ রয়েছে—"

কৌশলে তিনি ওমরকে তাঁর নতুন সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা জানিয়ে দিলেন।

তিন পুরুষ আগে সেলজুক তুর্কিদের আগমনের পূর্বে মুসলমান দেশগুলো পরস্পর যুদ্ধকলহে লিপ্ত ছিল। বাগদাদের খলিফা পর্যন্ত ছিল শক্তিহীন। আলপ আরসালান তাঁর বিক্রমে খোরাসানকে শত্রুমুক্ত করে সুলতানরূপে খলিফার স্বীকৃতি লাভ করেন।

তার পর আলেপ্পো এবং পুণ্যভূমি মক্কা ও মদিনা তাঁর করায়ত্ত হয়। মালাসগ্রিদ যুদ্ধে বাইজেনটাইন খ্রিষ্টানরা পর্যুদস্ত হয়। ওমর তা প্রত্যক্ষ করেছে। এখন রোমক রাজ মালিক শাহকে কর প্রদান করেন। নিজামের ইচ্ছা আছে, মালিক শাহের এক কন্যাকে তিনি খলিফার হেরেমে উপহার দেবেন। মালিক শাহ্ বাইজেনটাইন সম্রাটের এক কন্যাকে ইতোমধ্যেই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন। এমনি করে তরুণ সুলতানের সাথে খলিফা এবং রোমকসম্রাটের মধ্যে রক্তের বাঁধন গড়ে উঠবে।

"এই শীতে সুলতান সসৈন্যে আলেপ্পো অভিযানে যাত্রা করবেন।" নিজাম গম্ভীরভাবে বলতে থাকেন, "জেরুজালেম অধিকার তাঁর উদ্দেশ্য।"

নিজাম প্রত্যহ ওমরকে ডেকে নানা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি মালিক শাহের খেয়াল-খুশির কথা, শিকার-প্রীতি, নারীর প্রতি আসক্তি— ভাবী লক্ষণের প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্নতা বুঝিয়ে দেন।

"সর্বদা মনে রেখো," নিজাম উপসংহারে বললেন, "তার দাদা ছিলেন বর্বর। যদি শত্রুর নিযুক্ত কোনও জ্যোতিষী মালিক শাহের দরবারে থাকে, তবে তিনি এই কুসংস্কারের জন্যই ধ্বংস হবেন।"

www.pathagar.com

"সুতরাং তোমার কাজটা দায়িত্বপূর্ণ। আমার মনে হয় কোষ্ঠী বা ভাগ্যগণনার ওপর তোমার খুব বিশ্বাস নেই। তবে মালিক শাহ যদি তোমাকে ভাগ্যগণনার নির্দেশ দেন, তবে তুমি তাঁর কোষ্ঠীটা ভালো করে বিচার করো; যাতে অন্য কেউ তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। মনে রেখ অনেকেই তোমাকে ঈর্ষা করে। কোনও কোনও সময় তিনি হয়তো কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও প্রশ্ন করতে পারেন। এমন কিছু হলে তুমি আমার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে জেনে নিও, কোন উত্তরটা উপযুক্ত হবে। কারণ, ওসব ব্যাপার আমিই ভালো বুঝি।"

ওমর কৌতুক দৃষ্টিতে তাকাল।

"দুটো হাত রাজ্য শাসন করে।" তিনি উদাস কণ্ঠে বলতে থাকেন। "প্রথম হাত রাজার— যার মাথায় রাজমুকুট; দ্বিতীয় হাত মন্ত্রীর— যার মাথায় পাগড়ি। রাজার হাতে যুদ্ধ-অভিযান, দণ্ড-পুরস্কার আর মন্ত্রীর হাতে আদেশ-দান, কর আদায় আর অন্যের প্রতি নীতি নির্ধারণ। আমি মালিক শাহের সেবা আন্তরিকতার সাথে করছি, তবে আমার শেষ ইচ্ছা একটা নতুন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন।— তাই আমি চাই যে, নীতির ব্যাপারে তুমি আমার সাথে পরামর্শ করবে। কথাটা বুঝলে?" "নিশ্চয়ই।" ওমর স্বীকার করল, "তা হলে তুমি কথা দিলে?" নিজাম শান্তভাবে সাড়া দিলেন।

নিজাম তুতুসকে বললেন, "এবার আমরা সুলতানকে প্রভাবিত করার কাজে ওমরকে ব্যবহার করতে পারি।"

কিন্তু ওমরের প্রথম অনুরোধ শুনেই নিজামের আনন্দ মুছে গেল। সুলতানের নতুন জ্যোতিষী বললেন, "প্রথম বছরের পর্যবেক্ষণ হবে বাধা-ধরা কাজ। এ কাজটা মায়মুন এবং অন্যরা তাকে বাদ দিয়েই করতে পারবে। এ সময়টি সে মালিক শাহের সাথে পশ্চিমে বেড়াতে যেতে চায়। আসলে মালিক শাহ তাকে যেতে অনুরোধ করেছেন।"

ওমর নিজামকে বলেনি যে, সে-ই সুলতানের মাথায় এটা ঢুকিয়েছে যে সে পশ্চিমে ইয়াসমির অনুসন্ধান করবে। এখন তার ঐশ্বর্য আছে, কর্তৃত্ব আছে, অনুচর আছে, মহান সুলতানের অনুগ্রহ আছে। তাই সে তার মনের মানসীকে খুঁজে দেখতে চায়।

সংবাদটা শুনে তুতুস হেসে আপন মনে বললেন, "ওমর পালিয়ে গিয়ে বাউন্ডুলের মতন ঘুরছে বলে একবার আপনি আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন; আর আপনার পৃষ্ঠপোষকতার প্রথম মাসেই সে সুলতানের 'গ্লাসের ইয়ার' হয়ে পথে বেরুচ্ছে।"

প্রকাশ্যে তুতুস বললেন, "তকদির।"

www.pathagar.com

তিন

ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত ব্যাবিলন শহরের ধ্বংসাবশেষের ওপর স্থাপিত মালিক শাহের তাঁবু ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম বসন্ত

মালিক শাহের সেনাবাহিনী ফোরাত নদী পারের প্রতীক্ষাকালে ওমর প্রথম বিপদের লক্ষণ লক্ষ করল।

আমির ওমরাদের তাঁবু— ওমর সুলতানের আমির-ওমরাদের সাথে ভ্রমণ করছিল— নদীর তীরে স্থাপিত হয়েছিল। তাঁবুর পিছনে দীর্ঘ স্থানজুড়ে ভাঙা প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ ও বালুকাস্তূপ। এখানেই ব্যাবিলন শহর অবস্থিত ছিল। ওমর মহাকৌতূহলে এই ধ্বংসাবশেষগুলো ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। অবসর সময়ে যখন সুলতান মৃগয়ায় যেতেন না— সুলতান নর্তকীদের নাচ আর ভাঁড়দের তামাশা দেখতে ভালোবাসতেন। ভগ্নাবশেষের একটা আঙিনা কারুকার্য করা পর্দায় ঢেকে দেওয়া হয়েছে। একটা মর্মরপাথরের সিঁড়ির ওপর গালিচা পেতে সুলতান আর তার ভাঁড়দের একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। এক স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় ওমর সেখানে আহূত হল।

মালিক শাহ খোশমেজাজ তাকে অভিবাদন করলেন, "এই যে নক্ষত্র পর্যবেক্ষক! আমার এই কুকুরগুলোকে পর্যবেক্ষণ করো।"

গালিচার ওপর ওমরের জন্য একটা স্থান করে দেওয়া হল। নিচে পুরোদমে নৃত্য চলছে। ভাঁড়দের সর্দার নিজে স্বরচিত গান গাইছে। তার কাঁধে ঘণ্টা বাজছে। কোমরে বাঁধা ঢোলকে সে তাল দিচ্ছে। তার বাবরিচুল তার ঘূর্ণন তার নৃত্যের সাথে ঘুরছে।

সহসা সে ওমরের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বখশিশের জন্য হাত পাতল। বাবরির ফাঁকে চকচকে চোখ মেলে সে ওমরের পানে তাকাল।

ওমর তার পানে একটা মুদ্রা ছুড়ে ফেলতেই সে আঙুলের ডগায় মুদ্রাটা নিপুণভাবে ঘোরাতে লাগল।

লোকটা উচ্চৈঃস্বরে বলল, "হে জাদুকর। আমি শিলাবৃষ্টি আনতে পারি। ঝড়তুফান তুলতে পারি, তোমার মনের কথা বলতে পারি।"

www.pathagar.com

"তা হলে তুমিই তো আসল জাদুকর।" ওমর হেসে বলল।

"নক্ষত্র-পর্যবেক্ষকের মাথায় বজ্র পড়ুক, সত্যি আমি জাদুকর। তুমি মনে করছ যে, আমি একটা বদমায়েশ অথচ আমার ভয়ে তুমি ভীত।"

তার স্থির দৃষ্টি জ্বলে উঠল। মালিক শাহ তার পানে কৌতূহলী চোখে চাইলেন।

"এবার আমার মনের কথা বল দেখি নক্ষত্র-পর্যবেক্ষক! যদি পার তবে আমার একটা কথার জওয়াব দাও।"

তার মাথার রুক্ষ চুলগুলো নাড়তে নাড়তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওমরের পানে চাইল।

"বলো তো", সে প্রশ্ন করল, "আমি কোন্ ফটক দিয়ে এই দরবার ত্যাগ করব? এখানে চারটে ফটক আছে— পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে। কোন ফটক দিয়ে আমি বেরোব— বল দেখি ভবিষ্যদ্বক্তা?"

ওমর প্রাণ খুলে হাসতে চাইছিল কিন্তু মালিক শাহের পানে তাকিয়েই সে চমকে উঠল। সুলতান যেন ভাঁড় আর জ্যোতিষী এই দুজন অসিযোদ্ধার দ্বন্দ্ব দর্শনের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।

"এটা তো একটা সামান্য ব্যাপার," ওমর ধীর কণ্ঠে বলল, "আর—"

"তুমি নাকি এ ব্যাপারে খুব দক্ষ ব্যক্তি" লোকে তাই বলে। এখন বলো, কোন ফটক দিয়ে আমি বেরোব।"

অন্য ভাঁড়েরা তাদের সর্দারের পিছনে এসে দাঁড়াল। সুলতানের অনুচরেরাও জয়-পরাজয় দেখার জন্য সমবেত হল। মালিক শাহ উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ওমর বুঝল যে, নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণের মধ্যে এ ধরনের কোনও ছলচাতুরী নেই; কিন্তু সে কোনও কথা বলতে পারল না। সে উপলব্ধি করল যে, সুলতান এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় যে, সে লোকটার মনের কথা বলতে পারবে। কোনও যুক্তিতেই মালিক শাহের অন্ধ বিশ্বাস শিথিল হবে না।

অনেক বিলম্বে ওমর উপলব্ধি করল যে, এই যাযাবর খেলোয়াড় তাকে ফাঁদে ফেলতে চায়; তাই সে বুদ্ধি দিয়ে তার চাতুরীর সমকক্ষতা করার চেষ্টা করবে।

ওমর অধৈর্য কণ্ঠে বলল, "আমাকে কাগজ-কলম এনে দাও।"

একজন লোক কাগজ আর পাখার কলম নিয়ে এসে নতজানু হয়ে দাঁড়াল। ওমর গম্ভীর মুখে কাগজ-কলমটা হাতে নিল। চাতুরী দিয়ে চাতুরীর সমকক্ষতা করবে। সুলতানের প্রতি তাঁর জ্যোতিষীর এই কর্তব্য। সে অকৃতকার্য হলে মালিক শাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। যদি সে ঠিক মতন, অনুমান করতে পারত! চারটে ফটক? তা তো দেখাই যাচ্ছে।

ওমর এক টুকরো কাগজে কী লিখে কাগজখানা ভাঁজ করে দাঁড়াল। এই ভাঁড় যদি ভোজবাজি করতে পারে তবে সেই-বা তাকে ছেড়ে দেবে কেন। মালিক শাহের অনুমতি নিয়ে ওমর সিঁড়িটার এক কিনারে গিয়ে একটা মার্বেল প্রস্তরখণ্ডের একটা দিক ওঠাল।

www.pathagar.com

এই মার্বেলখণ্ডটা ছিল একটা মূর্তির পাদদেশ। কাগজের টুকরোটা পাদদেশের নিচে রেখে দিয়ে সে স্বস্থানে চলে এল। "এবার তুমি যাও।" ওমর লোকটাকে হুকুম দিল।

আনন্দে লোকটার চোখ জ্বলে উঠল। সে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পূর্ব দিকের দরজাটার দিকে ছুটল। তার পর জয়ধ্বনি সহকারে প্রাচীরের পাশে গিয়ে একটানে পর্দাটা সরাতেই একটা ছোট্ট দরজা বেরিয়ে পড়ল।

"এই যে, এই দরজা দিয়ে?" সে চেঁচিয়ে বলল, "আমি বেরোলাম।"

তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই পর্দাটা পড়ে গেল। দর্শকদের কণ্ঠ থেকে বিস্ময়ব্যঞ্জক চিৎকার বেরিয়ে এল। মালিক শাহ তাঁর এক কর্মচারীকে প্রস্তরখণ্ডের তলে রাখা কাগজের টুকরোটা নিয়ে আসার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

সুলতান ধীরে ধীরে কাগজটা খুলে পড়লেন।

"পঞ্চম দরজা দিয়ে।" তিনি জোরে উচ্চারণ করলেন, "তা হলে, লোকটার মনের কথা তুমি সত্যি জানতে পেরেছিলে, হে অদৃশ্য জ্ঞানী!"

ওমর অনুমান করেছিল মাত্র যে, চারটে দরজার একটা দরজা দিয়ে লোকটা বেরোলে হয়তো দৈবক্রমে সে দরজাটার কথা ওমর বলেও দিতে পারত। তাই তার মনে হয় যে, লোকটা অন্য একটা অদৃশ্য দরজার অস্তিত্ব জানত। তাই সে পঞ্চম দরজার কথা কাগজে লিখেছিল। মালিক শাহ কিন্তু ওমরের পিঠ চাপড়িয়ে বলতে লাগলেন যে, সে দ্বিতীয় আবুসিনা। তিনি ওমরের মুখ স্বর্ণ দিয়ে ভরে দিবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

কালবিলম্ব না করে কর্মচারীরা সুলতানের পার্শ্বে রক্ষিত থালা থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ওমরের মুখে পুরতে লাগল।

"আর ওই ভেলকিবাজ কুত্তাটার মুখ বালু দিয়ে ভরে দাও। বেটা রাজজ্যোতিষীর সাথে বে-আদবি করেছে।"

কয়েকজন অনুচর হুকুম তামিল করার জন্য বেরিয়ে গেল। বিদায় নিয়ে ওমর যখন বেরিয়ে গেল, তখন একটা থালায় করে একজন ক্রীতদাস তার বখশিশের মুদ্রাগুলো নিয়ে তার অনুসরণ করল। ওমর দেখল যে, দরবার-কক্ষের বাইরে এক জায়গায় অনেক লোক সমবেত হয়েছে।

দুটো রক্ষী ভাঁড়টাকে দুই বাহুতে ধরে রেখেছে। একজন রক্ষী লোকটার মুখ কেটে ফাঁক করছে আর চতুর্থ রক্ষী তার রক্তাক্ত মুখে বালু ঠেসে ভরছে; আর যন্ত্রণায় লোকটা আর্তনাদ করছে।

বিতৃষ্ণ ওমর নিজের তাঁবুতে চলে গেল। ক্রীতদাসটা তার অনুসরণ করতে করতে বার বার পিছনের দিকে গোপনে তাকাল।

গভীর রাত পর্যন্ত ওমর পড়াশোনা করল। সে দেখতে পেল, যে ক্রীতদাস তার সঙ্গে সোনার মুদ্রাভরা থালাটা নিয়ে এসেছিল, সে অন্যান্য দিনের মতন তাঁবুর দোরগোড়ায়

www.pathagar.com

ঘুমোচ্ছে না। সে গুঁড়িগুড়ি মেরে চুপি চুপি কথা বলছে। একটা দ্বিতীয় মানুষের ছায়াও দরজাটার সামনে দেখা গেল। তাদের ফিস ফিস আলাপ শুনে ওমর অঙ্ক কষা ত্যাগ করল।

তাকে উঠতে দেখে ক্রীতদাসটা বলল, "হে খাজা-প্রভু! আজ রাতটা ভুতুড়ে মনে হচ্ছে— এই অধমের ভয় করছে।"

দ্বিতীয় লোকটাও অভিবাদন করে কথাটা সমর্থন করে বলল, "হুজুর অনুমতি দেন আমরা আজ রাতটা আপনার পায়ের তলে বসে কাটিয়ে দিই, আমাদের ভয় করছে।"

প্রদীপের কাছে এগিয়ে এসে অপরিচিত চাকরটা বলল যে, এশার নামাজের পর সে যখন ভগ্নাবশেষের ওপর দিয়ে ঘুরছিল, তখন সে একটা ঢিবির ওপর একটা আলো দেখতে পায়। জ্যোৎস্না ছিল না, হুজুরই তা ভালো করে জানেন। এই আলোর বৃত্তে সে একটা শুভ্রবসন মানবমূর্তি দেখতে পেল। এগিয়ে গিয়ে সে আরও দুটো বস্তু দেখতে পেল— একটা অর্ধনগ্ন মানবমূর্তি; সাপের মতন মাটির ওপর ঘুরছে আর একটা ঈগলপাখি বিরাটকায় পিঙ্গল বর্ণের ঈগল— আলোর বৃত্তের অভ্যন্তরে উড়ছে।

কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসটা কিছুই দেখেনি, অথচ সে চেঁচিয়ে বলল, "আলোটা ছিল সর্বোচ্চ ঢিবিটার ওপর। শুভ্রবসন লোকটা ঈলগটার সাথে কথা বলছিল। সেখানে একটা ছোরাও ছিল। কী অদ্ভুত ভোজবাজি! আমরা ভয়ে কাঁপছি।"

"যে মানব-দেহটা হামাগুড়ি দিচ্ছিল," অন্য চাকরটা বলতে লাগল, "সে ছিল সেই মৃত "ভাঁড়টা।" পেটটা তার বালুতে ভরা। আপনার নাম উচ্চারিত হতে শুনেছি। কী অদ্ভুত ভোজবাজি তারা দেখাচ্ছে।"

"কোথায়?"

"ওই যে অদূরে ঢিবিটার ওপর।"

"একটা প্রদীপ নিয়ে এসো।" ওমর অস্থির কণ্ঠে বলল। "আমাকে পথটা দেখিয়ে দাও।"

চাকরটা হয়তো ভাঁড়টাকে দাফন করতে কাউকে দেখেছে। তবু ওমর চায় না যে, এই ভীত লোকদুটো তার কাছে আজ থাকুক। চাকরটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওমরের হুকুম তামিল করল। আর কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসটা এত কাছাকাছি তাকে অনুসরণ করতে লাগল যে, সে ওমরের পা মাড়িয়ে দিল। তাঁবু ত্যাগ করে ভাঙা প্রাচীরের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে তারা একটা পুরনো সড়কের মাথায় পৌঁছল।

"আর সামান্য পথ হুজুর!", চাকরটা বলল, "ডান দিকে। আপনার দাস এখানে প্রতীক্ষা করবে—"

ওমর পথপ্রদর্শক চাকরটার হাত থেকে আলোটা নিয়ে এগোতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সে পিছনে পাথর-নুড়ির খসখস শব্দ শুনতে পেল। চাকরদুটো প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে। ওমর এদিক-ওদিক চেয়ে একলা চলতে লাগল। সে তার সামনে ওপরের দিকে আলোর একটা ক্ষীণ রশ্মি দেখতে পেল।

www.pathagar.com

ওমর একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষে এসে পৌছল। দিনের বেলায় ওমর এটা ঘুরে দেখেছে। সেখান থেকে কোন পথে বালুকাস্তূপে যেতে হয় সে তা জানে। উঁচু জায়গাটায় চড়ে ওমর আলোটার দিকে চলতে লাগল। মনে হল দেওয়ালের ফাঁক থেকে আলোটা বেরোচ্ছে। আলোটা সাধারণ তৈলপ্রদীপের আলোর চেয়ে উজ্জ্বলতর। আলোর বৃত্তাভ্যন্তরে উপবিষ্ট লোকটা উঠে দাঁড়াল; লোকটা যেন ওমরের আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। "একজন বিদায় নেয়", লোকটা বলল, "আর একজন আসে।"

লোকটা খৈয়ামের চেয়ে খর্বাকৃতির। ঘন চোখের ভ্রু, কোঁকড়ানো দাড়ি। কাঁধের ওপর সাদা আরবি উত্তরীয়, তবে লোকটা আরববাসী নয়।

মাটির দিকে মাথা হেলিয়ে সে সামনের লোকটার পানে ওমরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেই ভাঁড়টার লাশ, লাশটার পাঁজরে একটা ছোরা বিঁধে রয়েছে। "আমি লোকটার যন্ত্রণা শেষ করে দিয়েছি।" অপরিচিত লোকটা বলল।

ওমর একটা শিকারি পাখি দেখতে পেল। পাখিটা মাটিতে পাখা ঝাপটাচ্ছিল। সে মনে করছিল, শকুন বা বাজ পাখি হবে; কিন্তু পরে দেখল ঈগলপাখি। এগিয়ে যেতেই পাখিটা শান্ত হয়ে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে তার পানে তাকাল।

"আমার সঙ্গী," অপরিচিত লোকটা বলল, "আমি উঁচু জায়গায় উঠলে এটা আকাশ থেকে নেমে আসে।"

"তুমি কে?"

"একজন পাহাড়ি; 'রে' নগরের অধিবাসী।" কথা বলতেই তার দীর্ঘ চিবুকটা এগিয়ে এল। চোখের দৃষ্টি দীপ্ত হয়ে উঠল।

প্রাচীন 'রে' নগর পারস্যের উচ্চতম তুষারঘেরা 'দেমাভেন্দ' শৃঙ্গের উপত্যকাভূমিতে অবস্থিত। লোকটা হয়তো পারস্যবাসী, তার উচ্চারণ মিসরীয়। তার আলাপে মনে হয়, বহু ভাষায় তার ব্যুৎপত্তি রয়েছে।

ওমরের পানে চেয়ে সে বলল, "তুমিই তা হলে খৈয়াম— সুলতানের জ্যোতিষী? তোমার মন অশান্ত তাই তুমি ইসতার মন্দিরে এসেছ। এমন একজন শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলছ, যাকে অনেকেই উন্মাদ বলে বিশ্বাস করে। আমি হাসান ইবনে সাবাহ।"

"হাসান ইবনে সাবাহ, তুমি লোকটার অদ্ভুত দাফনকর্ম করছ।"

"এটা দাফনকর্ম নয়। আমার ক্রীতদাসের হাতে এ কাজটা আমি ছেড়ে দিই। আমার কাজ এখানেই শেষ হয়েছে।"

'তুমি একজন শিক্ষার্থী— তুমি কি মুমূর্ষু লোকদের সম্বন্ধে ভেবে দেখছ?"

হাসান কতকক্ষণ ভাবল। কী যেন একটা নতুন কথা তার মনে পড়েছে। তার কণ্ঠস্বরের সজীবতা আর পেশি-বহুল হাত জন্তুসুলভ। "আমি নানাবিধ সত্যের সন্ধান করছি। এই লাশটাকে আমি তাঁবুর বাইরে পড়ে থাকতে দেখলাম। কুকুরের দল ওটাকে

www.pathagar.com

নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করত। তাই লাশটাকে আমি এখানে উঁচু জায়গায় আনিয়ে নিলাম। আকাশের পাখি এ লাশটাকে এখন খেয়ে পরিষ্কার করবে। আমি ছুরিকাঘাত করে তার যন্ত্রণার অবসান করে দিলাম; তবে আমার বড় কাজ সত্যিকার বন্ধুর অনুসন্ধান। আমি তার জন্য অনেকদিন ধরে ব্যাবিলনে প্রতীক্ষা করছি।"

"তুমি কি কোনওদিন নিদর্শন দেখতে চেয়েছ?" হাসান সহসা জিগ্যেস করল।

"ইবনে সাবাহ, তুমি কি কোনও নিদর্শন ব্যাবিলনে পেয়েছ?" ওমর প্রতি-প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, এই ভাঁড়ের মৃত্যুকালে। সেই মুহূর্তে এমনি একটা লোকের সাক্ষাৎ পেলাম যে এই লোকটার মনের খবর জানে। যে সত্য খুঁজে বেড়ায়। ওমর খৈয়ামের সাথে যদি আমার বন্ধুত্ব হত! যাক, তারাগুলো ডুবে যাচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে— আমি এবার নিচে যাই।"

তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আলোটা ঢিবি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাসানের কোনও অসুবিধা তাতে হল না। ওমরের হাত ধরে সে সংগীর্ণ পথ বেয়ে নিচে নামতে লাগল। চূড়া থেকে নেমে গেলে সব অন্ধকার মনে হল, কিন্তু হাসান দীর্ঘ পদবিক্ষেপে চলতে লাগল। ওমর পিছনে পাখা ঝাপটানির শব্দ শুনতে পেল। বিরাটকায় পাখিটা বুঝি তাদের অনুসন্ধান করছে। হাসান কোনও বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে ওমরের হাতটা ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ধীরে ধীরে পাখির ঝাপটানিও থেমে গেল।

তাঁবুতে ফিরে এসে ওমর দেখল, চাকরেরা প্রদীপের পাশে জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে হাসানের সাথে তার সাক্ষাতের কথা ভাবল— হাসান সত্যি অদ্ভুত! ওমর উপলব্ধি করল যে, হাসান তার আগমন প্রত্যাশা করছিল।

আলোটা কৌশলে লুকায়িত একটা প্রদীপমাত্র। কিন্তু হরিণ-শিকারি ছাড়া আর কে ঈগলপাখিকে পোষ মানায়?

এর পর ওমর অনেককে হাসান ইবনে সাবাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে, কিন্তু হাসানকে জানে এমন কাউকে সে পেল না।

www.pathagar.com

নারকীদের উপত্যকার ওপরে অবস্থিত চূড়া : জেরুজালেমের পূর্বপ্রাচীরের অপর প্রান্ত

ছোটখাটো নানা ব্যাপারে ওমর বুঝতে পারল যে, নিজাম দূর থেকেও তার প্রতি নজর রাখছেন। কোনও যাযাবর ভেল্কিবাজকে আর তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসতে দেওয়া হয় না। ওমর একলা থাকলে জনৈক খোশমেজাজি হিন্দু পত্রলেখক তার তাঁবুতে এসে বাল্‌খ-সমরকন্দের ঘটনাবলি বা মালিক শাহের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করত।

নিজামের লেখা সাপ্তাহিক চিঠি তার সবচেয়ে কাজে লাগত। বাহ্যত এ চিঠিগুলোতে নিজাম রাজনীতি আলোচনা করতেন— কোন নীতি অনুসরণ করতে হবে, কোন বিপদ এড়িয়ে চলতে হবে ইত্যাদি। এ চিঠি থেকে ওমর উপলব্ধি করল, মালিক শাহের বাহিনীর পক্ষে জেরুজালেম— নিজাম জেরুজালেমকে বলতেন আল-কুদ্‌স্— পবিত্র ভূমি— অধিকার কত গুরুত্বপূর্ণ। মালিক শাহ্ বাগদাদের খলিফার স্বার্থ-সংরক্ষকরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠতম নেতারূপে লক্ষ লক্ষ মুসলিম বাগদাদের খলিফাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেলজুক তুর্কিরা ইতোমধ্যে পুণ্যনগরী মক্কা ও মদিনার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। ধর্ম সম্বন্ধে ভিন্ন মতাবলম্বী মিসরীয় খলিফার অধিকার থেকে তৃতীয় পুণ্যনগরী জেরুজালেম অধিকার ও সাম্রাজ্যে সংযোজন অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

একই কারণে উত্তরে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করাও অত্যন্ত আবশ্যক। জেহাদ বা পুণ্য যুদ্ধে যোগদানের জন্য লোক-লশকরের অভাব কোনওদিন হবে না।

ওমর পরিষ্কার বুঝতে পারল, নিজাম কেমন করে কম্বল তৈরির উদ্দেশ্যে একটা একটা করে সুতো একত্র করছেন।

সুলতান মালিক শাহ যখন তার কাছে জানতে চাইলেন যে, জেরুজালেমের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পক্ষে লগ্নটা অনুকূল কি না, ওমর দ্বিধাহীন জওয়াব দিল—

"নিশ্চয়ই এ মাসটা আপনার জন্য খুব শুভ। বুধ-গ্রহ আপনার জন্মরাশির খুব সন্নিকট অবস্থান করছে।"

www.pathagar.com

মালিক শাহ জানতেন, কথাটা সত্যি; কিন্তু ওমর আপত্তি করলে— মালিক শাহ তাঁর জ্যোতিষীর ওপর এমনি নির্ভরশীল— সুলতান তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলতেন।

আলেপ্পোর সমতলভূমিতে সুলতানের সৈন্যবাহিনীর তাঁবু স্থাপিত ছিল। ওমর মনস্থ করল আমির আজিজের অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে সে দক্ষিণাভিমুখে যাবে। আমির আজিজের ওপরই জেরুজালেম অধিকারের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তার ইচ্ছা ছিল পশ্চিম সাগর দেখবে— সাগরের বেলাভূমি দেখার সুযোগ তার আগে হয়নি— আর জেরুজালেমে অবস্থিত আক্সা মসজিদ দর্শন করবে। সে তার উদ্দেশ্য মালিক শাহকে ব্যাখ্যা করল। আলেপ্পোর বাজার ও পথে ইয়াসমির সন্ধান করবে, তাই তার আসল উদ্দেশ্য।

আলেপ্পো থেকে অনেক কাফেলা দামেশকে যায়; দামেশক থেকে মিসরের মরুভূমি পাড়ি দেয়। সে হয়তো দক্ষিণের পথে ইয়াসমির সন্ধান পেতেও পারে— যদি তুতুসের মতন তার কাছে চর থাকত।

মালিক শাহ অনুমতি দিয়ে বললেন, "আক্সা মসজিদের ভেতরে আমার হয়ে নয় রাকাত নামাজ পড়ো।"

তরুণ মালিক শাহ ভাবলেন, খৈয়াম এই অভিযানে তার জেয়ারত শেষ করুক। তবে তিনি ওমরকে দিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিকালে শুভ-অশুভ দিনগুলোর একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়ে নিলেন। বুধ, শনি ও বৃহস্পতি বৃশ্চিক রাশির সাথে মিলিত হয়েছে। বৃশ্চিক রাশিই মালিক শাহের জন্মের অনুকূল। মালিক শাহ ওমরের সাথে একজন কর্মচারীর অধীনে একটা রাজকীয় পতাকা আর বারো সওয়ারের এক বাহিনী ন্যস্ত করলেন। তার ভ্রমণকালে এই বাহিনী তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তিনি হুকুম দিলেন যে, দু জন রক্ষী সদাসর্বদা ওমরকে চোখে চোখে রাখবে। দলের নেতা তার অধীনস্থ বাহিনীকে জানিয়ে দিলেন— এই হুকুম যে অমান্য করবে, তার গর্দান যাবে।

ওমর তার অনুসারী বাহিনীকে নতুন পথে নিয়ে যেতে লাগল। দামেশকের বাজার তল্লাশি করে সে তাদের নিয়ে লেবাননের পাইন-বীথি দিয়ে, হারমন পাহাড়ের রজতশুভ্র তুষারাবৃত শৃঙ্গ পেরিয়ে সাগরের পারে পৌঁছল। সেখানে বালুকাময় সাগরতীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেড়িয়ে ধ্বংসস্তূপ দেখতে লাগল।

এই সাগরতীরে গ্রিক আর রোমানরা মর্মরপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। সেগুলো এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখানে ওমর কারমেল শৃঙ্গে আরোহণ করে দেখল, এখানে এককালে অদ্ভুত খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীরা বাস করত।

কিন্তু জেরুজালেম পৌঁছে তারা পরিচিত পরিবেশ লক্ষ করল। বড় রাস্তায় তারা দেখতে পেল, শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসদের দামেশকের বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 'জো' আর ইয়ারমাকসহ খোরাসান সড়কে ভ্রমণের কথা তার মনে পড়ল।

www.pathagar.com

ওমর মালিক শাহের সেনাপতি আমির আজিজের তাঁবুতে থামল। কারণ, তার দলের নেতা জোর করতে লাগল যে, জেরুজালেমের অভ্যন্তরে রাত্রিবাস নিরাপদ নয়। কিন্তু দিনের বেলায় সে মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলো দেখল। এ স্থানগুলোতে কোনও যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় না।

মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত প্রাচীর-বেষ্টিত 'হারেম'-এ সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সামনে আগত মোল্লাগণ আকসা মসজিদে সমাগত হয়েছেন। ইমাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বাগদাদের খলিফা আর মালিক শাহের নামে খোতবা পাঠ করছেন। মিসরীয় মোল্লাগণ শহর ছেড়ে চলে গেছেন। জনতাকে এড়িয়ে ওমর প্রস্তর-গম্বুজে প্রবেশ করল; কাচের জানালার অস্পষ্ট আলোতে স্থানটা নিস্তব্ধ।

সেখানে ধূসর প্রস্তরখণ্ডের সামনে নতজানু হয়ে সে নামাজ পড়ল। একমাত্র মক্কায় অবস্থিত কালো পাথর পবিত্রতায় এর চেয়ে উঁচু মর্যাদার অধিকারী।

সেজদা থেকে মস্তকোত্তলন করতেই এক মৃদুকণ্ঠ তাকে অভিবাদন জানাল, "মুক্তিসন্ধানীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।" "আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক," ওমর প্রত্যুত্তরে সাড়া দিল।

হাসান ইবনে সাবাহ্ অন্য একটা লোকের সাথে তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। এবার হাসানের পরিধানে তীর্থযাত্রীর পোশাক। ভাষা আরবি। ফারসির মতনই আরবি ভাষায়ও তার সমান ব্যুৎপত্তি।

"আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ", সাবাহ হেসে বলল, "আবার আমার বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়েছি। এই প্রস্তরের গম্বুজে কী আছে, জানতে চাও?"

কথা বলার সময় সে ওমরের দিকে মুখ ফেরাল। অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা হাসানের আছে। সে যখন ব্যাখ্যা করতে লাগল যে, ধূসর প্রস্তরখণ্ডের ওপর চিহ্নটা হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদচিহ্ন। এখানে পদ স্থাপন করেই তিনি বেহেশতে আরোহণ করেন। প্রস্তরখণ্ডের প্রান্তঃস্থিত ছিদ্রগুলো জিবরাইল ফেরেশতার হস্তচিহ্ন। জিবরাইল ফেরেশতা এই প্রস্তরখণ্ডটা ধরে রেখেছিলেন হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে এই প্রস্তরখণ্ডের বেহেশতে আরোহণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে।

"নিচে একটা গুহা রয়েছে। এই গুহায় শেষবিচারের দিন সমস্ত প্রতীক্ষমাণ আত্মা সমবেত হবে। আমাকে অনুসরণ করো।" হাসান বলল।

একটা মোমবাতি জ্বেলে— কোন জিনিস কোথায় পাওয়া যায় সব তার জানা— সে একজন মোল্লার কাছ থেকে নিচের গুহায় প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করল। গম্বুজের অধোদেশে পৌঁছে হাসান একটা উত্তরণ-মঞ্চের পার্শ্বে হাতের প্রদীপটা স্থাপন করল।

"বহু যুগ পূর্বে আমাদের নবী হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর স্বর্গারোহণের পর একজন খলিফা এই কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়ে নেন, এই দেখো।"

www.pathagar.com

ওমর চুতষ্কোণ 'কুফি'-পদ্ধতির অক্ষরে খোদাই করা লেখা দেখতে পেল; কিন্তু এর কিছুই বুঝতে পারল না। হাসান কিন্তু অবলীলাক্রমে লেখাটা পড়ল :

"একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য নেই; তাঁর কোনও শরিক নেই— নিশ্চয়ই মরিয়মপুত্র হজরত ঈসা (আ.) একজন প্রেরিত পুরুষ। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো, এবং আল্লার ত্রি-রূপের (খ্রিষ্টীয় ত্রিত্ববাদ) ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিরত থাক তা হলেই তোদের কল্যাণ হবে।"

হাসান ওমরের বাহু স্পর্শ করে বলল, "এ লেখাগুলো আজ পর্যন্ত খুব অল্পসংখ্যক লোকের চোখে পড়েছে। অল্পসংখ্যক লোক এগুলো পাঠ করেছে। আর কে এ কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করেছে? তুমি হয়তো কথাগুলো স্মরণ রাখতে আর কথাগুলোর মর্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।"

চার দিকে সমবেত দর্শকদের ভিড়ে অধৈর্য হয়েই যেন হাসান ওমরকে শহরের সংকীর্ণ পথ দিয়ে নিয়ে চলল, আর পথ চলতে চলতে এমন সব দ্রষ্টব্য দেখাতে ও ব্যাখ্যা করতে লাগল, যা অন্যের নজরে পড়ত না। হাসানের সঙ্গী ভাবনায় বিভোর হয়ে নীরবে হাসানের অনুসরণ করতে লাগল।

"ঈসা (আ.)-কে— তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক— ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সৈন্যদের হাতে সমর্পণ করা হল এখানে"— হাসান ব্যাখ্যা করল। "এই তোরণের গবাক্ষ পথ থেকে রোমক শাসনকর্তা পনটিয়াস্ পিলাত্ ইহুদি পুরোহিতদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। যেই প্রস্তরখণ্ডের ওপর ক্রুশ স্থাপিত ছিল, আজ খ্রিষ্টানেরা সেই প্রস্তর-খণ্ডের কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে।"

লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে কলহরত সশস্ত্র তুর্কি সৈন্যদের ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে হাসান হেসে বলল, "ভাগ্যাহত জেরুজালেমের ওপর দিয়ে যুগ যুগ ধরে অত্যাচারের বন্যা বয়ে গেছে— এর প্রাচীর ভেঙেছে; এর অধিবাসীদের ওপর হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)— তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক— এর অন্তিম জীবনে — ইহুদিদের উত্তেজনায় পারস্যের খস্রুবংশীয় সম্রাট এই জেরুজালেমকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। রোমকসম্রাট হিরাক্লিয়াস আবার তলোয়ারের সাহায্যে এই শহর অধিকার করার পর রোমক সৈন্যরা বহু ইহুদি নিধন করে। আমাদের খলিফা ওমর কোনও রক্তপাত না করে এই নগরে প্রবেশ করে হেরেমের প্রস্তরখণ্ড পরিষ্কার করেন। তা তুমি স্বচক্ষে দেখেছ। কিন্তু এবার তুর্কিরা অজ্ঞতাবশত আবার রক্তপাত করেছে। তবে এই শহরের ওপর তাদের অধিকার স্থায়ী হবে না। নতুন দুশমনেরা এই শহর তাদের অধিকার থেকে কেড়ে নেবে।"

"কারা কেড়ে নেবে?" ওমর প্রশ্ন করল।

অধৈর্য হাসান মাথা নেড়ে বলল, "তা অবশ্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে রয়েছে। আমি এইমাত্র বলতে পারি যে, এই শহর মুসলমানদের হস্তচ্যুত হবে; এক নতুন শত্রুদল

www.pathagar.com

এসে এই শহর অধিকার করবে। কারণ, মুসলমানরা এ শহরে শান্তিতে বসবাস করতে পারেনি। 'আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো।'— সত্যের এ লিখিত বাণীতে কান দেয়নি।"

নিজাম-উল-মুল্‌ক এবং সাম্রাজ্যের বয়ন-পরিকল্পনা আর মালিক শাহের কথা ওমরের মনে পড়ল। তাঁরা এই শহরের নগ্ন-মস্তক বাসিন্দাদের আপনজনদের লাশ দাফন করার দৃশ্য দেখেননি বা তাদের প্রাচীন ভবনগুলোর অগ্নিদগ্ধ প্রাচীর দেখেননি। হাসানের আবেগপূর্ণ কথাগুলো শুনে ওমর চঞ্চল হয়ে উঠল।

হাসানের সঙ্গী শান্ত কণ্ঠে বলল, "আমরা জানি, মানুষের মনে তিনজন প্রভু তিনরূপে বিরাজ করছে। ইহুদিদের কাছে তিনি ইয়াহু, খ্রিষ্টানদের কাছে গড্ আর মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্।"

তার কথা হাসানের মনঃপূত হল না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে তাকে অনুসরণ করতে সবাইকে ইশারা করল।

এবার হাসান তাদের হেরেমের দিকে নিয়ে গেল; কিন্তু সে পথে না গিয়ে অন্য একটা পথে পূর্ব দিকে পা বাড়িয়ে দিল। তারা শহর প্রাচীরের পার্শ্বে অবস্থিত মুসলমান-কবরস্থানের ভিতর দিয়ে চলল।

হাসানের অন্য সঙ্গীটি ছিল বিরাটকায়। সে ধীরে ধীরে চলে। ক্লান্ত ও সতর্ক দৃষ্টি তার। তার কথা স্বল্প কিন্তু অন্তর্ভেদী; তবে তাতে তার আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না। হাসান তাকে এক্রোনস বলে ডাকে আর বলে যে, সে সব সওদাগরের গুরু।

"আর তা হবেই-বা না কেন?" হাসান বলল, "সৈন্যরা সুলতানের হুকুম মান্য করে আর ওস্তাদ ওমর সুলতানের ইচ্ছা গঠন করে। সে তো দরবারি জ্যোতিষীই মাত্র নয়, শ্মশ্রুহীন সেলজুক সুলতানের ভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বক্তা বটে।

অভিব্যক্তিহীন চোখে এক্রোনস ওমরের দিকে তাকাল; ওমরকে যেন তার মনের পাল্লায় ওজন করছে সে।

সান্ধ্য-সূর্যের সমান্তরাল আলো নগ্নপাহাড়ের ওপর পড়ছে। পাহাড়ের শৃঙ্গে তারা তিনজন নীরবে উপবিষ্ট; আর ক্ষুদ্রকায় মানুষগুলো নিম্নের সমতলভূমিতে আনাগোনা করছে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম রশ্মিতে দূরের গম্বুজের চূড়া সোনার মতন ঝিলমিল করছে।

ওমর এই উপত্যকার নাম জানে। জাহান্নামের উপত্যকা। মোল্লাগণ বলেন যে, দোজখিদের আত্মা— শেষ বিচারের দিনে যখন সমস্ত আত্মার বিচার হবে— এ স্থান দিয়ে অতিক্রম করবে। তার পায়ের নিচের ঢালুতে অনেকগুলি অদ্ভুত আকৃতির কবর ইতোমধ্যে ছায়াচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সূর্যটা অগ্নিগোলকের মতো পবিত্র শহরের ওপর দোদুল্যমান।

তাদের পাশ দিয়ে এক সারি বৃদ্ধলোক ধীরে ধীরে চলছে। প্রত্যেকেই তার অগ্রগামীর পোশাক বা কাঁধ ধরে হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলছে। কারও মুখ উপরের দিকে, কারও মাথা

www.pathagar.com

পায়ের দিকে ঝুঁকে আছে। তারা অন্ধের দল। "চেয়ে দেখ।" হাসান সহসা চিৎকার করে, "ওই তো আমরা যাচ্ছি। আমরা আকাশের পানে তাকাই আবার অন্ধচোখে মাটি অনুসন্ধান করি, যদি সত্যের সন্ধান পাই।"

এক্রোনস অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, "আমরা যথেষ্ট জানি।"

হাসান অস্তগামী সূর্যের পানে দু হাত প্রসারিত করল; চোখদুটো তার দীপ্তিমান হয়ে উঠল, "না, আমরা অন্ধ, যা পিছনে ফেলে এসেছি, তাই শুধু আমরা জানি। পুরনো প্রস্তর আর মৃত্তিকায় প্রোথিত কঙ্কাল ব্যতীত আমরা আর কোনও পদার্থকে পবিত্র মনে করি না।"

এক্রোনস নীরবে শ্মশ্রুরাজিতে আঙুল বুলাতে লাগল। ওমর সান্ধ্য পাহাড়ের পটভূমিকায় সূর্যের গোলকের পানে চেয়ে রইল। কিন্তু সাবাহ-তনয়কে কথা বলার আবেগে পেয়েছে।

মানুষের যুক্তির অগম্য এক নতুন শক্তির অস্তিত্বে হাসান বিশ্বাসী। তার মতে, অতীতের সব ধর্ম এই অন্তিম উপলব্ধির আনুক্রমিক পদক্ষেপ মাত্র। প্রত্যেক ধর্মই মানুষের জ্ঞান কিছু না কিছু বিকশিত করেছে। এমনি করে ছয় জন প্রেরিত পুরুষ— আদম, নূহ, ইবরাহিম, মুসা, ঈসা (আ.) এবং মুহাম্মদ (সা.)-ও মানুষের জ্ঞান বিকশিত করেছেন। অনাগত কালে— কখন কেউ বলতে পারে না— চরম সত্য প্রকাশ করতে আর একজন আবির্ভূত হবেন।

"তাঁকে চিনব কী দিয়ে?" এক্রোনস প্রশ্ন করল।

"তাঁকে চিনতে পারব; কারণ, আবির্ভাব-লগ্নের পূর্বেই তিনি অতীতে আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। তিনি আলীর বংশের সপ্তম ইমাম; আলীর আত্মার উত্তরাধিকারী। কারও কারও কাছে তিনি সপ্তম ইমামরূপে, আর অন্যের কাছে তিনি অপ্রকাশ-সত্তারূপে পরিচিত। নামে কী আসে-যায়? তিনিই মেহদি; আমরা তাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছি।"

ধূসর প্রাচীর আর পবিত্র নগরীর গম্বুজের পশ্চাতে অস্তগামী সূর্যের গোলক অদৃশ্য হয়ে গেল। এক্রোনস মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

"মেহদি," হাসান পুনরাবৃত্তি করল, "মুসা (আ.)-এর শ্বেত হস্ত যখন প্রসারিত হয়েছিল, তখন তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন। আবার যখন ঈসা (আ.)-র আত্মা স্বর্গারোহণ করল, তখনও তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবার আবির্ভূত হবেন।"

তাদের পিছনে একটা পদধ্বনি শোনা গেল। একজন তীরন্দাজ দেহরক্ষী নম্র কণ্ঠে ওমরকে জানিয়ে দিল যে, তাঁবুতে প্রত্যাবর্তনের সময় হয়ে গেছে।

হাসান হেসে বলল, "সৈনিকের কথার ওপর আর কথা নেই। সে সৈনিক রোমানই হোক আর তুর্কিই হোক।"

তাঁবুতে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে নৈশভোজন শেষ করে ওমর ভাবছিল, এমন সময় এক্রোনস এসে হাজির হল। সঙ্গে একজন বালক। বালকটি ওমরের পায়ের কাছে এক পেষণী সাদা রেশমি সুতো স্থাপন করল।

www.pathagar.com

"এই অকিঞ্চিৎকর উপহার", এক্রোনস সবিনয়ে বলল, "আমাদের সাক্ষাতের স্মারক। কোনও সওদাগর যদি হুজুরের কোনও কাজে আসে—"

"হাসান সম্বন্ধে তোমার অভিমত কী?"

এক্রোনস তার ধূসর শ্মশ্রু বুলোতে বুলোতে জওয়াব দিল, "সেই কথা? হাসান উন্মাদ হতে পারে, তবে সে অনেকের চেয়ে বেশি জ্ঞানী। অনেকেই তার বাণী বিশ্বাস করে। যাক, শুনলাম, হুজুর নাকি কি সংবাদ জানতে চাইছেন— সরাইখানায় আমি কিছুটা সংবাদ পেয়েছি।"

"তাই নাকি?"

"শুনতে পেলাম কয়েক মাস আগে মেসেদের আবু জায়েদ নামক বস্ত্র-ব্যবসায়ী নিশাপুরে আর একটা বিয়ে করে—" বলে সন্ধানী চোখে এক্রোনস ওমরের পানে তাকাল।

"তার সম্বন্ধে কী?"

"সে কিছুকাল আলেপ্পোতে অবস্থান করে পশ্চিমের দিকে চলে গেছে। তা কয়েক মাস আগের কথা।"

ওমর গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করল। তা হলে ইয়াসমি অন্তত কিছুকাল আলেপ্পোতে ছিল; সুতরাং, এখানে তার খোঁজ পাওয়া সম্ভবপর।

"তুমি আমার জন্য দুটো উপহার এনেছ। আমার হাত থেকে তুমি কী উপহার চাও?"

"আমার নিজের জন্য আমি কিছুই চাই না।" এক্রোনস দ্বিধার সুরে বলল, "তবে হাসানের কথাটা মনে রাখবেন। সে আপনার বন্ধু হবে। এমন সময় আসতে পারে যখন সে আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে।"

এক্রোনসের প্রস্থানের পর ওমরের মনে একটা পুরনো স্মৃতি উদয় হল। সে নিজামের একখানা চিঠি আবার মনোযোগ দিয়ে পড়ল। চিঠিতে এক নতুন মুজাহিদ ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে নিজাম তাকে সাবধান করে দিয়েছেন। নিজাম সংক্ষেপে বলেছিলেন, "এই সম্প্রদায় এক নতুন মেহদির আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রচার করছে। এই মেহদি মুসলমানদের সিংহাসন ও ইসলামের আইন-কানুনের বিনাশ সাধন করবে। এই সম্প্রদায় দাবি করে যে, তাদের ধর্ম দুনিয়ার সপ্তম এবং শেষ ধর্ম। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা খোরাসানের একজন অদৃশ্য লোকের অনুসারীদের মধ্যে গোপনে প্রচারকার্য পরিচালনা করছে। এই বিধর্মীরা তাদের মিথ্যা প্রচারকার্য পরিচালনা করার সময় শুভ্র-পোশাক পরিধান করে— খোদা তাদের চিরতরে জাহান্নামে প্রেরণ করুন।"

ওমর সাদা রেশমের পেষণীর দিকে একবার তাকাল। নিজাম দেখতে পেলে ক্রোধে এটাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিতেন; কিন্তু ওমর এই টুকরো দিয়ে একটা পোশাক তৈরি করবে বলে মনস্থ করল।

www.pathagar.com

আলেপ্পোর জামে মসজিদের দিঘির পাড়ে অবস্থিত দরবেশদের প্রাঙ্গণ : মাগরিবের নামাজের প্রাক্কাল

গায়ে পশমি কাপড় জড়িয়ে তারা দিঘির পাড়ে বসেছিল— ছয় জন দরবেশ আর ছেঁড়া পোশাক গায়ে জড়ানো একজন কুঁজোপৃষ্ঠ লোক। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো লোকটা তার বাঁকা হাতদুটো পথচারীদের দিকে প্রসারিত করছিল। বোরকাপরা মেয়েরা পরস্পর তাদের কেনাকাটা সম্বন্ধে বলাবলি করছিল। তরুণীরা তাদের শিশু ভাইদের পিঠে ঝুলিয়ে হোঁচট খেয়ে খেয়ে পথ চলছিল। একজন ধনী আরববাসী গলায় ঘণ্টাওয়ালা খচ্চরের পিঠে চড়ে পা ঝুলিয়ে মুদ্রা গুনছিল।

কুঁজো লোকটা বিলাপ করছিল, "বড় কষ্ট! বড় কষ্টে পড়ে আপনাদের মেহেরবানি চাইছি; আল্লার ওয়াস্তে কিছু দিন।"

"কান্নাকাটি!" বিড় বিড় করতে করতে আরববাসী হাতের মুদ্রাগুলো থলিতে ঢুকিয়ে দিয়ে থলিটা কোমরে বাঁধল।

"ইয়া হু, ইয়া হক্। দয়া করুন। আল্লার ওয়াস্তে এই রোগগ্রস্তকে কিছু দিয়ে যান।"

আভূমিলম্বিত আলখেল্লা পরা একজন মোল্লা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, "মসজিদের ভিতর যা।"

"খাবার সংস্থান যার আছে, মসজিদও তার জন্য।" লোকটা মন্তব্য করল।

মোল্লা চলে গেলেন। কিন্তু একজন রমণী থমকে দাঁড়িয়ে তার পুলিন্দা থেকে এক টুকরো রুটি বের করে বলল, "এই টুকরোটা এমনি একজন পবিত্র দরবেশের জন্য এনেছি, যে অনুতপ্তচিত্তে বিলাপ করে।"

"এই রুটির টুকরোটা এমন দুঃখীর জন্য, যে খুনের আঁসু বর্ষণ করে।" পঙ্গু-কুঁজো লোকটা রুটিটা হাতে নিয়ে বলল।

সুলতানের সাথে বৈকালিক সাক্ষাৎশেষে রুপোর জরির কাজ-করা দরবারি-পোশাক পরিহিত ওমর নিখুঁত অশ্বে আরোহণ করে সেখানে হাজির হল।

"প্রভু!" কুঁজো লোকটা ছুটে এগিয়ে এসে কম্পিত হস্তে ঘোড়ার পা-দানি ধরল, "থামুন। আমি দু বছর দশ মাস অবধি হুজুরের অনুসন্ধান করছি।"

www.pathagar.com

চিন্তাক্লিষ্ট মুখটার পানে তাকিয়ে ওমরের মনে পড়ল সুলতানের এই বিদূষকের কথা। এই বিদূষক চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে বিলাপ করেছিল। "জাফরক!" ওমর লোকটার ছিন্নবসন দেখে আর সাদা গর্দভটা নেই দেখে বিস্ময়ে ডাকল।

"হ্যাঁ, আমি জাফরক। বর্তমানে ভিখেরি আর দরবেশদের সাথে বাস করি। হুজুর আমাকে ডেকে পাঠাতে এত বিলম্ব করলেন কেন, হুজুর?"

"তোমাকে ডেকে পাঠাতে?"

"হ্যাঁ হুজুর। আমি রুপোর বাজুবন্দটা আপনার বাসস্থানে পৌঁছে দিয়ে আলেপ্পোতে ফিরে এসে মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। প্রথমদিকে এই মেয়েটা সুস্থ-সবল হয়ে উঠল; মাঝে মাঝে সে হাসত। আমি তাকে আপনার কাছে পৌঁছে দিতাম, কিন্তু আমার মতন একজন বোকা কেমন করে একজন সুন্দরী তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলবে? আমাদের হাতে টাকা পয়সা ছিল না আর সে বার বার বলল যে, আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। আপনি কি ইয়াসমিকে ভুলে গেছেন?"

ওমর জাফরকের জীর্ণ হাতটা ধরে বলল, "সে কি এখন এখানে আছে?"

"আমি তার ভরণ-পোষণের জন্যই তো ভিক্ষা করছি।" রুটির টুকরোটা তুলে ধরে জাফরক বলল, প্রতি সন্ধ্যায় সে জানতে চায় আপনার আগমনের কোনও সংবাদ আছে কি না।"

"আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।"

জিনটা ধরে জাফরক ঘোড়াটাকে ভিড় থেকে টেনে একটা গলিতে নিয়ে গেল। সে রুটির টুকরো হাতে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। "আহা! রোগের দৈত্য তাকে খুবলে খেয়েছে," জাফরক ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল। "হুজুর, আপনি একটু অপেক্ষা করুন; ততক্ষণে আল্লার মেহেরবানির কথা তাকে বলে আসি।"

একটা দোকানের পাশে দরজা দিয়ে জাফরক অদৃশ্য হয়ে গেলে ওমর অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে অশ্বের স্কন্ধে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগল, ইয়াসমি এই রাস্তার ওপরই একটা ঘরে রয়েছে। অল্পক্ষণ পরে জাফরক হাসিমুখে ফিরে এল।

"আহ্! কি ঝড়ই-না বয়ে গেল। এতদিন সে ঘুঘুর মতন শান্ত ছিল; কিন্তু এখন সংবাদটা শুনেই তার কি ঝাপটানি। ধূপ-লোবান, মেহদি আর চোখে লাগাবার জন্য সুরমার জন্য তার কী কান্না! সে আপনাকে জানিয়ে দিতে বলেছে যে, তার কোনও রেশমি পোশাক নেই।"

"সে কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত? আমি এখন তার দেখা পেতে পারি?"

অন্ধকারে একটা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ওমর একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে গিয়ে পৌঁছল। ঘরের এক কোণে একটা ময়লা লেপ জড়িয়ে ইয়াসমি শুয়ে আছে। ইয়াসমির দুটো চোখই শুধু ওমর দেখতে পেল।

www.pathagar.com

তার পাশে নতজানু হয়ে বসে ওমর অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকল, "ওগো আমার প্রিয়তমা!"

"কী আনন্দ! কিন্তু প্রভুকে বসতে দেব আমার এমন একটা কম্বলও নেই।" তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। সে ওমরের গ্রীবাদেশ বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলে। ওমর ইয়াসমির গণ্ডদেশে তপ্ত অশ্রুর প্রবাহ অনুভব করে।

ওমরের বক্ষলগ্না ইয়াসমি শান্ত হলে ওমর তার দুর্বল পাণ্ডুর দেহখানা দেখতে পেল। তার চুলের গন্ধ আর কালো চোখদুটোই অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

"রোগশয্যায় পড়ে থেকে আমি নক্ষত্রের উদয়-অস্তের পানে চেয়ে থাকতাম," ইয়াসমি দুর্বল কণ্ঠে বলল। "কারণ, এই নক্ষত্রগুলোই মান-মন্দিরের ওপর আবির্ভূত হয়। — পর্দার ওপর সেই ড্রাগনটা কি এখনও আছে? ওগো আমার জীবনের জীবন! মান-মন্দিরের যে কক্ষে আমরা থাকতাম সেখানকার প্রতিটি বস্তু আমার চোখের ওপর এখনও স্পষ্ট হয়ে ভাসছে— সে কক্ষটা কি এখনও তেমনি আছে?"

"হ্যাঁ, ঠিক তেমনি আছে। তোমার প্রতীক্ষা করছে।"

ইয়াসমি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল, "আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু নক্ষত্রের নামগুলো আমার এখন মনে পড়ে না; কেবল 'আদম-সুরতের' নামটাই মনে আছে। জাফরক আমাকে আরও কয়টা নাম বলেছিল। সে বলেছে, তুমি নাকি সুলতানের দরবারের একজন শ্রেষ্ঠ সভাসদ... তোমার আস্তিনের রুপালি কারুকার্য কত সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"আমি তোমাকে রেশমি পোশাক আর কারুকার্য-করা চটিজুতো কিনে দেব।"

"আর মিষ্টি শরবত! আমরা উৎসবের আয়োজন করব।" ইয়াসমি হেসে বলল।

"আর তোমার লাল ঠোঁটের শিরাজি।"

ইয়াসমি লজ্জাজড়িত হস্তে ওমরের গণ্ডদেশ স্পর্শ করে বলল, "যদি দেহটা আমার একটু সুস্থ সবল হত! উত্তেজনার দুরু-দুরু স্পন্দনে বুক আমার ব্যথা করে। কপাল আমার! দাসী কুৎসিত হয়ে গেছে— সব রূপ-লাবণ্য নষ্ট হয়ে গেছে।"

"ওগো প্রিয়তমা! তোমাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।"

সহসা ইয়াসমি ওমরের ওষ্ঠে আঙুল স্থাপন করলে ওমর আঙুল চুম্বন করল, "বল-না, আমার পানে তাকাও— কথা বলো না। আচ্ছা, মান-মন্দিরে আমার সেই কক্ষে তোমার অন্য কোনও স্ত্রী কি এখন নিদ্রা যায়?"

ওমর মাথা নাড়তেই ইয়াসমি নিশ্চিন্ত আরাম উপভোগ করে। বলে, "আমি অনেক সময় ভাবি, আমার বিয়ের ব্যাপারটা কেন আমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল; আমি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলাম। আবু জায়েদ আমাকে বাহুবন্দিনী করলে আমার জ্বালা ধরল। তারা আমাকে জোর করে নিয়ে পথযাত্রায় বেরোল। এক পাহাড়ি অঞ্চলের সরাইয়ে পঙ্গু জাফরকের দেখা পেলাম। সে আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করল। আমি তাড়াতাড়ি তোমার দেওয়া সেই পাথর-বসানো বাজুবন্দটা খুলে তার হাতে দিয়ে

www.pathagar.com

নিশাপুরে তোমাকে পৌঁছে দিতে বললাম। কিন্তু এখানে এসে আমার স্বামী আমার ওপর রেগে গেল। আমি নাকি তাকে ব্যঙ্গ করি। সে বেরিয়ে গিয়ে সাক্ষী ডেকে এনে তাদের সামনে আমাকে তালাক দিল। আমি অসুস্থ আর দুষ্ট— এই তার অজুহাত। তার পর সে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেল—"

"আমি বাজুবন্দ আর তোমার সংবাদের কথা কিছুই জানতে পারিনি," বিষণ্ন কণ্ঠে ওমর বলল।

"কিন্তু এখন যে আমি সমাজচ্যুতা পরিত্যক্তা স্ত্রী—"

"না," ওমর হেসে বলল, "তুমি আবার স্ত্রী হবে। ওগো হুরী! আমাকে কি আরও একটা ঘণ্টা তোমাকে স্ত্রীত্বে বরণ করার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে?"

"এই হুরীর রূপও নেই; যৌতুক দেওয়ার সামর্থ্যও নেই।"

তবু উষ্ণ রক্তের প্রবাহে ইয়াসমির গণ্ডদেশ রক্তিম হয়ে উঠল। তার চোখ আনন্দে চকচক করতে লাগল। ওমরের বিদায় গ্রহণ পর্যন্ত সে তার বুকের ব্যথা উপশমের জন্য লেপের ওপর জড়োসড়ো হয়ে পড়ে রইল।

পথে নেমে ওমর জাফরকের হাত থেকে লাগামটা নিল। "আমি কাজি আর সাক্ষী আনতে চললাম"— ওমর বলল। "আজ বিকেলেই আমি ইয়াসমিকে স্ত্রীত্বে বরণ করব। তুমি মিষ্টির দোকানে যাও— এই টাকার থলিটা নাও— তুমি মিষ্টি পিঠা, আচার, আর শরবত নিয়ে এসো। এই রাস্তার অধিবাসীদের এই উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত করে এসো। একজন বংশীবাদককে নিয়ে এসো— মোমবাতি আনবে। বাড়ির ছাদে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিও। খোদার দোহাই, খরচে কার্পণ্য করো না।"

ওমর এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভিখেরিদের অদ্ভুত মুখ আর প্রসারিত হাতগুলোর পানে তাকাবার ফুরসত তার নেই।

"হে ইমানদারগণ!" জাফরক হাতের থলিটা উত্তোলন করে চেঁচাতে লাগল, "উৎসব-আনন্দের দুয়ার তোমাদের জন্য আজ খোলা। তোমরা এসো।"

একমাত্র ইয়াসমির বোরকা-ঢাকা মুখখানার চিন্তায় বিভোর ওমর। তার পার্শ্বে গালিচাটায় উপবিষ্ট কাজির নীরস কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। "—পুস্তক বিক্রেতার কন্যা। যৌতুকের পরিমাণ কত নির্ধারিত হয়েছে? অর্থাৎ কনে কত সম্পত্তি তোমার হাতে তুলে দিয়েছে?"

কাজির পিছনে একজন মুন্সি বিয়ের শর্তাদি লিখছিল।

"সম্পত্তি?" ওমর হাসল। "ঝড়োহাওয়ার মতন কালো চুল; কচি ঝাউগাছের মতন ক্ষীণ কটি-তট আর প্রেমপূর্ণ একটি হৃদয়— অন্য সম্পত্তি তার প্রয়োজন নেই। চটপট সেরে নাও।"

"লিখে নাও, এমন কোনও দামি সম্পত্তি নয়।" কাজি তার মুন্সিকে নির্দেশ দেয়। "যাক, আপনি কী সম্পত্তি দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করবেন?"

www.pathagar.com

"আমার যা আছে সব।"

কাজি দু হাত জোড় করে উষ্মার সঙ্গে বললেন, "মাননীয় হুজুর কি এ কথাটা চিন্তা করে দেখবেন যে, যুক্তিসংগত শর্তাদি আমাদের লিপিবদ্ধ করতে হবে। 'যা আছে' শব্দ কথাটা আইনে টিকবে না। আমাদেরকে সম্পত্তির তালিকা তৈরি করতে হবে। কত জমি, কোথায় অবস্থান, কত মূল্য— সব লিখতে হবে। তা ছাড়া অস্থাবর সম্পত্তিরও তালিকা চাই—।"

"লিখে নাও, সব সত্যিকার সম্পত্তি।" ওমর মুন্সিকে হুকুম দিল। কাজি ক্রোধে দু হাত তুলে বলল, "আমার জন্মদাতার দাড়ির কসম, কেবলার কসম, বিয়ের চুক্তিতে এমন কথা কে শুনেছে? এতে অন্য স্ত্রীদের অধিকার খর্ব হয়। ধর্মগ্রন্থে আছে যে, চারজন স্ত্রী..."

ওমর কাজির পিছনে একটা থালা থেকে একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে কাজির মুখের দুই ঠোঁটের ফাঁকে একটা একটা করে পুরে দিল। সাক্ষীদের কোলে রৌপ্যমুদ্রা ফেলে দিল। সাক্ষীরা তখন সানন্দে দলিলে সই করল।

বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেলে বিবাহ মজলিস উৎসবমুখর হয়ে উঠল। সমাগত অতিথিদের উদ্দেশে ওমর বলল, "তারা যেন একথা ভুলে না যায় যে, আজ রাতে ওমর খৈয়াম তার স্ত্রীকে বরণ করল।"

ওমর ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে আলো ঝলমল পথের পানে তাকাল। ভিখেরি, দরবেশ আর বালক-বালিকারা সেখানে সমবেত হয়েছে। বংশীবাদক প্রেমের সুর বাজাচ্ছে।

ওমর চিৎকার করে বলল, "শোন! তোমরা যত খুশি পেট ভরে খাও। যদি আহার্য ফুরিয়ে যায় তবে মিঠাইওয়ালাকে খেয়ে ফেল। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছ, যে আজ আনন্দিত হওনি?"

"না, হুজুর আমরা সবাই আজ খুশি।"

"তবু তোমরা আজ ছিন্নবস্ত্র পরিহিত; তোমরা আজ দুর্দশাগ্রস্ত। আজ রাত তোমরা খৈয়ামের মতন ঐশ্বর্যশালী হতে পারবে না। তার ঐশ্বর্যের আজ অন্ত নেই। তোমরা তার মতন নেশামত্ত হতে পারবে না। কারণ, সে আজ বেহেশতি শরাবের স্বাদ গ্রহণ করেছে। তবে অন্তত আজ তোমাদের কোনও অভাব থাকবে না। থালাটা এগিয়ে দাও।" সে থালাবাহককে হুকুম দিল।

থালাটা হাতে নিয়ে ওমর থালার মুদ্রাগুলো গলিপথে ছড়িয়ে দিয়ে থালাটা শূন্য করে ফেলল। সমবেত জনতার মুখ থেকে আনন্দধ্বনি উৎসারিত হল। সবাই লুটোপুটি করে মুদ্রা কুড়াতে লাগল।

ওমর ইয়াসমিকে দুই বাহুতে উত্তোলন করে সড়কে নিয়ে গেল। সেখানে পালকি অপেক্ষা করছিল। ইয়াসমি কম্পিত দেহে ওমরের গ্রীবাদেশ আঁকড়ে ধরে রইল। বন্ধু আমির আজিজের কাছ থেকে ওমর দু জন খোজা চেয়ে এনেছে পালকি অনুসরণ করতে

www.pathagar.com

আর অনুষ্ঠানটাকে মর্যাদামণ্ডিত করে তুলতে। সে ইয়াসমিকে পালকির গদিতে নামিয়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, "ওগো বধূ! আমার এই বাহুদ্বয় ছাড়া অন্য বাহু তোমাকে আর স্পর্শ করবে না।"

খোজারা পালকির দুয়ার বন্ধ করে দিল। জনতার মধ্যে যারা ইয়াসমির দুরবস্থার সময়ে তার সঙ্গে তাদের দুঃস্থ-সমাজের মতোই মেলামেশা করছে, তারা সরে দাঁড়াল।

"আলহামদুলিল্লাহ— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতায়ালার প্রাপ্য— স্বর্ণদানকারী জ্ঞানের প্রভুর প্রাপ্য,— সমস্ত প্রশংসা ওমর খৈয়ামের প্রাপ্য", তারা বলল।

"প্রভু ওমরের মতন প্রভু কি কোথাও আছেন?" একজন দরবেশ চেঁচিয়ে বলল। "কেউ নেই।" অন্য একজন দরবেশ সাড়া দিল। "তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

একটি ছোট মেয়ে ভিড় থেকে গোলাপের পাপড়িভরা একটা ঝুড়ি নিয়ে ছুটে এসে ওমরের ঘোড়ার পায়ের কাছে ঝুড়িটা ঢেলে দিল।

"সুলতানের অনুগ্রহভাজন হুজুর, এখন কোন দিকে যাবেন?" একজন খোজা জানতে চাইল।

"বাজারে।"

"কিন্তু বাজার তো এখন বন্ধ। মাগরেবের নামাজের পরে তো বাজার বন্ধ হয়ে গেছে।"

"বেশ! এবার তাড়াতাড়ি চল।"

কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসেরা পালকিটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পালকির সাথে ছুটতে ছুটতে একজন খোজা জাফরকের কানে কানে বলল যে, হুজুর মাতাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

জাফরক দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "এমন মাতাল হওয়ার সৌভাগ্য তোর কোনওদিন হবে না।"

বাজারের বদ্ধ ফটকে তুর্কি সৈন্যের এক ছোট দল প্রহরারত ছিল। তাদের দলপতি সম্ভ্রমব্যঞ্জক পালকি আর উর্দিপরা খোজা দেখে সসম্ভ্রম ওমরকে অভিবাদন করল।

"না, হুজুর, সুলতানের হুকুমে রাত্রে বাজার বন্ধ থাকে।" রক্ষী-দলপতি আপত্তির সুরে বলল।

ওমর হেসে বলল, "সুলতানের অনুগ্রহে আজ রাত আমার জন্য কিছুই বন্ধ থাকবে না। এই আঙটি নাও। আমি যে তোমাকে বাজার খুলে দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছি, এই তার নিদর্শন। আর দেরি করো না।"

"তোমরা কি সুলতানের জ্যোতিষীকে বসিয়ে রাখবে?" জাফরক গর্জন করে উঠল।

রক্ষীদের নেতা আঙটিটা হাতে নিয়ে সন্দিগ্ধ মনে মাথা নাড়ল। বিড় বিড় করতে করতে সে দু পাল্লার ফটকটার একটা পাল্লা খুলে দিয়ে তার অধীন সৈন্যদের সরে দাঁড়াতে হুকুম দিল। ফটক খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় কালো রঙের খুলি-টুপি পরা দাড়িওয়ালা একটা লোক ছুটে এসে পালকিটার পেছনে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

পালকিটা ভিতরে প্রবেশ করতেই লোকটা ছুটে এসে অশ্বারোহী ওমরের পা-দানি ধরে ফেলল, "হে খাজা, জুররাকের দোকানে এই পথে আসুন। এ দোকানে দুর্লভ ও মনোহর রেশমি পোশাক আর দামি পাথর-বসানো অলংকারাদি ও অন্যান্য জিনিসপত্র পাওয়া যায়।"

আর একজন লোকও দ্রুত ছুটে এল, "হে গরিবের রক্ষক। ওদিকে যাবেন না। জুররাকের দোকানের মালপত্র সব এখানকার বাজে কারিগরেরা তৈরি করে। বরং সোলেমের দোকানে আসুন। এই সপ্তাহেই আমি বিদেশ থেকে টাটকা মাল আমদানি করেছি।"

তৃতীয় সওদাগর এসেও ওমরের পা-দানি ধরে টানাটানি আরম্ভ করল, "কী বাজে বকছিস বেইমান কুকুরের দল! দেখতে পাচ্ছিস না যে, হুজুর তাঁর বেগমের শুভ্র গ্রীবায় পরিয়ে দেবার জন্য দামি পাথরের গয়না চাইছেন? এ দিকে আসুন, হুজুর। আপনার ক্রীতদাস বোস্তামের দোকানে আসুন। বোস্তাম পাক্কা মুসলমান— সৈয়দের বংশধর।"

ওমর গর্জন করে উঠল, "বেটারা রাত্রে চুরি করতে বসেছে। আমি আমার প্রয়োজনীয় সব সওদা করব। সুলতান স্বয়ং এ সবের মূল্য আদায় করবেন। কারণ এ রাত জীবনে আর আসবে না।"

সে রাতটা যেন নিমেষে কেটে গেল। তাঁবুর দরজার কাছে শুয়ে— কারণ, মধ্যগ্রীষ্মে গরম পড়েছে— ওমর ইয়াসমির মাথার চুল নিয়ে খেলা করছিল। বার বার চুলগুলো তার আঙুলে জড়াচ্ছিল। তার মনে হল, সে যেন আবার বেঁচে উঠেছে; রাত্রির ধ্বনি যেন অর্থহীন নয়। গেল তিন বছরের দীর্ঘ দিনগুলোর তিক্ত স্মৃতি তার মন থেকে স্বপ্নের মতো মুছে গেল।

তার শিথানে ন্যস্ত ইয়াসমির শুভ্র বাহু তারার আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইয়াসমির শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শয্যাচ্ছাদনিটা ওঠা-নামা করছে।

"তুমি কি ঘুমোচ্ছ, প্রিয়তমা?" ওমর ইয়াসমির কানে কানে বলল।

ওমর অনেকক্ষণ বিনিদ্র প্রতীক্ষা করছে কিন্তু এখন ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে দেখে তার মনে হল ইয়াসমির ঘুম ভেঙেছে।

ইয়াসমির কালো মাথাটা ওমরের দিকে ফিরল "আমি অত্যন্ত সুখী," সে মৃদু কণ্ঠে বলল, "এত সুখে আমার যন্ত্রণা হচ্ছে...। আমি আমার সুখের পরিমাপ করছিলাম। তা কি অন্যায়?"

"এটা অন্যায় হলে, আমি একজন দণ্ডিত পাপী।"

"ইস।" ইয়াসমি ওমরের ঠোঁট চেপে ধরে। "আমার ভয় লাগছে। আমি কতদিন তোমার সঙ্গ-কামনা করে রাত জেগে তারার উদয়াস্ত দেখেছি। প্রেমিক-প্রেমিকার পক্ষে এমনি মুহূর্তে নিঃসঙ্গ থাকা নিষ্ঠুরতা... এখন ভয়ে আমার বুক দুরুদুরু করছে যে, তোমাকে হয়তো আবার কেউ আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।"

www.pathagar.com

"না, আমরা দু জনই নিশাপুরের সেই সিতারা-মহলে ফিরে যাব। আমি সুলতানের কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইব।"

"তুমি তো তা পার।" ইয়াসমি হেসে বলল, "আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমার সে ক্ষমতা আছে। তুমি কত দামি পোশাক আর জিনিসপত্র আমার জন্য বাজার থেকে নিয়ে এসেছ। মনে হয়, আমি আর ভিখেরিনী নই।"

"তুমি আমার জীবনের জীবন। তিনটি বছর আমার আত্মা পীড়ায় ভুগেছে।"

"তোমার আত্মা তা হলে অত্যন্ত শক্তিশালী।" ইয়াসমি নীরবে ভাবতে থাকে। "ব্যাপারটা কী অদ্ভুত! কেমন করে সব ঘটল? কেতাবপট্টিতে যখন তুমি প্রথম এলে তখন থেকেই আমি তোমাকে ভালোবাসি। প্রথম দিকে— না, বহু দিন আমি এ কথাটা ভেবেছি। তোমাকে কামনা করতে আমার ভয় লাগত। তখন তোমার একটিমাত্র কথা আমাকে কত ব্যথা দিত, জান? নিশ্চয়ই জান না। পরে অবশ্য তোমাকে ছাড়া অন্য ভাবনা আমি ভাবতাম না। তুমি আমার কাছে থাকলে আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতাম; তুমি কাছে না থাকলে আমার সারা দেহ যেন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে থাকত।"

কালো আকাশ ধূসর হয়ে উঠল। তাঁবুর সাদা দিকটা অস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

"সেই দুঃখের কাহিনি শেষ হয়ে গেছে," ওমর বলল। ইয়াসমির চোখের দৃষ্টি আর দেহ-বর্ণের পাণ্ডুরতা ওমর দেখতে পেল।

"তবে যন্ত্রণাটা রয়ে গেছে।"

"কী বলছ?" ওমর মস্তক উত্তোলন করে বলল, "কী? তুমি কী বললে প্রিয়তমা? দেখ, উষার তরবারি রাত্রির বস্ত্রাবরণ ছিঁড়ে ফেলেছে; অথচ আমরা ঘুমোইনি। ওগো মধুক্ষরা প্রিয়তমা, দুঃখ করো না। এই আমাদের জীবনে উষার উদয়— একে প্রাণভরে ভোগ করে নাও। এই উষা আমাদের নিজস্ব। পরবর্তী উষাগুলো আর এমন মধুর হবে না।"

"কখনও এমন মধুর হবে না।" ইয়াসমি মৃদু হাসল।

"যারা ঘুমোয়, তারা কিছুই জানে না। দেখ, আলোর তীর সুলতানের তাঁবু বিদ্ধ করছে। এখন গোসল করে তাঁর সাথে আমাকে দেখা করতে হবে, যাতে আমরা এখান থেকে বিদায় নিতে পারি।"

"একটু অপেক্ষা কর, ওগো আমার জীবনস্বামী! আমাকে আর একটা মুহূর্ত গুনতে দাও— সূর্যের কিরণ তোমার চোখেমুখে পড়ুক, তা আমি দেখতে চাই।"

এই স্থান থেকে চলে যাওয়ার জন্য ওমর চঞ্চল হয়ে গেছে। মালিক শাহ তার প্রস্থানের অনুমতি দিলে সে ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলল। ইয়াসমির জন্য একটা বন্ধ-পালকি পাওয়া গেল, যা দুটো ঘোড়ার ওপর স্থাপন করা যায়। সে জাফরকের জন্য আর একটা সাদা গর্দভও খরিদ করল।

"তোমাকে আর ভিক্ষে করতে হবে না"— জাফরককে ওমর হেসে বলল।

www.pathagar.com

ভীরু দৃষ্টিতে ওমরের পানে তাকিয়ে জাফরক বলল, "প্রভু! আমি আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনি রুস্তমের মতন শক্তিধর কিন্তু ইয়াসমি দুর্বল। আনন্দের আতিশয্য তার সইবে না।"

"তুমি একটা জ্ঞানী-বোকা।"

"না, আমি একজন পঙ্গু। দুঃখ-শোক যে ভোগ করেছে, সে নারীর অনুভূতি বুঝতে পারে।"

সেদিন বিকালে তারা রওনা হল। আমির-ওমরাহদের দল ওমরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এলেন। জাফরক তাদের পথ দেখিয়ে আগে আগে গাধায় চড়ে যাচ্ছিল।

"হুজুর," সে পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তলোয়ারধারীর আগে আগে বোকা ছাড়া কেউ চলে না।"

সে রাত্রে ইয়াসমির ঠাণ্ডা লেগেছিল। পরে জ্বরও হল। আহারে তার রুচি নেই। ওমরের উদ্বিগ্নতা দেখে ইয়াসমি মৃদু করুণ হেসে বলল :

"আমি অনেক সুখ ভোগ করেছি; এত সুখ নিশ্চয়ই আমার সইবে না।"

দ্বিতীয় দিন তারা ফোরাত নদীর কূলে এসে থামল। এক ঝাউবনের প্রান্তে তাদের তাঁবু পড়ল। সকাল বেলায় তারা নদী পার হবে। ইয়াসমি জ্বরে লেপ-কম্বল মুড়িয়ে শুয়ে আছে। তার গণ্ডদেশ লালচে হয়ে গেছে। সে শুয়ে শুয়ে ওমরের গতিবিধি লক্ষ করে কিন্তু মাথা তুলতে তার কষ্ট হয়।

"দেখ, আমি কেমন নিষ্কর্মা স্ত্রী," সে মৃদু কণ্ঠে বলল, "আমি আরামে বিশ্রাম করছি আর আমার স্বামী আমার সেবা করছে। আমার বিয়ে উপলক্ষে যে-সব উপঢৌকন এনেছ সেগুলোর মধ্যে দামি জিনিসগুলো আমাকে দেখাও তো।"

তাকে আনন্দ দেবার জন্য ওমর সুতোর কাজ করা শাল আর মুক্তো-গাঁথা ওড়নাটা ইয়াসমির শয্যায় নিয়ে এল। ইয়াসমি উদাস মনে সেগুলো নাড়তে লাগল। ওমর ইয়াসমিকে চকচকে নীলকান্তমণি-বসানো টায়রা দেখাল।

টায়রাটাকে বুকে জড়িয়ে সে বলল, "কী সুন্দর! আগামীকাল আমি আমার চুল বেঁধে টায়রাটা পরব।"

তার এক মুহূর্ত পরেই ইয়াসমি প্রলাপ বকতে আরম্ভ করে। রোগের তীব্রতা বেড়ে যায়। ওমর জাফরককে কাছে ডাকে। জাফরক একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়।

"প্লেগ।" জাফরক চুপি চুপি বলে।

"না, না, তা নয়— জ্বর। দোয়া কর আজ রাতেই যেন জ্বর বন্ধ হয়ে যায়।"

"দোয়া করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।"

রাতের শীত দূর করার জন্যে তাঁবুর চারদিকে আগুন জ্বালানো হল। আগুনের রক্তিম আভায় তাঁবুর চারদিককার কাপড়ের প্রাচীর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আর তাঁবুর অভ্যন্তরে

www.pathagar.com

ইয়াসমি ছটফট করতে লাগল। ওমর তার পাশে নতজানু হয়ে বসে আছে আর জাফরক এক কোণে বসে বিড় বিড় করে অনবরত আল্লার নাম উচ্চারণ করছে। সে দিকে ইয়াসমির খেয়াল নেই। ধীরে ধীরে আগুন নিভে ছাই হয়ে গেল। প্রাচীরের বুকে ছায়ার নাচন বন্ধ হল।

ওমর জাফরককে বলল, "প্রদীপটা উসকে দাও। ইয়াসমি কথা বলেছে; আমাকে স্পর্শ করেছে। জ্বর সেরে গেছে।"

জাফরক প্রদীপটা উসকে দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখল, ইয়াসমি নিথর পড়ে আছে। চোখদুটো তার বন্ধ। তার একটি হাত ওমরের গ্রীবাদেশে রক্ষিত। তার ঠোঁট কাঁপছে।

"আমার জীবন.... আমার জীবন!"

তার পর ইয়াসমি মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল; জাফরক অপেক্ষা করতে লাগল। সে লক্ষ করল ইয়াসমি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছে না। সে প্রদীপটা নিচে নামিয়ে রেখে ওমরের স্কন্ধে হাত রাখল।

রাত্রের আগুনের ভস্মস্তূপের পাশে তাঁবুর চারদিকে তাদের কাফেলার লোকজন বসে রইল। মরুভূমির বাতাস একটা ধুলোর আবরণ সৃষ্টি করে দিল। এই আবরণ ভেদ করে সূর্যরশ্মি তাদের ওপর পড়ছিল। জাফরক তাঁবু থেকে বেরিয়ে অন্য লোকদের সাথে এসে বসল।

"তিনি এখনও কথা বলছেন না," জাফরক তাদের জানাল। "তিনি এখনও ইয়াসমির মুদিত চোখদুটোতে গোলাপ-পানি ছিটাচ্ছেন।"

"বারাকাল্লাহু!", একজন রক্ষী বলল, "মেয়েটা প্লেগে মারা গেল।"

"তিনি জানেন, মেয়েটা মরে গেছে। কারণ, তিনি নববধূর অলংকারগুলো তাকে পরিয়ে দিচ্ছেন; আর ওড়নাটা দিয়ে তার বক্ষদেশ ঢেকে দিচ্ছেন।"

"যদি তিনি শোকে গলা ফাটিয়ে কাঁদেন আর আপন বসন ছিন্ন করেন, তবে ভালো হয়।"

"হায়! যদি তিনি কাঁদতেন। কিন্তু তিনি কাঁদবেন না। মাটির বুকে ধবধবে সাদা লাশটা পড়ে আছে। কী তরুণ বয়েস— বিষ্টির পানি পেয়ে প্রস্ফুটিত আর পরদিন মরু হাওয়ায় শুকিয়ে যাওয়া পুষ্পের মতো।"

লোকজন কেমন যেন অসোয়াস্তিতে ঘোরাফেরা করছিল। বুনো গাছের তলায় এত বড় একটা কবর খনন করা আর বন্ধ-পালকিটা কবরে বহন করে নিয়ে যাওয়া তাদের কাছে অদ্ভুত আর অপ্রয়োজনীয় মনে হল। অল্পবয়েসী মেয়েরা সহজে সন্তান প্রসবকালে বা রোগে মরে— এটা নতুন কিছু নয়। এটা ভাগ্যলিপি। ভাগ্যলিপি অখণ্ডনীয়। তারা নদীপারে অপেক্ষমাণ খেয়ার পানে আগ্রহে চাইল।

www.pathagar.com

"তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন। শোকক্লিষ্টজনকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন—" একজন সৈন্য সাহস করে বলে ফেলল।

"বাগদাদে আশিটা রৌপ্যমুদ্রার বদলে কত মেয়ে পাওয়া যায়," অন্য একজন সমর্থনের সুরে বলল।

"কুকুর!" লাফিয়ে উঠে জাফরক গর্জন করে উঠল। "কুকুর হয়ে তোরা কেমন করে প্রেমের সর্বনাশা জ্বালার মর্ম বুঝবি?"

সে তাঁবুতে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। কতকক্ষণ পর সে ক্রীতদাসগুলোকে লাশটা বহন করে কবরে দাফন করার জন্যে ডাকতে এল।

"তাড়াতাড়ি কর। হুজুর স্বহস্তে পালকিতে লাশটাকে স্থাপন করে বিয়ের উপঢৌকনগুলো তার সাথে দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা, তার নতুন পথযাত্রার এই শুভমুহূর্ত। দেরি করিসনে; তিনি মাটিতে শুয়ে আছেন—"

"আমরা লাশবাহক নই!" উষ্ট্রবাহিনীর চৌবদার চেঁচিয়ে বলল, "আর খেয়ার মাঝি লাশ পার করবে না।"

"না, খেয়াতে নয়— কবরে। কবর খোঁড়া হয়েছে। শিগগির চল।"

ভীত লোকগুলোকে তাঁবুর অভ্যন্তরে তাড়া করে নিয়ে জাফরক তাঁবুর দরজাটা বন্ধ করে দিল। "হুজুর!" সে বলল, "আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছি— আপনি একটু স্থির হয়ে এখানে বসুন।" লোকজনদের উদ্দেশ করে জাফরক চুপি চুপি বলল, "বোকার দল! চটপট কাজটা সেরে ফেল।"

তারা তাড়াতাড়ি পড়ি-কি-মরি করে পালকিটা তাঁবু থেকে বের করে কবরের পাশে নিয়ে গেল। তার পর কবরের অভ্যন্তরে পালকিটা রেখে মাটিচাপা দিয়ে কবরের বুকটা পাথরের টুকরো দিয়ে উঁচু করে দিল। দাফনকার্য সমাধা করে তাঁবুতে ফিরে এসে তারা যাত্রার আয়োজন করতে লাগল।

"হুজুর।" জাফরক সবিনয়ে বলল, "আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি। যাত্রার সময় হয়ে গেছে।"

ওমর তাঁবুর প্রবেশপথে বেরোল। পাগড়ির প্রান্ত দিয়ে সে ঠোঁট চেপে আছে। অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে ধুলোর কুণ্ডলী আর ধূসর নদীর পানে তাকাল। তার পর সমবেত লোকদের হুকুম করল, "তাঁবুটা জ্বালিয়ে দিয়ে এখান থেকে বিদায় নাও। তোমরা তোমাদের মালপত্র নিয়ে যাও। আমি তোমাদের চিনে ফেলেছি। তোমাদের কেউ আর আমার সামনে এসো না।"

"হুজুর।" জাফরক প্রতিবাদের সুরে ডাকল।

"তুমিও চলে যাও। দেখতে পাচ্ছ না যে, এখানে প্লেগের জীবাণু রয়েছে?"

www.pathagar.com

খেয়া নৌকোটা লগি ঠেলে পার হল। কাফেলা নদীর অপর প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেলে ওমর জ্বলন্ত তাঁবুটার কুণ্ডলায়িত ধূম্ররাশির পানে তাকাল। ধূম্ররাশির ফাঁকে সূর্যটা প্রদীপের মতো দেখাল।

প্রদীপটা তার মাথার ওপর ঝুলছে। সমস্ত আকাশে যেন রঙিন পতাকা উড়ছে। ধূসর পৃথিবী শূন্য। দিগন্তে প্রসারিত এই শূন্যতা। কাফেলা নিঃসীম শূন্যতায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। অগ্নির যে লেলিহান শিখা তাঁবুটাকে গ্রাস করেছে, সে শিখা তার বুকে জ্বলছে। দহন, দহন— তার সারা অঙ্গে দহনজ্বালা।

"হুজুর", জাফরক বলল, "এই নদী, আর এই মৃত্যু।"

নদীর বন্যা তার পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে তীব্রগতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। কাদামাটির টুকরো পায়ে লেগে লেগে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। জাফরক ওমরের স্কন্ধদেশ আকর্ষণ করে। ওমর সেখানে বসে পড়ে বন্যার প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করছে।

উষ্ট্রের গলার টুংটাং ঘণ্টাধ্বনি তার কানে ভেসে এল। আর একটা কাফেলা নদীর তীরে এসে খেয়ার প্রতীক্ষা করছে। অপরিচিত লোকেরা নদীর ঘাটে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রগুলোকে নামিয়ে দিয়েছে।

"না, প্লেগ নয়," জাফরক বলতে লাগল। "তাঁর গায়ে জ্বর নেই। তাঁর মনের রোগ; ভাবিনি, তিনি এতটা কাতর হয়ে পড়বেন। তাঁকে সেবন করতে দেওয়ার মতন কিছু আছে আপনার কাছে, হুজুর? আপনি তাকে অশ্রু উপহার দিতে পারেন?"

অন্য একটা লোক এগিয়ে এল। ওমরের হাতে একটা পানপাত্র দিল। ওমর পাত্রটার পানে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। লাল পানীয়ে পাত্রটা পূর্ণ।

"নদীর পানি পান করার পক্ষে ভালো নয়," সওদাগর এক্রোনস বলল। "পান করার পক্ষে এই পানি খুব উপাদেয়।"

এক্রোনস ওমরের ঠোঁটে পানপাত্রটা ধরল। ওমর পাত্রটা থেকে সামান্য পরিমাণে পান করতে লাগল। পাত্রটা শূন্য হয়ে গেলে এক্রোনস আবার পাত্রটা পূর্ণ করে দিল। এই পানীয় ওমরের মনের আগুন নিবিয়ে দিল। ওমর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এমনি করে পান করল।

www.pathagar.com

খোরাসানের পথকুর্দ : পর্বতের গিরিবর্ত্ম

উষ্ট্রের ঘণ্টাধ্বনি তার কানে এল। ঘোড়ার জ্বিনে বসে ওমর ঝিমোচ্ছিল। উত্তপ্ত বাতাস যেন তার সাথে লড়াই করতে এগোচ্ছে।

রাতে তার ঘুম আসেনি। সে এক্রোনসের দেওয়া লাল শিরাজি পান করেছে। আর কাফেলা-রক্ষীদের সাথে আলাপ করেছে। তারাও তাকে পাগল মনে করে তার কথায় শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দিয়েছে। কথা শেষ হয়ে গেলে আর বহু পিছনে নদী তীরের মৃত্তিকাতলে শায়িত ইয়াসমির ছবি তার স্মৃতিতে উদয় হলে তার দেহে আবার দহন শুরু হল। তখন সে কুঁজো থেকে দ্রাক্ষারস ঢেলে একটু একটু করে পান করল। এমনি করে রাতের তারকারাজি আকাশের বুকে আপন কক্ষপথ পরিক্রমণ করল।

"তিনি অতি দুর্বল।" জাফরক সওদাগর এক্রোনসকে বলল।

"তৃষ্ণার্ত থাকার চেয়ে পান করা ভালো," এক্রোনস শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দিল। "আগামীকাল এবং তার পরে কী হবে?"

"তখন দেখা যাবে।"

কথাটা শুনে ওমর তার আসন ছেড়ে উঠে বলল, "অতীত আর ভবিষ্যৎ না থাকলে জীবনটা কত সহজ হত।" এক মুহূর্ত সে ভাবল। "অতীতের ওপর যদি বিস্মৃতির পর্দা বিছিয়ে দিতে পারতাম আর ভবিষ্যতের পর্দাটা যদি না টানতাম! যদি বর্তমান অন্য কিছুতে রূপায়িত না হত!"

"শান্তি, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক—" জাফরক অনুচ্চ কণ্ঠে বলল।

মরুভূমির সমতলভূমি থেকে তারা কুর্দের গিরিপথে চড়ছিল। এক বিকেলে কাফেলা একটা ধূসর প্রস্তরখণ্ডের স্তূপের পাশে রাত্রিবাসের জন্য থামল। প্রস্তরখণ্ডগুলো আয়তনে মানুষের অর্ধেক। কতকগুলো প্রস্তরখণ্ডের ওপর মানুষের মুখ রেখায়িত। আর প্রত্যেকটি পাথরের কোণ ঘূর্ণনের ফলে ক্ষয়ে গেছে। কাফেলার সওদাগরেরা তাদের বাহন থেকে অবতরণ করে প্রস্তরখণ্ডগুলিকে নিচের দিকে সামান্য স্থান ঠেলে টেনে এগিয়ে দিল।

"হ্যাঁ, তারা এই প্রস্তুরখণ্ডগুলোকে মক্কার দিকে যেতে সাহায্য করছে। এগুলো তীর্থপ্রস্তর; পর্বত থেকে নেমে আসছে। প্রতিটি মুসলমান এগুলোকে যাত্রাপথে এগিয়ে

www.pathagar.com

যেতে সাহায্য করে। ছোটবেলায় আমার মনে পড়ে, এগুলো শিরিন দুর্গের কাছে ছিল।" — এক্রোনস বলল।

জাফরক প্রস্তরখণ্ডগুলোকে দেখতে এগিয়ে গেল। সাধারণ প্রস্তর; তবে অদ্ভুত যে, এগুলো পথের ধারে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে ভাবতে লাগল, কবে এই প্রস্তরখণ্ডগুলো বাগদাদে পৌঁছবে; আর কোনদিন এগুলো মরুভূমি পেরিয়ে মক্কায় পৌঁছবে কি না। সওদাগরেরা সেই সন্ধ্যায় খুব জোরে আর দীর্ঘক্ষণব্যাপী নামাজ পড়ল। আর যারা আগে হজব্রত পালন করেছে তারা ডাকাতদের ছোরা আর তীর থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রক্ষিত তাদের রক্ষাকবজ অন্যকে দেখাল। কারণ, এই পাহাড়েই কুর্দিরা তাদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে কাফেলার ওপর হানা দেয়।

রাত্রিটা নিরাপদে কেটে গেলে সওদাগরেরা আল্লার কাছে শোকরগোজারি করে প্রস্তরখণ্ডগুলো আরও একটু সামনে ঠেলে দিল। তারা এবার দাবি তুলল, যে-সওদাগরের উটের পিঠে শরাব আছে, তাকে আজ কাফেলার সঙ্গে যেতে দেওয়া হবে না।

"সে আমাদের দৃষ্টি আর শ্রবণপথের বাইরে থেকে আমাদের অনুসরণ করুক। কারণ, তার ব্যবসাটা অভিশপ্ত; তাতে আমাদের অকল্যাণ হবে। সে ধুলো খেতে খেতে আমাদের পিছনে আসুক।"

তারা এক্রোনসকে বেছে বের করল, "তুমি একজন গ্রিক আর বিধর্মী; তুমি মদ-ব্যবসায়ীর সঙ্গে পড়ে থাক।"

"আজ পথে বিপদ হতে পারে", এক্রোনস প্রতিবাদ করল, "আর যদি দুটো লোককে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তবে তাদের ঘোড়াদুটোর জন্যই ডাকাতরা তাদের হত্যা করবে। তা ছাড়া, আমি গ্রিক নই— আর্মেনিয়ান।"

"একই কথা! শুয়োরের গোশ্‌ত খাও; তোমার লজ্জা নেই? তুমি আমাদের ওপর বিপদ আনবে?"

দ্বিরুক্তি না করে এক্রোনস চলে এল। কারণ, বাগদাদের সওদাগরেরা সশস্ত্র আর তাদের রক্ষীও রয়েছে। তারা রওনা হয়ে গেলেও ওমর একটা তীর্থপ্রস্তরের ওপর বসে রইল।

"আসুন, খাজা ওমর," তারা ওমরকে ডাকল। "না, তোমরা শরাব ফেলে চলে যাও। আমি যাব না।"

"পিছনে পড়ে থাকা বোকামি হবে," জাফরক বলল; "কারণ, পিছনে বোকারাই পড়ে থাকে।"

শরাবের সওদাগর কোনও প্রতিবাদ করল না। কাফেলা দৃষ্টিপথের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত সে তার লোকজনকে অপেক্ষা করতে বলে। "অদৃষ্টে যা লেখা আছে তা ঘটবেই। একজন বোকা, একজন মাতাল আর একজন আর্মেনিয়ানের সাথে পথ চলব বলে আমি মনস্থ করেছি।"

www.pathagar.com

প্রধান কাফেলার শেষ লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেলে মদ্য-ব্যবসায়ী তার লোকজনদের নিয়ে রওনা হল। এঁকেবেঁকে ঢালু পথ বেয়ে চড়াইয়ের সময় উষ্ট্রচালকরা তাদের উষ্ট্র থামিয়ে চিৎকার করে উঠল, "শুনুন!"

ঘোড়ার খুরধ্বনি ভেসে আসছিল; মানুষের চিৎকারও শোনা যাচ্ছিল। শরাব-ব্যবসায়ী চিৎকার করতে লাগল যে, কুর্দিরা এসে এবার তাদের হত্যা করবে।

"জানোয়ারগুলোকে বরং লুকিয়ে রাখি। পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারব না।" এক্রোনস প্রস্তাব করল।

"ভাগ্যলিপিকে কেউ এড়িয়ে চলতে পারে না।" মদ-ব্যবসায়ী বলল।

তারা জানোয়ারগুলোকে একটা শুকনো নালায় লুকিয়ে নিজেরা একটা জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন করল।

তাদের মাথার ওপরে বর্শাধারী অশ্বারোহীরা ছুটে আসছে। অদূরে মানুষের চিৎকার আর নুড়িপাথর পতনের শব্দ শোনা গেল।

কুর্দিরা তাদের বেষ্টন করে ফেলেছে বলে মনে হল! এক্রোনস কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আবার চারদিক স্তব্ধ হয়ে গেল।

"তারা আমাদের দেখতে পায়নি।" জাফরক চেঁচিয়ে বলল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে তারা আবার পথ চলতে প্রস্তুত হল। কুর্দিরা মনে হল, চলে গেছে।

কিন্তু প্রথম মোড়টা ঘুরেই তারা বিস্ময়ে লাগাম কষল। তাদের সামনে এক সমতল জায়গায় প্রধান কাফেলার অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে। রশি, চট আর ছেঁড়া বস্তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। একটা খোঁড়া গাধা আর কয়েকটা কুকুর ছাড়া কাফেলার সবগুলো জন্তু উধাও হয়ে গেছে; ব্যবসায়ীদেরও কোনও পাত্তা নেই। জনকয়েক উষ্ট্রচালক কান্নাকাটি করছে।

একটা অস্ত্রও নেই। সশস্ত্র রক্ষীরাও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এক্রোনস জীবনে পাহাড়ি উপজাতিদের একাধিক আক্রমণ দেখেছে। সে গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক মাথা নাড়তে লাগল। "আহা! কুর্দিরা আমাদের বাগদাদি ভাইদের ওপর হামলা করে পালকহীন পাখির মতন তাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে গেছে; শুধু পালকগুলোই পড়ে আছে। হয়তো কেউ কেউ তাদের অশ্বের গতির দরুন পালিয়ে গেছে। আর তাদের রক্ষীদল তাদের রক্ষা করতে না পেরে কুর্দিদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে।"

মদ-ব্যবসায়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "সব অদৃষ্টের লিখন।"

ওমর হাসল, "আমাদের শরাব রয়ে গেছে। সওদাগররা আমাদের মূল্যবান সম্পদের অর্ধেক মূল্যবান সম্পত্তিও হারায়নি।"

www.pathagar.com

প্রধান কাফেলার যারা বেঁচে আছে তাদের নিয়ে তারা তাড়াতাড়ি চড়াইয়ের পথে দ্রুত এগোতে লাগল। কুকুরগুলো তাদের অনুসরণ করল। কুর্দিদের ভয় তাদের তাড়িয়ে নিতে লাগল; তারা রাত্রে বিশ্রামের জন্যে কোথাও থামল না। ক্ষয়িত বাঁকা চাঁদের জ্যোৎস্নায় তারা পাহাড় বেয়ে চলল। জাফরক এক্রোনসকে বলল, মৃত ব্যক্তি যেমন কবরের সন্ধানে চলে, তারাও যেন তেমনি চলছে।

"খৈয়াম কিন্তু এই আঁকাবাঁকা নির্জন পথে চলাতেই তুষ্ট।"

"আমাকে একটা কথা বলো তো : আর্মেনিয়ান এক্রোনস জাফরককে শুধাল, "তুমি বলেছিলে যে, আজ থেকে তিন বছর পূর্বে তুমি ওমরের বাসস্থানে ইয়াসমির সংবাদ নিয়ে গিয়েছিলে। অথচ ওমর বলছে, সে তোমার সাথে আলেপ্পোতে দেখা হওয়ার পূর্বে ইয়াসমি সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি।"

"আল্লাহ্ সাক্ষী, তাঁকে আমি মান-মন্দিরে খুঁজেছি। তিনি তখন সেখানে ছিলেন না। আমি একটা স্মারক আর সংবাদ সেখানে রেখে আসি।"

"মনে হয় ওমর কোনও সংবাদ পায়নি। কেন? এসো, তাকে বলবে।"

"না, তিনি এমনিই তো মেয়েটার কথা চিন্তা করেন। আমার ভয় হয়।"

"ভয় কিসের? এসো।" এক্রোনস তার ঘোড়াটাকে সামনে নিয়ে জাফরকের গাধাটাকে টেনে ধরল। এবার দু জন ওমরের পাশাপাশি চলল। "জাফরক বলছে," এক্রোনস মন্তব্য করল, "তিন বছর আগে সে ইয়াসমির একটা স্মারকচিহ্ন আর সংবাদ তোমার বাসস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। তুমি কি তা ভুলে গেছ?"

ওমর লাগাম কষে তাদের দু জনের পানে তাকাল।

"আমি অবাক হয়ে ভাবলাম হুজুর, আপনি কেন এতদিন খোঁজখবর নেননি।"

"কী স্মারকচিহ্ন? কী সংবাদ?"

"একটা পাথর বসানো রুপোর বাজুবন্দ। আর সংবাদটা ছিল যে, ইয়াসমি বড় দুঃখে আছে; তাকে পশ্চিমে আলেপ্পোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

যে দিন সে ইয়াসমির বাহুতে বাজুবন্দটা পরিয়ে দিয়েছিল, তা ওমরের স্পষ্ট মনে আছে। সে শক্ত করে লাগামটা ধরল। "আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তুমি কার সাথে কথা বলেছিলে— চাকরের সাথে? খাজা মায়মুনের সাথে?"

জাফরক মাথা নেড়ে বলল, "আমি যার সাথে কথা বলেছিলাম, সে লোকটা ছিল মোটাসোটা। তার মাথায় আসমানি রঙের নীল পাগড়ি। লোকটা দেখতে ছোটখাটো; তবে তার কণ্ঠস্বর ঘণ্টাধ্বনির মতন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়াসমি সত্যি খুব দুঃখে-কষ্টে আছে কি না— আমি বললাম, হ্যাঁ—"

"চুপ করো!" ওমর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "লোকটা তুতুস। সে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। মিথ্যে কথা!"

www.pathagar.com

ওমরকে নীরব দেখে সে পিছনে পড়ল। ওমরের শ্রবণসীমার বাইরে এসে সে আর্মেনিয়ানকে প্রশ্ন করল, "এ কথার মূল্য কী? এতে তোমার কী লাভ? এবার তিনি তো তুতুসের খুনি-দুশমন হয়ে গেলেন।"

"এটার মূল্য কয়েকটা উটবোঝাই কাপড়ের মূল্যের সমান।"

এক্রোনস হাসল। কিন্তু কথাটার কোনও ব্যাখ্যা করল না। জাফরক ভেবে পেল না, এক্রোনস কেন নিজামের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তুতুসের সাথে ওমরের শত্রুতা সৃষ্টি করল।

www.pathagar.com

নিশাপুর নদীর তীরে অবস্থিত সেতারা মহল

খাজা মায়মুন ইবনে-নাজিব আল-ওয়াসিতি তার জামার আস্তিন গুটিয়ে মান-মন্দিরের সভাকক্ষে বসে আছেন। তাঁর পার্শ্বে ডরগান্দ মান-মন্দিরের মুজাফফার আল-ইসফিজারি। আর দেয়ালের পার্শ্বে তাঁদের ছ জন সহকারী উপবিষ্ট।

তাঁদের সামনে নিচু টেবিলের ওপর কাগজের পাতা ছড়ানো রয়েছে। তাঁদের পরিশ্রমের ফল স্তূপাকারে সজ্জিত সংখ্যারাশি কাগজের বুকে লিপিবদ্ধ। তাঁর নীরস কণ্ঠে খাজা মায়মুন তাঁদের সম্পাদিত কর্মের ব্যাখ্যা করছিলেন, অথচ আপন মনে মানসিক সংশয়ের সাথেও বোঝাপড়া করছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল থেকে সদ্যপ্রত্যাগত সুলতানের জ্যোতির্বিদ মনে হয় মাতাল হয়ে গদিআঁটা শয্যায় সটান শুয়ে আছে। অন্তত চারদিকে ইতস্তত তাকাচ্ছে আর আপন মনে গুনগুনিয়ে গান করছে।

তা ছাড়া, ওমরের পিছনে ছিন্ন বসন-পরিহিত একটা ভাঁড় আর একজন সাদা দাড়িওয়ালা কালো খুলি-টুপি পরা লোক হেলান দিয়ে বসে আছে। খাজা মায়মুন ভাবলেন, তাঁর সহ-গণিতবিদদের কাছে তাঁর সম্মানের হানি হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের সমাবেশে ভাঁড়ের উপস্থিতি! তাই তিনি এর প্রতিবাদে আনুষ্ঠানিকতা ত্যাগ করে উপসংহারে বললেন, "তা হলে বসন্তকালে যখন সূর্য বিষুবরেখা অতিক্রম করে ও দিবা-রাত্র সমান হয়, সে সময়ে সূর্যোদয় কাল আর আমাদের নির্ধারিত সূর্যোদয়ের কালের মধ্যে তিন ঘণ্টা নয় মিনিটের ব্যবধান।"

"তিন ঘণ্টা আর নয় মিনিট—" ওমর কথাটা পুনরাবৃত্তি করল।

মায়মুন চোখ নত করেন। তাঁর একটা গোপন আশা ছিল যে, ওমরের অনুপস্থিতিতে তিনি সূর্যোদয়ের সময়টা এমন কাছাকাছি নিরূপণ করবেন যে, হিসাবের কৃতিত্বটা তাঁরই প্রাপ্য হবে।

"একটা হাতুড়ি দিয়ে জল-ঘড়িটা ভেঙে ফেলুন।" ওমর বলল।

"না, হুজুর," ঘড়ি-পর্যবেক্ষণের তথ্যাবলি হাতে নিয়ে ইসফিজারি বললেন, "সূর্যের থেকে এর ব্যবধান সতেরো মিনিটের বেশি নয়; হয়তো সামান্য কিছু বেশি, কিন্তু—"

"হায় আল্লাহ!" ওমর চিৎকার করে উঠল, "ঘড়িটা এত সঠিক?"

www.pathagar.com

"ইনশা-আল্লাহ্।"

"তবু বছরে সূর্যের সাথে আপনাদের সময়ের ব্যবধান ছয় ঘণ্টা আর আঠারো মিনিট!"

"আমাদের অদৃষ্ট—"

"যান! বাজার থেকে কয়েকটা ছেলে নিয়ে আসুন। তারা যন্ত্রপাতিগুলো পর্যবেক্ষণ করবে। আর সময় লিপিবদ্ধ করার জন্য কয়েকজন ইস্পাহানি সুন্দরী নাচনেওয়ালিও আনবেন। আপনারা আবার ব্যুৎপত্তিশালী গণিতবিদ! আপনারা এখান থেকে বিদায় নিয়ে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করুন গিয়ে, যান!"

সহকারীরা ইসফিজারির সঙ্গে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ মায়মুন একা নীরবে বসে রইলেন।

"হুজুর!" জাফরক ভীরু কণ্ঠে বলল, "ছয় ঘণ্টা আর কতক্ষণ! তরমুজ খেয়ে আমি ছয় ঘণ্টা কাল নির্বিকার ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি।"

"তবে তোমার জ্যোতির্বিদ হওয়া উচিত!" ওমর হাততালি দিয়ে বলল, "শরাব নিয়ে এসো। মোহর-মারা কূঁজো থেকে শিরাজি শরাব!"

ভীত অনুচরটা পানীয় ঢেলে দিল। ওমর ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগল। মায়মুনের মনে হল, তিনি নিজের কাজের যথার্থতা প্রমাণ না করে এ স্থান ত্যাগ করবেন না। এক্রোনস ভাব-ব্যঞ্জনাহীন চোখে তাকিয়ে রইল। ওমর দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক টুকরো কাগজ টেনে নিল।

"এগুলো কে লিপিবদ্ধ করেছে?"

"হুজুর," মায়মুন গম্ভীর সুরে বললেন, "আমি নিজে লিপিবদ্ধ করে এর সত্যতা যাচাই করেছি। এতে আপনি কোনও ভুল পাবেন না।"

ওমর সংখ্যাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে আর একটা কাগজ চেয়ে নিল। খুব মনোনিবেশ সহকারে সে এটা পরীক্ষা করতে করতে বলল, " আপনি কসম করে বলছেন যে, আপনার হিসাবটা নির্ভুল। আর ইসফিজারি কসম করছেন যে, তাঁর ঘড়িটা সঠিক সময় দিচ্ছে। আপনাদের দু জনের একজন ভুল করেছেন। তবে ভুলটা কার?"

"ঘড়িটা সম্বন্ধে বলা যায় এটা বেশ সঠিক সময় দিচ্ছে। প্রথম এক মাসেই আমরা এর ব্যতিক্রমটা জানতে পেরেছি।" মায়মুন জেদির মতন মাথা তুললেন। "আমাদের বিদায় করে দেওয়া সহজ, তবে কাবার কসম আর ইমানের কসম খেয়ে বলছি যে, আমি স্বহস্তে এ সব ফলাফলের নির্ভুলতা পরীক্ষা করে দেখেছি।"

"টলেমির নক্ষত্র-নির্ঘণ্ট মতে?"

"নিশ্চয়ই!"

www.pathagar.com

"নিশাপুরের অক্ষরেখার সাথে মিলিয়ে নিয়েছিলেন? টলেমি তো আলেকজান্দ্রিয়াতে এই পর্যবেক্ষণ-কার্য পরিচালনা করেছিলেন।"

"আমি যতটা জানি, আমি করেছি। হুজুর, নিজে একবার দেখুন না।" এই তো গত মাসের নির্ঘণ্ট।"

একটা কলম হাতে নিয়ে ওমর চটপট হিসাব কষে তা মায়মুনের হিসাবের সাথে মিলিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করল। ব্যাপারটা কেমন হল? হিসাবটা তো নির্ভুল হয়েছে। নক্ষত্রের গতিতে কোনও ব্যতিক্রম নেই। ঘড়িটার প্রকৃতিও জানা; অথচ দুটোর মধ্যে সময়ের পার্থক্য ছয় ঘণ্টা। "আপনার কোনও কৈফিয়ত আছে?" মায়মুন ধীরে মাথা হেলিয়ে বললেন, "না, আমার কোনও কৈফিয়ত জানা নেই।"

"টলেমির নির্ঘণ্টটা নিয়ে আসুন।"

নির্ঘণ্টের বিরাট পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে এলে ওমর মায়মুনের তথ্যসংবলিত প্রথম পাতাটা খুলে মাথা হেঁট করে কাজে লেগে গেল। এক্রোনস ঘুমোতে চলে গেল। জাফরক কম্বলের এককোণে জড়সড় হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু সাবধানী পেঁচকের মতন মায়মুন নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তেলাভাবে প্রদীপটা নিষ্প্রভ হয়ে গেলে মায়মুন তৈলাধারে নতুন করে তেল ঢেলে দিলেন।

"তা হতে পারে না;" ওমর স্বগত বলে একটা নতুন পাতায় মনোনিবেশ করল।

প্রাচীরের রন্ধ্র দিয়ে ভোরের আলো দেখা দিলে আর প্রদীপের দীপ্তি পাণ্ডুর হয়ে গেলে ওমর কাজ শেষ করল। মায়মুন আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"আমার সংখ্যা নির্ভুল তো?" মায়মুন কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

ওমর টলেমির নির্ঘণ্টের প্রথম ও শেষ পাতাটা পরীক্ষা করে দেখেছিল : "আপনার হিসাব নির্ভুল আর ছয় ঘণ্টা আঠারো মিনিটের ভুলটাও অপরিবর্তনীয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ছয় ঘণ্টা আঠারো মিনিট।"

মায়মুন চোখ মিটমিট করে সায় দিলেন, "তাই হবে।"

"ভুলটা এখানে"— বলেই ওমর টলেমির পুরনো পাণ্ডুলিপিটার ওপর হাত রাখল।

"খোদা না করুন! আপনি বলছেন কী? ভুল— এতকাল পরে!" বিস্ময়ে মায়মুনের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়।

"হ্যাঁ, একটা অপরিবর্তনীয় ভুল।"

"কিন্তু কেমন করে ভুল হবে এমন একজন পর্যবেক্ষকের?— আর কেউ এ পর্যন্ত ভুলটা ধরতে পারল না!"

"যদি জানতাম যে কেমন করে ভুল হল, তবে তো ভুলটা সংশোধন করতে পারতাম।" ওমর মৃদু হাসল। তার ক্লান্ত দৃষ্টিতে চিন্তার অভিব্যক্তি। "কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার মহান ব্যক্তি তো অনেককাল আগে দেহত্যাগ করেছেন।"

www.pathagar.com

অবিশ্বাসের সাথে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বৃদ্ধের চোখেমুখে ফুটে উঠল। কারণ, এই নক্ষত্র-নির্ঘণ্ট মুসলিম বিজ্ঞানীরা বহু শতাব্দী থেকে ব্যবহার করে আসছেন। টলেমির ভুল হয়েছে সন্দেহ করার সঙ্গে সঙ্গে নিশাপুরের বড় মসজিদের স্তম্ভ আন্দোলিত হচ্ছে বলে তিনি আশঙ্কা করছিলেন।

তাঁদের আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মায়মুন আর্তনাদ করে উঠলেন। "তা হলে খারেজমি আর অন্য পণ্ডিতরা যা করে ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি আমরাও ব্যর্থ হয়েছি। স্থির নক্ষত্রের যে নির্ঘণ্ট আমরা তৈরি করেছি, তা মিথ্যে— একশ বার মিথ্যে।" সম্পূর্ণ অপ্রতিভচিত্তে তিনি ঘরের চারদিকে ইতস্তত তাকাতে লাগলেন। ঘরের মেঝেটা যদি এক দিকে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ত, তবে তিনি বিস্মিত হতেন না। কিন্তু ওমরের কালো চোখের দৃষ্টিতে একাগ্রতা বিরাজমান।

"অপেক্ষা করুন মায়মুন— স্থির হোন। ভুলটা অকিঞ্চিৎকর আর অনেকদিন থেকে চলে আসছে। প্রথম স্তম্ভে যা আছে শেষ স্তম্ভেও তাই রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ ঠিকই করা হয়েছে। তবে ফলাফলটা সামান্য ভুল, আর ভুলটা স্থায়ী।" ওমর তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে গিয়ে চোখ ধাঁধানো সূর্যের পানে তাকাল। "একাধারে মিথ্যে আর সত্য হতে পারে না, অথচ তাই। যদি রহস্যজালটা ছিন্ন করতে পারতাম!"

"অজানার চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।" মায়মুন মাথা নেড়ে বললেন।

"যদি চাবিকাঠিটা আবিষ্কার করতে পারতাম— যদি চাবিকাঠিটা"— ওমর সহসা মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা টলেমির দ্রাঘিমা আর অক্ষরেখা নির্ভুল তো?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,— নইলে এই ত্রিশ বংশ-পরম্পরা আমরা তা ব্যবহার করতাম না।"

"তা হলে নিশ্চয়ই স্থির নক্ষত্রের নির্ঘণ্টের চাবিকাঠি তাঁর জানা ছিল। তিনি নির্ঘণ্টটা সঠিক ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু যার কাছে চাবিকাঠি নেই, সে অকৃতকার্য হবে, আমরা যেমন হয়েছি।" ওমর খোলা পাণ্ডুলিপিটার ওপর হাত রেখে বলল, "চাবিকাঠি দিয়ে আমরাও নির্ঘণ্টটা সঠিক ব্যবহার করতে পারব— আমরাও পারব।"

"যদি সত্য আর মিথ্যের মধ্যে চুলচেরা ব্যবধানও থাকে, তবে মিথ্যেটা সত্যে পরিণত হয় না।"

ওমর বিজ্ঞানী মায়মুনের পানে তাকাল। তার মুখাবয়ব শান্ত-কোমল হয়ে উঠল।

"বুড়ো ওস্তাদ মায়মুন, আপনার সাথে চেঁচামেচি করেছি; সে অপরাধ মাফ করবেন। আপনি আমাকে যে চাবিকাঠি দেখিয়েছেন, ওটা দিয়েই মিথ্যে সত্যে পরিণত হবে। হ্যাঁ তাই।"

"আয় আল্লাহ! সে চাবি মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না।"

www.pathagar.com

"চাবিটা অতি সূক্ষ্ম। নিশাপুরের অক্ষরেখার জন্য আপনি কেন নির্ঘণ্টগুলো সংশোধন করলেন?"

"কারণ," জ্যোতির্বিদ ভেবে বলতে লাগলেন, "নিশাপুর থেকে দৃষ্ট স্থির তারকাগুলো আলেকজান্দ্রিয়ার অন্য একটা কোণ থেকে দৃষ্ট হয়, যেখানে টলেমির কর্মস্থল ছিল।"

"আলেকজান্দ্রিয়াতে যদি সেগুলো দৃষ্টগোচর না হত?" ওমর কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

"ইয়া আল্লাহ! আলেকজান্দ্রিয়াতে কি টলেমির মান-মন্দির অবস্থিত ছিল না?"

"হ্যাঁ, এখানেই আমাদের ভুল।"

মায়মুন কথাটা বুঝতে না পেরে বিব্রত হয়ে রইলেন; "পাগল নাকি?" স্বগত বললেন।

"না। কারণ, টলেমি আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে এই নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেননি। এই নির্ঘণ্ট তাঁর আগে অন্য একজন জ্যোতির্বিদ অন্য স্থানে প্রস্তুত করেছিলেন। আমরা যেমন এই নির্ঘণ্ট ব্যবহার করছি, তিনিও এটা ব্যবহার করেছিলেন। আমরা ভাবছি যে, এটা টলেমির তৈরি নির্ঘণ্ট। কিন্তু টলেমি সেই অপরিচিত জ্যোতির্বিদকে জানতেন; তাই তাঁর হিসাব নির্ভুল হয়েছে।"

মায়মুনের চোখদুটো জ্বলে উঠল। তিনি পিছনে সরে এলেন। সত্যটা তৎক্ষণাৎ তাঁর সামনে প্রতিভাত হয়ে গেল। তাঁর মনে হল, ওমর দৈব-শক্তির অধিকারী। এই শক্তিবলেই তিনি নয় শতাব্দীর লুক্কায়িত রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। স্বয়ং নিজাম কি এ কথা বলেননি যে, ওমর এক অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী?

"তাই হবে," মায়মুন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "কিন্তু আমরা জানতে পারব না, কে এই নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছিলেন এবং কোথায় এই নির্ঘণ্ট প্রস্তুত হয়েছিল? হয়তো ব্যাবিলনের কোনও ক্যালদীয় ভারতের কোনও হিন্দু বা দূর প্রতীচ্যের কোনও গ্রিক। কে জানে?"

কোথায় পর্যবেক্ষণ কার্যপরিচালনা করা হয়েছিল তা আবিষ্কার করতে না পারলে সঠিক নির্ভুল কাজের পক্ষে এই নির্ঘণ্ট কোনও কাজেই লাগবে না। টলেমি তা জানতেন; কিন্তু এই মহান মিসরীয় অজানা পর্যবেক্ষকের অবস্থান গোপন রেখে গেছেন।

"কয় দিনের মধ্যেই," ওমর শান্ত কণ্ঠে বলল, "পর্যবেক্ষণের সঠিক স্থানটা আমি আপনাদের কাছে বলব। কিন্তু এখন আমি ঘুমোব।"

ওমর দুর্গ-কক্ষ থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মায়মুনের মনে একটা আশার উদয় হল। যে লোক একটা অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করতে পারেন, তিনি অন্যটাও পারবেন; যদিও গণিত-বিজ্ঞানে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁর জানা নেই। কিন্তু মায়মুন যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁর সহকারীরা নিরাশ মনে তাঁর দোর-গোড়ায় ফজরের নামাজের পর তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে, তখন বৃদ্ধ জ্যোতির্বিদ সগর্বে বললেন, "হে আমার সহকর্মীবৃন্দ! খাজা ওমর আর আমি ভুলটা আবিষ্কার

www.pathagar.com

করেছি। নয় শতাব্দ পর আমি ভূগোলজ্ঞ টলেমির নক্ষত্র-নির্ঘণ্টে ভুল আবিষ্কার করেছি। শিগগিরই আমরা ভুলটা সংশোধন করব। তবে এখন আমি বড় ক্লান্ত; ঘুমোব।"

গায়ের জোব্বাটা ভালো করে জড়িয়ে তিনি সগর্বে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন। এক মুহূর্তকাল তাঁর সহকর্মীরা বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে রইল।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্;" একজন ফিসফিসিয়ে বলল, "শেষপর্যন্ত শিরাজের শরাবে এই বুড়োও যে মাতাল হয়ে গেল দেখছি।"

পরের কয়দিন ছায়া-ঘড়ির তথ্য এবং জল-ঘড়ি অনুসারে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় লিপিবদ্ধকরণের মামুলি কাজ ছাড়া সেতারা মঞ্জিলে অন্য কোনও কাজ হয়নি। ওমর অবিরাম কাজ করে গেছে। তার সহকর্মীদের মতে, মানুষকে ভূতে পায় আর ওমরকে কাজে পেয়েছে। ওমর গ্রন্থালয় থেকে প্রথম টলেমির রচিত একখানা ভূগোল এবং পরে প্রাচীনকালের গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নামের তালিকা আনাল।

বেশিরভাগ সময় ওমর নীরবে সংখ্যা লিখে কাগজের পাতার পর পাতা ভরে মায়মুনকে তা মিলিয়ে দেখতে দিত। অজানা তত্ত্বের ব্যাপারে অসহায় মায়মুন মন্ত্রমুগ্ধের মতন চেয়ে থাকতেন; যেমন করে কেউ এমন কোনও কঠিন অস্ত্রোপচার পর্যবেক্ষণ করেন, যে অস্ত্রোপচারের সফলতা সম্বন্ধে তিনি আশাবাদী নন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ওমর ভুলের অনুপাত আবিষ্কার করতে চাইছেন এবং এই অনুপাতের সাহায্যে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সেই অজানা মান-মন্দিরের দিক ও দূরত্ব নির্ধারণ করবেন। শেষ পর্যন্ত এই দূরত্বটার কাছাকাছি আসা সম্ভবপর হল মাত্র। দূরত্বটা অক্ষরেখার পাঁচ ডিগ্রি প্রমাণিত হল।

"সেই অজানা মান-মন্দিরটা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে উত্তরে পাঁচ ডিগ্রির কাছাকাছি অবস্থিত ছিল।" ওমর উপসংহারে বলল।

"কিন্তু দক্ষিণেই-বা নয় কেন?" মায়মুন প্রশ্ন করল।

এই কথা খাঁটি যে, মানচিত্র দৃষ্টে মনে হয় আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণে ধু-ধু মরু আর পর্বতশ্রেণি। কিন্তু ওমর তো মানচিত্রের ওপর নির্ভরশীল নয়। সে বুঝিয়ে দিল যে, নির্ঘণ্টে বর্ণিত অনেকগুলি তারা আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না।

"নিশাপুরই তো সেই রেখাটার উত্তর দিকে অবস্থিত, মায়মুন মন্তব্য করলেন; "হ্যাঁ, আলেপ্পো, বলখ্ এবং আরও অনেক স্থান এমনি রয়েছে।"

তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, যে স্থানটা তাঁরা খুঁজছেন, তা ভারতবর্ষ নয়— সে স্থানটার অবস্থান হবে নিশাপুরের পশ্চিমে। ওমরের বিশ্বাস, স্থানটার অবস্থান আলেপ্পোর পশ্চিমে। এতে তাদের অনুসন্ধানের কাজটা আরও কঠিন হয়ে গেল। কারণ, দূর পশ্চিমের প্রাচীন নগর সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান নেই।

www.pathagar.com

এক সন্ধ্যায় তাঁরা গভীরভাবে কাজে নিমগ্ন রয়েছেন, এমন সময় এক উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর প্রবেশপথ থেকে তাদের অভিবাদন জানাল :

"জ্ঞানের স্তম্ভদ্বয়ের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি; আপনাদের পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত হোক।"

যেন ইস্পাতের খোঁচা খেয়েছে, এমনিভাবে ওমর মুখ ফেরাল। মায়মুন নীল পাগড়ির নিচে তুতুসের স্মিত মুখখানা দেখতে পেলেন।

তুতুস মন্তব্য করলেন, "বাজারে বলাবলি হচ্ছে যে, সেতারা মঞ্জিল নাকি একটা মহাআবিষ্কার করেছে; ব্যাপারখানা কী?"

ওমর কলমটা রেখে দাঁড়াল, "পথ চলতে আমি যে আবিষ্কারটা করেছি," সে শান্ত কণ্ঠে বলল, "আপনাকেই এই সম্বন্ধে আলোকপাত করতে হবে।"

তুতুস অভিবাদন করে বলল, "আপনার ক্রীতদাস আলোকপাত করবে? আমি আপনার পুরনো বন্ধু; আমার ওপর হুকুমই যথেষ্টমাত্র।"

"আমি জিগ্যেস করছি, সেই পাথর বসানো বাজুবন্দটা কোথায় লুকিয়েছেন? আর যে সংবাদটা আপনাকে বলা হয়েছিল, তারই-বা কী হল?"

গোয়েন্দা-সর্দার চতুর ব্যক্তি। যে বাজুবন্দটা তিনি ঝরনার পাশে মেয়েদের সামনে ছুড়ে ফেলেছিলেন, সে বাজুবন্দটার কথা তাঁর মনে পড়ল। মুহূর্তের জন্য তিনি চোখ মিটমিট করে ভাবতে লাগলেন, কোন যাদুমন্ত্র বলে সুলতানের জ্যোতিষী এ ব্যাপারটা জানতে পারলেন।

"আহ! লক্ষ লক্ষ পাথর বসানো বাজুবন্দ আছে। খাজা কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?"

"এই ঘরে একজন পঙ্গু বিদূষক আপনার হাতে একটা বাজুবন্দ দিয়েছিল; তার সাথে একটা সংবাদও বলেছিল। এই সংবাদটা আপনি আমার কাছ থেকে লুকিয়েছিলেন। তার ফলে একটা মেয়ের মৃত্যু আমার বুকে জগদ্দল পাষাণের মতো চেপে বসে আছে।" ওমরের গণ্ডদেশ পাণ্ডুর হয়ে গেল। সে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত কোমরে স্থাপন করে বলল : "এখন তুতুস আবার বলুন, অনেক মেয়ে রয়েছে! আমি একটা মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম আর সে মেয়েটাকে আপনি জানেন। আপনি আমার সাথে মিথ্যে কথা বলেছেন।"

ওমর নাদুস-নুদুস গোয়েন্দা-সর্দারের পানে এগিয়ে গেল। ওমরের কঠোর দৃষ্টি লক্ষ্য করে তুতুস শঙ্কিত হয়ে উঠল। ওমর তুতুসের দুর্ভাবনা ও শঙ্কিত ভাব বুঝতে পারল।

"আল্লার নিরানব্বই নামের কসম করে বলছি, আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না; আপনার প্রিয়তমা কোনও নারীর প্রতি আমি দৃষ্টি দিইনি। মায়মুন আমাকে বাঁচাও!"

ওমর তুতুসের গলা চেপে ঝাঁকুনি দিতে লাগল; ফাঁদে পড়া জানোয়ারের মতন তুতুসের দম বন্ধ হয়ে এল। ওমরের আঙুলগুলো তুতুসের নরম মাংসে ইস্পাতের মতন বসে গেল। ক্রোধে তার চোখ আগুনের মতো জ্বলতে লাগল। সাহায্যের জন্য মায়মুন

www.pathagar.com

অন্যদের ডাকাডাকি করতে লাগলেন। তার পর তুতুসের কোমর থেকে একটা ছোরা ছিনিয়ে ওমর তাকে আঘাত করল। ছোরার আঘাতে তার কাপড় আর মাংস কেটে হাড় পর্যন্ত লাগল। এবার তুতুসের কটি ধরে ওমর তাকে মেঝেতে ছুড়ে ফেলল।

মেঝেতে পড়ে তুতুস হাঁপাতে হাঁপাতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, প্রায় আধা ডজন চাকর আর বিদ্যার্থী ওমরকে ধরে আছে। তার জামাটার স্কন্ধদেশ ছিঁড়ে গেছে। তার বুক বেয়ে রক্ত ঝরছে।

"আমাদের দু'য়ের মধ্যে রক্তপাতের সম্বন্ধ রয়েছে, কুকুর কোথাকার!" ওমর তার স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বলল, "তবে এই রক্ত নয়। ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত আমার অন্তরে ঝরছে; এই রক্ত এমনি করে বন্ধ হবে না। এখান থেকে পালা— নইলে তোর মৃত্যু অবধারিত।"

সবাই মিলে তুতুসকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। জাফরক চাকরদের বাচনিক ঘটনাটা জানতে পেরে সে রাত্রেই এক্রোনসকে জানাল যে, ক্রোধোন্মত্ত হয়ে গোয়েন্দা-প্রধান তুতুসকে আক্রমণ করতে গিয়ে ওমর আহত হয়েছেন। জাফরকের প্রস্থানের পর এক্রোনস বাজার থেকে একজন সংবাদবাহক ডেকে এনে একটা কাগজে দুটো শব্দ লিখে তার হাতে দিয়ে দিল :

"এই কাগজটা রাই-তে নিয়ে যাও। মুসাফিরখানায় পৌঁছে চেঁচিয়ে বল যে, সপ্তক-সর্দারের নামে পত্র আছে। তিনি এগিয়ে এলে তাঁকে পত্রটা দিয়ে দিয়ো।"

সংবাদবাহক আপত্তি করে বলল, "তিনিই আসল লোক কি না, তা কেমন করে জানব?"

"তুমি কোত্থেকে এসেছ, তা তিনিই বলে দেবেন।"

"বাহ! ভোজবাজি, একবারে ভেলকিবাজি যে!" কী সংবাদ তা জানার জন্য লোকটা উৎসুক্যে কাগজটা খুলে তাতে লেখা দুটো শব্দ দেখে নিল; কিন্তু এর অর্থ বুঝল না। সে একজন মোল্লাকে দিয়ে কাগজটা পড়িয়ে নিল।

"সায়ায শুদ"— সময় হয়েছে— অর্থাৎ কাজ আরম্ভ করার সময় হয়েছে। এতে ভয়ের কী আছে?" মোল্লা পড়ে বুঝিয়ে দিল।

স্কন্ধদেশে পট্টি বেঁধে ওমর তার নিজের কক্ষ থেকে আর বাইরে এল না। ইসফিজারি তার ঘরে উঁকি দিয়ে গিয়ে জানাল যে, ওমর ছোট্ট ছোট্ট কাগজের টুকরোতে কী যেন লিখছেন। কয়েকটা কাগজের টুকরো মেঝেতে বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে।

মান-মন্দিরের মায়মুন অসমাপ্ত অঙ্কগুলো নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। ওমরকে ছাড়া তিনি কোনও কাজই সমাধা করে উঠতে পারছিলেন না। মানচিত্রটা ছিল ভ্রমাত্মক আর গ্রিক-জ্যোতির্বিদদের নামের তালিকার মাথামুণ্ডু তিনি কিছুই বুঝলেন না। নিজে কয়েকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, অকৃতকার্য হয়ে তিনি মান-মন্দির ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

এক রাত্রে ইসফিজারি এসে তাঁকে জানালেন যে, মান-মন্দিরের কক্ষে আলো জ্বলছে, যদিও সহকারীদের কেউ মান-মন্দিরে উপস্থিত ছিল না। এই খবর শুনে মায়মুন মান-মন্দিরে গিয়ে দেখলেন যে, নিচু টেবিলটার সামনে নতজানু হয়ে বসে ওমর টলেমির পাণ্ডুলিপিটা নিবিষ্ট মনে দেখছে।

"যে জায়গাটা আমরা খুঁজছি, তা এশিয়া-মাইনরের পশ্চিমে— এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ," ওমর বলল।

"কিন্তু এশিয়া-মাইনরের পশ্চিমে তো কেবল সমুদ্র।" মায়মুন নিরাশ কণ্ঠে বললেন। ওমর মাথা নাড়লেন।

"হায়! আমাদের সব অনুসন্ধান পণ্ড হল।"

"না। আমাদের অনুসন্ধান সমাপ্তির পথে। স্থলভাগে প্রাচীনকালে অনেক নগর ছিল; আর জলভাগে মাত্র কয়েকটা নগর অবস্থিত ছিল।" ওমর জ্যোতির্বিদদের নামের তালিকা পড়ছিল আর একটা একটা করে কেটে যাচ্ছিল। এক জায়গায় এসে তার কলমটা থেমে গেল। "রোড্স দ্বীপ" সে আপন মনে বলল। "রোড্স দ্বীপবাসী হিপারকাস এক হাজার নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করেছিলেন।"

বৃদ্ধ জ্যোতির্বিদের ঠোঁটদুটো নীরবে নড়ে উঠল। তাঁর জীর্ণ শিরায় উষ্ণ রক্ত বইতে লাগল। তাঁরা বিজ্ঞানের এমনি একটি রহস্য উদ্ঘাটন করতে যাচ্ছেন যা নয় শতাব্দ অবধি অজ্ঞাত রয়েছে।

"হ্যাঁ" তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "আর টলেমি তাঁর 'আল-মাজেস্ত' গ্রন্থে হিপারকাসের এক হাজার আশিটি নক্ষত্রের উল্লেখ করে গেছেন। তাই যদি সত্য হয়— তাই যদি সত্যি হয়!"

"আমার মনে হয়, তা-ই সত্য" ওমর নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, "এখন আমাদের রোড্সের নির্ঘণ্টটা মিলিয়ে দেখতে হবে— রোড্স নগর আর খ্রিষ্টের জন্মের আগে একশ চৌত্রিশ সন।"

"আসুন, আমরা দু জন আলাদাভাবে এটা করি।" মায়মুনের মনে ভয় আছে; তবে একটা মহাআবিষ্কারে অংশগ্রহণের আগ্রহও তাঁর রয়েছে।

তিন দিন তাঁরা অনবরত কাজ করলেন। মায়মুন তাঁর ক্লান্ত চোখ কাগজ থেকে সরালেন না। আর ওমরও গভীর চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে দ্রুত কাজ করতে লাগল। গভীর রাতে আর সকালবেলায় তাঁরা সামান্য আহার করতেন। অবশেষে ওমর তার অক্ষত বাহুটা প্রসারিত করে হেসে বলল :

"যথেষ্ট— যথেষ্ট হয়েছে।"

"না— সামান্য কাজ করেছি মাত্র," মায়মুন আপত্তি করলেন। কারণ, তাঁর ধারণা, তিনি কাজটা আরম্ভ করেছেন মাত্র। কিন্তু তাদের দু জনের হিসাব মিলতেই উত্তেজনায় তিনি অদ্ভুত শব্দ করে উঠলেন।

www.pathagar.com

"কাবার কসম! আবে জমজমের কসম! ব্যাপারটা তাই। আবুসিনা নিজেও এটা সত্য বলে ঘোষণা করতেন; অথচ তিনি এই নির্ঘন্টের নির্ভুলতায় কখনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি।" তিনি খৈয়ামের দু বাহু জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন, "এবার আমরা নির্ভুল নির্ঘন্ট পেয়েছি, খাজা ওমর। টলেমি যেমন রোড্‌সবাসী হিপারকাসের নির্ঘন্ট ব্যবহার করেছিলেন, আমরাও তা ব্যবহার করতে পারি।"

মায়মুনের আকাঙ্ক্ষা হল, একবার আঙিনায় গিয়ে বসবেন। তাঁর শাগরেদদের এই অত্যাবশ্যক আবিষ্কারটা ব্যাখ্যা করবেন। এই মুহূর্তের আনন্দটুকু উপভোগ করবেন। এমনকি তাঁর এমন ইচ্ছাও হল যে, নিশাপুর শিক্ষায়তনে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করে এই আবিষ্কার সম্বন্ধে আলাপ করবেন। কিন্তু ওমর তাতে সম্মত হল না।

ওমর বোঝাল, "ওলামারা তো আগে থেকেই ফতোয়া দিয়েছেন যে, সময়ের পরিমাপ করা নিষিদ্ধ; আর আমরা নাকি এ কাজে কবরস্থানের প্রেতাত্মাদের সাহায্য গ্রহণ করছি। যদি তাঁরা জানতে পারেন যে, আমরা এক বিধর্মী গ্রিকের নির্ঘন্ট ব্যবহার করছি, তবে তো তাঁরা আরও বিরোধিতা করবেন। যতদিন পর্যন্ত কাজটা সম্পূর্ণ করে সুলতানের হুজুরে হাজির না করি, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"সত্যি কথাই বলছেন, খাজা ওমর। একদিন একজন হাম্বলি আমাদের মান-মন্দিরে জ্বলন্ত মশাল নিক্ষেপ করে আমাদের কত গালাগাল দিল। আর আপনি যখন আলেপ্পোতে ছিলেন, তখন প্রায় রাত্রেই মসজিদ থেকে একদল লোক বেরিয়ে মান-মন্দিরের ওপর ঢিল ছুড়ত। আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে চলতে হবে।"

তিনি বুঝতে পারতেন না যে, ওমর কেমন করে একইসঙ্গে অন্য কাজও করে। তিনি জানতেন না যে, অঙ্ক কষার কাজ ছেড়ে ওমরের মন এমনি এক দূর দেশে ঘুরে বেড়াত, যেখানে একটা মুমূর্ষু তরুণী তার বাহুলগ্না হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

জ্বলন্ত রৌদ্রে তপ্ত স্রোতস্বিনীর তীরটা ছায়াচ্ছন্ন দোজখ। মাঝে মাঝে সে কল্পলোকে ইয়াসমির সান্নিধ্য উপভোগ করত। ইয়াসমি কালো চোখ মেলে তার পানে চেয়ে থাকত। তার কালো কেশের বন্যা পিছনে ঠেলে দিয়ে হাসত। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ওমরের কল্পনায় ভেসে উঠত সেই নদীর তীর আর ইয়াসমির যন্ত্রণাকাতর মুখ।

ইসফিজারি একদিন বলছিলেন যে, "ওমর এমনিভাবে কাজ করেন যে, তার কাজের যেন আর শেষ নেই।" তার পর তিনি একাকী শরবতের পাত্র নিয়ে বসেন।

"তিনি অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী।" মায়মুন মুরব্বিপনার সুরে বললেন, "আর এই তাঁর স্বভাব। মনের জোর না হারালে তিনি কাজ দিয়ে টলেমিকেও হারিয়ে দেবেন।"

কিন্তু জাফরক একজন পঙ্গু ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে রাতের বেলায় খৈয়ামের পাশে বসে থাকত। তার বন্ধুর পাশে জড়সড় হয়ে বসে কম্পিত প্রদীপ শিখায় সে দেয়ালের গায়ে ছায়া পর্যবেক্ষণ করত। সে সময়টা সে কোনও রসিকতা করত না। "আমার প্রভু

www.pathagar.com

আল্‌প আরসালান যখন ইহলোক ত্যাগ করলেন," সে সাহস করে একদিন বলল, "আমি এক সমুদ্র অশ্রুবর্ষণ করে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। কিন্তু ওই পাত্রের শরবত তো আপনাকে কাঁদাতে পারে না, খৈয়াম!"

ওমর দামি পাথর বসানো তার হাতের রুপার পানপাত্রটার পানে নিষ্পলক চেয়ে রইল। "যদি তোমার চোখে ঘুম না আসে তবে নেশায় বুঁদ হয়ে থাক। তুমি কে আর কেন জন্ম নিয়েছ এসব তত্ত্বকথা নিয়ে চিন্তা করার চেয়ে সেটা অনেক ভালো।"

"কিন্তু এ তো মনকে তৃপ্ত করে না।"

"এতে বিস্মৃতি আসে। দেখ জাফরক, এই পানপাত্রটার মধ্যে রসায়নের রহস্য কেমন লুক্কায়িত রয়েছে। এর এক চুমুকে হাজার চিন্তাভাবনা দূর হয়ে যায়। শরবত পান কর, দেখবে তুমি মাহমুদের মতন স্বর্ণসিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে আর দাউদের কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে মধুরতর সংগীত শুনতে পাবে। ... বলো তো এই পানপাত্রের শিল্পী কি এটাকে ফেলে দিয়ে ভেঙে চুরমার করার জন্য নির্মাণ করেছিল?"

"না, — খোদা না করুন।"

"তা হলে, প্রেম কেন এই সুন্দর মানবদেহ গড়ে, আর ক্রোধ কেন এ দেহ বিনাশ করে?"

ওমর মেঝে থেকে এক টুকরো ভাঁজ-করা কাগজ তুলে জাফরকের দিকে ছুড়ে দিল। জাফরক কাগজটাকে মুছে আলোতে ফিরিয়ে দেখতে পেল ওমরের লেখা স্পষ্ট অক্ষরে চার পঙক্তির একটা রুবাই এতে রয়েছে।

এই জীবনের কাফেলাটা চলছে অচিন পথটি ধরে।
ওগো সাকি! পান-পেয়ালা নিয়ে এসো ত্বরা করে।
পরাণ ভরে পান করে নাও খুশির শরাব আজকে রাতে,
থেকো নাকো আশায় বসে রঙিন উষা আসবে ভোরে।

"হায়!" জাফরক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তার শুকনো-মলিন মুখখানা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে আবেগভরা কণ্ঠে বলল, "রচনা করুন! আরও কবিতা রচনা করুন। এই আপনার অশ্রু উপহার।"

এমনি করে একটা বছর কেটে গেল। সেতারা মঞ্জিলের জ্যোতির্বিদরা তাদের সিদ্ধান্তগুলো নতুন করে মিলিয়ে নিলেন। মায়মুন আর ইসফিজারি খুব খুশি। তাঁদের নির্ধারিত সূর্যের কাল তাঁদের নির্ধারিত নক্ষত্রের কালের সাথে মিলে গেছে।

তাঁরা এবার স্থির নিশ্চয় যে, ৩৬৫ দিন আর পাঁচ কি ছয় ঘণ্টায় এক বছর। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত চান্দ্র মাসিক ইসলামি পঞ্জিকার চেয়ে অনেক উত্তম; ইসলামি পঞ্জিকা অনুসারে ৩৫৪ দিনে এক বছর। তাঁরা জানতেন, প্রাচীন মিসরীয় জ্যোতির্বিদরা একটা পঞ্জিকা উদ্ভাবন করেছিলেন। সে পঞ্জিকা অনুসারে বছরে ত্রিশ দিনের মাসে বারো মাস

www.pathagar.com

গণনা করা হত আর বাকি পাঁচ দিন উৎসব-দিবস রূপে গণ্য হত। সুতরাং তাঁদের হিসাবে একুনে বছরে ৩৬৫ দিন।

"বছরে তিন শত পঁয়ষট্টি দিনের সাথে এক দিনের এক-চতুর্থাংশ আমাদের যোগ করতে হবে।" ইসফিজারি প্রস্তাব করলেন, "আচ্ছা! প্রতি চার বছরে একটা দিন যোগ করলে কেমন হয়?"

কিন্তু ওমর আর মায়মুন তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁরা চার বা চল্লিশ বছরের পঞ্জিকা প্রস্তুত করছেন না; তাঁরা বহু শতাব্দীর ব্যবহারযোগ্য পঞ্জিকা প্রস্তুত করছেন। তাই তাঁরা প্রথম বছরের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্যে আর এক বছর পর্যবেক্ষণ কার্য পরিচালনা করলেন। তাঁদের সাফল্যের সংবাদ নিশাপুরের মোল্লাদের কানে পৌঁছে গেল। মোল্লাগণ নক্ষত্র পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধে এই বলে প্রচার করতে লাগল যে, তারা বিধর্মীদের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আর কবরস্থানের মৃতদের আত্মার সাথে কথা বলে।

তাদের এই চিৎকারের প্রতি মায়মুন কান দিলেন না আর ওমর তো সম্পূর্ণ নির্বিকার। কিন্তু বৃদ্ধ জ্যোতির্বিদ জানতেন যে, খৈয়াম এমন এক নতুন অঙ্ক নিয়ে মেতে আছেন, যার প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি অবহিত নন। একটা ব্যাপার তিনি জানতেন। টলেমি যেমন হিপারকাসের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, ওমরও তেমনি পণ্ডিত হিপারকাসের পাণ্ডুলিপির প্রতি মনোনিবেশ করে একটা নতুন ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

মায়মুন একদিন ইসফিজারিকে কানে কানে বললেন, "এটা নিঃসন্দেহ যে, খাজা ওমর সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছায়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তা ছাড়া তিনি পরাবৃত্তের সাহায্যে সংখ্যা-সমস্যাবলির সমাধান করতে আত্মনিয়োগ করছেন।"

মায়মুনের চেয়ে কমবয়েসি ও সাহসী ইসফিজারি হেসে বললেন, "খোদাতায়ালা তাঁর সহায় হোন! সাধারণ সংখ্যাই আমার মাথা যথেষ্ট ঘুলিয়ে দেয়।"

"তিনি শূন্য বৃত্তের বা শূন্যের ব্যবহারও করছেন।"

"সেই শূন্যতা?"

"হ্যাঁ। যে বৃত্তের বাইরে শূন্যতা বিরাজমান। গ্রিকদের আবিষ্কৃত শূন্য। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলছেন যে, এই শূন্যের বাইরে অগণিত অজানা সংখ্যার অস্তিত্ব রয়েছে।"

ইসফিজারি কী যেন ভেবে নির্বোধের মতন মাথা নেড়ে বললেন, "কতিপয় গ্রিকবাসীর স্বপ্নের মতন কথাটা শোনাচ্ছে। তারা সর্বদা চরম উৎকর্ষের স্বপ্ন দেখত আর কেমন করে তা সম্ভবপর হয় তা নিয়ে বাকবিতণ্ডা করত। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের কী কল্যাণ হল? তাদের একজন পণ্ডিত— আরকম না কি যেন তার নাম— পৃথিবীটাকে আবর্তন করার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। অবশ্য পৃথিবীর বাইরে সে তার নিজের পা রাখার স্থান পেল।

"তিনি এই স্বপ্ন দেখছিলেন, এমন সময় একজন সাধারণ সৈনিক এক যুদ্ধে তাঁকে হত্যা করে। প্রাচীনকালে গ্রিকদের শ্রেষ্ঠতম মহান নরপতি ইস্কান্দার আলেকজান্ডার—

www.pathagar.com

অধিকাংশ এশিয়া জয় করেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করার পরিকল্পনা করছিলেন, কিন্তু ওস্তাদ ওমরের চেয়ে সামান্য অধিক বয়সে তিনি মত্ততাবস্থায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর সভাসদেরা পরস্পর যুদ্ধকলহ করে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে ফেলে। এবার আমাদের সুলতান গ্রিকদের পর্যুদস্ত করে তাদের রাজত্ব কেড়ে নিয়েছেন। গ্রিকদের কল্পনার জাল বোনা তাদের কোনও কল্যাণে আসেনি।"

"ওস্তাদ ওমর বলছেন যে, অজানা সংখ্যার অস্তিত্ব রয়েছে।"

"আল্লাহ্ করুন, মোল্লাদের কানে যেন এ কথা না পৌঁছে।"

"ইসফিজারি তরুণ সহকারীদের একলা পেয়ে চুপি চুপি বললেন, "সত্যের নিদর্শন আবার নেশায় চুর হয়েছেন। তিনি একটা পরাবৃত্তে চড়ে নক্ষত্রলোকে পৌঁছে মৃত সংখ্যার প্রেতাত্মাগুলোকে একত্র করেছেন।"

"হ্যাঁ, এক রাত্রে তিনি তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে কবরস্থানে বসে সেখানকার উদ্যান রক্ষককে দিয়ে পরিত্যক্ত কবরগুলোর পাশে ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন।"

বছর শেষ হয়ে এল; শেষ তথ্যাবলি নথিবদ্ধ করা হল। ওমর এবং মায়মুন এবার তাঁদের পঞ্জিকার শেষ দিনের সঠিক ভগ্নাংশ নির্ধারণের চূড়ান্ত কাজটায় মন দিলেন। তাঁরা অতিরিক্ত কালটার পরিমাণ পাঁচ ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড নির্ধারণ করলেন।

এই কালের পরিমাণ এক দিনের চতুর্থাংশের সামান্য কম। মায়মুনের মতে উনত্রিশের সাত ভাগ কিন্তু ওমরের মতে তেত্রিশের আট ভাগ।[১]

"সুতরাং তেত্রিশ বছরে আট দিন সংযোজন করতে হবে।"

তাঁরা দু জনে মিলে একটা বছরের বিশদ নির্ঘণ্ট তৈরি করলেন, নিজামকে উপহার দেবার জন্য; কারণ, তাঁদের সমাধানের জন্য তিনি অধীরচিত্তে অপেক্ষা করছিলেন। মায়মুন আর ইসফিজারি এবার দরবারি পোশাক পরে পঞ্জিকা নিয়ে নিজাম সমীপে নিশাপুর দুর্গে উপস্থিত হলেন।

নিজাম সোনার জালে পঞ্জিকাটার একটা প্রতিলিপি তৈরি করিয়ে লাল রেশমি কাপড়ে বাঁধাই করে নিলেন। রেশমি আচ্ছাদনের ওপর সুতোর কারুকার্য করা একটা বৃশ্চিক বানিয়ে দেওয়া হল। তিনি এই বাঁধানো পঞ্জিকাটা স্বয়ং মালিক শাহের কাছে নিয়ে গেলেন।

"হে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভু!" তিনি নিবেদন করলেন, "আপনার হুকুমে আপনার দাসেরা আগেকার পরিমাপ ভুল প্রমাণ করে নতুন করে কালের পরিমাপ করেছে।

---

১. দ্রষ্টব্য : অন্য পণ্ডিতদের মতে, ওমরের এই হিসাব সঠিক হিসাবের খুব কাছাকাছি। মাত্র বছরে ১৯.৪৫ সেকেন্ডের ব্যবধান। আর আমরা যে পঞ্জিকা বর্তমানে ব্যবহার করি তাতে ২৬ সেকেন্ডের ব্যবধান।

www.pathagar.com

ভাবীকালের সেই খাঁটি পঞ্জিকা আপনার খেদমতে হাজির করে দিলাম। এই পঞ্জিকা মানবজাতির অস্তিত্বকাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকবে।"

মালিক শাহ্ পঞ্জিকাটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেন। পঞ্জিকার ওপরে কারুকার্য করা বৃশ্চিকটা দেখে তিনি খুশি হলেন। বৃশ্চিক তাঁর জন্মরাশি আর ওমর কোষ্ঠীবিচার করতে পারে। সুতরাং তার রাজত্বকাল সুখের হবে।

"বেশ!" তিনি ঘোষণা করলেন, "যে জ্ঞানীজনেরা সেতারা মঞ্জিলে পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের মূল্যবান উপঢৌকন আর বহু পরিমাণ সোনা দান কর, আর আমার জ্যোতির্বিদকে পর্বতোপরি 'কাসরে কুচিক'—কুচিক প্রাসাদ এনাম দাও।"

নিজাম মস্তক নত করে উচ্চকণ্ঠে বৃশ্চিকসন্তান সুলতান মালিক শাহের বদান্যতার প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করলেন। "এখন আগামী বসন্তকালে যেদিন দিবা-রাত্রির স্থায়িত্ব সমপরিমাণ দীর্ঘ হবে, সে দিনের পূর্বসন্ধ্যা থেকে আপনার সাম্রাজ্যে প্রাচীন পঞ্জিকার প্রচলন রহিত হবে। সেই সন্ধ্যা থেকে নতুন অব্দের প্রথম বর্ষ আরম্ভ হবে— আপনার নাম অনুসারে তা জালালি অব্দ নামে অভিহিত হবে।"

পরবর্তী বসন্তে সেদিন সন্ধ্যায় যেদিন দিবা-রাত্রি সমান, মালিক শাহ্ তার আমির-ওমরা সমভিব্যহারে প্রাসাদের উপরে সজ্জিত মণ্ডপে আরোহণ করলেন।

দিগন্তে তখন রক্তিম সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। প্রাসাদের চারদিকে বাড়িগুলোর ছাদে গালিচা পাতা হয়েছে; ঝাড়বাতির আলোয় চারদিক ঝলমল করছে; কারণ, সে রাত্রিটা উৎসব-রাত্রিরূপে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। গিটারের টুংটাং ধ্বনি আর নারীকণ্ঠের হাস্যকাকলি বাতাসে ভাসছে আর শোনা যাচ্ছে, ঘোষকদের চিৎকার। তারা পথে পথে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, "নতুন দিনের প্রথম প্রহর আগত।"

সোনালি কাজ করা পোশাক পরে ওমর তরুণ সুলতানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সুলতান দিগন্তে সূর্যাস্ত পর্যবেক্ষণ করছেন। আকাশ নির্মল; মাত্র অস্তগামী সূর্যের সামান্য ওপরে এক টুকরো গাঢ় লাল মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

"দেখুন," একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত মোল্লা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, "আল্লাহ কেমন মৃত্যুর নিশান আকাশে বুলিয়ে দিয়েছে।"

উপস্থিত জনতা মোল্লার পানে তাকালেন; কিন্তু তখখুনি আমির-ওমরাদের প্রধান উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'দেখুন, হে বিশ্বসম্রাট! হে মহান সুলতান, হে মহান বিজয়ী বীর! আপনার অব্দ শুরু হয়েছে।"

রক্তিম আকাশকে শূন্য আর নিচের পৃথিবীকে অন্ধকার করে দিয়ে সূর্যের শেষরশ্মি মিলিয়ে গেল। রাজপথ থেকে ঐক্যধ্বনি আর প্রাঙ্গণ থেকে বাদ্যধ্বনি বেজে উঠল। ওমর কার্নিশে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোতে একটা জল-ঘড়ি থেকে সবার অলক্ষে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে নতুন সময় চিহ্নিত করছে—

www.pathagar.com

কোনওকালে কি সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে? জামসেদ আর কায়খোসরুর যুগেও তো এই সূর্যই বিদ্যমান ছিল।

"কাল সকাল বেলাটা কি মৃগয়ার পক্ষে অনুকূল হবে?" মালিক শাহ ওমরকে কানে কানে প্রশ্ন করলেন।

ওমর হাসি দমন করে বলল, "হুজুর যদি আমাকে এখন বিদায় গ্রহণের অনুমতি দেন, তবে লক্ষণগুলো আমি পরীক্ষা করে দেখব।"

সেখান থেকে পালিয়ে ওমর খুশি হল। গভীর রাতে জাফরক সেতারা মঞ্জিলের দফতর-কামরায় প্রদীপের সামনে ওমরকে উপবিষ্ট দেখতে পেল। বাকি সবাই তখনও উৎসবে মেতে রয়েছেন।

"সুলতান," জাফরক মন্তব্য করল, "মৃগয়ার শুভাশুভ জানতে চাইছেন।"

ওমর অসহিষ্ণু দৃষ্টি তুলে বলল, "বাতাসের অবস্থা কেমন।"

"দক্ষিণ দিক থেকে মৃদু বাতাস বইছে।" জাফরক জওয়াব দিল।

"তা হলে তাঁকে গিয়ে বল যে আমি — না, তাঁকে নির্ভয়ে যেখানে খুশি মৃগয়ায় যেতে বলে দাও।"

"কিন্তু মোল্লা যে বললেন, মৃত্যুর নিশান আকাশে ঝুলছে!"

"মোল্লাগণ!" তাঁরা অমঙ্গলের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন; কারণ, নতুন পঞ্জিকার ব্যাপারে তাঁরা চটে আছেন। তবে মালিক শাহ গতকাল যেমন নিরাপদে ছিলেন, আগামীকালও তেমনি থাকবেন।"

"হুজুর কি এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়?"

"হ্যাঁ।" ওমরের কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

জাফরক তবু দ্বিধা করতে লাগল। "আমি তা হলে আসি। আপনি কি উৎসবে যাচ্ছেন না? সবাই সেখানে আনন্দ করছে।"

"আর আমি— এখানে। তাই তো?" ওমর তার পানে গম্ভীর চোখে তাকাল। "হে আমার সুখের সাথি! আগে যা দেখনি, তা দেখতে তোমার ইচ্ছা করে?"

জাফরক মৃদু কণ্ঠে সম্মতি জানাল। সে কোনওদিন আনন্দ পায়নি। ওমর দরবারি পোশাক পরেই দুর্গের সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে চলল। তাঁরা দু জন অন্ধকারে ছাদে উঠে পিতলের গোলকটার পাশে গেল।

"উপরে তাকাও জাফরক! কী দেখতে পাচ্ছ?"

"তারা— নির্মল আকাশে তারা ফুটে আছে দেখছি।"

"এগুলো কি নড়ছে?"

মাথাটা কাত করে জাফরক ভাবল। এ কথা সত্যি যে, সে তারাকে নড়তে দেখেনি, তবে সে সেতারা মঞ্জিলে এতদিন বাস করে এতটুকু জেনেছে, সূর্য ও চন্দ্রের মতন

www.pathagar.com

তারাও উদয় হয়, অস্ত যায়। এমনকি আদমসুরতের উজ্জ্বল তারাটা দেখে সে বলে দিতে পারে যে, দুপুররাত্রি হয়েছে। "নিশ্চয়ই তারাগুলোর গতি আছে; এগুলো ধীরে ধীরে দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।"

"আর এই যে আমাদের পৃথিবী, এটা কী?"

"হুজুর! পৃথিবী এই গোলকের মতনই একটা গোলাকার পদার্থ। আল্লার ব্যবস্থা মতন এটাই সমস্ত কিছুর কেন্দ্র। এটাই একমাত্র অনড়। মায়মুন আমাকে এ কথা বলেছেন।"

এক মুহূর্ত ওমর নীরবে অপেক্ষা করল। নিম্নে প্রবহমান নদীতে রাতের পাখি পাখা ঝাপটাচ্ছে। একটা পেচক তাদের পাশ দিয়ে নীরবে উড়ে গেল; ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা তাদের চোখেমুখে লাগল।

"দুটি বছর আমি এটা দেখার জন্য পরিশ্রম করেছি। আর এখন দেখতে পাচ্ছি"— ওমর স্বগত বলতে লাগল, "জাফরক, আবার উপরের দিকে তাকাও। এই যে অগণিত উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি গতিহীন, মানুষের জন্মের অনেক আগে থেকেই এগুলো দূরে বিরাজ করছে। হে বোকা বন্ধু, যে পৃথিবীতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সে পৃথিবীটাই নড়ছে। এই গোলাকার পৃথিবীটা নিজে নিজে দিবা-রাত্রি একবার ঘুরছে... উপরের দিকে নক্ষত্রগুলোর পানে তাকাও।"

সহসা জাফরক মাথা নত করে কাঁপতে লাগল, "হুজুর, আমার ভয় লাগছে।"

"ভয়ের কী আছে?"

"রাতটা বদলাচ্ছে। আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। আমার মনে হচ্ছে এই দুর্গটা কাঁপছে।" আর কাঁপন আরও বেড়ে গেল। সে কার্নিশটা আঁকড়ে ধরল। "হুজুর যা বলেছেন, তা প্রত্যাহার করুন; নইলে আমরা পড়ে যাব।"

ওমর উল্লাসে চেঁচাতে লাগল। "না, আমরা পড়ব না। পৃথিবী ঘুরলেও আমরা নিরাপদে রয়েছি। আমরা শূন্যের ভেতর অন্যান্য পৃথিবীর সঙ্গে চলছি। তুমি কি তা দেখছ না, অনুভব করছ না, জাফরক!"

"খোদা আমাকে রক্ষা করুন।"

দু হাতে মুখ ঢেকে জাফরক কাঁদতে লাগল। সে এবার স্থির নিশ্চিত যে, তার প্রভু পাগল হয়ে গেছে। "আমার এখন বিদায় নিতে হবে। সুলতানকে তাঁর মৃগয়ার কথাটা বলতে হবে।"

ভীত জাফরক হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকার সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

www.pathagar.com

চার

নিশাপুর বাজারে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের গলি— সুলতান মালিক শাহের নতুন পঞ্জিকার সপ্তম বর্ষ

ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের দালাল ঢোল পিটিয়ে চেঁচাচ্ছে :

"আসুন। নিলাম শুরু হয়েছে, আসুন ক্রীতদাস ক্রেতার দল।"

ক্রেতার দল-আমির-ওমরাহ, সওদাগর, কিষাণ— গলিতে সমবেত হয়েছে। খবর রটেছে— মালিক শাহের সিরিয়া বিজয়ের পর এবার সিরিয়া থেকে ক্রীতদাসের নতুন কাফেলা আমদানি হয়েছে।

ক্রেতার ভিড়ে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। দালালকে তাই বহু কষ্টে তার বিক্রির প্রথম ক্রীতদাসকে স্তম্ভের সামনে একটু জায়গা করে দাঁড় করিয়ে দিতে হল।

"দেখুন শিক্ষিত মহোদয়গণ," দালাল চেঁচাতে লাগল, "এটি গ্রিক বালক। বয়েস চৌদ্দ, স্বাস্থ্যবান, অক্ষত দেহ, বাঁশি বাজাতে জানে; মুসলমানের মতন খৎনা করা হয়েছে। ডাক— ত্রিশ দিনার। দেরি করবেন না। যাক, বিশ দিনার দিন।"

অর্ধ-উলঙ্গ অনড় বালকটার একটা হাত তুলে ধরে দালাল তাকে চারদিকে ঘুরিয়ে তার নিখুঁত দেহ প্রদর্শন করতে লাগল। কিন্তু সম্প্রতি বাজারে বিপুল সংখ্যক তরুণ ক্রীতদাসের আমদানির ফলে ক্রীতদাসের দর অনেক নেমে গেছে। এই বন্দিদের শিগগির বিক্রি করতে হবে। কারণ, আরও বন্দি আসছে। গ্রিক বালকটার পাজরগুলো চামড়ার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

একজন স্থূলকায় লোক বলল, "এর তো বুদ্ধি নেই। কোনও কথা বুঝতে পারে না। আর এ বয়েসে খোজার কাজও করতে পারবে না। আমি এগারো দিনার দেব।"

"এগারো! হায় খোদা! এই মুসলমান বালক ভদ্রঘরের সন্তান। তার দাম এই। এগারো দিনারের বেশি নয়?"

"এর মতো গ্রিক তো কোনওদিন ঢাল-বর্শাও ধরতে পারবে না।" অন্য একজন সওদাগর বলল, বারো দিনার।"

www.pathagar.com

"বারো আর দুই দিরহাম।"

"নিলাম ডাক হচ্ছে না— ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছে?" দালালটা চেঁচিয়ে উঠল। সে চায় না যে, তাদের প্রথম বিক্রিটা এত সস্তায় হয়।

"হ্যাঁ, দাম সত্যই তো মেলা হয়েছে।" স্থূলকায় লোকটা সাড়া দিল। "বাগদাদের বাজারে এ ধরনের বালকদের দাম দশ দিনারেরও কম। আচ্ছা, বারো দিনার এবং চার দিরহাম দিচ্ছি।"

একজন সওদাগর বালকটাকে তেরো দিনার ও তিন রৌপ্য দিরহাম দিয়ে কিনল। বালা-পরা একজন আবিসিনীয় স্ত্রীলোক পার্শ্বে উপবিষ্ট এক তরুণীকে কানে কানে বলল, তারাও খুব সস্তা দামে বিকোবে।

"হায়!" দুঃখের স্বরে বলল সে, "একবার এক সৈয়দ কিনা আমার জন্য তিন শত স্বর্ণমুদ্রা ডাক দিয়েছিলেন।"

"ওগো বহু সন্তানের মা," তরুণী অনুচ্চ কণ্ঠে শুনিয়ে দিল, "তা নিশ্চয়ই অনেক যুগ আগের কথা।"

"তুর্কিরা অনেক ভালো;" আবিসিনীয় স্ত্রীলোকটি বলল, "এ লোকগুলো কৃপণ ব্যবসায়ী। তোমার ডাক একশও উঠবে না, আয়েশা!"

আয়েশা তার দুই হাঁটুতে হাত রেখে ভাবতে লাগল। তার দন্তপাটি উত্তম; দৈহিক গঠনও চমৎকার। তবে তার দেহটা কতকটা ক্ষীণ; পারস্যবাসীরা এমন দেহ পছন্দ করে না— সে বানু সাফা বংশোদ্ভূতা আরববাসিনী। পারস্যের নারীদের মতন তার দেহ-বর্ণ গৌর নয়। তবে আবিসিনীয়দের মতন কালোও নয়। যদি তাকে বিক্রির জন্য প্রকাশ্য নিলামে না তুলে অপ্রকাশ্যে নিলামে তোলা হত, তবে কোনও অভিজাত বংশীয় তরুণের চোখে তাকে হয়তো ভালো লেগে যেতে পারত।

অভিজ্ঞ আবিসিনীয় স্ত্রীলোকটির মতন আয়েশা নিজের অদৃষ্টকে মেনে নিতে পারছে না। কোনও দোকানির কাছে তাকে বিক্রি করা হবে আর সে দোকানি তাকে দিয়ে রুটি তৈরি করাবে আর ভোগও করবে— এই ভাবনাই তার মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। "হে খোদা!" সে প্রার্থনা করে, "আমার অদৃষ্ট যেন এমন না হয়।"

"কী বললে? তোমার যে দাম, সে দামেই তুমি বিকিয়ে যাবে। যে গাছ ফল দেয় না, সে গাছ থেকে ফল পাবে না।" আবিসিনীয় স্ত্রীলোকটি চিরুনি দিয়ে তার মাথার কেশবিন্যাস করে একটা হাত আয়নার সামনে ধরে কপট হাসি হাসে— "শোন, ওই দুটি মুখে দাগওয়ালা লোকটি একজন ইহুদির কাছে বিশ দিনারে বিক্রি হয়েছে। কি দিন কালই-না পড়েছে!"

আয়েশা তার বোরকার ফাঁক দিয়ে ক্রেতাদের মুখগুলো তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে। তাদের চাল-চুলোহীন ইতর ক্রেতা বলে গালাগাল দেয়।

www.pathagar.com

এক অশ্বারোহী এসে ভিড়ের পাশে লাগাম টানে— ভিড়ের লোকজনের প্রতি তার কোনও খেয়াল নেই। তার পাগড়ির পালকের কীলকে একটা বৃহদাকার পান্না জ্বল জ্বল করছে। মনে হল, অশ্বারোহী বিখ্যাত ব্যক্তি। কারণ, সবাই তার পানে গ্রীবা উঁচু করে তাকাল। একজন রক্ষী অন্য একজনকে নিচু গলায় বলল, তিনি সুলতানের জ্যোতিষী; অভ্যাস মতন বেড়াতে বেরিয়েছেন।

আয়েশা ভাবল, এই আগন্তুক একজন রাজকর্মচারী, ক্ষমতাবান পুরুষ। সত্যি তার মুখখানা কঠোর; আর চোখদুটো ঈগলের চোখের মতন তীক্ষ্ণ; তবে বয়স ত্রিশের বেশি নয়। আয়েশা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটুর ওপর ভর করে দাঁড়াল।

"বস্ বেটি," রক্ষীটা ধমক দিল, "এখনও তোর পালা আসেনি।"

কিন্তু আয়েশা তার বাহুর নিচে দিয়ে ছুটে এসে ভীতা হরিণীর মতন অশ্বারোহীর পা-দানি আঁকড়ে ধরল।

"ওগো দরিদ্রের রক্ষাকর্তা, আমাকে সাহায্য করুন! আমি শেখ বংশজাত। আমার পিতা 'বানু সাফার' সর্দার ছিলেন,"— এ কথাটা মিথ্যে— "হে আমিরশ্রেষ্ঠ, দেখুন তারা এখন আমাকে ছেলেদের আর বাজে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিলামে বিক্রি করছে।"

ওমর আয়েশার কাকুতিভরা কালো চোখের পানে তাকাল। সে তার ক্ষীণ কচি স্কন্ধ এবং সুন্দর রক্তিম গ্রীবা লক্ষ করল। আয়েশা ইতোমধ্যে তার বোরকা ফেলে দিয়েছে। তার ঠোঁটদুটো মিনতিতে কাঁপছে। মনে মনে সে প্রার্থনা করছে, আগন্তুক যেন তার আরবি ভাষা বুঝতে পারেন।

ওমর আরবি ভাষা বুঝল। কিন্তু দশ বছর পরে সে দুটো চোখের পানে তাকিয়ে ইয়াসমির কথা ভাবতে লাগল।

দালালটা ভিড় ঠেলে এসে আয়েশার কাঁধটা চেপে ধরে রেগে বলল, "চেঁচামেচি না করে নিজের জায়গায় ফিরে যা, চিতাবাঘিনী।" তার পর ওমরকে অভিবাদন করে বলল, "খাজা, দোষ ধরবেন না। ভূতে পাওয়ার মতন এই স্ত্রীলোকটির মেজাজ।"

তবু আয়েশা ওমরের জানুদেশে তার গণ্ডদেশ লাগিয়ে পা-দানিটা ধরে রইল।

"এর মূল্য কত?" ওমর বলল, "যাক দরকষাকষি করে লাভ নেই। আমি একশ স্বর্ণমুদ্রা দেব।"

বড় মুনাফার গন্ধ পেয়ে দালালটা চারপাশে সমবেত জনতার পানে তাকাল, "হে ক্রেতার দল! এই অতুলনীয় তরুণীর ডাক উঠেছে একশ দিনার। তরুণীর কটিতট ঝাউগাছের মতন ক্ষীণ, হরিণীর মতন মেজাজ; বুলবুলের মতন মধুর তার গান। তার নৈকট্য মনের সব দুঃখ-জ্বালা দূর করে দেবে।" সে তার একজন সহকারীর পানে তাকাল। এই সহকারী ভিড়ের মধ্যে মিশে আছে। "কে এর চেয়ে বেশি ডাকবে?"

"একশ দশ" ছদ্মবেশী সহকারী চিৎকার করল।

www.pathagar.com

"দুই শো।" ওমর বলল, "শোন দালাল, আমি একে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব; আমার বাড়িতে গিয়ে তোমাকে দামটা দেব।"

"আলহামদুলিল্লাহ্— সমস্ত প্রশংসা আল্লার," বিস্মিত নিলামওয়ালা বলল। সে এই মেয়েটার দাম সত্তর দিনারের বেশি আশা করতে পারেনি। "হে ক্রেতার দল, আমাদের হুজুরের কী দরাজ দিল আর কী চমৎকার তাঁর রুচি। এখনই এই গায়িকা আয়েশা খাজা ওমরের কাছে দু শো দিনারে বিক্রি হবে। আর—" সে ভাবল যে ভিড়ের মনোযোগ ওমরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হলে, আরও হয়তো কিছু মুনাফা হবে— "আমার দালালি মাত্র বিশ দিনার; আর সৎ কাজের জন্য দিতে হবে পাঁচ দিনার। কী উদারতা! তিনি এই সুন্দরী গায়িকাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা শিবিকা কিনবেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন খোজা নিযুক্ত করবেন।"

ওমর তার চাকরকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামবার জন্য ইঙ্গিত করতেই চাকরটা নেমে গেল। আয়েশা বেগম কোনও রকমে শূন্য জিনে চড়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল। তার ভয় ছিল যে, কোনও কারণে হয়তো এই শেষমুহূর্তে খাজা মত বদলে ফেলতে পারেন। আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ সে মাথা অবনত করল। ওমর তার মুখের ওপর বোরকাটা টেনে দিল। এখন সে ওমরের সম্পত্তি।

ঘোড়াদুটো এগোতে শুরু করলে, আয়েশা বিজয়িনীর দৃষ্টি হেনে সেই আবিসিনীয় স্ত্রীলোকটার পানে তাকাল।

"ওগো মেয়ে!" ওমর চলতে চলতে প্রশ্ন করল, "তুমি কি সত্যি বানু-সাফার শেখের কন্যা?"

সহজাত চতুরতা তার ঠোঁটের কথা বন্ধ করে দিল। কুকুর যেমন তার মনিবের মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য মনিবের পানে তাকায়, আয়েশাও তেমনি ওমরের পানে তাকাল। "না, আমার পিতা শেখ নয়; আমি একথাটা মিথ্যে বলেছি; তবে সত্যি আমি ভালো গাইতে পারি।"

ওমর হাসল। আর আয়েশা ভাবতে লাগল এ আবার কী প্রকৃতির মনিব— যে একজন সুন্দরী নারীর মুখে সত্য কথা শোনার আশা করে।

www.pathagar.com

পর্বতের পাদদেশে কুচিক প্রাসাদ : নিশাপুর থেকে অশ্বপৃষ্ঠে দু দিনের পথ

আয়েশা বিস্মিত হল যে, সুলতানের জ্যোতিষী তৎক্ষণাৎ তার রূপে মুগ্ধ হল না। সে উপলব্ধি করল যে, মনিব হয়তো বেশ কিছুকাল প্রতীক্ষা করতে চান। সেটাই প্রচলিত রীতি। অবশ্য মরুভূমি হামলাকালে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। তা না হলে যুদ্ধান্তে তারা প্রচলিত রীতি ও ধর্মীয় বিধানানুযায়ী তিন মাসাধিক কাল অপেক্ষা করে। আয়েশাকে রক্ষীবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তার নতুন মনিবের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেও আয়েশা নিজেকে অবহেলিত মনে করল না। সে অবিলম্বে ওমর সম্বন্ধে তার কৌতূহল নিবৃত্ত করল।

তার প্রথম আবিষ্কার তাকে অবিশ্বাস্যভাবে বিস্মিত করল। প্রাসাদটা, নামে যেমন মনে হয় তেমনি আকারে ক্ষুদ্র, একটা নীল টালির মনোরম বাসগৃহ। একটা পাহাড়ি উদ্যানের পশ্চাতে অবস্থিত; সেখান থেকে ধূসর সমতলভূমি দেখা যায়। আয়েশার জন্য যে কক্ষ নির্ধারিত হল সেখান থেকে ছাদে যাওয়ার পথ রয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে, সে কক্ষে তার শ্রেণির কোনও নারী কোনওদিন বাস করেনি।

"না, আমাদের মনিবের কোনও স্ত্রী নেই," বুড়ি জোলেখা তাকে জানিয়ে দিল। "শোনা যায় যে, তিনি নাকি কবে একটা বিয়ে করেছিলেন, তবে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথেই নাকি সে স্ত্রী প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।"

বাবুর্চিখানার কর্ত্রীরূপে বুড়ি জোলেখার মুখে সর্বদা এ বাড়ি সম্বন্ধে গল্পগুজব লেগেই থাকত।

"মাঝে মাঝে তিনি নাচওয়ালিদের অল্প সময়ের জন্য এখানে নিয়ে আসেন; তবে তারা তাঁকে অবসন্ন করে তোলে। তাই তিনি তাদের উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করে দেন।"

মনে মনে আয়েশা ভাবে, তার মনিব তাকে উপঢৌকন দিয়েই হোক আর না দিয়েই হোক, তাড়াতাড়ি বিদায় করবেন না। এ কথা সত্যি যে, তিনি তাকে ক্রয় করে এনেছেন; তবে যে সমস্ত ক্রীতদাসী তাদের মনিবদের তুষ্ট করতে পারে না, তাদের ভাগ্য সম্বন্ধে তার মনে কোনও ভ্রান্ত ধারণা নেই। তা ছাড়া, কুচিক প্রাসাদটা তার বড় ভালো লেগেছে।

www.pathagar.com

"এই প্রাসাদটা" জোলেখা তাকে জানাল, "আমাদের প্রভুর অনেকগুলি প্রাসাদের অন্যতম। নিশাপুরে তাঁর একটা প্রাসাদ আছে; আর একটা মার্ভে— সুলতানের প্রাসাদের পাশে। তা ছাড়া, সেতারা মঞ্জিল নামে তাঁর একটা বিজ্ঞান-ভবন আছে। বুড়ো বুড়ো পণ্ডিতেরা তাঁর হুকুমে সেখানে গ্রন্থ রচনা করে।"

"বলো কী? পুস্তক রচনা করেন?"

"হ্যাঁ, পুস্তক তো আমাদের মনিবের কাছে খেজুরের মতন মামুলি জিনিস। তিনি সুলতানের জন্য একখানা বীজগণিত রচনা করেছেন।"

"কী বললে?"

"একখানা বীজগণিত। সংখ্যা নিয়ে এর কারবার। আমার মনিব তাঁর জ্ঞান দিয়ে অতীত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারেন। তাই তো তাঁকে জিগ্যেস না করে সুলতান কোনও কাজ করেন না। তিনি তো নিজাম-উল-মুলকের মতন ক্ষমতাশালী। শাহি খানাপিনায় তাঁর স্থান অন্য ওমরাহদের ওপরে। আর আমাদের সুলতানের মৃগয়া-প্রীতি অত্যন্ত প্রবল।"

আয়েশা এ কথাটা ভালো করেই বুঝতে পারল। শক্তিশালী পুরুষেরা যুদ্ধ, হামলা আর মৃগয়ার অনুরাগী। নারীর প্রতি তাদের অনুরাগ চিত্তবিনোদন আর সন্তানপ্রসবের জন্য। পুরুষ যত বেশি শক্তিশালী হয়, তত সুন্দরী আর তত অধিকসংখ্যক নারী তাদের প্রয়োজন।

"আর শাহি খানাপিনা কত মহাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়! কত চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়ের আয়োজন! দ্রাক্ষারস তো পানির মতো চলে। তারা খানাপিনা করে আর আলাপ-আলোচনায় রাত কাটিয়ে দেয়।"

"আচ্ছা, সব তো বললে, তবে নারী না থাকলে, কী এত আলাপ করে?"

"তারা কত গালভরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলে। বুঝতে গিয়ে তো আমার মগজে ফোসকা পড়ে।"

আয়েশা ভাবে যে, মগজে ফোসকা পড়ার কথাই। সে নিজেই তো জোলেখার কথার মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছে না।

সত্যি কথা বলতে কী, সে এখানকার অধিবাসীদের আর তার নিজের মধ্যে পার্থক্যটা উপলব্ধি করে। এরা সবাই এদের মনিবদের অনুগ্রহে জীবন-যাপন করে। এরা ঘুমের চেয়ে কথা বলে বেশি; আর কাজের চেয়ে ঘুমোয় বেশি। এদের চাবকিয়ে কাজ করবার মতন কোনও রাজকর্মচারী নেই।

বাগানে বিশজন মালী রয়েছে। কিন্তু তারা কাজ না করে অলস বসে বাগান সম্বন্ধে আর তাদের নিজেদের সম্বন্ধে গল্পগুজব করে। বাগানটা অযত্নরক্ষিত পড়ে থাকে। সকালে সামান্য কাজ করলে দুপুর বেলাটা তারা গাছের ছায়ায় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। তাদের চারদিকে মাছি ভন ভন করে, তবু তাদের ঘুম ভাঙে না।

www.pathagar.com

তাদের অযত্ন সত্ত্বেও ছায়াশীতল বাগানটা ফুলের গন্ধে ভরে থাকে; এই বাগানে তন্দ্রাচ্ছন্ন বসে ওমরের প্রতীক্ষা করতে তার ভালো লাগে।

কিন্তু অবশেষে ওমর যখন সত্যি ঘোড়ায় চড়ে ফটকে এসে পৌঁছল তখন মালীর দল তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। ওদিকে জোলেখাও বাবুর্চিখানাটা তছনছ করে ফেলল। প্রায় অর্ধডজন লোক ওমরের সাথে এসেছেন। সপ্তাহকাল ওমর মেহমানদের আদর-আপ্যায়নে ব্যস্ত রইল।

এদের মধ্যে কেউ চলে গেলেন। আবার নতুন মেহমান এলেন। আয়েশা তার কক্ষে আর বাড়ির ছাদে বোরকা পরে বন্দিনী হয়ে রইল। আর দিনের পর দিন ভাবতে লাগল, ওমর হয়তো তাকে ভুলেই গেছেন। তার মনটা শঙ্কায় ভরে উঠল। অন্য মেহমানদের সামনে সে ওমরের সাথে দেখা করতে পারে না; সাহস করে জোলেখার মারফতে সংবাদও পাঠাতে পারে না। ওমর তাকে দূর থেকে নিশ্চয়ই ছাদের ওপর দেখেছে; কিন্তু আসছে না— হয়তো তাকে ওমরের ভালো লাগে না। হয়তো আবার তাকে বিক্রি করে দেবে। সে প্রসাধন করে ওমরের প্রতীক্ষায় থাকে। সে ওমরকে ভয় পায়, তবে আবার বিক্রি হতে চায় না। সে ভাবে, ওমর যদি তার অনাবৃত মুখখানা একবার কাছে থেকে দেখতে পায়, তবে অবহেলা করতে পারবে না।

সুযোগ পেলেই আয়েশা বাগানে ওমর আর সমবেত মেহমানদের দেখে; কান পেতে তাদের কথা শোনে। চিতাবাঘিনীর মতো তীক্ষ্ণ তার পঞ্চেন্দ্রিয়। মেহমানদের মধ্যে তামাটে রঙের একজন আর্মেনিয়ান সওদাগর রয়েছে; নাম, এক্রোনস। তাকে আয়েশার অপছন্দ হয় না। সে পৃথকভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আর পণ্য-দ্রব্যাদি সম্বন্ধে আলাপ করে। আয়েশার ধারণা জন্মে এক্রোনস ওমরের ব্যবসায়ী-বন্ধু; ওমর তা হলে ঐশ্বর্যশালী।

মুঈজ্জি নামক একজন তরুণ কবিকে আয়েশার ভালো লাগে না। তিনি অবশ্য পঞ্চমুখে ওমরের প্রশংসা করেন। বলেন যে, ওমর তিনটে ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন— অঙ্কশাস্ত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর সংগীতকলায়। মাদ্রাসার মুসলমান বালক-বালিকারা ওমরের রচিত গ্রন্থ পাঠ করে। কিন্তু আয়েশা ভাবে, এসব সস্তা প্রশংসা।

ওমরের অনুরোধে মুঈজ্জি একদিন তাঁর স্বরচিত গীতি-কবিতা আবৃত্তি করেন।

আয়েশার মনে হল, কবিতাটা বেশ সুন্দর। মুঈজ্জি ওমরের অভিমত চাইলে ওমর বলল :

"আমি এখন বুঝতে পারি, কেন তুমি রাজকবির মর্যাদা পেয়েছ।"

সে রাত্রে মুঈজ্জি আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়লেন। এক সুফির সাথে তিনি তাঁর কবিতার শব্দচয়ন নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লেগে গেলেন। সুফি অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, বিশ্ব-প্রেম ইত্যাদি অনেক অবোধ্য অদ্ভুত কথা বললেন। আয়েশা সেসব কথায় কান দিল না।

www.pathagar.com

মেহমানদের মধ্যে একজন স্বল্পবাক হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অন্য একজন মেহমানকে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন যে, "ওমর একজন জাতিস্মর। ওমরের গোপন শক্তি তার পূর্বজন্মের স্মৃতি; তবে ওমর জানেন না যে, তিনি জাতিস্মর।"

আয়েশা এ কথাটার কিছুই বুঝল না; তবে তার একটা অস্পষ্ট ধারণা হল যে, নির্ভীক-চোখ উষ্ট্রলোমের জোব্বা পরিহিত যে নগ্নপদ যুবকটা একাকী এখানে আসে, তার সাথে এই হিন্দু-সাধকের ভাবের মিল আছে। লোকে এই যুবককে সুফি আল-গাজ্জালি বলে ডাকে।

গাজ্জালি ওমরের সাথে বাগানে পায়চারি করেন আর আলাপ করেন। তাই আয়েশা তাঁদের সব আলাপ শুনতে পায় না, আর যা শোনে, তা-ও বড় একটা বুঝতে পারে না। তাঁরা অদৃশ্য শক্তির যবনিকা সম্পর্কে আর এই যবনিকা দূরীকরণে মানুষের অক্ষমতার কথা আলোচনা করেন।

ওমর : "সত্যিকার জ্যোতির্লোকটা দেখতে পেলে আমরা সেখানে নতুন বিশ্ব দেখতে পারতাম। আমরা তা হলে পুরাতন বিশ্বকে পরিত্যাগ করে নতুন বিশ্বে মনের বাসনা পূর্ণ করে নিতাম।"

গাজ্জালি : "খোদার প্রেমে আমাদের পূর্ণতা না এলে এই যবনিকা দূর হবে না।"

এর পর কী নিয়ে আলোচনা হবে আয়েশা তা ভাবতে থাকে। গাজ্জালি এইমাত্র যুক্তি দিলেন যে, ধর্ম অনেক রয়েছে; তবে আল্লাহ্ এক।

"ইসলামের মধ্যেই কত সম্প্রদায় রয়েছে। গোঁড়া মুসলমান রয়েছে, গোঁড়ামি-বিদ্বেষী সুফি সম্প্রদায় রয়েছে; আলীপন্থি রয়েছে; আরও একটা সম্প্রদায় রয়েছে যারা মেহদির আগমনপ্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা সবাই আল্লার একত্বে বিশ্বাসী,... অথচ পথ তাদের ভিন্ন। এবার হাতি দেখার গল্পটা শুনুন।... ভারতবর্ষের গল্প। এক হাতির মালিকের ইচ্ছা হল যে, তিনি কৌতূহলী লোকদের হাতি দেখাবেন। হাতিটাকে একটা অন্ধকার কক্ষে রাখা হল। তারা চোখে দেখতে পায় না বলে অন্ধকারে হাতিটাকে হাত দিয়ে অনুভব করল। যে হাতির শুঁড়ে হাত দিল, সে বলল, হাতিটা পানির নলের মতন; যে হাতিটার কানে হাত দিল সে বলল যে, হাতিটা একটা কুলোর মতন; তৃতীয় লোকটি হাতির পা অনুভব করে বলল, এটা নিঃসন্দেহে একটা স্তম্ভ। কেউ কক্ষের অভ্যন্তরে একটা প্রদীপ নিয়ে এলে, প্রদীপের আলোতে সবাই হাতিটাকে একই রকম দেখতে পেত।"

"আপনি কোথায় প্রদীপ পাবেন, যাতে বিশ্ব আলোকিত হবে?" ওমর প্রশ্ন করল।

"সুফিদের স্বপ্নে," গাজ্জালি জওয়াব দিলেন। "কারণ, অন্ধকারে কী বিরাজ করছে, সুফিরাই তা দেখতে পারেন।"

"তাঁরা কারা?" ওমর মাথা নেড়ে বলল। "আমি তাঁদের অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু তাঁরা কোথায়? তাঁরা তাঁদের গদি ছেড়ে অন্ধকার বিশ্বে এক পা-ও বাড়াননি। একটা পুরনো কাহিনি শুনিয়ে তাঁরা আবার ঘুমিয়ে পড়ছেন।"

www.pathagar.com

একটা কারণে আয়েশা গাজ্জালির প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর বিদায়ের পর ওমর মুঈজ্জি আর তার অন্য শরাবখোর ইয়ারদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। এক সন্ধ্যায় তার ইয়ারের দল মহাবিতর্কে মেতে উঠেছেন— এমন সময় ওমর জাফরকের গাধাটাকে টানতে টানতে তাদের সামনে নিয়ে গেল। তারা সবাই নীরব হলে ওমর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "গাধাটা তার স্বীয় দৃষ্টান্ত থেকে তাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলছে; কারণ, গাধাটা পূর্বজন্মে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিল।"

এই কথার পর মেহমানেরা চলে গেলে ওমর নক্ষত্রালোকিত উদ্যানে পায়চারি করছিল। এমন সময় আয়েশা সাহসে ভর করে তার সামনে হাজির হল। সে ওমরের পাশে জানু পেতে ওমরের হাতটা তার ললাটে ঠেকাল।

"আমার মনিবের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

"তোমার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।"

"হুজুর, আমি লক্ষ করলাম, কে একজন হামাগুড়ি দিয়ে এসে আপনাকে লক্ষ করছিল। ওই গোলাপ ঝোপটার পিছনে লুকিয়ে থেকে কতকক্ষণ পর হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি তার মুখটা দেখেছি।"

"বাগানের মালী আহমদ নয় তো?"

"হ্যাঁ, আহমদ। তাকে চাবকানো হোক।"

মরু-সম্প্রদায়ের মধ্যে লালিত-পালিত আরব কন্যার কাছে গুপ্তচর সাপের মতন ভয়ংকর দুশমন। তাকে পেলেই মারতে হবে।

ওমর এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলল, "না, যারা তাকে পাঠিয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে সে গাধাটার কাহিনি বলুক। তাকে মেরে তাড়িয়ে দিলে তারা হয়তো আরও ভয়ংকর কাউকে গুপ্তচর করে এখানে পাঠাবে।"

এ কথা শুনে আয়েশা বিস্মিত হল। তার মনিব তা হলে আহমদের গুপ্তচরবৃত্তির কথা জানে। যেমন তাকে তিনি সেদিন যখন প্রথম দেখলেন, তখনই জানতেন যে, সে বানু শাফা গোষ্ঠীর সর্দার কন্যা নয়। কী মহাজাদুকর! নিশ্চয়, তিনি তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে তার মনের কথা জানতে পারছেন।

কিন্তু ওমর তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। "সকলেই বেহেশতের কথা বলছে। বেহেশতের শান্তি কেমন?"

আয়েশা কথাটা বুঝতে না পেরে নীরব রইল।

"এই বাগানটা শান্ত। এখানে অনুসন্ধানীরা আসে। অবাঞ্ছিত জনেরা অনাহূত প্রবেশ করে।... আমার পরিচারকেরা তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করছে তো, আয়েশা?"

"জি হ্যাঁ। হুজুর যদি এবার অনুমতি করেন, তা হলে আমি আমার বাঁশি বাজিয়ে শোনাতে পারি।"

www.pathagar.com

"অনেক রাত হয়ে গেছে; ঘণ্টাখানেক পরে পূর্বাকাশে উষার আলো দেখা দেবে। তুমি বরং এখন ঘুমোওগে, আয়েশা।"

আয়েশা অন্তরে গোপন অসন্তোষ নিয়ে আপন কক্ষে প্রত্যাবর্তন করল। এসব কাণ্ডকারখানা চলতে থাকলে কেমন করে মনিব তার দিকে খেয়াল করবেন? তিনি তার মাথা চাপড়িয়েছেন, সে যেন আস্তাবলের ঘোড়া। তার পর শিশুকে যেমন ঘুমোতে বলে, তাকেও তিনি তেমনি ঘুমোতে পাঠিয়ে দিলেন।

ওমর জলাশয়ের তীরে বসে চিন্তা করছিল। সে যখন রহিমের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যায় আর ইয়াসমি যখন তাকে একটা গোলাপফুল উপহার দেয়, তখন তার যে বয়স ছিল গাজ্জালির বয়স সে বয়সের চেয়ে বেশি নয়। যৌবনের অমিত আত্মবিশ্বাস গাজ্জালির মধ্যে রয়েছে। যৌবন-গ্রন্থের পাতা বন্ধ হবে কেন? তার বয়স চৌত্রিশের অধিক নয়। কিন্তু তার মনে হয়, যৌবন তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে; সে বুড়িয়ে গেছে। কেমন করে চলে গেল, কেউ জানে না, সে গ্রন্থবন্ধ হয়ে নতুন গ্রন্থের পাতা খুলে গেছে।

যে জীবন গাজ্জালির কাছে নিশ্চিত, ওমরের কাছে অনিশ্চিত। সংসারত্যাগী তপস্বীর কাছে জীবনটা মানচিত্রের মতন উন্মুক্ত; কিন্তু জ্যোতির্বিদের কাছে জীবনের পরতে পরতে যবনিকার অন্তরাল।

"গাজ্জালি একজন সার্থক শিক্ষক হবে। কিন্তু এ কাজটা আমাকে দিয়ে হল না!" ওমর ভাবতে লাগল।

ভাবাবেগে ওমর হাততালি দিল। একজন অনুচর বাড়ি থেকে ছুটে এসে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে রইল। "আমার সেই কামোপলা আর প্রাচীন মুদ্রার বাক্সটা নিয়ে এসো।" ওমর হুকুম দিল। "ওটা নীল টালির ঘরে চীনা কম্বলের স্তূপের কাছে রয়েছে"— ওমর এই প্রথম লোকটার মুখের দিকে তাকাল— "আহমদ।"

বাক্সটা এনে তার জানুতে রাখা হলে, ওমর নিজের কোমরের একটা থলে থেকে চাবি বের করে তালাটা খুলল। বাক্সটা বন্ধ রাখা প্রয়োজনীয়। কারণ, চাকরেরা বাক্সটা চুরি না করলেও জোলেখা বা অন্য চাকরানিরা বাক্সটা খোলা পেলে সোনার মুদ্রাগুলো চুরি করবে। সোনাতে আঙুল লাগলে তারা লোভ সংবরণ করতে পারে না; যদিও চুরি করেছে বলে তিরস্কার করলে, তাদের বিলাপ থামবে না।

"হুজুর, আর কোনও হুকুম আছে?"

"না, তুমি যেতে পার, আহমদ।"

বহুক্ষণ ধরে ওমর প্রাচীন মুদ্রাগুলো হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। একটা বাইজেন্টাইন মুদ্রা; ক্রসের নিচে সস্ত্রীক উপবিষ্ট একজন সম্রাটের মূর্তি মুদ্রাতে অঙ্কিত রয়েছে। গ্রিক ভাষা ওমর পড়তে পারে— তাঁর রাজত্বকালের ষষ্ঠবর্ষে সম্রাট জাস্টিনিয়ান;

www.pathagar.com

কিন্তু তাঁর স্ত্রীর নামটা নেই। একটা পোড়ামাটির মোহরের ওপর উড়ন্ত একটা পাখির ছবি। মানুষের উচ্চাভিলাষের কত কাহিনি এই নিদর্শনগুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

জাস্টিনিয়ান রোমের অনেক হৃতক্ষমতা পুনরাধিকার করেছিলেন। কিন্তু এশিয়ায় এক ব্যর্থ অভিযানে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাচীনকালে রোমক সম্রাটের প্রতিমূর্তি-অঙ্কিত মুদ্রাগুলো নাড়াচাড়া করতে অদ্ভুত লাগে। মাত্র কয়েকদিন আগে নিজাম বলেছিলেন, কনস্টান্টিনোপলের বর্তমান সিজার মালিক শাহকে কর পাঠিয়েছেন। ভাগ্যচক্র ঘুরে গেছে; পাশ্চাত্য রাজ্যগুলো ইসলামের বিজয় অভিযানের সামনে মাথা নত করেছে... গাজ্জালির ধারণা, ওমর আয়েশ-আরামের আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু গত সতেরো বছর অবধি সে একা তিনজনের কাজ করে যাচ্ছে। এখন নিজামের চাহিদা আরও বেড়ে গেছে। আহমদের অভিব্যক্তিহীন মুখখানা তার ওপর নিজামের কড়া নজরের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। তার গোপন করার কিছুই নেই; তবু তারা তাকে শান্তি ও নিভৃতে থাকতে দেবে না।

অন্য একটা অনুচর এসে তাকে একটা নিবেদন করল।

"না, আমি চিঠিপত্র দেখব না। আমি কোনও সংবাদও শুনতে চাই না। আমার খানা বাগানে আনবে, তা-ও আমি চাই না। যাও ইসহাক, দেখো কেউ যেন বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। আর এই বাক্সটা নিয়ে যাও।"

"কিন্তু—"

"একটা শিয়ালও যদি প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করে, আমি তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

দারোয়ান মুদ্রার বাক্সটা হাতে নিয়ে অসোয়াস্তিতে পা নাড়াতে লাগল। "কিন্তু হুজুর; একটা—"

"হায় খোদা!" ওমর এমন গর্জন করে উঠল যে, দারোয়ান ভয়ে পালাল।

সূর্য ডুবে গেল। গোধূলিরাঙা আলো গাছের ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। বাতাসের একটা ঝাপটা জলাশয়ের বুকে আলোড়ন তুলে মিলিয়ে গেল।... গাজ্জালি পাহাড়ি পথে শহরাভিমুখে একলা চলার নিভৃতিতে আনন্দ পান। কিন্তু ওমর ভাবে, জনারণ্যে বাস করেও সে সুফি গাজ্জালির চেয়ে নিঃসঙ্গ। গাজ্জালি তাঁর শিষ্যদের সাথে নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলো ভাগাভাগি করে নেন। কিন্তু ওমর তার চিন্তা-ভাবনাগুলো কাউকে ভাগাভাগি করে দিতে পারে না।

গোধূলির আলো ভেদ করে বাতাসে বাঁশির ক্ষীণ সুর ভেসে আসতে লাগল। গানটার সারমর্ম হল, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মরুভূমির একটা কুয়ার পাশে যোদ্ধারা থেমেছে; তাদের উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে লুণ্ঠিত দ্রব্যের বোঝা; কাঁটাঝোপের পাশে উষ্ট্রগুলো নতজানু হয়ে বিশ্রাম করছে। আর যুদ্ধবন্দিরা দুঃখে-ক্লেশে আর্তনাদ করছে। এটা আরব দেশের গান। ওমর উপলব্ধি করল গায়িকাও অদূরে রয়েছে।

"এটা কী হচ্ছে?"

www.pathagar.com

ম্লান আলোর অন্তরাল থেকে আয়েশা বেরিয়ে এল। হরিণীর মতন মৃদু মধুর চরণ ফেলে, মাথার আবরণটা খুলে এগিয়ে এল। সে জানু পেতে ওমরের পাশে বসে বাঁশিটাতে আবার ফুঁ দেবার আগে বলল, "এটা বানু-শাফাদের একটা গান। আরও অনেক গান আছে। হুজুর কি মেহেরবানি করে শুনবেন?"

"আমি বলতে চাই যে, তুমি এখানে কেন? আমি না তোমাকে হুকুম দিয়েছি যে—"

"কিন্তু হুকুম যখন দিয়েছিলেন, আমি তখন বাগানেই ছিলাম।"

"বেশ, এবার থাম।"

সুবোধ মেয়ের মতন আয়েশা বাঁশিটা পাশে রেখে দিল। সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল; কিন্তু অনড় রইল না। প্রথমে সে মাথার কস্তুরী-সুরভিত চুলগুলো কাঁধ থেকে পিছনে ঠেলে দিল। তার পর আকাশের পানে চেয়ে রইল; যেন তারার কথা চিন্তা করছে। এবার রুপোর বাজুবন্ধগুলো হাত থেকে খুলতে লাগল।

ওমরের চিন্তার খেই হারিয়ে গেছে। সে আয়েশার মনোরম হাতগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। বাজুবন্ধগুলো তার কোলে স্তূপীকৃত রয়েছে। সহসা স্তূপটা টুং টাং শব্দ করে ভেঙে পড়ল। দুষ্টু মেয়েদের দুষ্টুমি ধরা পড়লে যেমন ভীতচকিত হয়ে ওঠে, আয়েশাও তেমনি ভীতচকিত হয়ে উঠল। তার স্কন্ধদেশ ওমরের পা স্পর্শ করল; ওমর তার দেহের উষ্ণতা অনুভব করল। ইতোমধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে গেছে।

আয়েশা আবার তার চুল নিয়ে পড়ল। তার বাহুটা মাথার ওপর উঠিয়ে চুল বাঁধার সময় ওমর তার দেহের স্নিগ্ধ সুরভি পেল। আয়েশা কথা না বললেও রাত্রির পরিবেশে মিশে গিয়ে ওমরকে বেষ্টন করে রইল। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে তার ভাবনাগুলোই বড় ছিল; কিন্তু এই মুহূর্তে আয়েশার মৃদু সঞ্চরণ তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

ওমরের হাত আয়েশার জানুদেশ স্পর্শ করতেই তার সারা দেহে শিহরন জাগল। বাহুদুটো নিচে না নামিয়েই আয়েশা স্মিত মুখে ওমরের দিকে মাথাটা ফেরাল।

এই নির্বাক তরুণী যেন হঠাৎ মন্ত্রবলে রূপান্তর গ্রহণ করল। সে যেন আর ওমরের অসন্তোষে ভীতা, সদা অনুগতা ক্রীতদাসী নয়। সে যেন এখন রাত্রির জীব—ছলনাময়ী আর অহংকার-মত্তা। ওমর তাকে অনুসরণ করলে সে অন্ধকার বৃক্ষতলে, অন্ধকারে মিশে গেল।

দৈবক্রমে ওমরের বাহু আয়েশার স্কন্ধে পড়ল আর তার হাত আয়েশার বক্ষের পেলবতা অনুভব করল। আয়েশা মুক্ত হয়ে আবার পালাল; রাতের বুক চিরে তাদের লুকোচুরি ওমরের দেহে ঝঙ্কার তুলল।

নিরন্ধ্র অন্ধকারে আয়েশাকে হারিয়ে ওমর দাঁড়াল। সহসা আয়েশা তার পাশেই খিল খিল করে হেসে উঠল। সে লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ল। আবার আয়েশার হাসি তাকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। সে এবার নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে তাকে ধরে ফেলল।

www.pathagar.com

এক মুহূর্ত আয়েশা মুক্তির সংগ্রাম করল; কিন্তু ওমরের সবল বাহুর বাঁধন থেকে সে মুক্তি পেল না। সে এবার শান্ত হয়ে ওমরের বাহুতে এলিয়ে পড়ল; তার এলোমেলো কেশ ওমরের গ্রীবাদেশে ছড়িয়ে গেল।

সে আর প্রতিরোধ করল না। তার বাহু ওমরকে আঁকড়ে ধরল। সে হাঁপিয়ে উঠেছে।

এই রাত্রির ঐন্দ্রজালিক নৈকট্যের পর আয়েশা যেন এক নতুন জীবন হয়ে দেখা দিল। সে আর শান্ত মেয়েটি নয়। ছেলেমানুষের মতন সে হাসে, গায়; ওমরকে টেনে জলাশয়ে সাঁতার কাটাতে নিয়ে যায়।

নক্ষত্রালোকে ওমর আয়েশার দেহাবয়বের প্রতিটি রেখা বুঝতে পারে। পানিতে নেমেই আয়েশা স্ফূর্তিতে ওমরের ওপর পানি ছিটাতে থাকে। তার অবতরণে জলাশয় যেন চঞ্চল আর জীবন্ত হয়ে ওঠে। রাত্রি, জলাশয়, পুষ্পের সৌরভ— এখন সবার স্বত্বাধিকারিণী আয়েশা।

একদিন এমনি এক নৈশ লগ্নের পর আয়েশা ওমরকে চুপি চুপি বলল, "কারা আসছে— হাতে তাদের উলঙ্গ তলোয়ার। ওই দেখুন।"

আয়েশার নির্দেশিত পথের পানে তাকিয়ে ওমর দেখতে পেল, মশাল হাতে কারা যেন আসছে। তাদের হাতের তলোয়ার মশালের আলোতে চকচক করছে।

'আপনার হাতে তো কোনও অস্ত্র নেই। তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে সশস্ত্র রক্ষীদের ডেকে নিয়ে আসুন।"

নৈশ-আক্রমণের ভয় ওমরের নেই। সে প্রতীক্ষা করতে লাগল। তারা কাছে এলে দেখতে পেল, দারোয়ান ইসহাক কতিপয় লোক নিয়ে আসছে। আয়েশা বোরকায় মুখ ঢেকে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করল!

ইসহাক জলাশয় পর্যন্ত এগিয়ে ওমরকে দেখে সোয়াস্তিতে চেঁচিয়ে উঠল :

"হে খাজা! আমরা বাগানে লোকচলাচলের আওয়াজ পেয়ে ভাবলাম যে ডাকাত পড়েছে। জলাশয়ে মানবদেহের পতনধ্বনি শুনে ভাবলাম খোদা না করুন তারা আমাদের প্রভুকে হত্যা না করে।"

ওমর ক্রোধদীপ্ত হয়ে বলল, "অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, বাগানে একটু বিশ্রামের জন্যে আসলে বাড়ির সবাই মৌমাছির মতন ঝাঁক বেঁধে আসবে?"

একজনের হাত থেকে একটা তলোয়ার ছিনিয়ে সে তলোয়ারের পিঠ দিয়ে ইসহাকের কাঁধে আঘাত করল। কাঁধ বেয়ে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু প্রতিবাদ করল না। সে ভাবল যে, এমনি করে বাগানে প্রবেশ করা তার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। এখন মার খেয়ে ভালোই হয়েছে, পরে আর শাস্তি পেতে হবে না। অন্যরা তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রেখে ভাবল যে, ইসহাকের ওপর দিয়েই এবার চোটটা গেল; মনিব এবার তাদের কথা ভুলে যাবেন।

www.pathagar.com

একটু পরে ওমর হেসে বলল, "এবার দূর হয়ে যা, বোকার দল। কিন্তু মনে রাখিস যে, এখন থেকে এ বাগানবাড়িতে প্রবেশ করা হারাম— নিষিদ্ধ।"

ইসহাক রক্ত মুছতে মুছতে বলল, "হুজুরের হুকুম মাথায় রাখলাম; কিন্তু মালীরা কী করবে? হোসেন, আলী আর আহমদ—"

"তারা আস্তাবলে বসে মাছি মারুক। তারা না এলেই বাগানটা ভালো থাকবে।"

রক্ষীরা চলে যাওয়ার পর, আয়েশা বেরিয়ে এল। সে হেসে বলল, "আপনার অনুচরেরা কুঁড়ে বলে ভালোই হল; কতক্ষণ আগে এলে, আমি খুব প্রীত হতাম না।"

ওমর কয় সপ্তাহ অবধি তার চিঠিপত্রের কথা ভাবল না। আয়েশা তার মন জুড়ে রইল। এখন সে অনাবৃত মুখেই বাগানে ঘুরে বেড়াতে পারে; প্রত্যেক কাজেই সে আনন্দ পায়।

ওমরের চিন্তাভাবনায় সে অংশগ্রহণ করতে পারে না। উভয়ের মধ্যে এটা একটা অদ্ভুত বাধা হয়ে রইল। আয়েশা বুঝতে পারে যে, তার সান্নিধ্যে এসে ওমর তার চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে চায়। কোনও কোনও ব্যাপারে সে ওমরের চেয়েও বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী।

তার প্রেমে মাতৃমনের সন্তান-বাৎসল্য রয়েছে আর আছে দুর্দমনীয়তা। অনতিবিলম্বে বাড়ির অন্য লোকজন উপলব্ধি করল যে, এই আরবকন্যা মনিবের প্রিয়পাত্রী হয়েছে।

আয়েশা বাবুর্চিখানায় গিয়ে ওমরের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে। একদিন জোলেখা প্রতিবাদ করতেই আয়েশা শান্ত কণ্ঠে বলল, "তুমি যথেষ্ট করেছ। তোমার বাচ্চাগুলোকে খাইয়েছ; তোমার আত্মীয়-স্বজনদের চুরি করে খাবার দিয়েছ। তোমার বড় মেয়েটাকে বেশ আয়েশের সঙ্গে পালন করছ। মেয়েটাকে পথে পথে ঘুরতে না দিয়ে এবার বিয়ে দিয়ে দাও। আগে যা করেছ— আর নয়।"

তার পর আরবি মেয়েদের বদমেজাজ সম্বন্ধে মন্তব্য করে জোলেখা চুপ করল।

অন্য লোকজনদের থেকে আয়েশার দূরত্বে ওমর প্রীত হল। শুধু তার উপস্থিতিতে আয়েশা সজীব আর মানবীয় হয়ে উঠত। সে আয়েশার প্রতি অঙ্গের খবর রাখে, কিন্তু তার মনের খবর সে পায় না। তার পাশে শায়িতা আয়েশা যেন কোনও সুদূরের ধ্বনি কান পেতে শোনে, যে ধ্বনি ওমর শুনতে পায় না।

সে সর্বদা ওমরকে চমকে দেয়। একদিন সে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল যে, তাকে দেখা-শোনার জন্য ওমর কোনও খোজা নিয়োগ করার কথা ভাবছে কি না।

"কখনও না," ওমর অস্বীকার করল।

আয়েশা তার জন্য একজন খোজার নিয়োগের কথা ভেবে খুশি হয়। অভিজাত বংশের এটা একটা প্রচলিত রীতি।

ওমর বাইরে গিয়ে দেখল যে, একটা অদ্ভুত লোক বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে।

www.pathagar.com

লোকটা উঠে ওমরকে অভিবাদন করল।

"তুমি কে?"

"গরিবের রক্ষাকর্তা, আমার নাম জাম্বাল আগা। ইসহাক আমাকে এ বাড়িতে চাকরি দিতে এনেছে।"

লোকটার কাংস্য-কণ্ঠ আর ঘোলা চোখ দেখে ওমর ভাবল যে, আয়েশা ঠিকই ধারণা করেছে। আমার সঙ্গে আয়।" ওমর লোকটাকে নির্দেশ করল।

ফটকে এসে ওমর মাথায় পট্টি-বাঁধা ইসহাককে ডাকল।

"খোজা নিয়োগ করার কথা তোকে আমি কবে বলেছি?"

"হুজুরের তো এতসব ভাবনার সময় নেই। তাই আমি প্রয়োজনের খাতিরে নিজেই বুদ্ধি খরচ করেছি।"

"এবার ওকে বিদায় দিয়ে দে।"

জাম্বাল আগা তার বাগান পাহারা দেবে, তা ওমরের ভালো লাগল না। তা ছাড়া, আয়েশার ওপর গুপ্তচর বসানোর ইচ্ছা তার নেই।

এতে ইসহাকের সম্মান ক্ষুণ্ন হল। কিন্তু জাম্বাল আগার সামনে তার মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে সে বিষয়বস্তু বদলে দিয়ে বলল, "হুজুর, প্রায় বিশ দিন অবধি নিজাম-উল-মুলকের চিঠিটা পড়ে আছে; জওয়াব দেওয়া হয়নি অথচ জওয়াবটা দেওয়া খুব প্রয়োজনীয়। একজন হরকরা তা নিয়ে এসেছিল। নিজাম-উল-মুলক তো জরুরি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ছাড়া অন্য ব্যাপারে চিঠিপত্র লেখেন না।"

"নিয়ে আয় চিঠিটা।"

ওমর চিঠিটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। চিঠিটা খুলে পড়তে পড়তে সে ঠোঁট কামড়াল। চিঠিটাতে লেখা আছে :

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানের রাহিম— পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লার নামে আরম্ভ করছি— তুমি এখখুনি এক ঘণ্টাও বিলম্ব না করে মালিক শাহকে লিখে দাও যে, তাঁর নিশাপুর প্রত্যাবর্তনের লগ্ন বর্তমানে অশুভ। আমি চাই যে, তিনি সমরকন্দের উত্তরে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁর কাছ থেকে খবর পেলাম যে, তিনি নাকি খোরাসান প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করছেন; এবং তাঁর অধীন অর্ধেক সৈন্য শীতকালে বরখাস্ত করে দিতে চান।"

ওমর আবার চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। কাগজে-কলমে এমনি সংবাদ পাঠানো বিপজ্জনক, নিজামের তা জানা উচিত ছিল। নিজামের নির্দেশে সে অনেক মিথ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, আর নয়। নিজাম রাষ্ট্রের স্বার্থে এ কাজ করছেন, তা স্বীকার করলেও মনে রাখতে হবে যে, মালিক শাহ রাজ্যের সুলতান। তিনি গত কয়েক বছরের বেশিরভাগই যুদ্ধাশ্বের পৃষ্ঠে কাটিয়েছেন। তিনি যদি শীতকালটা শান্তিতে থাকতে চান, তবে তাতে বাধা দেবার কী যুক্তি আছে?

www.pathagar.com

নিশাপুরে থাকলে ওমর হয়তো অন্যরকম যুক্তি দেখাত। কিন্তু সে এবার গাজ্জালির সাথে আলাপ করেছে, আয়েশার সান্নিধ্যে আনন্দ উপভোগ করেছে। ইসহাককে দিয়ে কাগজ-কলম আনিয়ে সে নিজামের চিঠির জওয়াবে শুধু একটা কথা লিখল— "না।" নিচে নিজের নাম সই করল— "খৈয়াম।" কাগজটা ভাঁজ করে তাতে নিজের মোহর লাগিয়ে বলল, "একজন ঘোড়সওয়ারকে দিয়ে এখখুনি এ চিঠিটা নিশাপুরে মাননীয় নিজামের কাছে পাঠিয়ে দাও।"

জাম্বাল আগা বলে দিল, "ইতোমধ্যে নিজাম একটা ধর্মীয় হাঙ্গামা দমন করার উদ্দেশ্যে রে শহরে গেছেন।"

"তিনি কোথায় আছেন জেনে চিঠিটা সেখানে পাঠিয়ে দাও।" তার পর কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, "আহমদকে পাঠিয়ো না।"

এই বলে ওমর ঘরে প্রত্যাবর্তন করার সময় নিজামের চিঠির টুকরোগুলো আগুনে ফেলে দিল; অনতিবিলম্বে তা ভস্মে পরিণত হল।

আয়েশার মনে কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই। মাঝে মাঝে সে ওমরের পাশে গালিচার ওপর সটান হয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন পশুর মতন ঘুমিয়ে পড়ে। আর মাঝে মাঝে বাড়ির কুঁড়ে চাকরগুলোকে গালাগাল দেয়।

"আগামীকাল", আয়েশা চেঁচিয়ে বলে," "তাদের মুখে সবসময় 'আগামীকাল' লেগে আছে। তারা অতীতের গল্প করে আর আগামীকাল করবে বলে কাজ রেখে দেয়।"

"কিন্তু তারা সুখী।"

আয়েশা এ কথাটা ভাবেনি যে, তাদের অনুভূতি আলাদা; তারা সহজে হাসে, সহজে কাঁদে।

"আর তুমি আয়েশা, শুধু বর্তমান নিয়েই বেঁচে আছ।"

"শুধু আপনার সান্নিধ্যে", ওমরের পানে নিষ্পলক চেয়ে সে বলল।

এমনি পরিস্থিতিতে ইয়াসমির স্মৃতি ওমরকে চঞ্চল করে তুলল। আয়েশার চোখের চাহনি, আর তার দ্রুত গ্রীবা বাঁকানোর সাথে ইয়াসমির মিল ছিল। ওমর উপলব্ধি করল যে, সে অকারণে গত কয়েক বছর ধরে ইয়াসমিকে খুঁজে বেড়িয়েছে। ইয়াসমির অকস্মাৎ মৃত্যুযন্ত্রণা তাকে ঝলসে দিয়ে গেছে। এসব দূর অতীতের ঘটনা স্বপ্নের মতো তার মনে উদয় হয়; জাগরণে এ স্বপ্নের যেন কোনও অস্তিত্ব নেই।

ইয়াসমির বক্ষলগ্ন হয়ে ওমর যেমন মধুর যন্ত্রণা অনুভব করত, আয়েশার বক্ষে সে তা পায় না। আয়েশার বক্ষে সে শান্তি অনুভব করে মাত্র। তার প্রেম প্রাচীরঘেরা উদ্যানের মতো, যে-উদ্যানে ফোটা-ফুল মানুষের কোলাহল থেকে দূরে মাটির বুকে পাপড়িগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে রাখে। কিন্তু ইয়াসমির স্মৃতি সে উদ্যানেও চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করে।

www.pathagar.com

একদিন আয়েশা রোদে বসে তার প্রিয় চুলের ফিতাটা নিয়ে খেলা করছিল, এমন সময় ওমর ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে তিরস্কার করল। "ওগো অবুঝ প্রিয়া, তোমার দেহ সোনার না যে, লোকে তোমাকে কবর খুঁড়ে বের করবে।"

বিস্মিত আয়েশা সজোরে হেসে উঠল, "সত্যি আমি সোনা দিয়ে তৈরি নই।" সে কয়েক মুহূর্ত ওমরের ক্রোধের কারণটা চিন্তা করে তার কথাগুলোর অর্থ খুঁজল; তার পর গম্ভীর কণ্ঠে জওয়াব দিল, "যারা মৃত, তারা মৃতই; তাদের কোনও রূপান্তর ঘটে না।"

"তাদের রূপান্তর ঘটে না।" ওমর স্বগত পুনরাবৃত্তি করল।

যে দৃঢ় প্রত্যয় মরুকন্যা এত সহজে প্রকাশ করল, তার বিরুদ্ধে ওমর বহু বছর সংগ্রাম করেছে। মৃত ব্যক্তি আর পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে না, তবু ইয়াসমির স্মৃতির বিনাশ নেই। অনেক সময় অতি ক্লান্ত হয়ে সে ভাবত, মাথা তুললে সে দেখতে পাবে যে, ইয়াসমি পথ বেয়ে সেতারা মঞ্জিলে আসছে; তার বোরকাটা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে।

দু সপ্তাহ পর নিজাম তাকে 'রে' শহরে অতি সত্বর ডেকে পাঠালেন।

পরদিন সকালে আয়েশার কাছে বিদায় গ্রহণের কালে আয়েশার দুই চোখে অশ্রু দেখা দিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য সে ওমরকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করল। বিদায় বেলায় আয়েশা দোয়া করল, "খোদা আপনাকে রক্ষা করুন। অপরিচিত লোকদের মধ্যে নিরস্ত্র ঘোরাফেরা করবেন না।"

ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে ইসহাক ওমরকে বিদায় অভিবাদন জানাল। ওমরের মনে হল, সেই প্রত্যাখ্যাত সাদা পাগড়ি আর লাল খেলাত-পরা জাম্বাল আগা যেন এক কোণে পালিয়ে গেল। ওমর তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার লাগাম টানল।

"ব্যাপারটা কী, ইসহাক? সেই কালো খোজাটা কি এখনও এখানে ঘোরাঘুরি করছে?"

ইসহাক সবিনয়ে বলল, "কাল এশার নামাজের পর শুনলাম, দীন-দরিদ্রের রক্ষক নাকি রে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ জানেন, তিনি কবে ফিরবেন। তাঁর বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ভার এই অধীনের ওপর নয় কি?"

"তাই?"

"মেয়েদের চোখে চোখে রাখাই ভালো। এমন একটা যুবতী মেয়েকে এতবড় বাগানে ঘোরাফেরা করতে দেওয়ার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাববে না। জাম্বাল আগা হাতের কাছে ছিল বলে আমি ভাবলাম—"

ওমর তার রক্ষীদের লক্ষ করে হুকুম দিল, "তোমাদের মধ্যে একজন ওই খোজা বেটাকে খুঁজে বের কর। আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে সে-বেটাকে নিশাপুরের বাজারে ছেড়ে দাও। দেখো ও যেন এ বাড়িতে কোনওদিন আর না আসে।"

ওমর আয়েশাকে এই বেটার চোখের নিচে রেখে যেতে চায় না।

www.pathagar.com

তিন দিন অনবরত ওমর সদলবলে পশ্চিমাভিমুখে চলতে লাগল। রাত্রি বেলায় তারা সরাইখানায় বিশ্রাম করে আর সকাল বেলায় আবার পথে নামে। সময় বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ওমর নিশাপুরে প্রবেশ করল না। কারণ, রাজ-জ্যোতিষীকে সাদর-সম্ভাষণ জানাবার জন্যে সেখানে ভিড় জমে যাবে। সুলতান আর নিজামের অবর্তমানে খোরাসানের লোকেরা তাকেই রাজশক্তির প্রতিনিধি বলে মনে করে।

তারা তৃতীয় রাত্রে এক সরাইয়ে থামল। একজন অশ্বারোহী হাতের কব্জিতে একটা বাজপাখি বসিয়ে ওমরের সামনে সসম্মানে সালাম করে হাজির হল।

"খাজা, আপনার যাত্রা সুখের হোক। এই দেখুন, একটা অশুভ লক্ষণ। অপরিচিত লোকটা তার কোমর থেকে কলমের আগার মতন রুপোর চুঙ্গি বের করে বলল, "ঘন্টাখানেক আগে আমি আমার বাজপাখিটাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, বাজপাখিটা একটা বককে ধরে আনবে। কিন্তু বাজপাখিটা বকের বদলে পশ্চিমাভিমুখে উড্ডীয়মান একটা পায়রাকে ধরে আনল। এটা ছিল সংবাদবাহক পায়রা। আমি এটার পায়ে এই চুঙ্গিটা আর চুঙ্গির ভিতর এই কাগজটা পেলাম। পড়ে দেখুন!"

কাগজটা মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলীর চেয়ে বড় নয়; এতে এক পঙক্তি লেখা আছে।

"ওমর খৈয়াম রে'র পথে যাত্রা করেছে।"

লেখাটার নিচে কোনও সই নাই। কেবল একটা সংখ্যা লেখা রয়েছে।

"কোনও ক্ষতির কারণ নেই," ওমর বাজপাখিওয়ালাকে বলল, 'পায়রাটা কি পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল?'

"তীরের মতন অস্ত-পথের পানে ছুটছিল। তার পর শুনলাম, খাজা আসছেন; সঙ্গীদের বললাম, আল্লাহ্ যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।"

ছোট চুঙ্গিটা হাতে নিয়ে ওমর ভাবতে লাগল যে, কে কার কাছে এটা পাঠাচ্ছে। তা তার জানা নেই। পাখিটা জানে, কিন্তু বলতে পারবে না। চুঙ্গিটা থেকে কস্তুরীর গন্ধ আসছিল। একমাত্র কুচিক প্রাসাদের প্রাণীরা ছাড়া তার রে' যাত্রার খবর কেউ জানে না; আর নিশাপুরবাসীরা যাতে তাকে দেখতে না পায়, সে সেই সতর্কতাও অবলম্বন করেছে।

হয়তো নিজামের কোনও লোক পায়রাটা পাঠিয়েছে। প্রেরক হয়তো আশা করছিল যে, তার হাতের লেখাটা নির্দিষ্ট ব্যক্তি চিনবে অথবা নিচের সংখ্যা দ্বারা প্রেরককে শনাক্ত করতে পারবে।

কিন্তু সহজাত বুদ্ধিতে ওমর চুঙ্গিটা আর কাগজের টুকরোটা তার থলিতে রেখে দিল। বাজপাখিটা এই কাগজটা তার কাছে নিয়ে এসেছে; এটা একটা দৈব ঘটনা মাত্র।

www.pathagar.com

প্রাচীন রে' শহরের কুতুবখানা

গালিচার ওপর নিজাম-উল-মুলক আর ওমর সামনা-সামনি উপবিষ্ট। এই প্রথম নিজাম-উল-মুলক দেখলেন যে, রাজ-জ্যোতিষী তাঁর বিরোধিতা করছে। তাঁর বিস্মিত ভাবটা কাটতে সময় লাগল।

"কিন্তু কেন?" তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন; "কেন তুমি অগ্রগতির পথে অস্বীকৃতির বাধা সৃষ্টি করছ?"

নিজাম শান্ত, এমনকি কৌতূহলী। প্রায় দুই বংশপরম্পরায় তিনি সম্প্রসারণশীল সেলজুক সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করে আসছেন। এখন এই সাম্রাজ্য চীনের প্রাচীর থেকে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। মাঝখানে কেবল সংকীর্ণ প্রণালিটা এশিয়া আর আফ্রিকাকে দুই ভাগে ভাগ করে রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে এ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি; উত্তরে তুষারস্নাত পর্বত আর দক্ষিণে আরব মরুভূমি। নিজাম তাঁর মোহরাঙ্কিত আঙটিটা তার কৃশ আঙুলে মাথার দিকে টেনে বলতে লাগলেন, "সুলতান বিশ্বপরিবারের জনক; তাঁর কার্যকলাপ তাঁর মহান মর্যাদার সমতুল্য হবে। যুদ্ধ-বিদ্যায় তাঁর দক্ষতার গুণে বিধর্মী রাজ্যগুলো তাঁর করতলগত হয়েছে। এই বিজয়ের ফলে স্বদেশে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও মালিক শাহ একজন গৌয়ার তুর্কির বংশধর। তিনি যদি এখন তাঁর চার লক্ষ সৈন্য নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে খোরাসানের শান্তিপূর্ণ নগরগুলোতে বাস করতে থাকেন, তা হলে জনসাধারণ দেখবে যে, সিপাহিরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে আরামে দিন কাটাচ্ছে। আর তা ছাড়া, যুদ্ধ-জীবনে অভ্যস্ত তাঁর সিপাহিরা গ্রামগুলোতে হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে।

"এই সৈন্যবাহিনীতে কারা আছে?" নিজাম বলতে লাগলেন, "তুমি ভালো করেই জান খাজা ওমর, এই বাহিনী উত্তরাঞ্চলের তুর্কি এবং তাদের যুদ্ধনিপুণ শিক্ষিত গোলাম, জর্জিয়ান আর আরবের উপজাতিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যে খোরাসানি, পারস্যবাসী আর বাগদাদের আরববাসী খুব কমই রয়েছে। এই সমস্ত অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকদের জমি দান করা উচিত নয়; কারণ শেষ পর্যন্ত তারা অন্তর্যুদ্ধ ঘটাবে। পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধ শেষ হলে ইনশাআল্লাহ্ আমরা পশ্চিম

www.pathagar.com

সীমান্তের দিকে মনোনিবেশ করে দুটো ঐশ্বর্যশালী স্থান কনস্টান্টিনোপল আর মিসর জয় করব।"

মুহূর্তের জন্য নিজামের চমৎকার পরিকল্পনাটা ওমরকে মুগ্ধ করে ফেলল; কিন্তু পরক্ষণেই এই ভ্রান্ত ধারণাটা তার মন থেকে মুছে গেল। এক যুদ্ধে যে জীবন ও ঐশ্বর্যের ক্ষয়ক্ষতি হয় অন্য যুদ্ধ দিয়ে তা পূরণ করতে হয়। যে সেলজুক সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, নিজামের নতুন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সে বাহিনীর কোনও স্থান নেই।

"সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে," ওমর জওয়াব দিল, "আপনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন; কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করতে আবার বিশালতর সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন। তা হলে, নতুন সৈন্যবাহিনীর ব্যয়-ভার বহন করতে আবার আপনার নতুন বিজয়-অভিযানের ব্যবস্থা করতে হবে না কি?"

নিজাম ওমরের ওপর দ্রুত সঞ্চারী চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ওমর বিজ্ঞানচর্চা আর আরাম-আয়েশ ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা করে না। যতদিন ওমর আর মালিক শাহ শান্ত থাকবে, ততদিন নিজামের পরিকল্পনা নির্বিঘ্নে রূপায়ণের পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু মালিক শাহ খোরাসানে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধাশ্ব থেকে অবতরণের পর স্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করবেন— কোনও অবস্থাতেই নিজামের এটা কাম্য নয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, মালিক শাহের রাজ্যশাসন ভাগ্যের বিধান। তিনি এ কথা ওমরকে শোনালেন।

ওমর গালিচার বুনটটা পরীক্ষা করতে করতে বলল, "এও কি ভাগ্যের বিধান যে, আমি তাঁর ভাগ্য সম্বন্ধে সুলতানকে মিথ্যা কথা বলব?

"তুমি কি বিশ্বাস কর যে, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে মানুষের ভাগ্য বলা যায়?"

"না।"

"আমিও না।" নিজাম হাসলেন। তাঁর ধারণা হল, ওমর শেষপর্যন্ত যুক্তি মানবে। সুতরাং, গ্রহ-নক্ষত্রের লক্ষণ যদি মিথ্যে হয়, তবে তুমিই-বা কেন এখনও মালিক শাহকে জানিয়ে দিচ্ছ না যে তাঁর ভাগ্য-লক্ষণে দেখা যাচ্ছে তিনি বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবেন।

সহসা একটা ব্যাপারে নিজামের মনে হল; এটা কয়দিন অবধি তাঁকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। তিনি বললেন, "হাসান বিন সাবাহ-নামক একজন লোক তোমার চিঠি আমার হস্তগত হওয়ার চারদিন আগে আমার সাথে এখানে দেখা করতে এসেছিল। সে দাবি করে যে, সে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। সে আমাকে বলেছে, কয়দিনের মধ্যে আপনি রাজ জ্যোতিষীর কাছ থেকে একটা চিঠি পাবেন; তাতে মাত্র একটা 'না' লেখা থাকবে। এই হাসান কে যে, তাকে তোমার গোপন কথা বলতে হবে?"

"সে এক নতুন ধর্মের প্রচারক। জেরুজালেমে তার সাথে আমার আলাপ হয়।" ওমর ভ্রু কুঞ্চিত করল। "কিন্তু আমি তো চিঠি সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলিনি।"

www.pathagar.com

"তা হতে পারে না। কুচিক-প্রাসাদ থেকে এখানে আসতে সংবাদবাহকের আট দিন লেগেছে; অথচ হাসান সংবাদ-বাহকের পৌঁছার চারদিন আগে এ সংবাদটা জানতে পেরেছে।"

ওমর ভাবতে লাগল, কোনও অশ্বারোহী, এমনকি সুলতানের সংবাদ-বাহক পর্যন্ত প্রত্যেক বিশ্রামকেন্দ্রে ঘোড়া বদলিয়ে এই পথ চারদিনে অতিক্রম করতে পারে না। রে'তে অবস্থানকারী কারও পক্ষে তার নিজস্ব সংবাদ-বাহকের সেখানে পৌঁছার আগে, তা জানা অসম্ভব। তা হলে এ সংবাদটা বাতাসে ভেসে ভেসে এসেছে। সে রুপার চুঙ্গিটা কোমরে হাত দিয়ে অনুভব করল। একটা সংবাদ-বাহক পায়রা, সে রে' অভিমুখে চলছে— এই সংবাদটা-বহন করে এনেছে। আর সংবাদ-বাহক পায়রাই কুচিক প্রাসাদ থেকে এই চিঠির সংবাদটা নিজামকে দিতে সক্ষম হয়েছে।

তা হলে, তার বাড়িরই কেউ তার ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করছে। আয়েশা না ইসহাক? কিন্তু তাদের দু জনই তো মূর্খ বলে তাকে জানিয়েছে।

"পায়রা এ দূরত্বটা তিন দিনে অতিক্রম করতে পারে।" ওমর উষ্ণ কণ্ঠে বলল।

"আলহামদুলিল্লাহ্"— সব প্রশংসা আল্লার। নিজাম ওমরের কাঁধ চাপড়িয়ে বললেন, আমি জানতাম, তুমি সঠিক পথ অনুসরণ করবে।

তা হলে এখুনি সুলতানকে সে কথাটা লিখে দাও। "আমরা তোমার চিঠিটা পায়রার মাধ্যমে সমরকন্দে পাঠিয়ে দেব। এ কথাটা নিশ্চিত লিখে দিয়ো যে, সুলতান যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে বিপদ আছে।"

"কোনও বিপদ নেই," ওমর হেসে বলল, "আপনি কি চান যে, আমি লিখে দিই— যুদ্ধ চলবে; আর এটা আপনার সিদ্ধান্ত।"

"খোদা না করুন! কী ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ?"

"তা হলে আমি দুটোর কোনওটাই লিখব না। সত্যটাও না, মিথ্যাটাও না। আমি কিছুই লিখব না।"

নিজাম চমকে উঠলেন। তাঁর কানে যেন শেষ ঘণ্টা বাজল। তাঁর চোখদুটো বলিরেখার জাল থেকে বেরিয়ে এল। তিনি তার মুষ্টিবদ্ধ হাত জানুতে ন্যস্ত করলেন।

"তুমি আমাকে এ কথা বলতে সাহস করলে?"

ওমর শান্ত কণ্ঠে মাথা নেড়ে বলল, "যা বলেছি, তা বলেছি; এর রদবদল হবে না।"

নিজাম একমুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, "তোমাকে আমি ছিন্নবস্ত্র পরিহিত একজন ছাত্র থেকে সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্মানিত ব্যক্তিতে উন্নীত করেছি। পঞ্জিকা প্রণয়নের সময় গোঁড়া ধর্মান্ধদের ঢিল থেকে তোমাকে রক্ষা করেছি; আমি তোমাকে সাহায্য করার জন্য বিদ্বান ও পণ্ডিত সহকারী দিয়েছি। তুমি এখন কয়টা প্রাসাদ আর কত ঐশ্বর্যের মালিক? লোকে বলে, তুমি সত্যবাদী; কিন্তু আমি তোমাকে মালিক শাহের সাথে বহুবার মিথ্যা

www.pathagar.com

কথা বলতে শুনেছি। এবার সত্যি করে বলো তো, তুমি আমার সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে চাইছ কেন?"

"সত্যি কথা? আমার ধারণা, আপনি মালিক শাহকে জোর করে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত রেখে নিজে সাম্রাজ্য শাসন করতে চান।"

নিজাম এক টুকরো কাপড় দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছলেন। তাঁর হাত কাঁপছে। "তুমি কি অস্বীকার করতে চাও যে, তোমার বয়সের দ্বিগুণ বছর আমি নিজের কথা না ভেবে কেবল ইসলামের খেদমত করে আসছি?"

"আমি তা জানি।" ওমর এ কথাটা আর বলল না যে, পঁচাত্তর বছর বয়সী বর্তমান নিজাম আর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী নিজাম এক নয়।"

"আমি বুঝতে পারছি," নিজাম মাথা হেলিয়ে বললেন, "তোমাকে দশ হাজার সোনার দিনার দেবার জন্যে আমি খাজাঞ্চিকে হুকুম দিচ্ছি! তাতে চলবে?"

"তাতে চলবে না; এমনকি, মাহমুদের স্বর্ণ-সিংহাসনও যথেষ্ট নয়।"

"পনেরো হাজার?"

ওমর বৃদ্ধ লোকটার পানে সামনাসামনি তাকাল। অঙ্কটা খুব যে বড়, সন্দেহ নেই। "আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন এ কথা সত্য— কিন্তু আমার মনে হয় না, আপনি আমাকে খাতির করেছেন। আমি নিজেকে বিকিয়ে দিতে রাজি নই।"

"তা হলে এক্রোনস আর অন্য বিধর্মীদের সঙ্গ ধরো। যেখানে খুশি যাও। আমার পৃষ্ঠপোষকতার আশা করো না। আমার নেমক যারা খায়, তারা আমার মতন ধর্মনিষ্ঠ।

তাঁর জীর্ণ হাত দরজার দিকে ইঙ্গিত করল। ওমর দরজার দিকে এগিয়ে পিছনে তাকাল; স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট উজির তাকে আর না ডেকে নতজানু হয়ে মক্কার দিকে মুখ করে আল্লার নাম জপতে লাগলেন। "আস্‌সালামু আলায়কুম' বলে ওমর বিদায় নিল।

কুতুবখানার বিপরীত দিকে একটা নির্মীয়মাণ মসজিদের নীল টালিগুলো চকচক করছে। এসব মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা আর বিরাট বাজার ইসলামের মহিমা ঘোষণা করছে। আর বৃদ্ধ নিজাম এগুলো নির্মাণ করিয়েছেন।

ওমর উপলব্ধি করল তার চলার আর একটা পথ রুদ্ধ হল।

সে আপন মনে পথ চলছিল, এমন সময় চিৎকার শুনতে পেল। "মোলহেদ! ধর্মভ্রষ্ট! এদের খুন করো!" চিৎকারকারীদের হাতের মুক্ত তলোয়ার সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে।

তার চোখে প্রথম যে লোকটা পড়ল তার পরিধানে সাদা পোশাক আর লাল কটিবন্ধ। তার গ্রীবা থেকে রক্ত ঝরছে। সে ফাঁদে পড়া পশুর মতন ছটফট করছে। এমন সময় আর একজন লোক তার গলায় তলোয়ার চালিয়ে দিয়ে মাথাটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করল।

www.pathagar.com

আর একজন সাদা পোশাক পরিহিত লোককে তাড়া করেও এমনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল।

"ধর্মভ্রষ্টরা নিপাত যাক," বলে এক ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ জনতাকে উত্তেজিত করছিল। তার কথা শুনে একটা দশ বছরের কিশোর কাঁদতে লাগল। তার দৃষ্টি কিশোরটার ওপর পড়তেই সে বলল, "এ তো দেখছি, সপ্তকদেরই একটা শাবক।"

"ভীত কিশোর ছুটে এসে ওমরের পরিধেয় টেনে ধরল, "হে খাজা, হে শাহজাদা! এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।"

এক উন্মত্ত যুবক ছুরিকাহস্তে কিশোরকে ধরতেই ওমর তাকে ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বলল, "এ কী করছ? তোমরা রে' শহরের বুকে বাচ্চাদের হত্যা করছ? সরে দাঁড়াও।"

অন্য একজন ক্রোধান্ধ ব্যক্তি ওমরকে লক্ষ করে চেঁচাতে লাগল :

"খাজা ওমর ইবনে ইবরাহিম! নিজাম-উল-মুলক ধর্মদ্রোহী সপ্তককে হত্যার হুকুম দিয়েছেন। ন্যায়ের তলোয়ারকে ধর্মদ্রোহিতার সুতো কাটতে দিন।"

এই কথায় উৎসাহিত হয়ে যুবকটি কিশোরটাকে ছুরিকাঘাত করল। এমনি মুহূর্তে এক সবল হাত পিছন থেকে ওমরের কনুই স্পর্শ করল। এক্রোনস তাকে ফিসফিস করে বলল, "এখান থেকে চলে আসুন, নইলে আমার জীবনও বিপন্ন হবে। সত্বর চলে আসুন।"

ইতোমধ্যে কিশোরটার তলপেটে কয়েকবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তার আর্তকণ্ঠ দুর্বল হয়ে গেছে। ওমরের বাহুতে বাহু রেখে তাকে টেনে আনতে আনতে এক্রোনস বলল, "আমার সাথে কথা বলুন— ভান করুন যে, ইসপাহান থেকে আমদানিকৃত খেজুরের দর সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি। নিজামের কাছে আবেদন করে ফলোদয় হবে না। ধীরসুস্থে চলুন।"

কিন্তু পিছনের শোরগোলের দিকে লক্ষ না করে ওমর পারল না। মানুষের ছুটোছুটির মাঝখানে একজন মোটাসোটা লোককে অশ্বপৃষ্ঠে দেখা গেল। লোকটা এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ওমর তাকে চিনল। নিজামের গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান তুতুস। মাথায় নীল পাগড়ি আর গলায় লম্বিত তসবিহ ছড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দু মিনিটের মধ্যে সব ঘটে গেল। ওমর ইতোমধ্যে একটি গলিতে ঢুকে পড়েছে। সে একটা কুমোরের দোকানের দিকে চাইল। কুমোর তার নগ্ন পা দিয়ে একটা চাকা ঘুরিয়ে কাদা দিয়ে মাটির জিনিস গড়ছে। কাদা যেন তার হাতে সজীব হয়ে উঠেছে। বাইরে মানুষের দেহে তখনও তলোয়ারের আঘাত চলছে; আর রক্তধারা ধুলোর সাথে মিশে যাচ্ছে।

"ধীরেসুস্থে আমার সাথে চলুন," এক্রোনস ওমরকে বলল। "গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান অনুসরণ করছে— 'আমরা এগারো কান্তারার মধ্যে আট কান্তারা বিক্রি করেছি— বাকিটা নষ্ট বলে বিক্রির অযোগ্য'।"

www.pathagar.com

একটা অস্থির অশ্ব তাদের পিছনে এসে দাঁড়াল।

"সেই কুত্তা!"— ওমর চেঁচিয়ে বলল।

"আস্তে— ওটা নিজামের কুত্তা। আপনি কি এখনও নিজামের অনুগ্রহভাজন আছেন?"

"আমরা কথাকাটাকাটি করেছি বলে কী হল? আমি তো উজিরের দুশমন নই— ভয় করার তো কোনও কারণ নেই।"

"কিন্তু জনতাকে আমি ভয় পাই। আপনি কি রক্তপিয়াসী ধর্মান্ধদের দ্বারা উত্তেজিত জনতার সামনে কোনওদিন পড়েছেন? ঘোড়ার কয়েকটা ঝুলন্ত জ্বিনের আড়ালে মাথা নিচু করে ওমর একটা পশমের দোকানে প্রবেশ করল। দোকানদার তখন বাইরের উচ্ছৃঙ্খল দৃশ্যের পানে উঁকি দিয়ে দেখছিল।

একটা বস্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এক্রোনস অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "সাত বস্তা চাই।"

দোকানদার নীরবে দাঁড়িয়ে তাদের দু জনকে পিছনের দিকে নিয়ে গেল। সংকীর্ণ দরজার পর্দাটা সে সঙ্গে সঙ্গে টেনে দিয়ে বলল। "সাত বস্তার মালিকেরা এ সময়ে দ্রাক্ষারস পান করে ক্লান্তি দূর করে নিন।"

"আমার কটিবন্দের প্রান্তটা ধরে রাখুন," এক্রোনস ওমরকে চুপি চুপি বলল, "নিচে যাওয়ার জন্য একটা ঘোরানো সিঁড়িপথ আছে— বিশটা সিঁড়ি।"

কোনও কথা বলার আগেই ওমর পাতালের দিকে নামতে লাগল; সিঁড়ির একটা মোড় ঘুরতে আলোর আভা দেখতে পেল সে। দেয়ালের একটা তাক থেকে এক্রোনস একটা মোমবাতি নিল; মনে হল, এই পরিচিত সিঁড়ি দিয়ে সে অনেকবার আনাগোনা করেছে।

"এই ইঁদুরের গর্তে ঢুকছ কেন? আমার সঙ্গে তো তুমি নিরাপদ আছ?"

এক্রোনস তার পানে অসহিষ্ণু দৃষ্টি হেনে একটা বড় বস্তার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "হ্যাঁ, খাজা ওমর, আপনার বাড়িতে আমার নিরাপত্তা আছে সত্যি, কিন্তু ওই কিশোর বালকটা কি নিরাপত্তা ভোগ করতে পেরেছে? ধর্মীয় হাঙ্গামা থেকে পলায়ন এই আমার প্রথম নয়। আমি জানি, তুতুস আমাকে ধরতে পারলে যে কোনও অভিযোগের অজুহাতে হত্যা করবে। তার পর সে অনুসারীদের নিয়ে আমাদের গুদামঘর লুঠ করবে। আমাকে অনুসরণ করুন।"

তারা এবার বিশেষ গন্ধে ভরপুর একটা ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করল। ঘরটা স্নিগ্ধ। ঘরের প্রাচীরের পাশে পিপা সাজানো। কক্ষের পরিষ্কার স্থানে গালিচার ওপর উপবিষ্ট ছয় জন লোক বসে আলাপ করছে। তারা ওমরের পানে কৌতূহলী চোখ মেলে তাকাল। এক্রোনস সেখান থেকে বিদায় নিলে বিদ্যায়তনের অধ্যাপক গোছের একজন লোক ওমরকে অভিবাদন করতে এগিয়ে এল।

"হে জ্যোতির্বিদ! পাতকীদের এই সভায় আপনাকে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকের মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষিত আছে।"

www.pathagar.com

ওমর এবার তাদের নিরীক্ষা করতে লাগল। একজন মিসরীয়দের মতন কথা বলছে। একজন ছিন্ন-বসন পরিহিত লোকের হাতে দরবেশের লাঠি আর ভিক্ষাপাত্র। আর অন্যরা সওদাগর হবে। তবে একটা ব্যাপারে তাদের সবার মধ্যে মিল আছে; তাদের চোখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। তারা কর্মীপুরুষ।

"অধ্যাপক তার সহকর্মীদের সবাইকে ওমরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাদের প্রত্যেকের মাথার ওপর তলোয়ার ঝুলছে। একজন বিশ্বপরিব্রাজক। কেউ দরবেশ. কেউ সওদাগর। তারা সাতজন সপ্তক। তারা নক্ষত্র-বিশেষজ্ঞ ওমরকে সঙ্গে নিয়ে এবার এ স্থান ত্যাগ করতে অনুমতি চাইল।

"আপনাদের মেহমানদারিতে আমি সম্মানিত," ওমর হেসে বলল।

সপ্তকের অনেক কাহিনি ওমর শুনেছে। তারা নাকি খোরাসানে একটা নতুন ধর্মমত প্রচার করছে। তবে কাহিনিগুলো স্ববিরোধী। কেউ বলছে, তারা গোঁড়া ধার্মিক সম্প্রদায়— সপ্তম প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কেউ বলছে, তারা পাতকী— ধর্মদ্রোহী, নতুন ধর্মমত প্রচার করছে। আর অনেকে বলছে, তারা ঐন্দ্রজালিক,— দৈবশক্তি বা শয়তানের শক্তিতে শক্তিবান। ওমরের কাছে আশ্চর্য লাগল যে, তারা হাসি-তামাশা করছে আর তাদের শিষ্যদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হচ্ছে। কিন্তু এখন এ কথা নিয়ে হৈ-চৈ বা তাদের সঙ্গে মারপিট করা বোকামি।

"আচ্ছা, হাসান-ইবনে সাবাহ কি আপনাদের দলভুক্ত?" ওমর প্রশ্ন করল। "আমি তাকে খুঁজছি।"

ভাবাবেগে সবাই একসাথে তার পানে ফিরে তাকাল। এক্রোনস প্রথম নীরবতা ভাঙল।

"খাজা ওমর, হাসান আপনার প্রতীক্ষা করছেন। কয় মাস অবধি তিনি আপনার আগমন প্রতীক্ষায় রয়েছেন।"

অধ্যাপক এবার কথা বলল, "হাসান এখানে নেই। অল্পক্ষণ আগে তিনি নিজামের সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছেন। এখন তিনি পাহাড়ে আছেন।"

একটা কথা ওমরের মনে পড়ল। হাসানের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ ব্যাবিলনের ঢিবির চূড়ায়। হাসান তাকে বলেছিলেন যে, তিনি পর্বতচূড়ায় আনাগোনা করেন। রে'র পিছনে অবস্থিত পাহাড়ে তার জন্ম। তাই, সপ্তক-প্রভুকে লোকে 'শেখুল-জাবাল' বা পর্বতের প্রভু বলে অভিহিত করে।

কেন সে কুচিক প্রাসাদ থেকে পায়রার মাধ্যমে প্রেরিত স্বাক্ষরহীন সংবাদ গ্রহণ করল, তা জানার জন্যে ওমর হাসানকে খুঁজছিল। তা ছাড়া, রে'তে আর অবস্থান করা তার কাম্য নয়। কারণ, সে তুতুসের নজরে থাকতে চায় না। তা ছাড়া, নিজাম আবার তাকে ডেকে পাঠাতে পারেন।

"বেশ," ওমর এক্রোনসকে বলল, "আমাকে হাসানের কাছে নিয়ে যাও।"

www.pathagar.com

অধ্যাপক তাদের কথা নীরবে শুনছিল। এক্রোনস অধ্যাপকের পানে তাকাল। "আমরা এখান থেকে সরে পড়ছি," তার কণ্ঠে এবার আনন্দ নেই। "কিন্তু পথটা সহজ আর নিরাপদ নয়; রাজ জ্যোতির্বিদ খাজা ওমরের পক্ষেও নয়। আপনি ভাবছেন, আমরা একটা নতুন ধর্মসম্প্রদায়। একথা জেনে আর এখানে আমাদের দেখতে পেয়ে আপনি পথে নিজেদের গুপ্তচরকে বা কোনও ধর্মান্ধকে বলে দিতে পারেন, 'সপ্তকের কতিপয় নেতা ইবনে খোশাকের দোকানে রয়েছে।' আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্কন্ধ মাথার বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পাবে।"

"তা সত্যি কথা," ওমর সায় দিল।

"খুবই সত্যি। আমরা জানি, আপনি ধর্মান্ধ নন। তা ছাড়া, আপনি কথা দিলে কথা রক্ষা করেন। আমাদের একমাত্র অনুরোধ, আপনি এখানে যা দেখতে পেয়েছেন আর হাসানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যা দেখবেন, তা কাউকে বলবেন না।"

ওমর ভেবে বলল, "কথা দিলাম।"

"বেশ।" দরবেশ মাথা নেড়ে বলল, "লক্ষ করেছেন যে, আমরা ধর্মগ্রন্থের কসম করি না। আমরা বস্তুবাদী পৃথিবীর যন্ত্রে মহাসত্তার অস্তিত্বের সন্ধান অনেক আগে ত্যাগ করেছি। স্মরণ রাখবেন, আমরা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আমাদের মধ্যে কেউ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছে বলে আমার জানা নেই। স্বীকৃতি আদায়ের জন্য অনেককে জীবিতাবস্থায় চামড়া তুলে পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে।" একথাটা সে করুণ কণ্ঠে বলল।

ওমর বিস্মিত হয়ে দেখল, স্বল্পভাষী আর্মেনিয়ান এক্রোনস অন্যদের মদ্য পরিবেশন করছে।

"পুলিশকে আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে" অধ্যাপক বলল, "আমরা মদ্যপায়ী বলে ভান করি। পথে মাতলামি হৈ-হুল্লোড় করি। পুলিশ ছোটখাটো পাপ আর ছোটখাটো ঘুষে বিশ্বাসী। এবার, পেয়ালা শেষ করে নাও; কোথায় যে যাব ঠাঁই-ঠিকানা নেই।"

তারা একে একে সকলে ভূ-নিম্নস্থ ভাণ্ডারকক্ষ ত্যাগ করল। ঠিক হল যে, পাহাড়ি অঞ্চলে দিনের পথ অতিক্রম করে তারা একটা বিশেষ আড্ডায় মিলিত হবে। এক্রোনসও তাদের সঙ্গে যাবে। এক্রোনস পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে, ওমরও ছদ্মবেশ ধারণ করুক; কারণ, রাজ জ্যোতির্বিদ সবার অলক্ষে রে' ত্যাগ করতে পারেন না।

এক ঘণ্টা অবধি এক শরাব বিক্রেতার ওপরের ঘরে ওমরকে এক হাস্যময়ী নারীর মর্জির ওপর নিজেকে সঁপে দিতে হল। সেই নারী ওমরের দাড়ি ছেঁটে-কেটে পরিপাটি করল, তাতে মেহেদি লাগাল। তার পর তার মুখাবয়ব ও গ্রীবাতে এমনি করে আখরোটের রস লাগাল যে, তার চামড়া চুলের চেয়েও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।

সালমা খিলখিল করে হেসে বলল যে, "এমন সুন্দর মুখ সে আর কোনওদিন সাজায়নি।"

www.pathagar.com

মদ বিক্রেতার স্ত্রী তাকে সাজিয়ে দিলে ওমর তুলোট রেশমের খেলাত, ঘোড়সওয়ারের পা-জামা আর মাথা-বাঁকা জুতো পরল। তার কোমরে রুপোর পাত আর নতুন পাগড়িতে বালা বসানো হল। তৃপ্ত হয়ে এক্রোনস এবার ওমরকে খুঁটিয়ে দেখে বলল যে, "এই বোখারাবাসী অশ্ব-ব্যবসায়ী ঘোড়া কিনতে পার্বত্যাঞ্চলে যাচ্ছে।"

সালমা বলে দিল, "তুর্কির মতন কসম খাবেন, বার বার থুথু ফেলবেন; খাবার সময় দু হাত লাগাবেন আর নাক ঝাড়বেন,— এই নির্দেশের জন্য আমি হুজুরের কাছে মাফ চাইছি— জানু বেঁকিয়ে চলবেন এবং সাধারণ্যে ঘোড়ার দুধ পান করবেন, তা হলে নিজের স্ত্রীও হুজুরকে চিনতে পারবেন না।"

www.pathagar.com

পাহাড়চূড়ায় ঈগল পাখির বাসা

পরিচিত পৃথিবী ছেড়ে যেন কোনও অপরিচিত পৃথিবীর পথে আরোহণ করছে— এই অনুভূতি ওমরকে দিতে যদি আরও কিছু অবশিষ্ট থাকে, এক্রোনস তৃতীয় দিনের সূর্যোদয়ের সময় তার চোখ বেঁধে দিয়ে তা-ও করে দিল।

"আপনি আমায় মাফ করবেন," এক্রোনস বলল, "কোনও আনাড়ি উপরে ওঠার পথটা চিনে ফেলবে, তা এটা আমাদের কাম্য নয়, নিষিদ্ধ।"

খচ্চরের পিঠে করে তারা কাসভিনের পাহাড়াঞ্চলে প্রবেশ করছিল। ওমর শেষবারের মতন পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেল, প্রস্তরখণ্ড বিক্ষিপ্ত সমতলভূমি আর দূরে উঁচু অরণ্য।

"তা হলে তুমিও 'সপ্তকে'র অন্যতম।"

"আমি পর্বত-প্রভুর একজন সেবক।" কেউ তাদের কাছে নেই, যদিও এক্রোনস ওমরের কানে কানে বলল, "এই পাহাড়ি অঞ্চলে কেউ হাসান-ইবনে-সাবার নাম উচ্চারণ করে না। যে হাসানকে আপনি চেনেন— তিনি হলেন ব্যাবিলন, মিসর আর জেরুজালেমের হাসান— তাঁর অস্তিত্ব আর নেই। পর্বত-প্রভুর দশ হাজার অনুসরণকারী খোরাসানে রয়েছে। তুর্কির শাসকের মতন তাঁর ক্ষমতা নয়।"

ব্যাবিলনের ঈগল এবং রে'র পথে বার্তাবাহী পায়রার কথা মনে পড়ায় ওমর নীরব রইল।

"গত সপ্তাহে নিজামের সাথে সাক্ষাৎ করার পর পর্বত-প্রভুকে যে সরাইয়ে প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছিল, তুতুস সে সরাই বেষ্টন করে। প্রায় দুই কুড়ি পুলিশ সরাইটা তন্ন তন্ন করে খোঁজে, কিন্তু তাঁকে তারা পায়নি। কেউ তাকে তাঁর আশ্রয়ে আসতে দেখেনি; তবু তিনি সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

"কোথায়?"

"আলামুতে— ঈগল পাখির বাসায়। নামটা অনেকেই জানে, তবে সেখানে যাওয়ার পথ কে জানে?"

"মনে হচ্ছে, তুমি চেন।"

"একবার আমি আলামুতের ফটকটা দেখেছিলাম," আর্মেনিয়ান স্বীকার করল।

"এক সপ্তাহ আগেই কি আমাকে নিয়ে আসার জন্য তিনি তোমাকে হুকুম দিয়েছিলেন?"

www.pathagar.com

"না, এক বছর— কি দু বছর আগে তিনি বলেছিলেন, 'ওমর খৈয়াম আর নিজাম-উল-মুলকের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটার সময় ঘনিয়ে আসছে। যখন তা ঘটবে, তুমি তাকে তখন পাহাড়ে নিয়ে এসো; সে এখানে আশ্রয় পাবে।"

"হ্যাঁ, তা হলে পর্বত-প্রভু নিশ্চয়ই জাদু জানেন।"

"তাঁর চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি আমার চোখে পড়েনি। ক্ষমতার রহস্য তাঁর করায়ত্ত তাই তাঁর অবাধ্য না হয়ে, অনুগত থাকাই বাঞ্ছনীয়।" — এক্রোনস চিন্তা করে বলল। "কেউ কেউ বলে, নিজাম একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন; আর সে গ্রন্থের কোনও কোনও অধ্যায়ে তাঁর সম্বন্ধে সতর্কবাণী রয়েছে। আর সে গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পরদিন পর্যন্ত গোপন থাকবে বলে মোহর এঁটে রেখেছেন। সত্য-মিথ্যা জানি না, তবে নিজাম যে তাঁর ভয়ে ভীত, তা সন্দেহাতীত সত্য।"

"আর তুমি?"

এক্রোনস কতক্ষণ নীরব থেকে বলল, "নিম্নের এই সমতলভূমিতে আমরা তলোয়ারের অত্যাচার, কর আদায়ের অত্যাচার আর একশ্রেণির গোঁড়া ধর্মীয় নেতার অত্যাচারে জগৎকে ফেলে এসেছি। এসবে খাজা ওমরের কিছু আসে-যায় না; কিন্তু একজন অমুসলিম ব্যবসায়ীর পক্ষে তা মারাত্মক। আমরা আর্মেনিয়ান বা ক্রীতদাসের চেয়ে ভালো নেই। আর এখানে— এই উঁচু জায়গাটায় আমরা স্বাধীন।"

আড্ডাটার যতই কাছে এগোতে লাগল, এক্রোনসকে ততই উৎফুল্ল মনে হতে লাগল।

অদৃশ্য পাহারাদার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তারা থামল। নিম্নে প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর মৃদু কলধ্বনি ওমর শুনতে পেল। উত্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া তার গায়ে এসে লাগল। ওমর পাইনের তীব্র গন্ধ অনুভব করতে পারল। ভাঙা পাথরের টুকরোর ভরাপথ বেয়ে খচ্চরগুলো ওপরে উঠতে লাগল। সহসা এক গর্জনধ্বনি তাদের প্রতিরোধ করল :

"থামো, রাতের যাত্রীরা!"

ওমরের পাশ থেকে একজন লোক সাড়া দিল, "না আমরা সপ্তক-সঙ্গী।"

"কী চাও?"

"অনাগত দিন।"

তারা আবার এগিয়ে চলল। কতক্ষণ পর ওমরের চোখে আলোর আভা এসে লাগল। খচ্চরগুলো সহসা থামল। ওমর একটা বিরাট ফটকের কবজার কড়-কড় ধ্বনি শুনতে পেল। একটা হাত তার চোখের বাঁধনটা খুলে দিল।

এক মুহূর্তে আলোর আভা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। তার পর সে ওপরে নক্ষত্ররাজি আর চারদিকে প্রাচীরঘেরা প্রাঙ্গণ দেখতে পেল। এক্রোনস আর অন্য সঙ্গীরা কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটা বালক তার খচ্চরের লাগামটা ধরে আছে। লাল রেশমের

www.pathagar.com

পোশাক পরিহিত একজন লোক তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "হে ওস্তাদ, আপনার আগমন শুভ হোক। আমি কায়রো মান-মন্দিরের রুকনুদ্দিন। আপনার গ্রন্থের জ্ঞান অধ্যয়ন করে আমার অজ্ঞানতা আনন্দে উল্লসিত হয়েছে। হুজুর! অবতরণ করে আপনার কক্ষে বিশ্রাম উপভোগ করুন।"

ক্লান্ত ওমর তার পথনির্দেশককে অনুসরণ করে এক কক্ষে প্রবেশ করল। সেখানে শয্যার পাশে একটা অঙ্গারের পাত্র জ্বলছে। অদূরে রেকাবিতে ফল, রুটি আর কাচপাত্রে সুস্বাদু পানীয় সাজানো রয়েছে।

"এই", "রুকনুদ্দিন বালকটাকে দেখিয়ে বলল, "আপনার অনুচর। আপনি বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এবার আরামে ঘুমান। আপনার স্বপ্ন আনন্দময় হোক।"

কায়রোনিবাসী বিজ্ঞানী নতমস্তকে বিদায় নিয়ে গেলে, ওমর সামান্য আহার করে রেকাবিটা বালকের হাতে ফিরিয়ে দিল তার পর সে কক্ষের একটিমাত্র ছিদ্রের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল।

নিম্নে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর তারাভরা আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। অঙ্গারপাত্র থেকে একটা অঙ্গার তুলে নিয়ে সে ছিদ্রপথে বাইরে ছুড়ে দিয়ে কান পেতে রইল; কিন্তু সে পতনধ্বনি শুনতে পেল না।

কনকনে পাহাড়ি বাতাসের ঠাণ্ডায় সে গা-ঢেকে বিছানায় সটান শুয়ে অঙ্গারপাত্রের রক্তিম অঙ্গারগুলোর পানে চেয়ে রইল।-তার চোখে তন্দ্রা নেমে এল; রক্তিম অঙ্গারগুলো নীলকান্তমণিতে পরিণত হল। সে দরজার পাশে শায়িত কৃষ্ণকায় চাকর বালকটার পানে তাকাল। তার কালো দেহটা যেন শুভ্র দেখাচ্ছে। কক্ষটার আয়তন আর উচ্চতা যেন বেড়ে গেছে।

"পাহাড়ের ঘুম কী অদ্ভুত," চোখ বুজে ওমর চিন্তা করে।

পরদিন ওমর আবিষ্কার করল, আলামুতটা একটা পর্বতচূড়ায় বিস্তৃত রয়েছে। এর নিচে দুটো গিরিপথ। দূরের পর্বত শৃঙ্গগুলো অদ্ভুত প্রাচীর আর বিরাট দুর্গের মতন দেখায়।

আলামুতের প্রাচীরগুলো নৈসর্গিক প্রস্তরে গঠিত। ওমর ভাবল যে, গিরিবর্ত্মের অপর দিক থেকে দুর্গটাকে নিশ্চয়ই পর্বতশৃঙ্গের মতন দেখায়। সে লক্ষ করল, দুর্গটা সমস্ত শৃঙ্গটার ওপর বিস্তৃত নয়।

দুর্গটার মাঝামাঝি একটা প্রাচীর রয়েছে— প্রাচীরের উপর দিয়ে গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে।

"এটাই উদ্যান," রুকনুদ্দিন বলল, "পরে হয়তো আপনি এটা দেখতে পাবেন।"

মাঝে মাঝে প্রাচীরের পাশে রক্ষী দেখা যায়। রে'র রাজপথে যেসব সপ্তক-সম্প্রদায়ের লোক নিহত হয়েছে তাদের পোশাকও এই রকম। সাদা, লাল চপ্পল আর কটিবন্ধ রয়েছে। বহু অনুচর রয়েছে— বেশিরভাগ কৃষ্ণকায় আর মিসরীয়। কিন্তু স্ত্রীলোক বা কর্তা গোছের

www.pathagar.com

কাউকে দেখা যায় না, রুকনুদ্দিনের মতন চীনা পোশাক পরিহিত লোক ছাড়া। তারা যে কোনও ভাষায় কথা বলতে পারে।

"আমরা প্রচারক মাত্র।" রুকনুদ্দিন স্বীকার করল। "আমরা দূর দেশ থেকে আসি আর বহু দেশ পর্যটন করি বলে আমাদের বহু ভাষা জানতে হয়। আমি কায়রোবাসী, কিন্তু আমার ফার্সি ভাষাজ্ঞানও মন্দ নয়। জানি, আমাদের কুতুবখানা দেখে আপনি খুশি হবেন। একবার এসে দেখুন না।"

তারা বিরাট কুতুবখানার কক্ষে প্রবেশ করল। সেখানে অসংখ্য তৈলপ্রদীপ জ্বলছে এবং প্রায় কুড়িজন বিদ্যার্থী সেখানে পড়াশোনা করছে। গ্রিক পাণ্ডুলিপির স্তূপ দেখে ওমর স্তম্ভিত হল।

একটা পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কিত চিত্র দেখে মনে হয়, এটা চন্দ্রের পরিক্রমণ-পথ আর গ্রহ সম্বন্ধে লিখিত এরিস্টারকাসের গ্রন্থের প্রতিলিপি। আর একখানা প্লটিনাসের গ্রন্থ।

"আমি আগে এগুলো দেখিনি," ওমর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল।

"হ্যাঁ, এগুলো মিসর থেকে আনা হয়েছে। আলেকজান্দ্রিয়ার বিরাট গ্রন্থালয় যখন আগুনে ভস্মীভূত হয়, তখন এগুলো আগুনের শিখা থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এবং অনেকগুলি গ্রন্থই ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। তার মধ্যে আমাদের প্রভু এগুলোর সন্ধান লাভ করেন। আমাদের মানচিত্রও আছে। এটা আমাদের একটা রত্নাগার। আমাদের বাইজেন্টাইনবাসী প্রচারক আছে। আপনি যদি চান, তারা মূল গ্রিক ভাষার তরজমা করে দিতে পারেন।"

প্লটিনাসের গ্রন্থ দেখার উত্তেজনার মধ্যে ওমর লক্ষ করলেন, রুকনুদ্দিন মুসলমানদের সম্বন্ধে এমনিভাবে কথাটা বলল, যেন তারা এক অদ্ভুত ধর্মের অনুসারী।

"এটা কি বিদ্যায়াতন, না দুর্গ?" ওমর হেসে বলল।

"দুটোই; বরং আরও বেশি কিছু। হ্যাঁ, আমরা মন থেকে কুসংস্কার দূর করে দিয়ে জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। এই দেখুন।"

রুকনুদ্দিন অনেকগুলি বহু-পঠিত গ্রন্থের দিকে ওমরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। "বীজগণিত সমীকরণ, গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ক গ্রন্থ আর ওমর খৈয়ামের জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে নিবন্ধ"— সে হাসল। "এখানে এ সবগুলোরই অত্যন্ত চাহিদা। আমি গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে আপনার গ্রন্থ পাঠ করেছি; কিন্তু আমি স্বীকার করছি যে, অন্যগুলো আমার চিন্তাশক্তির বাইরে। কিন্তু আমাদের প্রভু সবগুলোই পড়েছেন।

"শেখুল জিবাল তোমার প্রভু?"

"নিশ্চয়ই। আবার কে? সাতটা মৌলিক বিজ্ঞানে আমার কতকটা দক্ষতা আছে। সেগুলো হল : তর্কশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, সমীকরণ, সংগীত, রেখাগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র। কিন্তু আমাদের প্রভু ধর্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞানের

www.pathagar.com

অধিকারী। আমরা তাঁকে মান্য করি; কারণ, তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী।"

কিন্তু ওমর প্লটিনাসের গ্রন্থের পাতা উল্টোচ্ছিল বলে শেষ কথাগুলো শুনতে পায়নি। তার মন তখন ঘন-মূলের একটা সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আলামুতের সময় বে-হিসাব কাটতে লাগল। ওমর আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির রত্নভাণ্ডারের গ্রন্থাবলিতে বিভোর না থাকলে ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে আলাপ করত— তারা দুনিয়ার প্রতিটি কোণ দেখেছে। চীনের বিজ্ঞান আর বাইজেন্টীয়দের সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করত।

ঐন্দ্রজালিক চতুষ্কোণের প্রতি রুকনুদ্দিনের অনুরাগ দেখে ওমর কৌতুক বোধ করত। সে কতকগুলি সংখ্যার এমনি সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল যে, সেগুলোর যোগফল রদবদল হত না। ওমর সমস্যার বাস্তব সমাধান নিয়েই গবেষণা করেছে। সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এই ধরনের সমচতুষ্কোণ কৌতূহলোদ্দীপক বটে; কিন্তু এর কোনও সার্থকতা নেই।"

"এসব সমাধান লোকের কাছে নিরর্থক নয়, বরং অলৌকিক", রুকনুদ্দিন আপত্তির সুরে বলল।

ওমর প্রথম রাত্রির মতন প্রতিরাত্রেই সেই কাল্পনিক আধো-স্বপ্ন দেখতে লাগল। সে ভাবত, এসব হয়তো কড়া দ্রাক্ষারস আর ঝিরঝিরে পাহাড়ি বাতাসের প্রতিক্রিয়া।

তবে রাতের আকাশে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণে তার কোনও বিরতি ছিল না। উত্তর দিগ্বলয়ের নিচু তারাগুলো নিশাপুর থেকে দৃষ্টিগোচর হত না বলে সে এখানে সে-তারাগুলো পর্যবেক্ষণ করত। এক রাতে সে দুর্গ চূড়ায় আরোহণ করেছে, এমন সময় রুকনুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে এসে বলল :

"আমাদের প্রভু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন; তাই আমাদের কালবিলম্ব না করে যেতে হবে।"

ওমর একটা মানচিত্র আঁকছিল। সে অনিচ্ছায় সেটা ত্যাগ করে উঠল। রুকনুদ্দিন কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগল, "আপনি এমন কিছু দেখবেন, প্রাচীরের বাইরের কেউ যা আজ পর্যন্ত দেখেনি। আমাকে অনুসরণ করুন, আমি আর কারও সাথে কোনও কথা বলব না।"

সে ওমরকে নিয়ে কুতুবখানার সিঁড়িতে ছুটতে ছুটতে এল; তার পর একটা তালা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

"সাবধানে পা ফেলবেন," হাতের লণ্ঠনটা উঠিয়ে ধরে সে ওমরকে বলল।

অনেকক্ষণ অবতরণ করে ওমর একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বলল, "এ সিঁড়িটা তো গতকাল তৈরি হয়নি। এটা কি একটা খনি?"

www.pathagar.com

রুকনুদ্দিন ওমরের পানে একটা কৌতূহলী দৃষ্টি হেনে বলল, "আপনিই প্রথম এ সিঁড়ি বেয়ে নামছেন আর এ ধরনের প্রশ্ন করছেন। হ্যাঁ, যে যুগে মানুষ সূর্য ও অগ্নির উপাসনা করত, সে যুগে এই সিঁড়িটা তৈরি হয়েছিল। তারা এখানে স্বর্ণের চেয়ে মূল্যবান পদার্থ খুঁজেছে। যাক, এবার দেখুন, আর কথা বলবেন না।"

একটা বারান্দায় নেমে ওমর এটাকে একটা নৈসর্গিক তলবর্ত্ম বলে মনে করেছিল। সে প্রায় দৌড়ে এর এক প্রান্তে পৌছল। সেখানে অন্ধকারে একজন নিঃসঙ্গ কৃষ্ণকায় যোদ্ধাকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। যোদ্ধাটা একটা কাঠের দরজার পার্শ্বে স্থাপিত বর্শায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পাহারাদার তাদের লক্ষ করল না। রুকনুদ্দিন দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলল। তাকে অনুসরণ করে ওমর ভিতরে গিয়ে দেখল, একটা প্রশস্ত স্থানে অসংখ্য লোক সমবেত হয়েছে।

রুকনুদ্দিন ওমরের হাত ধরে সামনে নিয়ে এক জায়গায় তাকে বসতে বলল।

তাদের সম্মুখে অসংখ্য লোক বসে আছে; তাদের মস্তক আর স্কন্ধের সারির সামনে একটা অগ্নিকুণ্ড; অগ্নিকুণ্ড থেকে নীলাভ অগ্নিশিখা বেরোচ্ছে। অসংখ্য দর্শক বাদ্যের তালে তালে শিষ দিচ্ছে আর গান গাইছে। দর্শকদের দৃষ্টি অগ্নিকুণ্ডের পিছনে নিবদ্ধ। ওমর কয়েক মুহূর্ত দর্শকদের পর্যবেক্ষণ করল। দর্শকেরা বয়সে তরুণ। তাদের পরিধানে সেই সাদা পোশাক আর লাল কটিবন্ধ— আলামুতের রক্ষীবাহিনীর পোশাক। তারা দেশ-দেশান্তরের অধিবাসী বলে মনে হল।

"এরা ফিদায়ি— ভক্তের দল—" রুকনুদ্দিন ওমরকে ফিসফিস করে বলল। "আজ তাদের আজাদি ও আনন্দের রাত্রি। তারা শিগগিরই জন্ম-মৃত্যুর প্রভুর দর্শন লাভ করবে।"

একটা নৃত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে— তলোয়ার নৃত্য। নর্তকেরা একজন অর্ধনগ্ন ঊর্ধ্ববাহু লোকের চারদিকে তলোয়ারটা ঘোরাচ্ছে। একজন লোক বিভোর হয়ে প্রভুনামে গান করছে। দর্শকের দলও এই কথাটা বাদ্যের তালে তালে তাদের দেহ হেলিয়ে-দুলিয়ে আবৃত্তি করছে।

গায়কের চারদিকে প্রায় বিশজন নর্তক দু হাতে দুটো তলোয়ার নিয়ে এমনি দক্ষতার সাথে নৃত্য করছে যে, তলোয়ারে— ঠোকাঠুকি হচ্ছে না; তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ধার দিকটা অন্য নর্তকদের মাথার ওপর বৃত্তাকারে ঘুরছে। নর্তকদের দেহ থেকে ঘাম ঝরছে।

কতকক্ষণ থেকে নৃত্য চলছে, ওমর জানে না; তবে এখন নৃত্য শেষ হয়ে আসছে। রুকনুদ্দিন ওমরের বাহু চেপে ধরে হাঁপাতে লাগল। তার অন্যপাশে একটা বালক কাঁদছে আর ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

"তার জীবন শেষ হয়ে আসছে!" একজন গানের একঘেয়ে সুরের মাঝখানেই চেঁচিয়ে বলল, "বেহেশতি", "বেহেশতি।"

www.pathagar.com

তবু উর্ধ্ববাহু লোকটা তলোয়ারের নিচে নাচছে। নর্তকের পিছনে কী একটা যেন ওমর লক্ষ করল; একটা জানোয়ারের আকৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠল— থাবাবিশিষ্ট পা-টা তার সিংহের মতন; কিন্তু কোঁকড়ানো দাড়িবিশিষ্ট প্রকাণ্ড তার মাথা। মাথার দু দিকে দুটো পাখা।

"এবার লোকটা 'বেহেশতে' যাচ্ছে!" রুকনুদ্দিন বলল।

ঘূর্ণ্যমান লোকটা এবার অনড় দাঁড়িয়ে রইল। নর্তকদের হাতের তলোয়ারগুলো তাকে ছুঁয়ে তার দেহে আঘাত করতে লাগল। তার দেহ হতে রক্ত ঝরতে লাগল; তবু লোকটা বিকট উল্লাসে চিৎকার করতে লাগল। তার উর্ধ্ববাহু পাশে ঝুলে পড়ল। তার পর একটা তলোয়ার তার গ্রীবাদেশে আঘাত করে মস্তকটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।

গান-বাদ্য বন্ধ হয়ে গেল। ওমর আর রুকনুদ্দিন ছাড়া অন্য সবাই সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

"জীবন-মৃত্যুর প্রভু," বলে এই স্তব্ধতার মাঝখানে কে একজন হেঁকে উঠল।

জানোয়ারাকৃতি পাথরের মানুষটার দুটো থাবার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল সাদা পোশাক পরিহিত দীর্ঘদেহী একটা মানুষ। হাসান-ইবনে-সাবাহ।

"দেখ, ভক্তবৃন্দ! এই লোকটা বেহেশতে গেল।" সে দর্শকদের উদ্দেশ করে বলল।

সমবেত জনতা উঠে দাঁড়িয়ে হাসানকে দর্শন করল। হাসানের কোলে সেই নর্তকের মৃতদেহটা। মৃতদেহে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। তার পরিহিত পোশাকে কোনও রক্তচিহ্ন নেই। মাথাটা স্বাভাবিকভাবে স্কন্ধের সাথে লেগে রয়েছে।

মৃতদেহটা কোলে নিয়েই হাসান পশ্চাৎদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তলোয়ার-নর্তকের দল এবার জনতার সঙ্গে মিশে গেল। বালকের দল সবাইকে সুরা বিতরণ করতে লাগল।

"এহেন দৃশ্য দর্শনের পর উত্তম পানীয় গ্রহণ করা উত্তম," রুকনুদ্দিন অনুচ্চ কণ্ঠে বলল। "অন্যকে শুনিয়ে কিন্তু এখন কিছু বলবেন না, কারণ; তলোয়ার-নর্তকদের যা মেজাজ হয়ে আছে, তারা এখন ওই পাথরের মানবমূর্তিটাও কেটে ফেলতে পারে। তারা জানে না যে, আপনি একজন বিশেষ অধিকারভোগী ব্যক্তি।"

রুকনুদ্দিন একটা পেয়ালায় চুমুক দিল।

একজন নর্তক এক টুকরো কাপড় দিয়ে তার রক্তমাখা তলোয়ারটা মুছে ফেলল।

"এটা কি সত্যিকার রক্ত?" ওমর জিগ্যেস করল।

অবজ্ঞায় ঠোঁট বেঁকিয়ে নর্তক উলঙ্গ তলোয়ারটা ওমরের চোখের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ছুঁয়ে দেখো। গন্ধ নাও। তবু যদি তোমার সন্দেহ হয়, তবে তোমার রক্ত সত্যিকার রক্ত কি না, তা তুমি আবিষ্কার করতে পারবে।"

এতে অন্য নর্তকদের দৃষ্টি ওমরের ওপর পড়ল। তাদের নৃত্য তাদের এমনি মাতাল করে তুলেছিল যে, বল প্রয়োগ করতে পারলেই যেন তারা আনন্দ পায়।

www.pathagar.com

"হায় আল্লাহ্! এ লোকটা আমাদের মধ্যে এল কেমন করে? কে ওকে এখানে নিয়ে এল?"

রুকনুদ্দিন ভরা একটি পানপাত্র তুলে নিয়ে ওমরকে বলল, "পান করে নিন, কথা বলবেন না। মুক্ত ব্যাঘ্রও এদের চেয়ে ভদ্র।" সমবেত জনতাকে লক্ষ করে রুকনুদ্দিন বলল, "ইনি আমাদের মেহমান। আমাদের প্রভুর হুকুমে এঁকে এখানে আনা হয়েছে।"

"কে তার হয়ে জওয়াব দিচ্ছে?" একটা তলোয়ারধারী লোক ওমরের দিকে সরোষে এগিয়ে এল।

"আমি জওয়াব দিচ্ছি," রুকনুদ্দিন জওয়াব দিল।

'এ লোক তো এ পাহাড়ের নয়। নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী কোনও গুপ্তচর।"

সমবেত জনতা ওমরের দিকে এগিয়ে এল। তাদের চোখেমুখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে।

"পথ ছাড়! পথ ছাড়!"

গম্ভীর পদক্ষেপে একদল কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস পাশাপাশি ওমরের দিকে এগিয়ে এল। আশ্চর্য ব্যাপার! তলোয়ারধারীরা বিনা প্রতিবাদে ক্রীতদাসের মার খেয়ে পথ ছেড়ে দিল। ক্রীতদাসেরা তাকে এখান থেকে উঠিয়ে এক শিবিকায় বসিয়ে তার কক্ষে নিয়ে গেল।

ওমরের চোখ ঘুমে বুজে আসে। সে তার কক্ষের অগ্নিকুণ্ডটার পানে চাইল। কুণ্ডলায়িত ধোঁয়া তার চোখেমুখে সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। কে যেন তার কপালে হাত বুলাচ্ছে। হাসান ইবনে সাবাহ্ তার ওপর ঝুঁকে আছে। তার মুখ থেকে বার বার বেরোচ্ছে "বেহেশতি... বেহেশতি।"

দূরের মিটিমিটি কয়টা নক্ষত্র মিশে আদমসুরত সৃষ্টি করেছে। তার পাশে যমজ নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বল জ্বল করছে; বৃশ্চিক নক্ষত্রের চোখ আর থাবা জ্বলছে।

ওমর অন্য নক্ষত্রপুঞ্জ খুঁজতে লাগল। হ্যাঁ, সেগুলো স্বস্থানে বিরাজ করছে; তবে গোটা আকাশটাই যেন কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে। সে গোলাকার চাঁদটার পানে তাকাল। কিন্তু এখন তো আকাশে চন্দ্রোদয়ের কথা নয়; তা আবার শারদীয় পূর্ণচন্দ্র। তার মনে হল, হাত বাড়ালেই যেন সে চাঁদটাকে ছুঁতে পারে।

সে উপলব্ধি করল যে, সে শুয়ে আছে। তার সারা দেহটা যেন হাল্কা হয়ে গেছে। সে উঠে দাঁড়াল।

একটা ফলবান বৃক্ষের ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। চাঁদের জ্যোৎস্না বৃক্ষের ওপর পড়েছে; কিন্তু চাঁদের অস্তিত্ব কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ওমর এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত।

নগ্ন পায়ের নিচে সে কোমল ঘাসের ছোঁয়া অনুভব করছে। তার গায়ে রেশমি পোশাক; নিজের দেহসৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়।

www.pathagar.com

কোথা থেকে যেন পানির কলকল ধ্বনি আসছে। সে কোনওমতে এগিয়ে গিয়ে— তার পা দুটো যেন তার ইচ্ছামতন তাকে বহন করছে না— সে কলধ্বনির উৎস একটা ঝরনা আবিষ্কার করল। ঝরনার পানি পান করে সে তৃষ্ণা নিবারণ করল।

তার সঞ্চরমান দৃষ্টি একটা সিংহের ওপর পড়ল। সে এগিয়ে গিয়ে সিংহের মসৃণ মাথাটা স্পর্শ করল। তার পর সিংহের পৃষ্ঠে আরোহণ করল, তবু সিংহটা নড়ল না। এবার সে চন্দ্রোদ্যান সম্বন্ধে তিনটি সত্য আবিষ্কার করল।

প্রথমত, চাঁদটা সত্যিকার চাঁদ নয়; দ্বিতীয়ত, ঝরনাটা পানির নয়, তৃতীয়, সিংহটা চীনা পাথরের তৈরি। তার পদযুগল এবার তাকে একটা মনোরম জলাশয়ের দিকে নিয়ে গেল। জলাশয়ের স্বচ্ছ পানির বুকে একটি রাজ-হংস পাখার তলে মাথা লুকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওমরের মনে হল, এটা ঘুমোবার একটা চমৎকার উপায়।

চন্দ্রোদ্যান থেকে মধুর ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। ওমর মনোযোগ দিয়ে সে ধ্বনি শুনে বুঝতে পারল যে, বুলবুলের কণ্ঠধ্বনি নয়— নারীকণ্ঠের সংগীত। মনে হল, নারী বাঁশি বাজাচ্ছে। কী মধুর সে বংশীধ্বনি!

জলাশয়ের মাঝখানে একটা উদ্যান-বাটিকা তাকে মুগ্ধ করল। হয়তো ভাসমান— হয়তো আগে থেকেই এখানে ছিল। যদি সে বাটিকায় যাওয়ার পথটা জানত! পায়ে দ্রাক্ষালতা জড়িয়ে তাকে অচল করে দিল। সে নিজেকে মুক্ত করে জলাশয়ের তীরে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে একটা সেতু রয়েছে। সেতুর অপর প্রান্তে সেই উদ্যান-বাটিকা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতিরে নয় বরং তার খেয়ালের চরিতার্থতার খাতিরে সে বাটিকায় প্রবেশ করতে চাইল।

তার প্রবেশের পর উদ্যানটা মৃদু কাঁপতে লাগল। কে একজন মৃদুকণ্ঠে তাকে ডাকল :

"ইবরাহিম-তনয়।"

"না, ইবরাহিম তনয়;" সে ঘোষণা করল, "মহামান্য খাজা ইমাম ওমর— নক্ষত্রবিদ ও রাজ জ্যোতির্বিদ। হে রাত্রির জীব। আমাকে সালাম কর।"

"এই সালাম করলাম, আমাকে দয়া করুন।"

সুন্দরী নারীর মৃদু-মধুর কণ্ঠ। তার সোনালি দীর্ঘ কেশ ওমরের জানুদেশ আবৃত করল।

রেশমের মতন নমনীয় এই কেশরাশি।

ওমর নারীর মুখখানা তুলে ধরতেই তার মনের স্মৃতি চঞ্চল হয়ে উঠল।

"জো! তোমাকে তারা আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল?"

জো'র দেহটা তার স্পর্শে কেমন যেন অচঞ্চল, অনুতপ্ত; তার আলিঙ্গনেও জো'র ওষ্ঠদ্বয়ে কেমন উষ্ণতার অভাব। জো ভীতা কেন? কেন সে বিবস্ত্রা? তার মৃত জোকে এই নিশিথে এই ভাসমান বাটিকায়ও সুন্দরী দেখায়।

www.pathagar.com

জো'র ভয় দূর হয়ে গেল। তার ঠোঁট কাঁপল। জো ওমরকে বক্ষে টেনে নিল; এবার সে মৃত নয়— সে এবার উষ্ণ, প্রাণবন্ত।

দ্বিতীয় দিন সকাল বেলায় ওমরের ঘুম ভাঙার সময় হাসান তার সাথে দেখা করবে বলে সিদ্ধান্ত করল। হাসান ওমরের কক্ষে কাউকে কিছু না বলে প্রবেশ করতেই বালক চাকরটা ভয়ে পালাল। হাসান দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুমন্ত ওমরের পাশে বসে নিম্ন কণ্ঠে বলল :

"বলো তো, কোথায় গিয়েছিলে?"

কয়েক মুহূর্ত ওপরের পানে তাকিয়ে থেকে ওমর জওয়াব দিল, "ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম।"

"তা কি সত্যি স্বপ্ন ছিল?"

"না, কতকটা— সব নয়।"

"তবে কোথায় ছিলে?"

হাজার বার হাসান এই প্রশ্নটা লোকদের এমনি অবস্থায় জিগ্যেস করেছে আর সবাই একই জওয়াব দিয়েছে।

"একটা অসাধারণ কৃত্রিম বেহেশতে," ওমর ভেবে জওয়াব দিল।

"কৃত্রিম?"

"হ্যাঁ, চাঁদটা আকাশের অতি নিম্নে ছিল।"

"আর কী?"

ওমর হেসে মনে করতে লাগল। সে এখন সম্পূর্ণ জেগে গেছে।

"তোমার এই বেহেশতের হুরীকে আমি চিনতাম।"

"তা হতে পারে না। মেয়েটা কে ছিল?"

"বাইজেনটাইনের জো।"

কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পরিকল্পনা পরিবর্তন করার ক্ষমতা হাসানের ছিল। তার গুপ্তচরেরা তাকে খবর দিয়েছিল যে, ওমরকে নারী আর সুরা দিয়ে বশীভূত করা যেতে পারে। সে হেসে এ আশা ত্যাগ করল।

"আমার বিশ্বাস, আমার বেহেশতের পানীয় তোমার পছন্দ হয়েছে।"

"হ্যাঁ।"

"আমি দুঃখিত যে, চাঁদটা একজন জ্যোতির্বিদকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। আমার ফিদায়ি— ভক্তরা— কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনওদিন কোনও প্রশ্ন করেনি। একবার বেহেশত দেখলে, তারা বেহেশতে ফিরে আসা ছাড়া অন্য কোনও কামনা করে না। অবশ্য তারা সব তরুণ। লাসিক— দলস্থ ব্যক্তিরাও এই স্বর্গ কামনা করে। আর আমার বন্ধুরা— যাদের কয়েকজনের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে, এই বেহেশতকে স্বর্গীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ করে বলে আমার ধারণা; তাই বলে তারা একে কম উপভোগ করে না।"

www.pathagar.com

"রুকনুদ্দিন আর তার সহকর্মী প্রচারকদের সম্বন্ধে তোমার অভিমত কী? তারা কি এই বেহেশত দর্শন করে?"

"না, কখনও নয়। তারা আমার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। কুতুবখানা আর গবেষণাগার তাদের কর্মক্ষেত্র। সেখানেই তাদের তৃপ্তি। ইতোমধ্যে তুমি নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ, আমার কর্মচারী বিবিধ শ্রেণিতে বিভক্ত আছে।"

"তুমি চারটে শ্রেণির নাম উল্লেখ করেছ।"

"আনাড়িরা পঞ্চম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত— যেমন ব্যবসায়ী এক্রোনস— তারা আমার নাম করে ব্যবসায়ে মুনাফা করে। কিন্তু জ্ঞানের ফটকে তারা কোনওদিন প্রবেশ করেনি।"

এক্রোনস আলামুতের ফটক পর্যন্ত এসেছিল, ওমরের মনে পড়ল।

"তোমার অনেক নাম আছে, হাসান-ইবনে-সাবা?"

"কেন থাকবে না? সাধারণ অনুগামী আর ফিদায়িদের কাছে আমি "জীবন-মৃত্যুর প্রভু।"

"আর রফিকরা— তারা কী ভাবে?"

"তারা আমাকে মেহ্‌দির সংবাদ-বাহক বলে জানে। জেরুজালেমে তুমি যেমন তাই জানতে।"

"কিন্তু এখন আর আমি তোমাকে জানি না।" ওমর খোলা জানালার পাশে গিয়ে বলল, "আর দলের বাকি দুই শ্রেণি তোমাকে কী বলে জানে?"

"বাকি দুই শ্রেণি? আমি তো পাঁচটার কথাই তোমাকে বলেছি।"

"পাঁচটা, কিন্তু এ-ই তো সব নয়?" ওমর তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "সব মিলে তো সাত।"

হাসানের কালো চোখ কৌতুকব্যঞ্জক হয়ে উঠল।

"আমি ভুলে গেছলাম যে, তুমি গণিতবিদ।"

"তোমরা কি সপ্তক রূপে পরিচিত নও? তোমার প্রচারকেরা অজ্ঞান লোকদের প্রশ্ন করে, সপ্তাহে কেন সাতটা দিন, আকাশে কেন সাতটা গ্রহ— সূর্য ও চন্দ্রকে ধরে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার অনুগামীরাও সাত শ্রেণিতে বিভক্ত।"

হাসান হাসল। "বেশ! তুমি এমনি তীক্ষ্ণ ইস্পাত যে, ভিতরটা পর্যন্ত কেটে দাও। এক্রোনস বলেছে, তুমি অসাধারণ খ্যাতি লাভ করবে, আর আমি বলছি, তুমি তার চেয়েও বড় কিছু করার যোগ্য। আলামুতের আর কী গোপন রহস্য তুমি আবিষ্কার করেছ?"

মাত্র ক্ষণকালের জন্য ওমর ভাবল, হাসানের সাথে সন্ধি করবে, না হাসানের বিরোধিতা করবে। কিন্তু আলামুত তো দুর্বলতা দেখাবার স্থান নয়।

"সংবাদ-বাহকের মাধ্যমে চিঠি পৌঁছার আগে তোমার সে চিঠিপাঠের রহস্যও আমি আবিষ্কার করেছি।"

www.pathagar.com

"আমি প্রবঞ্চনা করি, কোন কুকুর বলছে? এ যে মিথ্যা কথা!" অবিশ্বাসে সহসা হাসানের চোখ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

"কুকুর নয়। একটা বাজপাখি 'রে'র পথে আমাকে এই চিঠিটা আকাশ-তল থেকে এনে দিয়েছিল।" ওমর কোমর থেকে সেই রুপোর চুঙ্গিটা বের করে আনল।

তাড়াতাড়ি হাসান চিঠিটা পড়ল। বিস্ময়ানুভূতি তার মন থেকে ক্রোধ দূর করে দিল। "খোদার কসম, বাজপাখি ছাড়া অন্য কেউ পায়রাকে আকাশ থেকে নামিয়ে আনতে পারে না; কিন্তু অসম্ভব সৌভাগ্য তোমার!" হাসান যেন মনে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিল। "এ কথা সত্যি। মাঝে মাঝে আমি সংবাদ-বাহক পায়রা ব্যবহার করে থাকি; পায়রাগুলো বাইরের দুনিয়া থেকে আলামুতে আমার জন্য সংবাদ নিয়ে আসে। আমার প্রচারকরা পর্যন্ত এই সংবাদ-বাহক পায়রা সম্বন্ধে কিছু জানে না। যাক, এবার এসো, আমরা মতবিরোধ ত্যাগ করে পরস্পর বন্ধু হই।"

ওমরের পাশে গিয়ে হাসান তার স্কন্ধদেশ জড়িয়ে ধরল, "তুমি ভাবছ হাসানটা কে এবং কী প্রকৃতির? তবে শোন! হাসান একজন হতভাগ্য; দর্শন বা জীবন-গ্রন্থের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। যেখানে বাদশাহ আর উজিরেরা মানুষের শুধু আত্মাকেই নয়, দেহকেও শাসন করে, সেখানে জ্ঞানার্জন করে কী লাভ? কায়রোর সশস্ত্র রক্ষীরা আমাকে কুকুরের মতো তাড়িয়েছে; আমি কৈশোরে অপমান, বিদ্রূপ সহ্য করেছি। কায়রোতে আমি ইসমাইলি ওস্তাদদের কাছে— তুমি যাদের 'সপ্তক' বল— জ্ঞান লাভ করেছি। আরও কত জায়গায় কতজনের কাছে ঘুরেছি। যাক, যথেষ্ট হয়েছে; আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে।"

হাসান আবার মস্তক নত করে বলল, "আমি জ্ঞান-শস্যের তিক্ত শাঁসের স্বাদ গ্রহণ করেছি। আমি সংশয়বাদী। আমার কাছে পৃথিবীর ধর্মগুলো বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মতন; তার সৌন্দর্য আর ফলদানের ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। কুসংস্কারে তার দেহ, অস্থি-মজ্জা সংকুচিত হয়ে গেছে; অনতিবিলম্বে তার কেশ, চর্ম আর অস্থি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না; তখন এগুলো মৃতদেহের বাক্সে আর সমাধিতে দামি প্রস্তরের মতন রক্ষিত হবে। আমি যদি জগৎবাসীকে বাণী দিতে পারতাম, তবে গলা ফাটিয়ে বলতাম, বেদি আর সিংহাসনগুলো ভেঙে দাও; যারা এগুলোকে পাহারা দিচ্ছে, তারা সাধারণ মানুষ ছাড়া বেশি কিছু নয়। তারা মিথ্যার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করছে।"

ওমর তার কথা সমর্থন করে বলল, "আমি জানি, মালিক শাহের যথেষ্ট মানবীয় গুণ রয়েছে। তাঁকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে তুমি কাকে তাঁর স্থানে বসাবে?"

"প্রথম কাজ হবে সিংহাসন আর দেহের দাসত্বের বিলোপ সাধন। তোমার জ্ঞানবুদ্ধি চারজন মালিক শাহের জ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে বেশি। আমরা আর কেন রাজ-পূজা করব? মানুষ অজ্ঞানতা থেকে যুক্তির দিকে আসছে। শেষ পর্যন্ত মানুষ তার যুক্তির পূর্ণতা অর্জন

www.pathagar.com

করবে।... আমি এমন সব লোককে দীক্ষা দিয়েছি, যারা অতৃপ্ত আত্মা। গোপনে আমরা নতুন ধর্মমত প্রচার করছি।"

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থেকে হাসান বলল, "তুমি কুতুবখানাটা দেখেছ, প্রচারকদের সাথে আলাপ করেছ। তুমি বুঝেছ যে, আমরা আমাদের জ্ঞানে পূর্ণতা আনতে চাই। তবে তুমি এ-ও জান এবং অস্বীকার করো না যে, পারস্যের জনসাধারণ ধর্মপুস্তকের কথা ছাড়া অন্যকিছু শোনে না, দেখে না। জনসাধারণের মধ্যে আমরা আমাদের অনুসারী চাই। যে কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি আছে, তারা কোনও কাজ শেষ করতে পারেনি— তারা হয় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, নয়ত নির্বাসিত হয়েছে। তাই, সাধারণ লোকদের কাছে আমরা মেহদির আগমনবার্তা প্রচার করি; পারস্য দেশে এটা একটা প্রাচীন ভ্রমাত্মক বিশ্বাস; আর বুদ্ধিমানদের কাছে আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বাণী প্রচার করি।"

হাসান কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে যেন অপরিহার্য কৈফিয়ত দিল, "জীবনটা কি এমনি ধারায় চলছে না? নিজাম তোমাকে যে কথা বিশ্বাস করে বলে, সে কথা কি মোল্লাদের বলে?"

ওমর হেসে বলল, "হ্যাঁ, তিনি এ ব্যাপারে সাবধান।"

"তুমি দেখবে, প্লেটোও এই মত ব্যক্ত করেছেন। বিশ্ব-জগতের এই-ই নিয়ম, আলো থাকলেই অন্ধকারও থাকে; পুরুষের সঙ্গিনীরূপে নারীর অস্তিত্ব রয়েছে, দুয়ে মিলে একটা নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করে। সুতরাং, আমাদের শিক্ষা নানাবিধ অনৈক্যের মাধ্যমে ঐক্য সাধন করে— সব শ্রেণির লোকের মধ্যে অনুসারী রয়েছে।"

"তবু তোমরা ভোজবাজির ব্যবহার কর।"

"কেন করব না? এটাই তো সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞতা।"

"হয়তো সাধারণ লোকের জন্য। তোমার সংবাদ-বাহক পায়রা আর শিক্ষিত ঈগলপাখিগুলো সত্যি অদ্ভুত।"

"আরিফ— বুদ্ধিমানের জন্য উঁচু স্তরের ভোজবাজি আছে, আমি মিসরে একরকম ভোজবাজি শিখেছিলাম"— হাসান সহসা থেমে গেল। "তুমি কোন বিদ্যাবলে পনেরো বছর আগে মালিক শাহকে তার পিতার এবং রোমকসম্রাটের মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে?"

এই প্রশ্নের জওয়াব দেবার সময় একটা সহজাত সতর্কতা ওমরকে বাধা দিল। শান্ত কণ্ঠে সে বলল, "সেই অলৌকিক ব্যাপারটা আমার স্বকীয় রহস্য।"

"আমি তো আমার সব রহস্য তোমার কাছে অনাবৃত করে দিয়েছি।"

"অবশ্য, একটা ব্যতীত সবই।"

হাসান তার পানে প্রখর দৃষ্টি মেলে বলল, "সেটা কী?"

"তোমার সম্প্রদায়ের মিসরস্থ উচ্চতম দুই পর্যায়ের ব্যক্তিগণ— প্রচারকদের চেয়ে যারা উচ্চ মর্যাদাশীল— কী বিশ্বাস করে?"

www.pathagar.com

"হায় খোদা! আমি তো বলিনি যে, তারা মিসরে আছে।"

"তা অবশ্য বলনি; তবে আমার ধারণা, তারা সেখানে থাকতে পারে।"

"তোমার ধারণা!" হাসান পায়চারি করতে করতে বলল, "এই অলস ধারণার তো একটা যুক্তি আছে? খাজা ওমর! ব্যাবিলনে আমি তোমাকে প্রশংসা করেছিলাম; জেরুজালেমে আমি তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার কামনা করেছিলাম। তার পর অনেক বছর কেটে গেছে; আমি অনেক প্রতিষ্ঠা এবং আরও অনেক কিছু অর্জন করেছি। আর তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই আছ। বরং তুমি নিজামের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছ। এখন ক্রোধান্বিত নিজামের রাজ্যে তোমার চলার পথ আর সহজ হবে না।"

"ভেবে দেখ," হাসান বলতে লাগল, "আমার নতুন সম্প্রদায় তোমার জন্য কী করেছে। তোমাকে অর্থ সাহায্য করার জন্য আমি এক্রোনসকে যা বলেছিলাম, সে তা যথাযথ পালন করেছে। ফোরাত নদীর তীরের মরুভূমিতে মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে সে পিছনে টেনে রেখেছে; সে তোমার প্রাসাদ মূল্যবান সাজ-সরঞ্জামে পূর্ণ করে দিয়েছে। সে আর আমি এখানে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় ছিলাম। স্বীকার করছি, আমি তোমার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছি; কিন্তু তা-ও তোমার বন্ধুত্বের কামনায়। তোমার রচিত গ্রন্থ, তোমার পঞ্জিকা, নিশাপুরে তোমার মান-মন্দির— তোমার প্রতিটি সাফল্যে আমি আনন্দিত হয়েছি। পারস্যের দরবার কি তোমাকে এমনভাবে অনুগ্রহ করেছে? তোমাকে আমি যেমন বুঝতে পারি, মালিক শাহ কি তেমন পারেন? মনে রেখ, মেজাজ বিগড়ে গেলে বা কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে যে কোনও মুহূর্তে সুলতান তোমাকে দরবার থেকে অপসারণ করতে পারেন। অথচ, আমার পক্ষে তুমি হবে অপরিহার্য। এসব ভেবে দেখ; এখন, এসো আমার সঙ্গে— আলামুতের ক্ষমতা দেখতে পাবে।" হাসান হেসে বলল, "এ পর্যন্ত আমার অনুসারীরা তোমাকে যা দেখিয়েছে, তাই দেখেছ। এবার এসো, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।"

ওমর এখন বিশ্রাম চায়। কিন্তু হাসান তাকে বিশ্রাম দিতে চায় না। সে ওমরকে পর্বতাভ্যন্তরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

একটা পথ বেয়ে তারা পর্বতাভ্যন্তরের কর্মশালায় গিয়ে পৌঁছল। সেখানে লোকজন কাজ করছে। একটা চুল্লিতে গলিত কাচের বুদবুদ উঠছে।

"এই কাচ তৈরির রহস্যটা তারা মিসর থেকে জেনে এসেছে। কেবল সুলতানের প্রাসাদের অভ্যন্তরেই কাচ পাওয়া যাবে, আর বাইবে তা দুর্লভ হবে— তা কেন? আমার সওদাগররা এখন কাচের তৈরি জিনিস বাজারে বিক্রি করছে।"

কারখানা থেকে তারা গুদামকক্ষে গেল। সেখানে সুরা, মধু আর শস্যকণা মওজুদ রয়েছে; এককোণে চালের বস্তা ছাদ পর্যন্ত স্তূপীকৃত আছে।

www.pathagar.com

"এখানে যে রসদ আছে, আলামুত অবরুদ্ধ হলে, অন্তত দুই বছর তাতে চলবে," হাসান বলল।

হাসান এবার ওমরকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে গুহাভ্যন্তরের সব দর্শনীয় বস্তু— ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালি, প্রস্তর নির্মিত পশুমূর্তি, বৃত্তাকার মঞ্চ, বেদি ইত্যাদি দেখিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করল।

তার পর ওমরকে নিয়ে হাসান আলামুতের চূড়ায় গেল; ওমর আবার সূর্য দেখতে পেল। তিনজন ফিদায়ি সেখানে পাহারা দিচ্ছিল।

"পূর্বে কোনওদিন অলৌকিক ঘটনা দেখেছ? এবার দেখ।" হাসান চুপি চুপি ওমরকে বলল।

হাসান সেই তিনজন তরুণ ফিদায়ির অবনত মস্তকে হস্ত স্থাপন করতেই তারা চোখ তুলে তাকাল। হাসান বলল :

"শোন! তোমাদের সময় শেষ হয়েছে; 'বেহেশত' তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ঝাঁপ দাও।"

শেষ কথাটা চাবুকের মতন শব্দ করে উঠল। তিনজনই কেঁপে উঠে নিম্নে ঝাঁপ দিল। ওমর দেখতে পেল তিনটা মানবদেহ পর্বত চূড়া থেকে পড়ে শত শত ফুট নিম্নে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাসান আনন্দদীপ্ত দৃষ্টিতে ওমরের পানে তাকিয়ে বলল, "আমার প্রতি তাদের আনুগত্য দেখলে তো? মালিক শাহও কি এমন আনুগত্য ভোগ করেন?"

"দেখলাম, তিনটা জীবন অনর্থক বিনষ্ট হল।"

"না, অনর্থক নয়— একটা প্রমাণের জন্য। এমন তিনটা জীবনের মূল্য কী? এই অস্তগামী সূর্যটা আবার উদয় হওয়ার আগে হাজার মানব-কীট বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাবে; আর হাজারটা মানব-কীট গোবরস্তূপ-সদৃশ এই পৃথিবীতে জন্ম নেবে।"

"এবার তুমি আমার ক্ষমতার যৎসামান্য কিছুটা দেখলে। তুমি কি আমার সঙ্গী হয়ে প্রচারকদের অন্তর্ভুক্ত হবে? তুমি তোমার গণিতশাস্ত্র আর জোতির্বিজ্ঞান নিয়ে থাকবে।"

"এখানে, এই আলামুতে?"

"না, সেই পৃথিবীতে, আগে যেখানে তুমি ছিলে? তোমার যা ইচ্ছা, চাইতে পার— তরুণী জো হোক বা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাবলি হোক। আমি প্রতিজ্ঞা করছি— আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না— তোমাকে আমি সব দেব। আমার হাতে তুমি যে সম্মান ও ঐশ্বর্য পাবে, তার তুলনায় তুমি যা এখন ভোগ করছ, তা অতি নগণ্য।"

ওমর অন্ধকার উপত্যকার পানে তাকিয়ে বলল, "যদি আমি স্বীকৃত না হই।"

"তোমাকে এখন আমি নিশাপুরে পাঠাতে পারছি না। কয়েকটা ঘটনা সম্বন্ধে অবগত না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান করবে। পরে ইচ্ছা করলে তুমি এখান থেকে চলে যেতে পারবে।"

www.pathagar.com

ওমর একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমাকে এক সপ্তাহ সময় দাও।"

নিশ্চয়ই, হাসান যেন সোয়াস্তি অনুভব করল। "এক সপ্তাহ পরে আমি তোমার জওয়াবের আশা করব। সে পর্যন্ত আমার অনুচরেরা তোমার আজ্ঞা পালন করবে।"

আপন কক্ষের নির্জনতায় ওমর আরাম বোধ করল। সে কয়টা অদ্ভুত ব্যাপার জানতে পেরেছে। হাসানের প্রতিভায় ওমর মুগ্ধ হল। সে ভেবে আরও বিস্মিত হল যে, হাসান তার অনুসারীদের জীবন ধারণের জন্য ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে রেখেছে।

সুফি গাজ্জালির একটা মন্তব্য ওমরের মনে পড়ল— "আত্মপূজার চেয়ে যে কোনও মাজার-তীর্থস্থান উত্তম।"

মানুষ যদি আসলে বুদ্ধিমান জন্তুর বেশি আর কিছুই না হয়, তবে হাসানের নতুন সম্প্রদায় যুক্তিযুক্তভাবেই সর্বোত্তম— এ বিজ্ঞানানুরাগীদের এক পুরোহিততন্ত্র, যার একমাত্র নেতার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই।

মোট কথা, ওমর ভাবল "প্লেটোর বর্ণিত সাধারণতন্ত্র-শাসিত রাজ্য একটা নির্বোধের স্থান। সেখানে শিক্ষকের দল বসে বসে সুখ নিয়ে কেবল তর্ক করে।"

জো'র মতন সঙ্গিনী নিয়ে আলামুতে বাস করা মন্দ হত না; জায়গাটা সারা বিশ্বের মান-মন্দিরের মতন মনে হয়। নিজাম, গাজ্জালি বা বিবেকের সাথে তাকে বিবাদ করতে হত না। কিন্তু সে উপলব্ধি করল, হাসানের মতন একটা লোকের অধীনে চাকরি করা তার পোষাবে না।

তা ছাড়া, হাসানের চাকরি করলে তার নিজের কাজ অসমাপ্ত থেকে যাবে। পৃথিবী স্থির নয়, শূন্যে আবর্তন করছে— তার এই অভিমতের সত্যতা এখনও সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

ওমর ভাবল, সে আলামুতের বহু কিছু দেখেছে; এর পর হাসান তাকে মুক্তি দিতে পারে না; সে তাকে যে বন্দি করে রাখবে, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং, সপ্তাহ শেষ হবার আগেই তাকে পালাতে হবে।

এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর জো'র রূপ-লাবণ্যের কথা ভেবে তার অনুতাপ হল। তাকে জো'র সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

ওমরের প্রথম ভাবনার বিষয় হল, সেই অজানা ওষুধটা। সুরাপানের প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি আর কাল্পনিক দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটতে পারে না। সুরার প্রভাব সম্বন্ধে তার সম্যক জ্ঞান আছে। যে বিশেষ বস্তুটা তার মস্তিষ্ককে পঙ্গু করে দেয়, সে বস্তুটা উগ্রতর। অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়ার সাথে তা মিশে আছে; মদের পেয়ালাতে তা রয়েছে; এই বস্তুটা থেকে সে নিষ্কৃতি চায়। কারণ, তার স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির অটুট সংরক্ষণ আবশ্যক।

www.pathagar.com

[আসলে এই ওষুধটা হাশিশিন্ বা ভারতীয় গাঁজা। পারস্য দেশে আফিম প্রচলনের আগে হাশিশিন্ ব্যবহৃত হত। হাসানই হাশিশিনের প্রথম প্রচলন করে; তাই ফিদায়িদের কাছে এর প্রভাব অদ্ভুত মনে হত। তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। কিন্তু অন্য কোথাও থেকে তারা এটা পেত না। পরে তারা 'হাশিশিন' রূপে খ্যাত হয়। 'এসাসিন' (Assassine) কথাটা হাশিশিন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।]

বালক ক্রীতদাসকে ঘরে অগ্নিকুণ্ড রাখতে বারণ করা সহজ ব্যাপার। কিন্তু ওমর সন্দেহ করল যে, সে দ্রাক্ষারস সেবনে অস্বীকৃতি জানালে, অন্য উপায়ে তাকে এই ওষুধ পরিবেশন করা হবে। তাই, অদৃশ্য চরদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, সে এই ওষুধটা রোজ নিয়মিত সেবন করে যাচ্ছে।

তাই ওমর প্রতিবাদ করল যে, দুপুরে এবং রাত্রে, যে পানপাত্র ভরে তাকে সুরা দেওয়া হয়, তা যথেষ্ট নয়। সে চায় যে, এককুঁজো মূল্যবান শিরাজি সর্বদা তার পাশে রাখতে হবে। একটা বড় কুঁজো ভরে তার কক্ষে আনা হল। হাসানের ইচ্ছা এই সপ্তাহে ওমর প্রাণভরে পানপাত্র উজাড় করুক। এই কুঁজো থেকে এক পেয়ালা সুরা পান করেই ওমর বুঝতে পারল যে, এতে আগের মতন চৈতন্য হরণের প্রভাব রয়েছে।

'এবার থেকে তা হলে উপত্যকাটাই এ সুরা পান করবে'— ওমর মনে মনে সিদ্ধান্ত করল।

রাত গভীর হলে এবং ক্রীতদাস কক্ষের বাইরে গেলে, কুঁজো থেকে পেয়ালা ভরে ওমর জানালা দিয়ে ঢেলে দিল, কিন্তু ঘুমোতে গিয়ে সে অনুভব করল যে, দেহ-মন তার কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। তার পরেই সে শুয়ে পড়ল।

মাঝরাতেও তার দেহ-মনে কেমন যেন একটা ব্যাকুলতা জাগল, কিন্তু সে সংযত হয়ে রইল। চতুর্থ রাত্রে তার স্বাভাবিক ঘুম হল। ওই রাত্রে সে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর এই ঔষুধের প্রভাব সম্বন্ধে চিন্তা করল মাত্র।

ইতোমধ্যে নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণের ছলে ওমর পালানোর পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আলামুতের প্রাচীরগুলো পরীক্ষা করল। সে গল্প শুনেছে, বন্দিরা স্ত্রীলোকের কেশ দিয়ে রশি পাকিয়ে বা কম্বল জড়িয়ে প্রাচীর পার হয়েছে। কিন্তু এখন সে উপলব্ধি করল, গল্প বানানো সহজ কিন্তু তা কার্যে পরিণত করা কঠিন।

বহুবার সে তলবর্ত্মে গিয়েছে, কিন্তু রক্ষীরা তাকে এগোতে দেয়নি। রক্ষীরা তাকে কিছু বলেনি; কারণ, তারা বোবা। তবে এটা সে আবিষ্কার করেছে যে, দুর্গাভ্যন্তরে কোনও হাতিয়ার থাকে না। বিরাটকায় নিগ্রো আর সিপাহিরা শুধু প্রাচীর এবং ফটক পাহারা দেবার সময় সশস্ত্র থাকে। তারা যখন অবসর গ্রহণ করে, তখনই কেবল তারা নিজেদের হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

সিপাহিদের বাসস্থানে যাওয়ার পথ সে খুঁজে পায় না। আর কাউকে হাত করা মানে তাদের সাথে আলাপ করতে যাওয়া। তা ছাড়া, তারা দলবদ্ধ হয়ে থাকে; কাউকে একলা পাওয়ার উপায় নেই।

'এখন যুক্তি হল,' ওমর ভাবল, 'প্রাচীরের ওপর বা নিচ দিয়ে যেতে না পারলে ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ভিতর দিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ হল ফটক।'

বড় ফটকটা রাত্রে বন্ধ থাকে। একটা লণ্ঠন সারারাত ফটকের ওপর জ্বলে আর সাতজন ফিদায়ি সেখানে প্রহরারত থাকে। মাত্র একবার ওমর একজন লোককে প্রাঙ্গণের পাশের খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে যেতে দেখেছিল। লোকটা ছিল একজন প্রচারক। সে প্রহরীদের একটা কাগজ দেখাতে প্রহরীরা দরজা খুলে দিয়েছিল।

ওমর লক্ষ করল, সন্ধ্যার পর কক্ষ থেকে বের হলে গোয়েন্দারা তার অনুসরণ করে। সুতরাং, রাতের বেলায় পলায়ন অসম্ভব।

'তা হলে দিনের বেলায় প্রধান ফটক দিয়েই পালাতে হবে,' সে স্থির করল (খিড়কিটা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তালা লাগানো থাকে)।

এর পর থেকে ওমর ছাদের একটা তাঁবুতে বসে ঝিমোত আর প্রায় সমস্ত দিন ফটকটা লক্ষ করত। উৎসাহ পাওয়ার মতন কিছুই তার চোখে পড়ল না। কোনও মানুষ বা প্রাণীকে ফটক দিয়ে ভিতরে আসতে দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে সশস্ত্র রক্ষীরা ফটক দিয়ে আসত-যেত। মাঝে মাঝে দু একজন প্রচারক নির্ধারিত কাজ নিয়ে আনা-গোনা করত। হাসানকে ওমর এর মধ্যে কোনওদিনই দেখতে পায়নি।

আলামুতের প্রভু কিন্তু রোজ সবার অলক্ষে ফটক দিয়ে আনাগোনা করত। প্রত্যেকটি পথচারীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না দেখলে ওমর হাসানকে কোনওদিন সন্দেহ করত না।

তিন দিন অবিরত খর রৌদ্রের তাপে ওমর দেখতে পেল সেই দীর্ঘাঙ্গি প্রচারক একলা প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। আধঘণ্টাখানেক পরেই সে দুর্গাভ্যন্তরে ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার এই নিয়মিত আনাগোনা আর তার পরিচিত চলার ভঙ্গি ওমরের মনে কৌতূহল জাগাল। সে আরও মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করল যে, এই লোকটা প্রচারকবেশী হাসান। সে চীনার ছদ্মবেশ ধারণ করেছে।

'কিন্তু কেন সে নিজের ফটক পার হওয়ার সময় ছদ্মবেশ ধারণ করে? আর কেনই-বা সে একই সময়ে বাইরে যায়?' ওমর চিন্তা করতে লাগল।

কারণটা অনতিবিলম্বে ওমর বুঝতে পারল। হাসানের অনুসারীরা বলাবলি করত যে, পর্বত-প্রভু অদৃশ্য হয়ে আনাগোনা করে। বাহ্যত, হাসান তার অনুসারীদের মনে তার ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাতে চায়। তার পর হাসান নিজেই বলেছে যে, তার সংবাদ-বাহক পায়রাগুলোকে গ্রামে রাখা হয় যাতে আলামুতবাসীরা তার সংবাদপ্রাপ্তি ও

www.pathagar.com

প্রেরণের উৎস জানতে না পারে। তাই, সে প্রতিদিন গ্রামে সংবাদ-বাহক পায়রাগুলোকে দেখতে যায়।

ওমর এটাও লক্ষ করল যে, ফিদায়ি বা আনাড়িরা প্রচারকদের মুখ দেখে বা কণ্ঠস্বরে চেনে না।

'সুতরাং, পলায়নের একমাত্র সুযোগ প্রচারকের ছদ্মবেশে হাসানের পিছনে ফটক দিয়ে বেরিয়ে পড়া'— ওমর এই মীমাংসায় পৌঁছল।

পরদিন অপরাহ্নে ওমর প্রচারকের পোশাক সংগ্রহের কাজে লেগে গেল। রুকনুদ্দিন প্রায়ই তাকে বেহেশতি সুরা সম্বন্ধে প্রশ্ন করত। ওমরের মনে পড়ল, তলোয়ার-নৃত্যের সময় রুকনুদ্দিন কেমন আগ্রহে পানপাত্রটা ধরেছিল। হাসানও বলেছিল যে, বিজ্ঞানীরা 'বেহেশতে'র আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত। সে রুকনুদ্দিনকে তার কক্ষে আসতে বলল এবং কক্ষে প্রবেশমাত্র ওমর কক্ষের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ওমর কোনও অজুহাত না দেখিয়েই সুরাহি থেকে পানপেয়ালায় পানীয় ঢেলে ঠোঁটের কাছে তুলে হেসে বলল :

"বেহেশতি পানীয়।"

রুকনুদ্দিন তাড়াতাড়ি সুরাহিটার কাছে গিয়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "এই কি সেই শিরাজি?"

ওমর তার দিকে পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "চুমুক দিয়ে দেখ, সেই শিরাজি কি না।"

দরজার দিকে একবার তাকিয়ে সে পেয়ালাটা এক চুমুকে শেষ করে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল।

ওমর উদাস কণ্ঠে বলল, "আরও আছে; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, পান করতে পার।"

তৃতীয় পেয়ালাটার অর্ধেক পান করেই রুকনুদ্দীন চোখ বুজে শয্যায় সটান হয়ে অবিরল কথা বলতে লাগল। ওমর তার পাশে বসে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল :

"হাসান যে ঐশ্বর্য আর ক্ষমতার অধিকারী, তার উৎস কোথায়?"

"সে আমাদের শিখিয়েছে, মানুষ জানার চেয়ে অজানাকে বেশি ভয় করে। এমনি করে তার গোপন..."

রুকনুদ্দিন কনুইতে ভর দিয়ে কাত হয়ে সামনে পেয়ালাটা দেখে এক চুমুকে শেষ করে ফেলল। শেষ কথাটা জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওমর তার বহির্বাস ত্যাগ করে রুকনুদ্দিনের অচেতন দেহ থেকে তার লাল সাটিনের খেলাত, তার জুতো আর চতুষ্কোণ মখমলের টুপিটা খুলে নিজে পরে নিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল হাসান ইতোমধ্যে গ্রাম থেকে

www.pathagar.com

ফিরে এসেছে। তার বোখারার অশ্ব-ব্যবসায়ীর খেলাতটা দিয়ে রুকনুদ্দিনের দেহটা ঢেকে দিয়ে যাতে কেউ দেখলে তাকে ওমর বলে ভাববে— ওমর বেরিয়ে পড়ল।

ওমর মাথা নত করে নীরবে চলতে লাগল। দুজন ক্রীতদাস কুঁজো নিয়ে তার পাশ কেটে চলে গেল। তার সামনে রক্ষী ছাড়া ফটকে আর কেউ নেই। ফটকের কাছে পৌঁছে ওমরের বুক দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল।

রক্ষীদের দলপতি ওমরের পানে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে একবার তাকাল। কেউ বিশেষ চাঞ্চল্য দেখাল না বা গুরুত্ব দিল না। আর চারটা পদক্ষেপেই ওমর ফটকে পৌঁছবে— এক-দুই-তিন-চার— ।

"আজকের সংকেত— বার্তা কী হুজুর?" রক্ষীদের দলপতি উত্তেজিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করল।

ওমরের দম বন্ধ হয়ে এল। সঙ্কেতবার্তা সে জানে না বা এ সম্বন্ধে সে কিছু শোনেওনি; তবে দ্বিধা করলে তো চলবে না— "আমি ভুলে গেছি। তবে আমাদের প্রভু স্বয়ং আমাকে পাঠাচ্ছেন";— সে যুক্তিপূর্ণ একটা কারণ খুঁজতে লাগল, "পায়রাগুলোর কাছে গ্রামে সংবাদ নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলে সে কোমর থেকে সেই রুপার চুঙ্গিটা বের করল।

"এই দেখ সংবাদটা— আমার দেরি করলে চলবে না।"

রক্ষীদলপতি কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। অন্যান্য রক্ষীরা কৌতুকদৃষ্টিতে তার পানে চাইল। ওমর চুঙ্গিটা দলপতির হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "এটা রাখ। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা পায়রা নিয়ে আসি। এটা হারিয়ে ফেল না কিন্তু। প্রভুর ক্রোধ তখন তোমার ওপর পড়বে।"

দলপতি চুঙ্গিটা চেপে ধরে বলল, "ইয়া আল্লাহ্, তাড়াতাড়ি এসো।"

ওমর দ্রুতপদে যেখানে পায়রা রাখা হয় সেখানে গিয়ে পৌঁছল। তার কেবলই ভয় এক্রোনস বা অন্য কোনও পরিচিত লোকের সাথে যেন তার দেখা না হয়। সে আলামুতের দুর্গ থেকে গ্রামটার অবস্থান জেনেছিল। অনেক চাষি আর উপজাতীয় সেখানে পায়রা নিয়ে বসে আছে।

ওমর প্রথম লোকটাকে বলল :

"একটা খাঁচায় দুটো পায়রা— তাড়াতাড়ি।"

"আলামুতের পায়রা চাইছেন কি হুজুর?"

"আবার কী। শেখুল-জাবালের হুকুম।"

লোকটা কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। কারণ, হাসান কোনওদিন পায়রা চেয়ে পাঠাত না। আর শেখুল-জাবাল নামটা শুনে সে ভড়কে গেছে।

"আর আস্তাবল থেকে একটা জিন-লাগানো ভালো ঘোড়া।"

পায়রাওয়ালা একটা খাঁচায় করে দুটো পায়রা আর একটা ঘোড়া নিয়ে এসে বলল, "এই যে হুজুর। এ পায়রার ভিতরের ডানার একটা পালক কাটা আর লাল কালির বৃত্তচিহ্ন দেওয়া আছে, যাতে অন্য পায়রার সঙ্গে চিনতে ভুল না হয়।"

www.pathagar.com

ওমর আলাপ সংক্ষিপ্ত করে ঘোড়ার ওপরে চড়ে বসল। এক হাতে পায়রার খাঁচাটা নিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তার একমাত্র লক্ষ্য, হাসানের নাগাল থেকে যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে পড়া। পথে এক ফাঁড়িতে বর্শাধারী কয়েকজন লোককে দেখতে পেল। তারা বর্শা হাতে এগিয়ে এল; কিন্তু তার পোশাক আর ঘোড়াটা দেখে তাকে খোদা-হাফিজ বলে অভিবাদন জানাল।

ওমরও তাদের প্রতি-অভিবাদন জানাল।

একবার ফাঁড়ি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সহসা অট্টহাসি হেসে উঠল।

গোধূলির সময় ক্লান্ত ঘোড়াটার পিঠে চেপে ওমর সমতলভূমিতে এসে উপস্থিত হল। গোধূলির আলোতে একটা পথের রেখা তার চোখে পড়ল। পথের পাশে একটা খামারবাড়ির কাছে একটা ভাঙা সমাধি।

ঘোড়া থেকে অবতরণ করে ওমর খামারের কর্তাকে ডেকে একটা নতুন ঘোড়া চাইল। "আমি শেখুল-জাবালের কাজে যাচ্ছি, সে বলল।" তার ধারণা, এখানকার অধিবাসীরা হাসানের ভক্ত।

"যিনি উপরে থাকেন?" বৃদ্ধ খামারওয়ালা প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, আলামুতে।"

নিজেদের মধ্যে অনুচ্চ কণ্ঠে কী যেন বলাবলি করে তারা ওমরের ঘোড়াটা নিয়ে চলে গেল। অন্ধকারে একটা ছোট মেয়ে ওমরের কাছে এসে পায়রার খাঁচাটাতে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। ওমর তখন হাতের পর মাথা রেখে ভাবছিল, তার দেহ ক্লান্ত। সে আলামুত থেকে পালিয়ে এসেছে; কিন্তু শেষপর্যন্ত হাসানের নাগাল থেকে পালাতে পারবে বলে তার ভরসা হচ্ছিল না। মেয়েটার আগমন সে লক্ষ করেনি।

"কেমন করে তুমি এই পায়রাগুলোকে এই খাঁচার ভিতর পুরলে?"

ওমর তার পানে তাকাতেই মেয়েটা ভয়ে পিছিয়ে গেল। কিন্তু পায়রাগুলো ছেড়ে চলে যেতে তার মন চাইছিল না। "আমি এগুলোকে শূন্যে উড়তে দেখি, গাছের ডালে বসতে দেখি, মাঠে শস্যকণা খেতে দেখি; কিন্তু কাছে গেলেই এগুলো পালিয়ে যায়। আমার সঙ্গে খেলতে আসে না।" মেয়েটা করুণ কণ্ঠে অভিযোগ করল।

"তুমি কি চাও, এগুলো এসে তোমার চারদিকে ঘুরবে?"

"হ্যাঁ," মেয়েটা মৃদু হাততালি দিল।

ওমর দু মুঠো নরম মাটি তার পায়ের তলা থেকে নিয়ে তা দিয়ে পায়রা তৈরি করতে লাগল। মেয়েটা অদ্ভুত আনন্দে তার পানে চেয়ে রইল।

পায়রা তৈরি হয়ে গেল। ওমর মাটির পায়রাকে পাশে রেখে বলল, "কাল রোদে এটা শুকিয়ে গেলে জলাশয়ের কাছে এটাকে রেখে দিয়ে দেখবে, অন্যান্য পায়রা এটার সাথে

www.pathagar.com

আলাপ করতে আকাশ থেকে নেমে আসবে। তুমি কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে। এগুলোর পিছনে ছুটবে না।"

"আচ্ছা, এটা যে ঠিক ওগুলোরই মতন," মেয়েটা প্রত্যয়ের কণ্ঠে বলল।

খামারওয়ালা একটা নতুন ঘোড়া নিয়ে এলে ওমর দেখল সেটা খামারের ঘোড়া নয়। সে পায়রার খাঁচাটা হাতে নিল।

বৃদ্ধ লোকটা প্রশ্ন করল, "সেই অনাগত দিন কি শিগগিরই আসবে?"

"আমি জানি না; আল্লাহ্ জানেন।" ওমর জওয়াব দিল।

ওমর সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। সে প্রাচীর ঘেরা কাসবিন শহরে পৌঁছে চারদিকে ঘুরে দেখল; কারণ, আলামুতের অশ্বারোহীরা তার অনুসন্ধানে খোরাসানের সড়ক ধরে এখানে এসে পৌঁছতে পারে।

উষার আলো দূর পর্বতের ওপর পড়লে ওমরের ঘুম পেল। ক্লান্ত ঘোড়াটাও তখন মন্থরগতিতে চলছে। ওমরের মনে হল, সে রে' অভিমুখে চলছে। তার আরও মনে হল, মাটির তৈরি পায়রা সমতলভূমির ওপর যেন বিচরণ করছে। বুড়ো আর স্থবিরেরা যতদিন পর্যন্ত ছোট বালক-বালিকাদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে না দেয়, ততদিন পর্যন্ত তারা অলৌকিক ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস করে কেন?

অশ্বখুর-ধ্বনি শুনে ওমরের তন্দ্রা ভেঙে গেল। কে একজন তাকে প্রশ্ন করল, "কে তুমি?"

সূর্যের আলোতে ধুলো উড়ছে। ঢিলে পোশাক-পরা বহু মরুবাসী অশ্বারোহী তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কয়েকজন তার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে তার পানে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল।

"আমি একজন রাহগির," ওমর জওয়াব দিল। "মালিক শাহের দরবারে যাচ্ছি।"

"হে প্রভু ওমর!" একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর বেজে উঠল। একজন কুব্জপৃষ্ঠ লোক ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এসে ওমরের পা-দানি চেপে ধরল, "আপনি জাফরককে চিনতে পারছেন না?"

"কিন্তু জাফরক তো কুচিক প্রাসাদে রয়েছে।"

"না, মালিক শাহের সৈন্যবাহিনী সমরকন্দ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আপনাকে খুঁজে বের করার জন্যে আমি তাদের দলে মিশেছি।"

একটা উষ্ট্র এসে সেখানে দাঁড়াল। উষ্ট্রপৃষ্ঠে বন্ধ শিবিকা থেকে এক নারী বেরিয়ে এসে ওমরের পাশে দাঁড়াল।

"হে প্রভু!" আয়েশা কেঁদে উঠল, "আল্লাহ্ আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন; রাই বাজারে শুনতে পেলাম— আপনার নির্বোধ দেহরক্ষীরা আমাকে বলল— অদৃশ্য শয়তানরা নাকি আপনাকে জোর করে নিয়ে গেছে।" সে ওমরের পা-দানি ধরল। "তারা আপনার চেহারা বদলে দিয়েছে। আপনার দাড়ির কী হল?"

www.pathagar.com

"হুজুর!" দারোয়ান ইসহাক ওমরের পা জড়িয়ে ধরে বলল, "হুজুর, ইনি কিছুতেই প্রাসাদে থাকবেন না। আপনার সন্ধানে বেরোবার জন্যে জাফরককে ফুসলাতে লাগলেন। তখন ভাবলাম, হুজুরের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আমার। আমিও তাই ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তারা রে-তে সুলতানের সাথে দেখা করলেন— তাঁর ওপর আল্লার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। সুলতান হুকুম দিলেন, 'ওমর পাহাড়েই থাকুন— আর সমুদ্রেই থাকুন, তাকে খুঁজে বের কর।' তিনি এই বাহিনী আমাদের সাথে দিলেন।"

ধমক দিয়ে আয়েশা ইসহাকের কথা থামিয়ে দিল।

অশ্বারোহী বাহিনীর পদস্থ কর্মচারী এগিয়ে এসে ওমরকে অভিবাদন জানাল। ওমরের অদ্ভুত পোশাকে সে-ও স্তম্ভিত হয়ে গেল।

"আপনি কি সত্যি সুলতানের জ্যোতিষী?"

"হ্যাঁ," ওমর বলল। তবে কেমন করে তার চেহারা পরিবর্তনের কৈফিয়ত দেবে, তা ভাবতে লাগল। "আমি পাহাড়ে যাদুকরদের কুস্তিতে পরাজিত করে তাদের পোশাক পরে চলে এসেছি।"

"আল্লাহ্! "আজকাল কত অদ্ভুত ঘটনাই ঘটছে। যাক্, সুলতানের হুকুম, আপনাকে এখান থেকে সরাসরি তাঁর হুজুরে যেতে হবে।"

"সুলতানের যা হুকুম।" নিশাপুর মান-মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছা ওমরের ছিল। "তিনি কোথায় অবস্থান করছেন?"

"তিনি ইস্পাহানে গেছেন; আমরা তাঁর অনুসরণ করব।"

ওমর আয়েশার অনুরোধ আর পীড়াপীড়িতে তার সাথে শিবিকাতেই চড়ে বসল। আয়েশা বোরকা খুলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "এমনিভাবেই পথ চলতে হয়। হাজার সৈন্য আমাদের নিরাপত্তার জন্য পিছনে আসছে। পাহাড়ের সেই ঐন্দ্রজালিক-রাজ্যে কি কোনও স্ত্রীলোক ছিল?"

"বেহেশতের' জলাশয়ে একটা ভাসমান নৌকাতে একটিমাত্র পরী-কন্যা ছিল।"

"বেহেশত! আপনি কি তবে সেই 'হুরীরা' যেখানে থাকে, সেখানেও গিয়েছিলেন?"

" আয়েশা! এসব স্বপ্নের ব্যাপার। আসল বেহেশত, এই জীবনের পথেই আছে।"

আয়েশা গভীর ভাবনায় বিভোর হয়ে রইল। তার পর ওমরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "নিজাম-উল-মুলক কর্মচ্যুত হয়েছেন। তাই, সুলতান আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

ওমর ভাবল, "আয়েশা নিশ্চয়ই ভুল করছে। যে নিজাম প্রায় দুই পুরুষ ধরে সেলজুক-সাম্রাজ্য শাসন করে আসছেন, তিনি কর্মচ্যুত হবেন!"

ওমর তার কথা বিশ্বাস করছে না লক্ষ করে আয়েশা বলল, "একটা চিঠির কারণেই তা হয়েছে। আপনি জানেন, নিজাম কত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর

www.pathagar.com

নাতিদের পর্যন্ত শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কে যেন সুলতানকে লিখে দিল, 'নিজাম কি আপনার উজির, না আপনার সিংহাসনের অংশীদার?' মালিক শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে নিজামকে জানিয়ে দিলেন যে, 'এখন থেকে যার মাথায় মুকুট আছে, তিনিই রাজ্য শাসন করবেন; যার মাথায় পাগড়ি রয়েছে, তাঁকে আর প্রয়োজন নেই। চিঠিটা নাকি ওই পাহাড় থেকে একটা সংবাদবাহক পায়রা নিয়ে এসেছিল।"

কথা শুনে ওমর নীরব হয়ে রইল। ইস্পাহানের পথে তারা এক শহরে বিশ্রামের জন্য থামলে ওমর শিবিকা থেকে নেমে কাগজ-কলম আনতে নির্দেশ দিল। ইসহাককে খাঁচা থেকে একটা পায়রা বের করে আনতে হুকুম দিয়ে সে লিখল :

"আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তোমার পথ আর আমার পথ এক নয়। আর আমি তোমার বাসস্থানে যা দেখে এসেছি, তুমি যতদিন আমার গৃহের কারও কোনও ক্ষতি না কর ততদিন আমি কাউকে কিছু বলব না।"

কোনও সম্ভাষণ বা সই না করে সংবাদটা সে ভাঁজ করে চুঙ্গিতে করে পায়রার থাবায় বেঁধে দিল। দু একবার মাথার ওপর আবর্তন করে পায়রাটা পাহাড়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"যাদুর দেশের দিকে পায়রাটা উড়ে গেছে," আয়েশা মন্তব্য করল।

www.pathagar.com

পাঁচ

ইস্পাহানের রাজপথ : ইবনে আতশের আড্ডা

আয়েশার কাছে ইস্পাহান মূর্ত আনন্দরূপে দেখা দিল। বাজারের নানা ধরনের বর্ণাঢ্য রেশমি কাপড় তার নারী-মনে ক্রয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলল। সে জরদ, গোলাপি, লাল ইত্যাদি রঙের বহু কাপড় খরিদ করল। এদিকে ইসহাক বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল যে, সুন্দরী তরুণী ক্রীতদাসীকে এমনি বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র খরিদ করতে দেওয়া অন্যায়। আয়েশার কাছে কিন্তু নির্জন উদ্যানে বসে থাকার চেয়ে এ অনেক আকর্ষণীয় মনে হল। এখানে এসে ইসহাকের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব বেড়ে গেছে; আর এ সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠেছে।

তার মনিব এখন মালিক শাহের একমাত্র প্রিয়পাত্র। উচ্চপদস্থ লোকেরা এখন অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর বাড়ির প্রবেশপথে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভিড় করে থাকে। সিপাহসালার বা প্রধান সেনাধ্যক্ষ— যেদিন ওমরের কাছে তার গৃহাধ্যক্ষকে একটা অনুরোধ করে পাঠালেন, সেদিন ইসহাকের মর্যাদার পেয়ালা কানায় কানায় ভরে গেল। ওমরের অধ্যয়ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইসহাক সেনাপতিকে বসিয়ে রাখল।

ইসহাক এ ব্যাপারটা জাফরককে বর্ণনা করলে জাফরক তিরস্কারের সুরে তাকে শুনিয়ে দিল, "গালিচার বাইরে পা রাখতে যেয়ো না— বৃশ্চিক কামড়াবে।"

" আমার মাথা রাখবার জায়গায় কোনওদিন আমার পা পড়বে না।"

জাফরক সারাদিন গলি গলি ঘুরে বেড়াতে লাগল। ইসহাকের মতে, এমন অকাজে ঘোরাফেরা একটা বোকামি, যখন ফটকে বসে থাকলে অনেক লাভ হয়। কারণ, যারাই ফটকে আসে তারাই দারোয়ানের জন্য একটা না একটা বখশিশ নিয়ে আসে। ইসহাকের দুঃখ যে, তার মনিব আগন্তুকদের সাথে অত্যন্ত ধৈর্যহারা হয়ে যান।

ক্ষমতাশালী আমির-ওমরাহ আর ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ীদের সাথে পরস্পর লাভজনক সম্বন্ধ স্থাপন না করে বা দরিদ্রদের অবহেলা না করে ওমর সবার বক্তব্যই অধৈর্য হয়ে শোনে আর সংক্ষেপে দু একটা কথা বলেই তাদের বিদায় দেয়। ওমর

www.pathagar.com

এমন কথাও বলে যে, সে দরবারের মন্ত্রী নয়— অথচ আগন্তুকরা জানে, মালিক শাহ তার সব কথা শোনেন।

"তিনি তাঁর নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণ ঠিকমতো করতে পারেন না বলে ক্রোধান্বিত হন," ইসহাক মন্তব্য করে। "তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি; কিন্তু একজন আমির উপযুক্ত মূল্য দিয়ে সুলতানের চিকিৎসকের চাকরিটা কিনতে চান; তিনি তাঁকে উৎসাহ দেবেন না। কী পরিতাপের বিষয়!"

আয়েশা এত যুক্তির ধার ধারে না। সে সহজাত বুদ্ধি দিয়ে এটুকু বোঝে যে, ওমর সাধারণ কর্মচারী হলে সুলতান তাকে এত বিশ্বাস করতেন না। গৃহের পর্দা-ঝোলানো বাতায়নে বসে সামনের ময়দানে মালিক শাহের পোলো-খেলা দর্শন আয়েশার বড় ভালো লাগে। সে তখন আমির-ওমরাহদের পালকলাগানো মণিমুক্তাখচিত পাগড়ি, দামি ঝলমলে জরিদার পোশাক, লাল শামিয়ানার নিচে উপবিষ্ট সুলতান আর তাঁর পাশে উপবিষ্ট ওমরকে দেখতে পায়। এতে ওমরের প্রতিপত্তি প্রতিফলিত হয়। অন্য বোরকা-পরা মেয়েরা রাজজ্যোতিষী ওমরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে দেখে আয়েশার মনে ঈর্ষা জাগে।

মাত্র এক রাত্রে ছাদের ওপর একজন সুফির প্রতি ওমরের মন্তব্য শুনে আয়েশা প্রতিবাদ করেছিল। সুফি বলেছিলেন যে, অনাদিকাল থেকেই ভাগ্যলিপিতে ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে আছে।

"তা হলে তিনি কি জানতেন যে, আমি মদ্যপায়ী হব?" ওমর প্রশ্ন করেছিল।

সুফির প্রস্থানের পর ভীতা আয়েশা ওমরের পাশে গিয়ে বলেছিল, "ওগো প্রিয়তম, ভাগ্য-বিধানকে ব্যঙ্গ করা দূষণীয়। আপনি দেখছেন না, বিধাতা আপনাকে কত ঐশ্বর্য, সম্মান আর প্রতিপত্তি দিয়েছেন?"

ওমর একবার আয়েশার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল— "অমঙ্গলের ভয়ে ভীতা নারী, তুমি যখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে তখন এই ধনৈশ্বর্য আর সম্মান-প্রতিপত্তি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে?"

"আমি জানি না," আয়েশা চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠে জওয়াব দিয়েছিল।

"তা হলে, যা পার এখন ভোগ করে নাও; কারণ, এ পৃথিবীর সুখ-ভোগের জন্য তুমি আর ফিরে আসবে না।"

আয়েশার ওষ্ঠ শুকিয়ে গেল; সে কান্না দমন করল।

"না, আয়েশা, আমি বেহেশতের বদলেও তোমাকে হারাতে প্রস্তুত নই।" ওমর আয়েশাকে বাহুতে বেঁধে বলল।

"সেই জলাশয়ের নৌকোতে প্রতীক্ষ্যমাণ হুরীর বদলেও নয়?"

"না, তার বদলেও না।"

www.pathagar.com

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে আয়েশা ওমরের চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে দিল। তবে একটা ব্যাপারে আয়েশা বড় হুঁশিয়ার ছিল। সে রোজ বড় মসজিদে নামাজ পড়তে যেত, যাতে মৃত্যুর পর সে বেহেশতে ওমরের সাথে থাকতে পায়। স্বপ্নে-দেখা একটা বিধর্মীকন্যা ওমরকে আলিঙ্গন করার জন্য পরলোকে প্রতীক্ষা করবে— এই ভাবনা তার বুকে ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়ে দেয়।

দরবারের উপস্থিতি থেকে ওমরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার ইচ্ছা মালিক শাহের নেই; নিজামের কর্মচ্যুতির পর সুলতান ওমরের উপদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তাঁর ধারণা, ওমরের ভবিষ্যদ্বাণীর ফলেই তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি আর বিজয় সম্ভবপর হয়েছে। খোদার ইচ্ছাই আসল কারণ, সে তো আছেই। তবে ওমরের নক্ষত্র-বিচার তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

ওমর বলল, "যদি আমার ব্যাখ্যা সঠিক না হয়, হে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রভু, তা হলে? মানুষ তো মানুষকে চোখ দিয়ে দেখতে পায়, তার ভুল হতে পারে।"

মালিক শাহ কথাটা বিবেচনা করে মাথা নেড়ে বললেন, "প্রভুর নামে বলছি, সে ভয়ের কারণ আমার নেই। সামান্য গণকের সে ভুল হতে পারে, কিন্তু নক্ষত্র-জ্ঞান তোমার নিখুঁত। সামান্য পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে তোমার ভুল হবে কেন?"

ওমর কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সুলতান তাকে আর বলতে দিলেন না। "দেখ, পয়গম্বরদেরও শত্রু ছিল। আর তাঁদের তুলনায় আমি তো কিছুই না। আমি তো সামান্য একজন সুলতান মাত্র; আমার অনেক শত্রু রয়েছে। তাই, সঠিক পথে আমাকে চালিত করার জন্য পরামর্শদাতার প্রয়োজন আমার আরও বেশি।"

ওমর কোনও কথা বলল না। ওমরের নীরবতাকে তার সম্মতি মনে করে সুলতান আরও বললেন, "ঘুষ দিয়ে সাধারণ জ্যোতিষীকে দিয়ে প্রবঞ্চনা করানো যায়। আমার মনে মাঝে মাঝে এই ভাবনা জেগেছে; তবে আমি জানি যে, একটা ইমারত ভরে সোনা দিলেও তুমি না ছাড়া হ্যাঁ বলবে না।"

ওমর আর কোনও কথা বলল না। কেননা, কোনও যুক্তি দিয়েই নক্ষত্রের প্রতি সুলতানের বিশ্বাস টলানো যাবে না।

"নিজাম কোনওদিন সুলতানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি," ওমর সাহস করে এবার কথাটা বলে ফেলল।

"নিজাম অত্যধিক ক্ষমতা দখল করে ফেলেছিলেন।" কী একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মালিক শাহ কোরআনের পাতার ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বললেন, "এটা তোমার ব্যাপার।"

কাগজের টুকরোটাতে সুন্দর ছোট্ট অক্ষরে একটা লেখা রয়েছে— "যদি খৈয়াম দরবেশের পোশাক পরে ছদ্মবেশ ধারণ করে, তবে দেখো : একটা সিংহের চামড়ার অভ্যন্তরে যেন একটা শৃগাল আত্মগোপন করে না থাকে।"

www.pathagar.com

ওমর কিছু বলার আগেই মালিক শাহ বললেন, "আমি দেখা প্রয়োজন মনে করি না। আমি তোমার মূল্য বুঝি; মেলাসগির্দের যুদ্ধের পর আমাদের সৌভাগ্য একসাথে জড়িয়ে গেছে।"

কাগজটা হাতে নিয়ে সুলতান সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিলেন।

"গুপ্তচর!" তিনি সরোষে বললেন, "আমি এদের চাবকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে চাই। আমাকে যারা ভালোবাসে, তারা গুপ্তচরের পিছনে অর্থ ব্যয় করে না। আমি আমার বন্ধুদের অখ্যাতির কথা শুনেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে কেউ কোনও দোষারোপ করতে সাহস করেনি।"

"আমি নিজকে দোষারোপ করছি," ওমর বলল, "এখানে আমাকে দিয়ে কোনও কাজ সমাধা হবে না। আমাকে সিতারা মঞ্জিলে যেতে অনুমতি দিন।"

মালিক শাহ সবিস্ময়ে তার পানে চেয়ে বললেন, "কিন্তু তোমাকে যে আমার প্রয়োজন।"

"আমি একটা নতুন কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। বিশ্বমণ্ডল সম্বন্ধে আমি একটা নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছি।"

"তাই নাকি! একটা নতুন নক্ষত্র।" সুলতান হেসে সামনের রেকাবি থেকে একগুচ্ছ আঙুর হাতে নিয়ে ওমরকে দিলেন,— "এ দুর্লভ সন্তোষের প্রতীক। তোমার জ্ঞানে আমাদের শাসন উজ্জ্বল এবং গৌরবময় হবে।"

"নক্ষত্র নয়। আমি লক্ষ করেছি যে, পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের ওপর আবর্তন করে।"

মালিক শাহ সহসা বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গিয়ে মাথা নাড়লেন; মনে হল, ব্যাপারটা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। ওমর তাঁকে বলতে চেয়েছিল যে, অনেক বছর অবধি সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে যে, পৃথিবী স্থির না থেকে দিনে-রাতে একবার আবর্তন করে; আর পৃথিবী সূর্য বা চন্দ্রের চেয়ে আকারে বড় নয়। কিন্তু মালিক শাহ তা বিশ্বাস করবেন না। তাই, সে সুলতানের দেওয়া আঙুর খেতে লাগল।

সুলতান আবার কথা তুললেন। "সেদিন আমি হিসাব করে দেখলাম যে, একটা বিরাট শিকার অভিযানে আমি নয় হাজারের বেশি প্রাণী শিকার করেছিলাম। ভাবলাম, আমার খেয়াল খুশির জন্য এতগুলো জীব হত্যা করা ঠিক হয়নি। তাই মনস্থ করেছি, আমি নয় হাজার রৌপ্য মুদ্রা এর প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দান করব।"

"আল্লার নামে দান করুন।"

"ভবিষ্যতে আমি তোমাকে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দেব; কিন্তু এখন তা অসম্ভব।"

ওমর নিরাশ মনে মালিক শাহের দরবার থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে লোকজনেরা পথে কানাকানি করল।

www.pathagar.com

কারও সাথে সে আজ কথা বলবে না, এ কথা জানিয়ে দিয়ে ওমর সোজা অন্দরমহলে চলে গেল। আয়েশা নর্তকীর ভঙ্গিতে তাকে অভিবাদন জানাল।

তার জন্যই আয়েশা এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল।

কিন্তু প্রেমালাপ বা মানাভিমান করার মেজাজ ওমরের নেই। সে কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়ল। আয়েশা মর্মাহত হয়ে ওমরকে অলক্ষে মুখ ভ্যাংচাল।

কতকক্ষণ নিজেকে কেশবিন্যাসে ব্যস্ত রেখে সে ওমরকে শুধাল :

কী লেখা হচ্ছে?

কিছু না!

তার লিখিত কাগজটার প্রতি উঁকি দিয়ে সে বলল, "এই কাগজটাই আপনার জীবনকে দুঃখময় করে দিয়েছে। এতে কী আনন্দ পান? কী লিখেছেন?"

এসেছিলাম স্বর্গ ঘুরে শ্যেন পাখি এক পাখায় উড়ে
ভাগ্যলিপি গ্রন্থখানা হেথায় বসে দেখব পড়ে;
দেখছি এখন নেইকো আপন, একলা আমি সঙ্গীহারা
ভাবছি আমি ফিরব এবার, এসেছিলাম যে পথ ধরে।

"শ্যেন পাখি বই পড়ে না; বড়জোর পাখি বা খরগোশকে ছোবল মারে। এসব একদম বাজে। শ্যেন পাখি চিন্তা করতে পারে না। আর মানুষ উড়তে পারে না।" আয়েশা বেশ গম্ভীর সুরেই বলল, "কেবল সাধারণ লেখক আর মোল্লারাই তো এ ধরনের বাজে কথা লেখে।"

ওমর আয়েশার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল্যবান সামগ্রীতে ভরা ঘরের চারদিকে একবার তাকাল। রেকাবিতে খোরমাগুলো অস্পৃষ্ট পড়ে রয়েছে। এগুলো ওমর আগে খাবে বলে আয়েশা অপেক্ষা করছিল। খোরমা আয়েশার বড় প্রিয়।

আয়েশা চোখ বুঁজে ওমরের পাশে আরামে শুয়ে ছিল। সুন্দর রেশমি পোশাক পরে মুখে প্রসাধন করলে আয়েশাকে এক অনুপম স্বর্গীয় পাখির মতন দেখাত। কিন্তু এমনভাবে অনাবৃত মুখে থাকলে, তাকে ওমরের খুব ভালো লাগত।

সে মাথা নুইয়ে আয়েশাকে চুম্বন করল; আয়েশা প্রতি-চুম্বন করল। তার উষ্ণ বাহু ওমরের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করল।

"হুজুর, পর্বতের সেই যাদুকরেরা ইস্পাহান পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ করে এসেছে।" জাফরক ওমরকে বলল।

জাফরক জানাল, শহরের পথে অদ্ভুতসব ঘটনা ঘটছে। সে এসব ঘটনার কথা রাত্রে মসজিদের ফটকে লোকদের মুখে সে শুনেছে। একটা লোক নাকি জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য দূর করে দিয়েছে। সে মরে 'বেহেশত' থেকে ফিরে এসে 'বেহেশতের' কাহিনি সব বলছে।

www.pathagar.com

"লোকটা 'বেহেশতে' কী দেখে এল?"

"মনোরম সব ঝরনা বইছে, সবুজ ঘাসের ওপর গালিচা পাতা রয়েছে। হরিণনয়না হুরীরা মধুর সংগীতে তাকে মাতাল করে দিয়েছিল।"

"বেহেশতে কি নদী নেই?"

জাফরক মাথা নাড়ল। পরলোকে তার কী অবস্থা হবে, সে সম্বন্ধে জাফরক অনেকদিন ভেবেছে। মৃত লোকটার কথা যারা শুনেছে, তারা বলছে যে সেখানে নাকি নদী নেই; রুপালি চাঁদের জ্যোৎস্নাতলে নাকি একটা জলাশয় রয়েছে।

সে কৌতূহলী চোখে ওমরের পানে তাকাল। আয়েশা তাকে বহুবার বলেছে যে, যাদুকরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সময় ওমর নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন; স্বপ্নে নাকি তিনি এমনি একটা জলাশয় দেখেছিলেন। কিন্তু কবর থেকে প্রত্যাগত লোকটার মতন ওমর তাঁর স্বপ্ন সম্বন্ধে কাউকে কোনও কথা বলেন না।

"সেই দীর্ঘভ্রমণ থেকে কেউ কোনওদিন ফিরে এসেছে?" ওমর আপন মনে বলল, "অন্তত একজন ফিরে এসেছে।"

জাফরক মনে মনে বিশ্বাস করল যে, ঘটনা সত্য। কেননা, মৃত্যুর পর চিরপ্রবাহিনী নদীর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ওমর মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি যে সেই নদী স্বপ্নে দেখেছেন— আয়েশা এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত। এই লোকটা-ও তো সেই ঝরনার কথা বলছে। সুতরাং, সে এই লোকটার কথা বিশ্বাস করবে না কেন? তাই, সে রাত্রের অন্ধকারে মসজিদের ফটকে গোপন কথা শোনার জন্য ইতস্তত ঘুরত।

এক রাতে এক দরবেশের সাথে তার আলাপ হল। দরবেশও মৃত ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের কথা বিশ্বাস করে। সে বলল যে, মৃত লোকটার মুখে সে এসব কথা নিজে শুনেছে; আগামী শুক্রবার শেষ নামাজের পর মসজিদের পিছনে অবস্থিত ইবনে আতশের ঘরে লোকটা আবার এসে তার 'বেহেশত'-দর্শনের কথা বর্ণনা করবে। জাফরক ভাবল একজন দরবেশ যখন কথাটার সত্যতা সমর্থন করছে, তখন কথাটা মিথ্যা হতে পারে না।

পরের রাত্রে জাফরক আবার সেই নির্দিষ্ট স্থানে গেল এই ভেবে যে, হয়তো সেই অদ্ভুত লোকটার দেখা পেয়ে যেতে পারে। সেই লোকটার পরিবর্তে জাফরক ঘোড়ায়-চড়া একটা লোকের সাক্ষাৎ পেল। লোকটা তাকে অভিবাদন জানাল।

"তুমি এখানে কী করছ, জাফরক?"

অশ্বারোহী লোকটা তুতুস; ক্লিষ্ট সন্দিগ্ধ তুতুস। গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আরও অনেক অলৌকিক কাহিনির কথা বলল। কয়েক মাস থেকে নাকি ইস্পাহানের পাঁচজন লোক নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তারা নগণ্য লোক নয়— ধনী ব্যবসায়ী, বিখ্যাত পর্যটক, অভিজাত পরিবারের কর্তা। উপজাতীয় হানাদারেরা তাদের জোর করে নিয়ে যায়নি; তারা অপরাহ্নে শহরের বুকে সবার অলক্ষে উধাও হয়ে গেছে। আরও অদ্ভুত

www.pathagar.com

ব্যাপার, এই পাঁচজন লোক ঘুম থেকে জেগে বহুবার তাদের সিথানে দু টুকরো রুটি দেখতে পেয়েছে।"

"ধনী লোকের শয্যায় এমনভাবে রুটি আসবে কেমন করে?" তুতুস শুধাল। "টাটকা রুটি যেন উনুন থেকে সরাসরি আনা হয়েছে।"

"ভেবে দেখো", তুতুস বলল, "পাঁচজনের তিনজনকে শেষবারের মতন জামে মসজিদে দেখা গিয়েছিল। তাই, আমি জামে মসজিদের ফটকগুলোর ওপর নজর রাখছি আর আমার লোকজনদের ছাদের ওপর রেখেছি। যাক, প্রত্যেক রাত্রে তুমি এই গলিতে ঘোরাঘুরি কর কেন?"

"একজন লোক আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছিল; যে এখানে এসে ধারটা শোধ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। ... না, পাঁচটা নিরুদ্দিষ্ট লোক সম্ভবত গোপনে কোথাও চলে গেছে।"

"তারা তা হলে কোথায় গেল? তারা ধনী, বিচক্ষণ ব্যক্তি। ধনী লোক শূন্য হাতে কখনও বাড়ি থেকে বেরোয়?"

"তারা ধনী বলে মুক্তিমূল্যের আশায় বদমায়েশেরা তাদের জোর করে নিয়ে গেছে হয়তো।"

তুতুস তসবিহ জপতে জপতে বলল, "লোকে তোমাকে বোকা বলে; কিন্তু আমি এমন বুদ্ধিমান লোক দেখেছি, যাদের তোমার মতন বুদ্ধি নেই। তবে, মুক্তিমূল্যের জন্য তাদের নিয়ে গেছে বলে মনে হয় না। কারণ, আজ পর্যন্ত তাদের পরিবারের কাছে মুক্তিমূল্যের দাবি আসেনি; যাক, কবে হয়তো দাবি এসে পড়বে। তবে যে কারণেই হোক, সব দোষ আমার মাথার ওপর।"

"আপনার অনুসন্ধান সফল হোক।"

তুতুসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাফরক আবার গলিতে ঢুকল; দরবেশের সাথে হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে।

রাত তখন তৃতীয় প্রহর। মসজিদের ফটকের ঝোলানো লণ্ঠনের আলোতে সে দু জন মোল্লা আর একজন তন্দ্রাচ্ছন্ন বর্শাধারীকে দেখতে পেল। একজন অন্ধ লাঠি দিয়ে ঠকঠক করে পথ চলছিল। তাকে দেখে জাফরকের দয়া হল। সে লোকটার কাছে এগিয়ে গেলে লোকটা আর্তনাদ করে বলল, "অন্ধজনে দয়া কর; আমাকে আমার ঘরটা দেখিয়ে দাও।"

"তোমার বাড়িটা কোথায়?" জাফরক প্রশ্ন করল।

"মসজিদের পিছনে।" অন্ধ লোকটা পঙ্গু জাফরকের হাতটা ধরে দ্রুতপদে হাঁটতে লাগল। "প্রাচীর পেরিয়ে বাঁ-দিকের তৃতীয় দরজাটা। দূরত্বটা সামান্য; কিন্তু অন্ধের পক্ষে তা অনেক দূর, বাবা। আমার কপাল!"

"ইবনে আতশের বাড়ি?"

www.pathagar.com

"তাকে তুমি কেমন করে চেন?"

"আমি তাকে খুঁজছি," জাফরক জওয়াব দিল।

"হ্যাঁ, অনেকেই তাকে খোঁজে।"

তারা অন্ধকার গলিতে ঢুকল। অন্ধ লোকটা তার লাঠি ঠুকে দরজাটা বের করে বলল, "এই যে দরজাটা।" তার লাঠির ঘায়ে দরজাটা কড়াৎ শব্দ করে খুলে গেল। হে রাত্রের বন্ধু, ভিতরে এসে বিশ্রাম করুন।"

জাফরকের কাঁধে ভর দিয়ে লোকটা সামনে পা বাড়াল। কী যেন তার পাশে নড়ে উঠল; আর সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত জাফরকের টুটি চেপে ধরল। যন্ত্রণায় জাফরক ছটফট করে অন্ধকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

রাত্রে এক অজানা বিপদের অনুভূতি আয়েশার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ওমরের পাশে শুয়ে সে কান পেতে কার মৃদু পদধ্বনি শুনতে পেল। একজন তৃতীয় ব্যক্তি তার এত কাছে শ্বাস-নিশ্বাস ফেলতে লাগল যে, তার স্নায়ুতন্ত্রীগুলো শিরশির করতে লাগল। কাগজের খস্‌খস্‌ শব্দ আর একটা অদ্ভুত গন্ধ। সে একলাফে উঠে চিৎকার করে উঠল।

একটা মানুষের ছায়ামূর্তি তার চোখে পড়ল। ওমরও দ্রুত উঠে সেই পলায়মান মূর্তিটা দেখতে পেয়ে তার অনুসরণ করল।

কিন্তু আঙিনায় নেমে সে লোকটার কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না। পরিচারকেরা ছুটে এল। আলো জ্বালানো হল। কিন্তু লোকটা ইতোমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ইসহাক বদ্ধ-ফটকের পাশে শুয়ে ছিল। সে আল্লাহর নামে শপথ করল যে, ফটক খোলা হয়নি।

ওপরে প্রদীপ জ্বালানো হলে ওমর তার সিথানে দুটো বস্তু দেখতে পেল। একটা খোলা ছোরা আর এক টুকরো টাট্‌কা রুটি। এ দুটো বস্তু অনধিকার প্রবেশকারী সাবধানে তার সিথানে রেখে গেছে বলেই ওমরের ধারণা হল।

ওমর অস্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখল, ওটা একটা খঞ্জর; আলামুতের ফিদায়িদের কটিবন্ধে সে এ ধরনের হাতিয়ার দেখেছে।

শঙ্কিতা ক্রোধান্বিতা আয়েশা প্রশ্ন করল, "এসবের মানে কী? এই খঞ্জর আর রুটি?"

"একটা জীবনের আশ্বাস, আর একটা মৃত্যু।" ইসহাক বিজ্ঞের মতন জওয়াব দিল।

"নিশ্চয়ই! যদি তোমার মতন ঘুমকাতুর দারোয়ানের ওপর আমাদের জীবন নির্ভর করত, তবে অনেক আগেই আমাদের কাফন পরতে হত।" আয়েশা তিরস্কারের সুরে বলল। "আগন্তুকেরা যখন তোমার জন্য বখশিশ নিয়ে আসে, তখন তোমার ঘুম আসে না; কিন্তু চোর এলেই তোমার ঘুম পায়। তুমি তখন ছিলে কোথায়?"

ইসহাক এক টুকরো কাগজ ওমরের হাতে দিয়ে বলল, "এই যে কাগজটা এখানে পড়ে ছিল।" কাগজটাতে ফরাসি ভাষায় লেখা :

"এটা অত্যন্ত জরুরি— তোমার রসনা— তোমার দাঁতের— মধ্যে!"

www.pathagar.com

"তোমার রসনা দাঁতের ভেতর রাখ," ইসহাক কথাটার ব্যাখ্যা করল। "কী সত্য খাঁটি কথা। এ কথাটা আয়েশাকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। খঞ্জরটা তার জিহ্বার মতন ধারালো। ও বরং রুটি সেঁকুক।"

কিন্তু ওমর জানে, এতে তাকেই সতর্ক করা হয়েছে; আর এটা আলামুতের কাজ। সংবাদ-বাহক পায়রাগুলোও এ রকম কাগজ ব্যবহার করে। ইস্পাহানে এসে তো সে কাউকে আলামুত সম্বন্ধে কিছু বলেনি; তবু হাসান এই খঞ্জর আর রুটি পাঠাল কেন?

সকাল বেলায় উত্তরটা পাওয়া গেল। তুতুসের একজন চর এসে সালাম দিয়ে বলল, "কার মৃত্যু যে কখন কীভাবে হয়, কে জানে? অতি প্রত্যুষে টহল দিতে দিতে দেখলাম, আপনার একজন অনুচর মাথা-কাটা হয়ে পড়ে আছে। লাশটা আমরা নিয়ে এসেছি।"

ওমর আঙিনায় নেমে দেখতে পেল, জাফরকের লাশ; মুখটা কালো হয়ে গেছে। চিবুকের নিচে গলাটা কেটে ফাঁক করা; আর এই ফাঁক দিয়ে জাফরকের জিভটা টেনে প্রায় গোড়া থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

"এমন নিষ্ঠুর হত্যা এর আগে কোনওদিন দেখিনি। অথচ লোকটা পঙ্গু আর বৃদ্ধ। কী করুণ!" তুতুসের অনুচরটা দুঃখ করে বলল।

"তুমি তুতুসের লোক? তোমার মনিবকে এখুনি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

তুতুস এত শিগগিরই উপস্থিত হল যে, হয়তো কাছেই কোথাও সে প্রতীক্ষা করছিল। ওমর খৈয়াম তাকে ঘরের এমন একটা কোণে নিয়ে গেল, যেখান থেকে অন্য কারও পক্ষে তাদের কথাবার্তা শোনা সম্ভব নয়। তুতুস পাগড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছল আর ভয়ে ভয়ে তসবিহ জপতে লাগল।

তুতুস ভুলে যায়নি যে, জাফরক একদিন ওমরকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। ওমরের চেহারা দেখে সে কোনও ভরসা পেল না।

কিন্তু ওমর জাফরকের কথাই ভাবছিল। জাফরকের মৃত্যুর সাথে সাথে রহিমের সান্নিধ্যের সেই চিন্তা-ভাবনাহীন দিনগুলোর শেষ সূত্রটা ছিন্ন হয়ে গেল।

"এ কাজটার জন্য কে দায়ী?" ওমর প্রশ্ন করল। "তার তো কোনও শত্রু ছিল না— সে ছিল শিশুর মতন সরল।"

তুতুস মাথা অবনত করে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "হুজুরের অনুমতি হলে বলতে পারি যে, এটা এক মহা রহস্যময় ব্যাপার। সে রাতে আমার সঙ্গে তার দেখা হলে আমি তাকে রাতে ঘোরাফেরা না করার জন্য সতর্ক করে দিই। মিথ্যা বললে আমার যেন আরও কঠোর শাস্তি হয়। শপথ করে বলছি, তাকে একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে পর্যন্ত দিলাম।"

তার কথায় তার অসহায়তা প্রকাশ পেল। কারণ, সে ওমরকে তলোয়ারের চেয়ে বেশি ভয় করে।

"তুমি তার দেহটা কোথায় দেখেছিলে?"

www.pathagar.com

"আমার একজন লোক দেহটা নদীর পাড়ে রাস্তাটায় পেয়েছিল। তার খুনটা সেখানে হয়নি; কারণ, সেখানকার মাটিতে কোনও রক্তের চিহ্ন ছিল না। হুজুর, আমার কথা শুনুন। আমি শহীদ হাসান ও হোসেনের নামে কসম করে..."

"চুপ!" ওমর দাঁত খিঁচিয়ে বলল। হাসান! হাসান ইবনে সাবাহ তাকে এইমাত্র চুপ থাকার জন্য সাবধান করে দিয়ে গেছে। জাফরকের জিভটা টেনে বের করা হয়েছে। কিন্তু কেন? হাসানের লোকেরা হয়তো ভাবছিল যে, সে তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে। জাফরক তো এই কয়দিন সেই মৃত লোকটার 'বেহেশতের কাহিনি' নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ইবনে আতশের বাড়িতে নাকি— ওমর স্মরণ করতে চেষ্টা করল— হ্যাঁ, জামে মসজিদের কাছেই সেই বাড়িটা। জামে মসজিদের পিছনের গলিতে একটা বাড়িতে শুক্রবার সন্ধ্যায়—

জাফরককে তা হলে মসজিদের নিকটে কোথাও হত্যা করে তার দেহটা তারা দূরে নিয়ে গেছে।

"তুমি ইবনে আতশের বাড়ির খোঁজখবর রাখ?"

"না, এ নামটা আমি কোনওদিন শুনিনি।"

ওমর উঠে দাঁড়াল, বাড়িটা খুঁজে বের করবে বলে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার গালিচায় বসে পড়ল। কী হবে সেখানে গিয়ে? খুনিরা হয়তো এখন দরবেশদের সাথে বসে মসজিদে নামাজ পড়ছে।

"একটা কথা আমি জানি," ওমর স্বগত বলল, "গতরাতে একটা চোর আমার শয্যায় একটা চিঠি রেখে গেছে। তাতে 'চুপ' করে থাকার জন্য আমাকে সতর্ক করা হয়েছে।"

কথাটা শুনে তুতুসের চিবুক ঝুলে পড়ল। জাফরকের মৃত্যুর কথা তার মনে পড়ে গেল।

পিছনের বারান্দা থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "প্রভু, মাফ করুন! খঞ্জর আর টাটকা রুটির টুকরোটার কথাও বলে দিন।"

"আয়েশা!" ওমর শান্ত কণ্ঠে নির্দেশ দিল, "তুমি হেরেমে চলে যাও।"

কাপড়ের খস্‌খস্ ধ্বনি থেমে গেল।

"খঞ্জর আর রুটি? হায় আল্লাহ!"

"হ্যাঁ, উদ্দেশ্যটা কী?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে তুতুস বলল, "যে পাঁচজন নামকরা লোক কয়েকদিন আগে শহর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাদের নিরুদ্দেশের কয়েকদিন আগে তাদের বিছানায়ও এমনি খঞ্জর আর রুটি পাওয়া গিয়েছিল।"

"আমার মনে হয়, জাফরককে হত্যা করার পর আমার শয্যায় রুটি আর খঞ্জর রাখা হয়। তবে দুটোই এক দলের কাজ।" ওমর বলল।

www.pathagar.com

"তাতে সন্দেহ নেই," তুতুস ভেবে বলল। "আর জাফরক সে রাত্রে মসজিদের আশপাশে ঘুরছিল; এখান থেকে আগে তিনজন অদৃশ্য হয়েছিল।"

"তা হলে এটা ফিদায়িদের কাজ।"

কথাটা তুতুসের ওপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল। তার মুখটা একবার হাঁ হয়ে বন্ধ হয়ে গেল; তার পাগড়ির তলের চামড়াটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। "কাণ্ড কার কাজ?" তার কথা জড়িয়ে গেল।

"হাসান ইবনে সাবাহ— বা জীবন-মৃত্যুর প্রভুর ভক্ত— নেশাখোর ও ছোরাধারীর দল। হাসান-ইবনে সাবাহ আলামুতের প্রভু; অনেকের কাছে 'সপ্তকে'র প্রধান বলে পরিচিত।"

মিনতিভরা চোখে তুতুস বলল, "এই নামটা উচ্চারণ করবেন না, হুজুর!" শঙ্কিত তার কণ্ঠস্বর।

"তা হলে তুমি সপ্তককে চেন। এটা তাদেরই কাজ।"

"হুজুর, আমি কিছু জানি না; তবে তাদের কথা শুনেছি। সে-নামটাকেই লোকে ভয় করে।"

"তুমি সপ্তক সম্বন্ধে যা জান, বল।"

তুতুসকে দিয়ে কথা বলানো বড় সহজ ব্যাপার নয়। তুতুস হাসানকে ওমরের চেয়েও বেশি ভয় করে। তার পর চারদিকে তাকিয়ে চুপে চুপে সে যা বলল, তার সারমর্ম এই :

'নিজাম বিশ্বাস করতেন যে, সপ্তক সম্প্রদায় ধর্মদ্রোহী। তাই, তিনি তাদের খুঁজে বের করতে হুকুম দিয়েছিলেন। এই সম্প্রদায় মিসর থেকে পারস্যে হানা দিয়েছিল। নিজাম এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর রচিত গ্রন্থে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর আগে কেউ যেন তা পড়তে না পারে, সেজন্য সেই অধ্যায়টায় মোহর মেরে দিয়েছেন। তিনি তদন্তে জেনেছেন যে, হাসান ঈমানদার মুসলমান আর রাজকর্মচারীদের মনে ভয় জাগিয়ে ক্ষমতা লাভ করেছে। ধনী ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করেছে। তার পদ্ধতি হল, ফিদায়িদের দিয়ে তাদের ঘুমন্ত শিকারের শয্যায় রুটি রেখে আসা। তার অর্থ হল, হাসানকে অর্থ দান করতে হবে। পরদিন একজন ফিদায়ি ভিখারির বেশে এসে শিকারের কাছে রুটি ভিক্ষা চায়। রুটির বদলে ভিখারি সোনার থলে গ্রহণ করে; আর শিকার বিপদমুক্ত হয়।'

"আমরা হাসানকে পাকড়াও করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সফলকাম হতে পারিনি। সে বাইরের কুতুবখানায় পর্যন্ত প্রবেশ করে নিজামের সাথে আলাপ করেছে; কিন্তু কেউ তাকে চেনে না বলে সে ধরা পড়েনি।"

সম্প্রতি ইস্পাহানবাসীদের ওপর হামলাকালে পাঁচ ব্যক্তি হাসানকে অর্থ দেয়নি বলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তুতুস এ ব্যাপারে কোনও সুরাহা করতে পারেনি। তার ধারণা, শহরে হাশিমিনদের একটা আড্ডা আছে; তবে সেটা কোথায়, তা এখনও জানা যায়নি।

www.pathagar.com

"আজ হয়তো কোনও দরবেশ ভিক্ষা চাইতে আসবে। কোনও উচ্চবাচ্য না করে কিছু অর্থ দিয়ে দেওয়াই সমীচীন।" তুতুস বলল।

"আমার মনে হয় না, তারা আমার কাছে অর্থ চাইবে।"

"বলতে ভুলে গেছি, সেই এক্রোনস হুজুরের মালপত্র এবং মুনাফা নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনার দেয়া অর্থ সে নিয়েছে। তবে আরও অর্থ হয়তো আশা করতে পারে।"

"জাফরকের মৃত্যুর মূল্য তারা দিতে বাধ্য হবে।"

"ক্রোধ চেপে রাখা ভালো। অনেকেই এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ্যে কথা বলেছে। কিন্তু কয়দিনের মধ্যেই তারা চুপ হয়ে গেছে। হুজুর তাদের বিরুদ্ধে আর কী করতে পারবেন? কেন আর কেমন করে তা হল, কে জানে? যে সাপ জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, সে সাপ কে বের করবে? আপনার বাড়িতেও— চাকরদের মধ্যে এমন একটা সাপ আছে। সম্প্রতি তারা ইস্পাহানের ভিজকোহ্ পাহাড়ের অগ্নিমন্দিরের ধ্বংসাবশেষে আশ্রয় নিয়েছে। তাই, হাসানের লোকদের ওপর অত্যাচার না করাই উচিত।"

"অবশ্য, তারা নিজেরাই আত্মপ্রকাশ করবে," ওমর বলল।

তুতুস তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সে ভাবল, ওমর গোপন ক্ষমতার অধিকারী; তাই সে শক্তি দিয়ে হাসানের সম্প্রদায়ের শক্তিকে পরাস্ত করতে পারে। তবে তুতুস সেই সংঘাতে থাকতে চায় না। "হুজুর, এসব কথা বলে ইতোমধ্যেই আমার জীবন বিপন্ন হয়ে গেছে। আমার কোনও গোপন ক্ষমতা নেই। এবার আমাকে বিদায় দিন।"

শুক্রবার রাত্রে ওমর একজন আরবের ছদ্মবেশ ধারণ করে খিড়কি-দুয়ার দিয়ে একলা বেরিয়ে পড়ল। আয়েশা ছাড়া বাড়ির অন্য কোনও প্রাণী তা জানল না।

এশার নামাজের সময় ওমর জামে মসজিদে পৌঁছল। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে মসজিদের পিছনের গলিটার খোঁজে সে মোড় ফিরল। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার সামনে একজন লোককে দেখতে পেল। লোকটা অন্ধের মতন তার পানে তাকাল। লোকটার হাতে একটা লাঠি। ওমর তার সামনে গিয়ে বলল, "আমি ইবনে আতশের বাড়ি খুঁজছি।"

"হে আরববাসী, এটাই তার বাড়ি। তার সঙ্গে আপনার প্রয়োজনটা কী?"

"কে একজন নাকি 'বেহেশতের' কথা জানে, আমি শুনেছি।"

অন্ধ লোকটা হেসে বলল, "বেহেশতের কথা!"

লোকটা আর কিছু বলল না। ওমর বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে শুনতে পেল, কে যেন সুর করে কী বলছে। অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করতে পারল না। সে সামনের একটা পর্দা সরিয়ে দিতেই একজন দরবেশ তার মুখের সামনে একটা মোমবাতি ধরে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করল। পরীক্ষায় ওমর উতরে গেল মনে হল। কারণ, দরবেশটা তাকে

www.pathagar.com

সামনে এগিয়ে যেতে সঙ্কেত করল। এগিয়ে গিয়ে ওমর একটা বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করল। সেখানে আরও অনেক লোক উপবিষ্ট রয়েছে।

একজন দরবেশ ঘুরছে আর শহীদ হোসেনের জন্য আর্তনাদ করছে। এই আর্তনাদ ওমরের পরিচিত। সে লোকটার নিকটে গিয়ে দর্শকদের ভালো করে দেখতে লাগল। বাহ্যত, হাশিশিনদের কোনও চিহ্ন সেখানে নেই। কেউ কেউ দরবেশটার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিচ্ছে।

সহসা লোকটা আর্তনাদ বন্ধ করে বলল, "এবার মৃত ব্যক্তি কথা বলছে।" লোকটা একটা কম্বলের পর্দা সরিয়ে দিতেই আধাআধি রক্তে ভরা একটা পিতলের গামলা দেখা গেল। গামলার মাঝখানে একটা মানুষের মস্তক। চোখ বোজা এবং মস্তকটা মুণ্ডিত।

দর্শকদের কণ্ঠ থেকে "হায় হায়!" ধ্বনি উঠল। মাথাটার বিবর্ণত্বের প্রশ্ন বাদ দিলে এটাকে একজন সাধারণ মানুষের মাথা বলে মনে হয়।

"চুপ!" দরবেশ ধমকের সুরে বলল। তখন মস্তকের চোখটা খুলে গেল; চোখের দৃষ্টি ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরতে লাগল। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ।

ছিন্ন মস্তকের ঠোঁট এবার নড়তে লাগল। ঠোঁট থেকে কথা বেরুল, "হে ঈমানদারগণ! অদৃশ্যের কথা শোন।"

"হায় আল্লাহ্!" একজন মোল্লা ওমরের পাশ থেকে উচ্চারণ করল।

যখন অনুচ্চ কণ্ঠে মস্তকটা বেহেশতের কথা বলে যাচ্ছে, তখন ওমর অন্যান্য দর্শকের মতন কথাগুলোতে মন না দিয়ে মস্তকটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করতে লাগল। কথাগুলো মাথার কণ্ঠ থেকেই বের হচ্ছে। আর মাথাটা জীবন্ত; তবে দেহটার কোনও চিহ্ন দৃষ্টিগোচর নয়।

কথাটা শেষ হলে মাথাটার চোখ বুঁজে গেল। দরবেশ পর্দাটা টেনে দিল।

"কেরামত!" ওমরের পার্শ্বে উপবিশষ্ট একজন চেঁচিয়ে উঠল।

কেউ কেউ তার কথা সমর্থন করল। কিন্তু অনেকেই নীরব রইল। ওমর এই নিস্তব্ধতার মধ্যে কানাকানি শুনতে পেল। ইতোমধ্যে তর্ক শুরু হয়ে গেছে। যারা বিশ্বাস করল, তারা বলল যে, তারা মৃত ব্যক্তির কথা শুনেছে। কিন্তু যারা সন্দিহান তারা প্রমাণ চাইল। তারা জানতে চাইল যে, মাথাটা কোনও জীবিত মানুষের মাথা নয়, তা দেখাতে হবে।

দরবেশ ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হেসে তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল।

একজন সিপাহি দর্শনার্থী চেঁচিয়ে বলল, "প্রমাণ চাই। যদি সত্যিকার অলৌকিক ঘটনা হয়, তবে প্রমাণ দাও।"

দরবেশ একমুহূর্ত অপেক্ষা করল, সমস্ত দর্শকের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হলে সে আবার পর্দাটা একটানে সরিয়ে দিল। সে সামনের দিকে ঝুঁকে গামলা থেকে মস্তকটার

www.pathagar.com

কানদুটো ধরে তুলল, তার পর সেটা চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল, "এই মস্তকটাই কথা বলেছিল— দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এই মস্তকটা।"

"আমরা দেখতে পেয়েছি; আমরা এখন বিশ্বাস করছি।"

ওমর দাঁড়িয়ে গালিচাটার সামনে গিয়ে হস্ত উত্তোলন করে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, "বন্ধুগণ! এটা কোনও অলৌকিক ব্যাপার নয়— সাধারণ ভোজবাজি মাত্র। মৃত ব্যক্তি কথা বলেনি, যে ব্যক্তি কথা বলেছিল, সে এখন মৃত।"

ভোজবাজির কোনও প্রমাণ তার কাছে নেই। তবে তার স্পষ্ট ধারণা যে, এরমধ্যে একটা কারসাজি রয়েছে। সে পর্দাটা ঠেলে অনড় মস্তকটার কাছে গিয়ে বড় গামলাটা উত্তোলন করল। যে-স্থানটার উপর এই গামলাটা রক্ষিত ছিল সেখানে সে এক ফুট আকারের সমচতুষ্কোণ একটা ছিদ্র দেখতে পেল।

দরবেশ রাগে গর গর করতে লাগল আর স্তম্ভিত দর্শনার্থীরা লাফিয়ে উঠল। ওমর একটা প্রদীপ হাতে নিয়ে পর্দাটা নামিয়ে ফেলল। একটা দেয়ালে একটা নির্গমনপথ রয়েছে। সে এই পথ দিয়ে বেরিয়ে কয়েক গজ দূরে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল। ওমর লক্ষ করল, সেখানকার প্রস্তরখণ্ডগুলো রক্তে ভেজা।

"আপনি আবিষ্কার করেছেন!" সিপাহি দর্শনার্থী তাকে বলল। "এখানেই লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে; মাথাটা এখনও উষ্ণ রয়েছে।"

অন্য দর্শনার্থীরাও সমবেত হয়ে পিছনের ঘরটা তালাশ করতে লাগল। যেখানে জনকয়েক লোক ঘুমোয় সে ঘরের সিঁড়ির মুখে মস্তকহীন একটা দেহ পড়ে আছে। সেই মস্তকের দেহটা।

একটা বন্ধ দরজা খুলে ভিতরে যেতেই সিপাহিটা বলল যে, সেখানে মস্তকহীন আরও কয়েকটা দেহ পড়ে আছে। "এক— দুই— পাঁচ। কিন্তু এ লোকগুলোকে অন্য শ্রেণির মনে হয়।"

একজন এগিয়ে এসে বলল, "তাই তো! এই যে আমিন বেগের লাশ! আর ওই তো সওদাগর শের আফগান!"

"নিশ্চয়ই এগুলো নিরুদ্দিষ্ট পাঁচ জনের দেহ। যারা তাদের হত্যা করেছে— তাদের কুকুরের মতন হত্যা কর।"

কিন্তু ইতোমধ্যেই দরবেশ পালিয়েছে। ক্রোধান্বিত জনতা কেবলই সে অন্ধটাকেই দেখতে পেল। অন্ধটা লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ করছে আর পলাতক সঙ্গীদের আর্তস্বরে ডাকছে।

সে রাত ওমরের চোখে ঘুম এল না। জাফরকের ক্ষতবিক্ষত দেহের স্মৃতি তাকে ভূতের মতন পেয়ে বসল। যে পাঁচজন ধনী নিহত হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে সে বড় একটা ভাবল না। কিন্তু তার সুখ-দুঃখের ভাগী বিদূষক জাফরককে পথের কুকুরের মতন নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। খৈয়ামের বুক ক্রোধের দহন জ্বালায় জ্বলতে লাগল।

www.pathagar.com

হাশিশিনদের বিরুদ্ধে পথে-ঘাটে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। পরদিন সকাল বেলায় নিজাম-উল-মুলক তাঁর অবসৃত জীবন থেকে বেরিয়ে মালিক শাহের দরবারে উপস্থিত হলেন।

নিজাম সবিনয় অনুরোধ করলেন, "সুলতান খুনি সপ্তকদের সারাদেশে খুঁজে বের করার জন্য হুকুম দিন। তাদের নেতা আপনাকে কেমন করে অবজ্ঞা করছে, তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আপনার চোখের সামনে সে কর ধার্য করছে।"

মালিক শাহ সপ্তকদের একটা ধর্মীয় অন্যতম সম্প্রদায় মনে করে তাদের সম্বন্ধে কোনও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বিবেচনা করতেন না। নিজাম তাঁকে মিনতি করে বললেন যে, সপ্তকের উদ্দেশ্য সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করা।

সুলতান হেসে বললেন, "না, আমি কি তা হলে যত কুকুর আমার ঘোড়ার খুরে আঁচড় দেয়, তাদের সবগুলোর পিছনে তাড়া করব? আমার কয়েকটা সিপাহির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতন লোকবল এই পৌত্তলিকদের নেই।"

নিজাম বুঝিয়ে বললেন, "তারা ইতোমধ্যেই উত্তর-পাহাড়ের আলামুত নামক একটা দুর্গ সুরক্ষিত করে ফেলেছে। সেখানেই তাদের ধনভাণ্ডার রয়েছে। তা ছাড়া, রহস্যময় হাসান-ইবনে-সাবাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, শিগগিরই সুলতানের পতন হবে এবং মুসলমানদের সুদিন আসবে।"

"যদি প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বক্তাকে আমার ক্রুশবিদ্ধ করতে হয়, তবে শিকারে যাওয়া বা অন্যান্য রাজকার্য করার সময় আমি পাব না। হাসান আমার সামনে এসে মোকাবেলা করুক, তাকে কেটে পাঁচ টুকরো করে ফেলব।"

"কিন্তু তার দুর্গ?"

সুলতান ভ্রুকুটি করে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "আমি কোন গুপ্তচরের কথা বিশ্বাস করব? তুতুস তার মাথার কসম খেয়ে বলে যে, হাশিশিনদের কোনও নেতাও নেই—দুর্গও নেই। হাসান যদি ক্ষমতালোভী হয়ে থাকে, তবে এমন ক্ষমতালোভী আমার রাজ্যে আরও রয়েছে। এবার আপনি বিদায় নিতে পারেন।"

বিদায়কালে সালাম জানাবার সময় বৃদ্ধ নিজাম ভাবলেন সুলতান যখন একবার সন্দেহ করেছেন, তখন তাঁর কোনও কথাই সুলতান রাখবেন না।

তবু তিনি শেষবারের মতন অনুরোধ করলেন, ডিজ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ধ্বংসাবশেষগুলো একবার পরিদর্শন করা যুক্তিসংগত। কারণ হাশিশিনদের নীতি হল এমন কোনও সুরক্ষিত স্থানে স্থির হয়ে বসা, যেখান থেকে প্রধান নগরগুলোতে প্রভাব বিস্তার করা যায়। তাদের ডিজে দেখা গেছে।"

মৃগয়া উপলক্ষে মালিক শাহ ডিজ পাহাড়ের ওপর পাথরের ইমারত লক্ষ করেছেন। কেউ বলেছে, এগুলোতে দৈত্য-দানবেরা বাস করে; আর কেউ বলেছে, ওটা অগ্নিপূজকদের বাসস্থান।

www.pathagar.com

"হ্যাঁ, তা আমি করব। কারণ, সেখানে আমার সৈন্যদের জন্য একটা দুর্গ নির্মাণের ইচ্ছা আমার আছে।" সুলতান জওয়াব দিলেন।

কোনও কর্মচারী বা তুতুসকে পর্যন্ত না নিয়ে মালিক শাহ সেই বিচ্ছিন্ন ধ্বংসাবশেষটা পরিদর্শন করার জন্য তলোয়ারধারী সৈন্যদল নিয়ে ওমরকে যেতে হুকুম দিলেন। কারণ তাঁর ধারণা, ওমর যা করবে তা-ই তাঁর জন্য কল্যাণকর হবে। তা ছাড়া, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, ওমর নিজেই নাকি পৌত্তলিকদের একটা আড্ডা নিজের কৌশলে আবিষ্কার করেছে এবং পৌত্তলিকদের ভোজবাজিকে পরাস্ত করেছে। ওমরের কথা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন।

ডিজের পর্বত চূড়ায় কেবল রাখালদের বাস বলেই ওমরের মনে হল। তার সঙ্গে সিপাহিরা প্রতিটি ধ্বংসাবশেষের খোঁজ করেও হাশিশিনদের কোনও চিহ্ন পেল না। ভীত রাখালেরা কসম খেয়ে তাদের বলে দিল যে, আলামুতের নাম বা হাসান-ইবনে-সাবাহ বলে কোনও লোকের নাম তারা শোনেনি।

তবু ওমরের মনে একটা সন্দেহ জেগে রইল। এখানে আলামুতের মতন অগ্নিপূজকদের একটা বেদি রয়েছে। ইস্পাহানে হাশিশিনদের আড্ডা ইবনে আতশের বা অগ্নিপুত্রের বাড়িতে অবস্থিত। দুটো পাহাড়ের মধ্যে একটা ঝরনাও রয়েছে। জায়গাটা দেখে তার আলামুতের কথা মনে পড়ল।

ভাগ্যচক্র ঘুরতে লাগল। নির্ধারিত জীবনকাল শেষ হয়ে এলে ঝড়ের হাওয়ায় অগ্নিশিখার মতন তাদের জীবনদীপও নির্বাপিত হতে লাগল। আর নতুন মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নিতে লাগল।

সুলতান নিশাপুর অভিমুখে সদলবলে যাচ্ছিলেন। পথের পাশে অনুচরেরা সুলতানের নৈশ-বিশ্রামের জন্য তাঁবু স্থাপন করে আর প্রাতে তা ভেঙে দিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে।

নিজাম তাঁর গ্রন্থ রচনা করছিলেন। ধীরে ধীরে ভাগ্যচক্র ঘুরতে থাকে। সংগ্রামী মানুষেরা কেউ ঐশ্বর্যশালী হয়, কেউ অপমানিত হয়; কেউ সুখ উপভোগ করে, কেউ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে।... এমনি সময় সুলতানের তাঁবুর ওপরে একটা ধূমকেতু দেখা দিল। মালিক শাহ তাড়াতাড়ি ওমরকে ডেকে পাঠালেন এই ধূমকেতুর শুভাশুভ বিচার ও ব্যাখ্যা করতে।

জ্যোতির্বিদ ওমর জানালেন যে, এই ধূমকেতু অশুভ; বিপদের লক্ষণ। মালিক শাহ তক্ষুনি এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আলামুতের দুর্গ ধ্বংস করার জন্য এক আমিরকে হুকুম দিলেন। মালিক শাহের ধারণা, এই আলামুত দুর্গের নিকট অস্তিত্বই এই বিপদের কারণ। তিনি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে পথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওমরকেও তিনি তাঁর কাছে রেখে দিলেন।

সে মাসেই হাসানের অনুসারী একজন আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিজাম-উল-মুলক প্রাণ হারালেন।

www.pathagar.com

মালিক শাহ ভাবলেন যে, বিপদটা নিজাম-উল-মুলকের ওপর দিয়ে কেটে গেল। তিনি নিজামের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে আলামুত থেকে সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনলেন। সেনাবাহিনী তখন আলামুত অবরোধ করে রেখে ছিল। তিনি নিজামের রচিত গ্রন্থের মোহর-আঁটা অধ্যায়টা পড়ে বিশ্বাস করলেন যে, হাসানের ধর্ম-সম্প্রদায় তাঁর রাজ্যে প্রকৃতই একটা বিপদ। তিনি ওমরের কাছে স্বীকার করলেন যে, নিজাম-উল-মুলক একজন বিশ্বাসী কর্মচারী ছিলেন। তিনি ওমরকে এক মাসের ছুটি দিলেন।

আয়েশাকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলাকালে সুলতানের জাঁকজমক ও প্রতিপত্তির ক্ষণস্থায়িত্বের কথা চিন্তা করে ওমর লিখল :

আমাদের এই বসুন্ধরা পান্থনিবাস পথের প'রে
কালের চাকার আবর্তনে দিবা-রাত্রি আপনি ঘোরে।
জামশিদের ভোজনশালা বৈ ত এ-নয় অন্য কিছু
আজকে যেথায় তার কবরে জীর্ণ অস্থি রইছে পড়ে।

আলামুত দুর্গ অবরোধকালে হাসান ইবনে-সাবাহ দুর্গ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে আত্মপ্রকাশ করে দুর্গরক্ষীদের উৎসাহ-প্রেরণা দিত এবং গোপন উপায়ে মাঝে মাঝে দুর্গ থেকে বেরিয়ে তার অনুসারীদের সঙ্গে দেখা করত। তার গুপ্তচরেরা রাত্রের অন্ধকারে নিশাপুর এবং সুদূর বলখের অস্থিরমতি অধিবাসীদের কাছে প্রচার করত যে, ধূমকেতুর আবির্ভাবে যে বিপদ ঘোষিত হয়েছিল সে বিপদ আসন্ন। বহু প্রতীক্ষিত অদৃশ্য মেহদি এবার তাঁর ভক্তদের সামনে আবির্ভূত হবেন। খোরাসান সড়কে দরবেশের দল কিষাণদের চুপি চুপি শোনাতে লাগল যে, নির্ধারিত দিন আসন্ন।

মসজিদের ফটকে আর পান্থনিবাসে লোকেরা নিজামের হত্যা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। কেউ বিশ্বাস করতে লাগল যে, নিজাম মালিক শাহের হুকুমে নিহত হয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলতে লাগল যে, কোনও অলৌকিক শক্তি কর্তৃক এ হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনিশ্চয়তা এবং শঙ্কা শহর আর পল্লিতে ছড়িয়ে পড়ল। এই অস্থিরতার সত্যিকার কারণ কেউ উপলব্ধি করতে পারল না; কিন্তু এই অস্থিরতা প্লেগের মতন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। মালিক শাহ তাঁর ইস্পাহান বা রে'র দরবারে দর্শন দিলে লোকেরা হয়তো শান্ত হত।

মালিক শাহের শিকারের পথ কিছুতেই বন্ধ হল না। তবে মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁবু থেকে বেরোতেন না। তাঁর কর্মচারীরা ভাবত যে, নিজামের মৃত্যুতে তিনি শোকাভিভূত হয়ে পড়েছেন; কিন্তু তারা তাঁর মেজাজ বুঝতে পারত না।

সেতারা-মঞ্জিলে ওমর খৈয়াম একটা নতুন কাজে মনোযোগ দিল। তার সহকারী বিজ্ঞানীরা একটা জ্যামিতিক বিষয় নিবন্ধে এতদিন ব্যস্ত ছিল। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর

www.pathagar.com

তাদের ওস্তাদের প্রত্যাবর্তনে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারা লক্ষ করল যে, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে ওমর অত্যন্ত একাগ্রচিত্ত; কিন্তু ব্যাপারটা তাদের কাছে এত সহজ মনে হল যে, মাত্র কিশোর-কিশোরীরাই এতে আনন্দ পেতে পারে।

এটা ছিল অতি সাধারণ একটা চীনা ছায়া-লণ্ঠনের প্রভাব; তবে এটা লণ্ঠনের বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর না হয়ে ভিতর থেকে দৃষ্টিগোচর হত।

ওমর মান-মন্দিরের উপরতলাটা খালি করে দিয়ে সেখানে প্রাচীরের চারদিকে তাক তৈরি করে তাকের ওপর একশো তৈল-প্রদীপ স্থাপন করল। তার পর সে তাক এবং প্রদীপগুলো চামড়ার কাগজের তৈরি একটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিল, যাতে রাত্রিবেলা কেবল বৃত্তাকার ঢাকনির ভিতর দিয়ে আলোর দীপ্তি বেরিয়ে কক্ষটাকে আলোকিত করতে পারে। সে এই ঢাকনিটার উপর রাশিচক্রের নক্‌শা আঁকিয়ে নিল।

"একটা শিশু যা দেখতে পায়," ওমর হেসে বলল, "আমাদের চোখে তা পড়ে না।"

তার সহকারী বিজ্ঞানীরা খুব মনোনিবেশ সহকারে দেখে শুধু এতটুকু বুঝল যে, এটা আকাশস্থিত রাশিচক্রের বন্ধনের একটা অপরিপক্ব প্রতিরূপ মাত্র— যা উপুড় করা আকাশ-পাত্রে অবস্থিত সূর্য-চন্দ্র ও গ্রহরাজির কোণাকুণি গতি-পথ। তারা বুঝতে পারেনি, ওমর এটার জন্য এত পরিশ্রম করল কেন! রাত্রিতে তো এটা এমনিতেই দৃষ্টিগোচর হয়।

ওমর আরও পরিশ্রম করতে লাগল। তার নির্দেশে কারিগররা সেই কক্ষের মেঝে থেকে কতকগুলি প্রস্তর সরিয়ে সেখানে কতকগুলি তক্তা আর একটা বৃহদাকার কাঠের থাম আনল। গোলাকার থামটার এক প্রান্তে ছিদ্র করে তাতে হাতল লাগাল। তার পর দুই জন কারিগরকে রেখে ওমর অন্যদের বিদায় করে দিল।

তার সহকারীদের স্তম্ভিত করে দিয়ে ওমর নিশাপুর বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ সুফি আল-গাজ্জালিকে চীনা লণ্ঠনের প্রদর্শনী দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করল।

রাত্রে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আশা-উৎসাহ নিয়ে উপস্থিত হলেন। কারণ, তাঁদের ধারণা, ওমর যা-ই দেখাক তাতে কৌতুকপ্রদ কিছু থাকবেই।

সুফি গাজ্জালি এলেন। বয়েসের দরুন তাঁর চালচলনে গাম্ভীর্য আর কর্তৃত্বের ছাপ পড়েছে। তিনি এখন হুজ্জাতুল ইসলাম— ইসলামের প্রমাণ— আখ্যায় আখ্যায়িত। ওমরের সহকারীরা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে, ওমর গাজ্জালিকে আলোকিত রাশিচক্র দেখাতে ডাকবে।

ওমর গাজ্জলিকে সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে স্বহস্তে ফল-মূল-শরবতে আপ্যায়িত করল।

"আমি শুনেছি," গাজ্জালি বললেন, "আপনি নিজামের উপদেশ অমান্য করে চলে এসেছেন, আর ইস্পাহানে আপনি বিপথগামী বিজ্ঞানীদের পদ্ধতি অনুসারে ভোজবাজি দেখিয়েছেন।"

www.pathagar.com

"সম্প্রতি আমাকে নিয়ে অনেক গল্পই বলা হয়েছে," ওমর বলল। "তবে আজ রাত্রে আমি আশা করি, হুজ্জাতুল ইসলাম যা দেখতে পাবেন, সে সম্বন্ধে মেহেরবানি করে মতামত প্রকাশ করবেন। আমার সঙ্গে আসুন।"

গাজ্জালি স্বীকৃত হলেন।

মান-মন্দিরের ওপরতলায় পৌঁছে সুফি ও জ্যোতির্বিদের শিষ্যবর্গ কৌতূহলী হয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। তারা প্রাচীরের চারপাশে বসে পড়ল। আর তাঁরা দু জন কক্ষের মাঝখানে একত্রে রইলেন।

"এটা কী?" ওমর প্রশ্ন করল। "আপনি একবার ভালো করে তাকিয়ে আমাকে বলুন।"

"এটা কী রাশিচক্র।"

ওমর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, "আপনি এবার মাঝখানকার এই গোলাকার কাষ্ঠখণ্ডের ওপর প্রথম রাশিচিহ্নটার সামনা-সামনি দণ্ডায়মান হোন।"

শিষ্যবর্গ কৌতূহলী আর গাজ্জালি গম্ভীর ও উদাসীন।

"এবার নড়বেন না বা স্থানত্যাগ করবেন না," ওমর শান্ত কণ্ঠে বলল!

"এতে কোনও ক্ষতি হবে না, মাত্র ভালো করে দেখবেন। এবার দেখবেন, সারা মান-মন্দিরটা আপনার চারদিকে ঘুরছে।" এই বলেই সে হাততালি দিল।

স্মিতমুখে গাজ্জালি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবলেন, এমনটি হতে পারে না। এবার আলোকিত বন্ধনী ঘুরতে শুরু করল।

গাজ্জালির পায়ের নিচে কী যেন কড় কড় শব্দ করতে লাগল। তাঁর মাংসপেশি সংকচিত হয়ে উঠল। মান-মন্দির জোরে ঘুরতে লাগল। আর চর্ম-কাগজের ওপর অঙ্কিত রাশিচিহ্নগুলো তাঁর চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে লাগল। তার পর সামান্য কর্কশ শব্দ করে আবর্তন থেমে গেলে।

"এ কি— এ কোন্"— তিনি মনের কথা প্রকাশের ভাষা খুঁজতে লাগলেন, "কোন্ শক্তি এত বিরাট মান-মন্দিরটাকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম! আমি যে তা প্রত্যক্ষ করলাম!"

"হুজুর," একজন শিষ্য বলল, "মান-মন্দিরটা ঘুরেনি; আমরা লক্ষ করলাম, আপনি-ই ঘুরেছেন।"

"না, আমি নড়িনি।"

"আপনি নড়েননি, তা সত্যি।" ওমর বলল। সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল স্তব্ধ হয়ে গেল। "কিন্তু আপনি একবার ঘুরেছিলেন। আসলে এত বড় একটা ইমারতকে চাকার মতন ঘোরানো সম্ভব নয়।"

তবে—

"থামের মাথাটা নিচু থেকে অতি সহজেই ঘোরানো যায়। আমি হাততালি দিলে আমার অনুচররা হাতল ঘুরিয়ে দিয়েছিল।"

www.pathagar.com

"কিন্তু এর কী প্রয়োজন ছিল?" গাজ্জালি প্রশ্ন করলেন।

"কারণ আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানীব্যক্তি। আপনি যা দেখলেন, সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানতে চেয়েছিলাম। এবার শুনুন, প্রথমবার আপনি ঘুরেছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়বার আপনাকে ঘোরানো হয়েছিল। আপনি একই আলো আর রাশিচিহ্ন একইভাবে দেখেছিলেন। তবে দ্বিতীয়বার আপনার মনে হয়েছিল যে, ইমারতটাই ঘুরছে। কিন্তু কী করে?"

"প্রতি রাত্রে," ওমর গুরুত্বসহকারে বলতে লাগল, "আপনি সত্যিকার নক্ষত্রপুঞ্জের বন্ধনীকে আপনার মাথার ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে দেখছেন আর বলছেন, আমি নড়ছি-না, এই নক্ষত্রগুলোই আমার চারদিকে ঘুরছে। নক্ষত্রগুলো কিন্তু নড়েনি। এটা আপনার মনের ভ্রান্তি।"

ওমর বলতে লাগল :

"যেমন এই থামটা ঘুরলো, পৃথিবীটাও দিনে-রাতে একবার করে ঘোরে। এইবার ভেবে দেখুন ইমাম, আদিকাল থেকে মানুষ ভেবে আসছে যে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে। চোখ খুলে দেখলে এই সত্যটা হয়তো কারও কাছে ধরা পড়তে পারে।"

কিন্তু গাজ্জালির শিষ্যরা যেন এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী শিষ্যটি বলল, "নক্ষত্র যে অনড় আছে, তার প্রমাণ কোথায়?"

"সে প্রমাণ অতি সহজ।"

"তবে তা দেখিয়ে দিন।"

ওমর সংক্ষেপে তবে উত্তেজিত হয়ে বুঝিয়ে বলল যে, "স্থির নক্ষত্রগুলোর চেয়ে গ্রহগুলো পৃথিবীর নিকটবর্তী। বুধ, শুক্র আর মঙ্গলগ্রহ বেশি কাছে— চন্দ্র এবং সূর্যের বেলায়ও তাই। গ্রহণের সময় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তখন চন্দ্র— সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে বা পৃথিবী এবং সূর্য চন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। কিন্তু নক্ষত্রগুলো অনেক দূরে অবস্থান করে।"

"তার প্রমাণ?" একজন প্রশ্ন করল।

ওমর ব্যাখ্যা করল যে, একজন লোক রাত্রিতে নিশাপুরে দাঁড়িয়ে যেসব নক্ষত্র দেখতে পায়, অন্য একজন রাত্রিতে কায়রো থেকেও প্রায় সে-সব নক্ষত্র দেখতে পাবে। পৃথিবীর সমতলের দূরত্বে বড় একটা তারতম্য হয় না। সুতরাং, মহাবিশ্বের তুলনায় পৃথিবীর আকার অতিশয় ক্ষুদ্র। কতকগুলি নক্ষত্রকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেখায়; কারণ, ওগুলো অত্যন্ত দূরে অবস্থান করে। সূর্যকে বড় দেখায়; কারণ, সূর্য পৃথিবীর নিকটে অবস্থান করে আর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

"তাতে কী প্রমাণ হল?" একজন মন্তব্য করল "ছোট হোক আর বড় হোক, আল্লার সব নক্ষত্রই আমাদের চারদিকে ঘোরে।"

www.pathagar.com

"তা পারে না", ওমর শান্ত কণ্ঠে বলল, "কারণ, এত দূরত্বে অবস্থান করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে গেলে এগুলোকে অসীম মহাশূন্যে এমন দ্রুতগতিতে চলতে হবে যে, সেই গতির তেজে ভস্মীভূত হয়ে এগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে। উল্কাগুলোকে এ কারণেই আমরা দেখি।"

একজন শিষ্য বলল, "প্রস্তরখণ্ডকে অগ্নি আর অগ্নিকে প্রস্তরখণ্ডে পরিণত করার শক্তি কি আল্লার নেই?"

হ্যাঁ, ওমর বলল, "এই শক্তিই আমাদের পৃথিবীকে আপন কক্ষে ঘোরায়। তবে আমরা বুঝতে পারি না।" গাজ্জালির পানে ওমর মুখ ফেরাল।

"আল্লাই আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎস," গাজ্জালি জওয়াব দিলেন।

গাজ্জালি আরও বললেন, "আপনি গ্রহ এবং নক্ষত্রের দূরত্ব সম্বন্ধে যা বললেন, তা আমি মেনে নিলাম। তবে মনে রাখবেন, আল্লাই আকাশ এবং পৃথিবীর আলো... তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালিত করেন।"

"কাল আমি আপনার বিদ্যায়তনে গিয়ে আমার সারাজীবনের শিক্ষার ফলাফল আপনাদের শুনিয়ে আসব।" ওমর হেসে বলল।

ওমর আরও বলল, "মানুষ চিরজীবী নয়। যে কোনও মুহূর্তে আমার জীবনপ্রদীপ নিবে যেতে পারে। তাই বেঁচে থাকতে আমি আমার বক্তব্য শুনিয়ে যেতে চাই।"

কিন্তু গ্রহচক্রের সে প্রদর্শনীর ব্যাপারটা নিয়ে নিশাপুরে নানারকম বিকৃত সংবাদ এবং গুজব ছড়িয়ে পড়ল। ধর্মান্ধরা বলে বেড়াতে লাগল যে, ওমরের মান-মন্দিরে একটা ভৌতিক যন্ত্র রয়েছে এবং ওমর তার সাহায্যে নানারকম ভোজবাজি দেখাচ্ছে। তারা আরও বলতে লাগল যে, নাস্তিক বিজ্ঞানীদের কিতাব পড়ে আর তাদের জ্ঞান আয়ত্ত করে ওমর গোল্লায় গেছে। সে প্রচলিত বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানতেও আর ইতস্তত করে না। 'পৃথিবী ঘোরে' বলে ওমর যে কথা বলেছে তারও অনেক কদর্য ব্যাখ্যা হল। নিশাপুরের রাস্তায় অনেকে মুখ বিকৃত করে বলল, "এ যে এক আজগুবি কথা শুনছি! 'পৃথিবী ঘুরছে'— এমন কথা কেউ কি ইহজন্মে শুনেছে, না কেউ একথা বিশ্বাস করতে পারবে? ওমর খৈয়াম দিনকে রাত করতে চাইছে দেখছি। এ যে ইমান-খাওয়া কারবার।" কেউ কেউ বলল, ওমর হয় পাগল হয়েছে, নয়তো ধর্মের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে।

ইসহাক উষ্ট্রের কাফেলার এক উষ্ট্র চালকের মুখে এসব খবর শুনে তাকে গালাগাল দিয়ে বলল, "ময়লা-খোর কোথাকার! নিপাত যা তুই।"

"তোমার মনিব একজন রক্ত-চোষা নাস্তিক! তার নাম মুখে আনতেও ঘৃণা করে। সে নাকি বলে যে, তারাগুলো নড়ে না; এক জায়গায় স্থির থাকে। সূর্যও নাকি উদয় হয় না; অস্ত যায় না। আমি কত জায়গা ঘুরলাম, কত জ্ঞানী দরবেশের কথা শুনলাম কিন্তু এমন কথা কাউকে বলতে শুনিনি। কারবালার অভিশাপ এই বাড়িতে পড়ুক।"

www.pathagar.com

ইসহাক দুঃখে-ক্ষোভে হেরেমে গিয়ে আয়েশাকে সব কথা বলে মন্তব্য করল, "মনিব সমস্ত নিশাপুরকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।"

আয়েশা কথাগুলো ভেবে জওয়াব দিল, "যদি মনিব বলেন যে, সূর্য স্থির থাকে, তবে সূর্য স্থিরই থাকে। তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী কে আছে?"

পণ্ডিতদের শেখা এই বিবাদের পরিণাম খারাপ হতে পারে কিন্তু যতদিন মালিক শাহের অনুগ্রহ তার মনিবের উপর রয়েছে ততদিন পর্যন্ত অন্যরা তাকে দেখে ভয়ে দূরেই থাকবে।

অপ্রতিভ ইসহাক ফটকে ফিরে গিয়ে সূর্যের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাল। সূর্য আগের মতনই আছে। তার চলার রীতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। আজ থেকে তেরো বছর আগে তার মনিব নতুন পঞ্জিকা তৈরি করার সময় সূর্য যেমনটি ছিল, আজও তেমনটি আছে। তার কী হল? সেই মৃত্যুর নিশান কোথায়?

কুচিক প্রাসাদের ফটকের বাইরে ইসহাক নিশাপুরের আরও খবরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। সে একজন ব্যবসায়ীর কাছে শুনতে পেল যে, খাজা ওমর মান-মন্দিরে তার সহকারীদের নিয়ে কাজে ব্যস্ত আছেন; নিশাপুরে তার কথা নিয়ে খুব জটলা হচ্ছে, লোকটা বলল যে, এসব কথা বলার সময় খাজা হয়তো অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। তবে তিনি মেসেদে ইমামের মাজার জেয়ারত করে এলে, হয়তো তার গুনাহ্ খণ্ডন হতে পারে।

সেই মুহূর্তে এক ঘোড়সওয়ার সংবাদ-বাহক ধুলা উড়িয়ে সমরকন্দে যাচ্ছিল। "কী সংবাদ নিয়ে যাচ্ছ?" ইসহাক জিগ্যেস করল।

সংবাদ-বাহক পিছনে ফিরে বলে গেল, "দুঃসংবাদ! সুলতান মালিক শাহ্ এন্তেকাল করেছেন।"

বলখ থেকে বাগদাদে মালিক শাহের মৃত্যুর খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। মৃগয়াকালে সুলতান অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসকরা অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত উত্তরাধিকারীর নাম না বলেই কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করলেন।

নিশাপুর আর ইস্পাহানের বাজার বন্ধ হয়ে গেল। কাফেলাগুলো তাদের যাত্রা স্থগিত রাখল। আর সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন আমিরের অধীনে বিভিন্ন স্থানে সমবেত হল। আলামুত অবরোধকারী সৈন্যবাহিনী তাদের সেনাধ্যক্ষ মালিক শাহের তনয় বার্কি ইয়াররুকের শিবিরে যোগ দিল। নিহত নিজাম-উল-মুলকের পুত্রেরা বার্কি ইয়াররুককে সমর্থন করল।

অন্যদিকে বাগদাদের খলিফা মালিক শাহের আর এক পুত্র মোহাম্মদকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি দিলেন। ফলে, গৃহযুদ্ধ শুরু হল।

আলামুত অবরোধমুক্ত হলে হাসান-ইবনে-সাবাহ মিসরের হাশিশিন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সাথে পরামর্শ করার জন্য সবার অলক্ষে কায়রো গিয়ে পৌঁছল। এই গৃহযুদ্ধের সুযোগ নেয়ার জন্য সে চঞ্চল হয়ে উঠল। গৃহযুদ্ধে যেই জয়লাভ করুক এতে

www.pathagar.com

তার লাভ হবে। তার অনুসারীরা ছদ্মবেশ ত্যাগ করে এবার ডিজকোহের দুর্গ সুরক্ষিত করতে লাগল। সে মিসরীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে বিশ্বসাম্রাজ্য স্থাপন করার পরিকল্পনা করতে লাগল।

পারস্যের ঘটনাবলিতে হাসান প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করল। তার অনুসারীরা বার্কি ইয়াররুককে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হল।

মালিক শাহের মৃত্যুর খবর পেয়েই আয়েশা ইসহাককে সঙ্গে নিয়ে নিশাপুরের কেতাবপট্টির পাশে তাদের ক্ষুদ্র প্রাসাদে চলে এল। এখানে সে ওমরের পাশে থাকতে পারবে। ওমর তখন মান-মন্দিরে ইউক্লিডের জ্যামিতি সংশোধনে ব্যস্ত ছিল।

আয়েশা জনকয়েক সশস্ত্র অনুচর নিযুক্ত করল; এদের অধিকাংশই আরববাসী। তাদের বৈশিষ্ট্য হল, যতদিন এরা মাইনে পায় ততদিন তারা পারস্যে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সে সম্বন্ধে এরা মাথা ঘামায় না। আয়েশা কয়েকটা দ্রুতগামী ঘোড়া আর মালবাহী উষ্ট্র কিনে আনল। ওমরের পৃষ্ঠপোষক সুলতান মালিক শাহ যখন আর নেই, তখন যে কোনও মুহূর্তে তারা তাড়াতাড়ি যাতে নিশাপুর ত্যাগ করতে পারে, সে বন্দোবস্ত আয়েশা করে রাখল। পারস্যবাসীদের ওপর তার বিশ্বাস নেই; কারণ, তারা ভেড়ার দলের মতন একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ছোটাছুটি করে।

ওমরের বাড়ির ফটকের সামনে আগের মতন ওমরের 'কল্যাণার্থীরা' লাভের আশায় আর ভিড় জমায় না। তা ছাড়া, নিশাপুরবাসীদের মধ্যে আয়েশা অন্য কোনও পরিবর্তন লক্ষ করে। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে বলে শহরের আমিররা স্বভাবতই নতুন মিত্র অনুসন্ধানে ব্যস্ত। মসজিদে সমবেত লোকদের মুখেও কেবল গৃহযুদ্ধের আলাপ-আলোচনা। রাত্রে শহরের ফটক বন্ধ থাকে আর অশ্বারোহী সৈন্যরা রাজপথে টহল দেয়।

কিছুদিন পর শাহি খাজাঞ্জিখানা ওমরের ভাতা বন্ধ করে দিল। এ সময় প্রয়োজন হলে ওমর বাজার থেকে ধার করত। তবে আয়েশার সিন্ধুকে অবশ্য যথেষ্ট সোনা সঞ্চিত ছিল।

বার্কি ইয়াররুকের হাতে বাগদাদের সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের পর আয়েশা ওমরকে বার্কি ইয়াররুকের শিবিরে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল। নতুন ভবিষ্যদ্বাণী করে বার্কি ইয়াররুকের অনুগ্রহ লাভের এ একটা চমৎকার সুযোগ। রাজকবি ইতোমধ্যে বিজয়গাথা রচনা করে বার্কি ইয়াররুককে পাঠিয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে বিজিত সৈন্যবাহিনীকেও গোপনে কবিতা পাঠিয়েছে।

কিন্তু ওমর মালিক শাহের স্মৃতিতে শোকবাস পরিধান করল। সুলতান মালিক শাহের বয়স ছিল মাত্র উনচল্লিশ বৎসর। তিনি ছিলেন ওমরের বাল্যকালের সঙ্গী। আর এখন তিনি রহিম, ইয়াসমি আর জাফরকের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তারা এখন কোথায়!

ওমর একটা রুবাই রচনা করল। কিন্তু এই রুবাই পড়ে আয়েশা কোনও আনন্দ কিংবা উৎসাহ অনুভব করল না। ওমরের অতীত স্মৃতির বেদনা ভিড় করে উঠল

www.pathagar.com

এই রুবাইতে :

আমার সাথে বন্ধু যারা পান করত জীবন-সুরা পরম অনুরাগে
আমার চেয়ে তৃপ্ত হয়ে বিদায় নিল আমার অনেক আগে,
বলেনিকো একটি কথা, পড়ল ঢলে তুহিন মরণ-কোলে,
রেখে দিয়ে ভর-পেয়ালা, পানোৎসবটা জমে ওঠার অনেক আগে-ভাগে।

"কিন্তু এতে যে বার্কি ইয়াররুকের কোনও প্রশংসা নেই।" আয়েশা বলল, "মৃত লোকদের নিয়ে এত চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। তারা তাদের কাফনের অন্তরালে রয়েছে; কোনওকিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই। আপনার বয়স চল্লিশের সামান্য উর্ধ্বে। আমি জানি, আপনার শক্তি-সামর্থ্য সামান্যও হ্রাস পায়নি। আপনি অন্যান্য আমির-ওমরাদের সঙ্গে চলা-ফেরা না করে এখানে বসে কেবল কাগজের উপর আঁকি-ঝুঁকি করছেন কেন?"

"মালিক শাহের সঙ্গে একবার অশ্বপৃষ্ঠে বেড়িয়েছিলাম; তা-ই যথেষ্ট। যাক, আজ রাত্রে চন্দ্রের অন্তর্ধান দেখতে পাবে আয়েশা।"

"শয়তান কি তা হলে চাঁদটাকে একবারে গিলে ফেলবে?"

"অপেক্ষা কর, সব দেখতে পাবে।"

সে রাত্রিটা ওমর মান-মন্দিরের ছাদে কাটিয়ে দিলেন। আয়েশা তার প্রাসাদের ছাদে শুয়ে লোকজনদের উত্তেজনা লক্ষ করতে লাগল। সেদিন পূর্ণিমার রাত। চাঁদের মুখে ছায়া পড়া শুরু হতেই জনতার কোলাহল আর ঢোলের ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। আয়েশার মতন তারাও বুঝল যে, শয়তান এবার চাঁদটাকে গিলে ফেলবে।

ছায়া আরও কালো হয়ে উঠতেই একদল লোক হাতে মশাল নিয়ে আর মুখে নানা দোহাই পেড়ে শয়তানকে তাড়া করবার জন্য রাজপথে বেরিয়ে পড়ল। তাদের এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ছায়াটা চাঁদকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলল; সারা শহরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত শহরের হৈ-চৈ থামল না। আয়েশা উত্তেজনায় তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

চন্দ্রগ্রহণকে উপলক্ষ করে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হল, তা কয়েকটা দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে রইল। কাজিরা পরামর্শ-সভায় বসে পরদিন ওমরকে তাঁদের সামনে ডেকে পাঠালেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! কেউ ওমরকে আগে জানায়নি যে, তাকে ডাকা হয়েছে। তার বন্ধুরা, মনে হল, সবাই আপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। তার সহকারীরা অবশ্য তাকে অনুরোধ করল যাতে কোনও কথা বলে তিনি যেন কাজিদের চটিয়ে না দেন। শত হোক তাঁরা ধর্মীয় বিচারক; তাঁদের অভিযোগ মেনে নেওয়াই যুক্তিসংগত হবে। নতুন সুলতান বা খলিফার অনুগ্রহ অর্জন করতে পারলে পরে দেখা যাবে।

ওমর 'দেওয়ানে' উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল বিদ্যায়তনের দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধানরা বসে আছেন। তার সামনে সাদা পাগড়ি-পরিহিত কাজির দল, আর মুফতি

www.pathagar.com

(ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্তদাতা) উপবিষ্ট। কক্ষটা সমবেত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এমনভাবে পূর্ণ হয়ে আছে যে, কাজিদের সামনে জানু পেতে বসার জন্য সামান্য একটু স্থান খালি আছে মাত্র।

উপস্থিত ব্যক্তিদের সবাই তার মুখ-চেনা। কারণ, এখানে বহুবার বক্তৃতা বা উপদেশ দিতে সে আগে এসেছে। কিন্তু এখন তাদের ভাব দেখে মনে হল, তারা যেন তাকে চিনতেই পারছে না। ওমরের উপলব্ধি করতে বিলম্ব হল না যে, বিচারার্থে তাকে এখানে ডাকা হয়েছে। প্রধান কাজি বিচারকার্য আরম্ভ করলেন।

তাদের বক্তব্যের ভাষায় নয় তাদের অনুভূতি উপলব্ধি করে ওমর সতর্ক হল। মালিক শাহ্ জীবিত থাকলে তারা তাকে বিচারে ডাকতে সাহস পেত না। অভিযোগকারী ধর্মান্ধের দল আর কাজিদের চোখে পুরনো বিদ্বেষের অভিব্যক্তি স্পষ্ট ফুটে উঠল।

অভিযোগকারীদের একজন প্রধান রাজজ্যোতির্বিদ ইবরাহিম-তনয় ওমর খৈয়ামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো আবৃত্তি করল।

সে বলল যে, ওমর-রচিত এবং সব শিক্ষায়তনে পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত গ্রন্থগুলো সম্বন্ধে প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

গ্রন্থাবলি সম্বন্ধে অভিযোগ হল, এগুলো বিধর্মী গ্রিকদের অনুকরণে রচিত হয়েছে— এগুলোর রচয়িতা একজন মুলহিদ বা ধর্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তি। প্রকাশ্যত, নানা কারণে সে ধর্মবিরোধী। প্রথমত, সে পূর্বের প্রচলিত নির্ভুল পঞ্জিকা বাতিল করে বিধর্মীদের অভিমত অনুযায়ী নতুন করে সময়ের পরিমাপ করার জন্য সুলতানকে প্রভাবিত করেছে।

আর একটা অভিযোগে বলা হল : ওমর খৈয়াম এ কথাও বলছে যে, এই পৃথিবী বিশ্বলোকের কেন্দ্র নয়; আর নক্ষত্র— যার উদয়-অস্ত আছে— স্থির রয়েছে। এসব কথা ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থি। বিচারের জন্য এই অভিযোগগুলোই যথেষ্ট। উপসংহারে অভিযোগকারী বলল যে, অভিযোগগুলো সম্বন্ধে দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই। বিচার পরিষদের এখন এইটুকু বিচার্য যে, তাকে কী দণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত আর তার রচিত গ্রন্থাবলি সম্বন্ধেই-বা কী রায় দেওয়া যায়।

প্রথম ব্যক্তির কথা শেষ হলে বিদ্যায়তনের একজন ওস্তাদ বললেন যে, অভিযোগগুলো প্রমাণের জন্য কোনও সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। ওমর খৈয়াম আর একটা অপরাধেও অপরাধী; তবে সে অপধারটা সাধারণের জানা নেই।

মাঝে-মধ্যে ওমর খৈয়াম রুবাই রচনা করেছে। পুস্তকাকারে এখন পর্যন্ত সংকলিত না হলেও দেশের সর্বস্তরের লোক এসব রুবাই আবৃত্তি করে থাকে। এগুলোর মর্ম ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধিবিধানের পরিপন্থি। উপস্থিত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর অনুমতি পেলে তিনি কয়েকটা রুবাইত পড়ে শোনাতে পারেন। এসব অধর্মকথা মুখে আনতে হবে বলে তিনি তাদের নিকট ক্ষমা চাইলেন।

www.pathagar.com

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ উৎসাহে চঞ্চল হয়ে গ্রীবাদেশ এগিয়ে দিলেন।

"পড়ুন, কোনও ভয় নেই," প্রধান কাজি অভয় দিলেন।

ওস্তাদজি ধীরে ধীরে রুবাইগুলো আবৃত্তি করতে লাগলেন। ওমর ম্লান হাসি হেসে রুবাইগুলো স্মরণ করল।... "পার্শ্ববর্তিনী ইয়াসমিকে ত্যাগ করে কেমন করে সে স্বর্গের লোভ করবে?... সত্যি, শরাব তার শোক-দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল, উড়ন্ত বাজপাখি মানুষের ভাগ্যলিপির গ্রন্থখানা ছোঁ মেরে ধরছে...

"এসব ধর্মদ্রোহিতা," ওস্তাদজি মন্তব্য করলেন। আর একটা পঙ্‌ক্তিতে পরম সত্তার প্রতি পর্যন্ত বিরূপতা প্রকাশ করা হয়েছে : তোমার কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি, কিন্তু তোমার ক্ষমা করার শক্তি কোথায়?"

বিস্মিত ওমর বলল, "আমি এটা রচনা করিনি।"

কেউ কোনও জওয়াব দিলেন না। তাদের মুখগুলো কঠোর হয়ে উঠল। ওমর তাদের রায় পড়ে ফেলল— তারা তাকে দণ্ড দিচ্ছে।

"তোমার কিছু বলার আছে ওমর খৈয়াম?" মুফতি ওমরকে লক্ষ করে বললেন।

"হ্যাঁ, এই কবিতাটা আমার রচনা নয়। তবে এই একটা রুবাই রয়েছে যা এখানে পঠিত হয়নি :

শাস্ত্র বিধান এই যদি হয়, হাজির হব রোজ হাসরে
সঙ্গে নিয়ে যা কিছু সব— থাকবে যাহা মোর কবরে;
দিয়ো আমার লাশের সাথে, রেখো আমার এই মিনতি
লাস্যময়ী তন্বী বধূ, লাল-শিরাজি পাত্র ভরে।

"এই কবিতাটা আগে লিখিনি," ওমর বলল, "কিন্তু এই মুহূর্তের উপযোগী বলে এই ভাবটা আমার মনে হল; তাই, কবিতাটা রচনা করলাম।"

সবাই ক্রোধে গরগর করতে লাগলেন। মুফতি হাত তুলে বললেন,

"তুমি এখান থেকে চলে যাও। বাইরে রায়ের জন্য অপেক্ষা কর।"

দরজা দিয়ে বেরোবার কালে মুখে বসন্তের দাগওয়ালা এক দরবেশ তাকে কানে কানে বলল, "আলামুতে নিরাপদ আশ্রয় রয়েছে।"

ওমরের কোনও সাড়া না পেয়ে দরবেশ পালিয়ে গেল। রক্ষীরা তখন ওমরকে এক নিভৃত কক্ষে নিয়ে গেল। মসজিদের মিনারের ছায়া সে কক্ষের মেঝেতে পড়েছে। ওমর সেখানে আরামে বসে পড়ল।

সে আজ খাজা ইমাম ওমর নয়; সুলতানের অনুগ্রহভাজন জ্যোতিষী নয়; সে আজ একজন অভিযুক্ত আসামি।

মুফতি নিজেই বেরিয়ে এসে রায়টা পড়ে শোনাতে লাগলেন :

www.pathagar.com

"একজন অবিশ্বাসীর রচিত বলে তোমার সব গ্রন্থ ধর্মবিধানের বিপরীত। সেগুলো বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হল আর যেগুলো হাতের কাছে রয়েছে, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হবে। সেতারা মঞ্জিল বাজেয়াপ্ত করা হল; আজ থেকে ওটা নিশাপুর পরিষদের সম্পত্তি। সেখানে তোমার প্রবেশ আর নিশাপুরের সরকার এলাকায় সাধারণ্যে বক্তৃতা দানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল।"

"তা তো হল; আমার সম্বন্ধে রায় কী?"

মুফতি একটু চিন্তা করে বললেন, "কোনও কোনও কাজির অভিমত, তুমি একজন পাগল। তোমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে; তবে তোমাকে নিশাপুর ত্যাগ করতে হবে আর কোনও ধর্মীয় বিদ্যায়তনে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না।"

"কতদিনের জন্য?"

"আজীবন।"

রক্ষীরা চলে গেলে ওমর ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। পথচারীদের অনুচ্চ মন্তব্যে কর্ণপাত না করে সে আপন মনে কেতাবপট্টির দিকে রওনা হল। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ঝরনাটায় যেমন ঝিরঝিরিয়ে পানি পড়ত আজও তেমনি পড়ছে; স্ত্রীলোকেরা আজও পাথরটার ওপর বসে গল্পগুজব করছে। একজন স্ত্রীলোক তাকে দেখে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেই একটা কিশোরীর কোল থেকে পানির সুরাহিটা পড়ে খান খান হয়ে ভেঙে গেল।

"আমাকে মাফ করুন", বলে ওমর সেখান থেকে চলে এল।

পঁচিশ বছর আগে সে যখন ইয়াসমির জন্য ঝরনার পাশে প্রতীক্ষা করত, তখন তার অস্তিত্ব ছিল বাস্তব; আর অন্যরা চীনা-লণ্ঠনের ছায়ার মতন আনাগোনা করত। কিন্তু এখন তারাই সত্যি আর সে ছায়ার মতন উদ্দেশ্যহীন ঘুরছে। তার কাছ থেকে সেতারা মঞ্জিলটা ছিনিয়ে নেওয়ার পর থেকেই তার দশা এই হয়েছে।

সেদিন বিকেলে আয়েশা কান্নাকাটি করে তাদের অনুচর, রত্নসম্ভার ও অন্যান্য সম্পত্তি নিয়ে কুচিক প্রাসাদে চলে যাওয়ার জন্য ওমরকে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে মিনতি করল। নতুন বিপদ আসার আগে এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় ও সুবিধা আছে। তাদের মালবাহী উষ্ট্র আর ঘোড়া রয়েছে।

কিন্তু নিশাপুর ত্যাগ করতে ওমরের মন চায় না। ইউক্লিডের জ্যামিতি সংশোধনের কাজটা তার এখনও অসমাপ্ত রয়েছে— তার সব কাজ যে সেতারা-মঞ্জিলে পড়ে আছে।

সে আয়েশার অনুরোধ উপেক্ষা করে ছাদে গিয়ে তার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে ভাবতে বসল। কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারল না। বসে বসে সন্ধ্যাকাশে অস্তগামী সূর্যের লালিমা দেখতে লাগল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ইসহাক ছুটে এল।

www.pathagar.com

"হুজুর, একটা জনতার মিছিল সেতারা-মঞ্জিলের দিকে যাচ্ছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে চেঁচামেচি করছে। হয়তো তারা সেতারা-মঞ্জিল লুট করবে। আসুন, সেখান থেকে যা পারি নিয়ে শহর-ফটক বন্ধ হওয়ার আগে কুচিক প্রাসাদে চলে যাই। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।"

"একটা ঘোড়া প্রস্তুত কর," ওমর উঠতে উঠতে বলল।

ঘোড়ায় উঠে সে ইসহাককে বাড়িঘর দেখতে হুকুম দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পথে নেমে মান-মন্দিরের চূড়ার ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। সেখানে সে রক্তিম আভা দেখতে পেল। আরও কাছে এসে সে ধূম্রজালের নিচে অগ্নিশিখা আবিষ্কার করল। মান-মন্দিরের উদ্যানের ফটকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে সে ভিতরে ছুটল। মান-মন্দিরে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। চারদিক ধূঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তপ্ত বাতাসের ঝাপটা তার চোখে-মুখে লাগতেই কারা যেন তাকে টেনে ধরল।

"ইয়া আল্লাহ! তুমি অন্ধ নাকি? আগুন দেখতে পাচ্ছ না?"

মান-মন্দিরের দরজা থেকে যারা তাকে টেনে আনল, তারা এই দৃশ্য দেখে আমোদ উপভোগ করছে। জনতার হৈ-চৈ আর ছুটোছুটি সম্বন্ধে ওমর অর্ধচেতন। মান-মন্দিরের এক তলায় আগুন লেগে সে আগুন ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত হচ্ছে। তিন তলায় তার গ্রন্থাদি ও অন্যান্য জরুরি কাগজপত্র রয়েছে।

পার্শ্ববর্তী একটা লোককে ঝাঁকুনি দিয়ে ওমর জিগ্যেস করল, "বই-পুস্তক—বই-পুস্তকগুলোর কী হল?"

"অ্যাঁ, কী বললে? সেগুলো বেশ ভালো ইন্ধন হয়েছে।"

ধীরে ধীরে সমস্ত মান-মন্দিরটা জ্বলে ভস্ম হয়ে গেল। এবার আগুনের তাপ কমে গেছে; বাতাসও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মানুষের হৈ-চৈও থেমে গেছে। তারা শহর-ফটক বন্ধ হওয়ার আগে শহরে প্রবেশ করার জন্য তাড়াতাড়ি চলে গেছে।

"এই অগ্নিদহনের ওপর কি হুজুর একটা লোকগাথা রচনা করবেন?"

ওমর বিস্মিত দৃষ্টিতে চোখ তুলে দেখল। একজন লোক এক অশ্বারোহীকে এই প্রশ্ন করছে। অশ্বারোহীর মুখটা পরিচিত বলে তার মনে হল। মুহূর্ত পরে সে চিনতে পারল, অশ্বারোহী রাজকবি মুইজ্জি।

মুইজ্জি ওমরকে না-চেনার ভান করল। আগুনটা সম্বন্ধে একটা রসিকতা করে সে চলে গেল। এবার ওমর একা, নিঃসঙ্গ।

এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা তার মনে উদয় হল না। তার সব কাজ যে এখানে অঙ্গারের নিচে ধিকিধিকি জ্বলছে। তার সহকারীদের কী দশা হয়েছে, সে ভাবতে লাগল। তারা হয়তো ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

অঙ্গারশয্যা যেন ফুলের স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। ভিতর থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে আর ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। কিন্তু তার মনে তখনও অগ্নিশিখা জ্বলছে। আর সে জ্বালার

www.pathagar.com

তীব্রতা সে অনুভব করছে। এমনি অনুভূতি তার হয়েছিল যেদিন ফোরাত নদীর তীরে তাঁবুতে আগুন লেগেছিল। তার বুকের সেই আগুন কখনও নিভেনি; আজ আবার সেই আগুনের উত্তাপ সে নতুন করে অনুভব করছে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ। ওমর চাঁদের জ্যোৎস্নায় উদ্যানের ধ্বংসাবশেষের ওপর পায়চারি করে। কতকগুলি গোলাপকুঁড়ি পাপড়ি মেলেছে। আর ছায়ার নিচে একটা শ্বেতপদ্ম ফুটে আছে। ওমর ভাবল, অন্ধকারে অসাবধানে ফুলগুলো না মাড়িয়ে তার চলে যাওয়াই উচিত।

তার ঘোড়াটা ইতোমধ্যে হয়তো কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে কিংবা কোথাও পথভ্রষ্ট হয়ে চলে গেছে। সে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে শহরের উপকণ্ঠে একটা গ্রামে পৌঁছল। একটা বাড়ির দরজায় একটা প্রদীপ জ্বলছে। সে বাড়ি থেকে হাসির হুল্লোড় আর সেতারের টুং-টাং আওয়াজ আসছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

খোলা দোকানের অভ্যন্তরে একটা কুম্ভকারের মৃৎপাত্র তৈরির চাকা তার চোখে পড়ল। সে চাকায় লেগে আছে শুকনো মাটি। কিন্তু সোমরসের গন্ধে জায়গাটা পূর্ণ মাতাল। ওমর ঘরে প্রবেশ করে পিছনের পর্দাটা একপাশে সরিয়ে দিল।

দেয়ালের পাশে অনেকগুলি কুঁজো সারিবদ্ধ রয়েছে। একটা গ্রাম্য তরুণী সেতার বাদকের পানে স্মিতমুখে চেয়ে আছে; এক বুড়ো তার কোলের কুঁজো থেকে পাত্রে লাল পানীয় ঢালছে।

"সাবধানে ঢেলো; ফেলে দিয়ো না।" ওমর বলল।

ওমর শরবতের পাত্রটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল; আর বাকি তিনজন সবিস্ময়ে তার পানে তাকিয়ে রইল।

"হুজুর কি পথ হারিয়েছেন?" শ্বেতশ্মশ্রু-মণ্ডিত বৃদ্ধ লোকটা ওমরকে শুধাল।

ওমর নিজের ধুলো-ভস্মমাখা বসনের পানে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে পাত্রের পানীয়টুকু নিঃশেষ করে ফেলল। এই দোকানটা বড় ঠাণ্ডা। আর এই বুড়ো কুম্ভকার লোকটাও বড় ভালো। ওমর আপনমনে ভাবল।

"আজ আমি আমার পাণ্ডিত্যকে ত্যাগ করে দ্রাক্ষাকন্যার পাণিগ্রহণ করেছি।" ওমর জওয়াব দিল।

"কী অদ্ভুত নাম!" মেয়েটা খিলখিল করে হেসে বলল।

"তুমি গান গাও, তুমি বাজাও। এমন বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিদিন ঘটে না।" ওমর অনুরোধ করল।

ওমর অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল। ওমর কুঁজোটায় হস্তস্থাপন করে কুম্ভকারকে লক্ষ করে বলল, "এই মাটির কুঁজোটা আমার মতন বিরহকাতর প্রেমিক;— একদিন প্রেয়সীর ওষ্ঠে ওষ্ঠ রাখত; প্রেয়সীকে বন্ধনে বাঁধত।"

"কে জানে?" তন্দ্রাজড়িত চোখে বৃদ্ধ জওয়াব দিল।

www.pathagar.com

ওমর তখন গান শুনতে চাইল। কিন্তু গান তখন থেমে গেছে। অন্ধকার ঘরে ওমর ঘুমিয়ে পড়ল। সহসা জেগে সে কুঁজোটা ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝল, কুঁজোটা শূন্য। সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল বেলায় কে তার স্কন্ধে হাত দিতেই সে চোখ মেলে দেখল যে, ধূসর আলোতে ঘরটা ভরে গেছে। উদ্বিগ্ন বৃদ্ধ বললে, "উঠুন হুজুর, মিনারচূড়া থেকে মুয়াজ্জিন আজান দিচ্ছে— নামাজের জন্য ডাকছে।"

"হুজুর, শুনুন!" বৃদ্ধ আবার অনুরোধ করল।

দূরের ডাক কুম্ভকারের ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ওমর উঠে দাঁড়াল। ঘরের দরজায় সে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভাবল। ভোর হয়ে গেছে আর সে এখন এই পান্থশালার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আবেগজড়িত কণ্ঠে সে বলতে লাগল :

পান্থশালার দুয়ার থেকে ডাকছে কে যে ভোরে,
পূর্ণ করো পাত্র-খানা বেকুফ বন্ধু মদপিয়াসী ওরে।
ভাগ্যদেবীর নিয়ন্ত্রণে জীবন-পাত্র পূর্ণ হওয়ার আগে
ভোগ করে নাও জীবনটাকে কানায় কানায় ভরে।

তার পর সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

দিনের বেলায় কুমোরের চাকা ঘোরে। আর কুমোর কাদার তালের ওপর ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেয়। কুমোর তার দক্ষ হাতে অদ্ভুত আকৃতির জিনিস-পত্র আর জন্তু-জানোয়ার গড়ে। রাত্রের বেলায় ওমর ভরা কুঁজোয় চুমুক দিয়ে তার বুকের আগুন নেভায়। ধীরে ধীরে জড় কুঁজোগুলো মানুষের আকৃতি ধারণ করে তার সাথে কথা বলে। ক্লান্ত ওমর ঘুমিয়ে পড়ে। দিনক্ষণের হিসাব রাখে না।

ওমর কুমোরকে বলে, "অতীত আর ভবিষ্যতের ভাবনা আমাকে আর উপদ্রব করে না।"

একদিন কিন্তু তার নিরুপদ্রব জীবনে উপদ্রব এসে হাজির হল। আয়েশা আর ইসহাক এসে উপস্থিত হল। আয়েশা রুক্ষ স্বরে বলল :

"কী নতুন পাগলামো শুরু হয়েছে? আপনি কি জানেন না যে, আমরা আপনাকে কতদিন থেকে খুঁজছি? তারা সেতারা মঞ্জিল পুড়িয়ে দিয়েছে; মহাজনরা দেনার দায়ে শহরের বাড়িটা কেড়ে নিয়েছে; তাতেও কি হল না? হ্যাঁ, তারা কুচিক প্রাসাদ দখল করে ফেলেছে; নতুন সুলতানের দরবারে আপনার নামটা উপহাসে পরিণত হয়েছে। নতুন সুলতান আপনার পঞ্জিকা বাতিল করে পুরনো চান্দ্র মাসিক হিসাবের পঞ্জিকাটা আবার প্রচলন করেছেন।"

"আমার পঞ্জিকা?"

www.pathagar.com

"হ্যাঁ, আর অন্য মেয়েরা আমাকে দেখিয়ে উপহাস করে! ওই যে ওমর খৈয়ামের ক্রীতদাসী! মুইজ্জির নর্তকীটা এখন পালকিতে চড়ে বেড়ায়। তার আগে-পিছে ক্রীতদাসরা থাকে। আর আমার কী আছে? এই ইসহাক আর একটামাত্র ঘোড়া। আর আপনি এখানে এক কুমোরের বাড়িতে বসে আছেন—"

"যথেষ্ট হয়েছে," ওমর বলল, "আয়েশা, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আর কেউ ওমরের নামের সাথে তোমাকে জড়িয়ে আর উপহাস করবে না। এখন থেকে মুইজ্জির ময়ূরী তোমার চেয়ে উজ্জ্বলতর পালকের ভূষণ পরবে না। ইসহাক, তোমার কাছে তো রৌপ্যমুদ্রার সঞ্চয় রয়েছে?"

"কী পরিমাণ যে আছে, খোদাই জানেন।" আয়েশা ফোড়ন কাটল।

"আর আয়েশার কাছে অন্যান্য দ্রব্যসহ সোনাভর্তি বাক্সটা আছে।"

আয়েশা আর দারোয়ানের মধ্যে অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টি বিনিময় হল। তারা অনেক আগেই জানত যে, ওমর মনের কথা জানতে পারে; তবু তারা বিস্মিত হল।

"তার কাছে মণিমুক্তো আর আপনার দেওয়া মুদ্রাগুলোও রয়েছে।" ইসহাক বলে দিল।

"কুমোর ভায়া তুমি সাক্ষী রইলে, এসব সম্পত্তি আমি আমার এই ক্রীতদাসী এবং আমার প্রণয়িনী আয়েশাকে আর পরিচারককে দান করলাম। নিশাপুরের মুফতির সামনে গিয়ে এই সাক্ষ্য তোমাকে দিতে হবে।"

মুহূর্তকাল সেখানে বিস্ময়-স্তব্ধতা বিরাজ করল। ইসহাক প্রশ্ন করল, "আপনার কী হবে, হুজুর?"

ওমর ভাবতে লাগল, তার সম্পত্তির আর কী-বা অবশিষ্ট রইল? বিদ্যায়তনে তার রচিত গ্রন্থগুলোর অধ্যয়ন নিষিদ্ধ; তার গবেষণার অমূল্য ফলাফল এবং সব কাগজপত্র পুড়ে গেছে; তার পঞ্জিকা বাতিল হয়েছে আর সে নিজে নির্বাসিত হয়েছে।

"মহাশূন্যের সীমার বাইরে একটা পেয়ালা রয়েছে," ওমর চিন্তাকুল কণ্ঠে বলল, সবাইকে সে পেয়ালা পান করতে হবে। তোমার পালা যখন আসবে, দুঃখ করো না, আনন্দচিত্তে তা পান করে নিয়ো। এর বেশি আমি কিছু জানি না।"

ইসহাক কুমোরকে মৃদু ধাক্কা দিল।

"সেই মুফতিকে একথাও বলে দিয়ো যে, আমি আলেপ্পোমুখী কাফেলার সাথে যাত্রা করছি," ওমর বলতে লাগল। "এবার তোমরা সবাই নিশাপুর চলে যাও।"

অন্যদের সাথে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে আয়েশা মুখ লুকিয়ে বিলাপ করতে লাগল। ইসহাক তাকে তিরস্কারের সুরে বলল, "তোমার আবার হল কী?"

"জানি না।" কিছুক্ষণ পর সে আবার বলল, "বাক্সটা কি আমার হল?" কথাটা স্বগতোক্তির মতো শোনাল। তার দৃষ্টি যেন তখন কতদূরে!

"নিশ্চয়ই, মনিব বলে দিয়েছেন।"

www.pathagar.com

আয়েশা তার চোখ মুছল। কিন্তু আবার তার চোখ উদ্‌গত অশ্রুতে টলমল করে উঠল।

খোরাসান সড়কে দু দিনের পথ চলার পর সরাইখানার ফটকে ওমর বসে বসে অগ্নিকুণ্ডটা উস্কিয়ে দিচ্ছিল। তার কাঁধের ওপর উষ্ট্র লোমের একটা কোর্তা ঝুলছে। নগ্ন পা-দুটো লম্বা করে ওমর তাপ লাগাচ্ছিল।

রাতের আকাশে সপ্তর্ষি পশ্চিম পাহাড়ে অবতরণ করছে; রাত ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। বাতাসের ঝাপটায় শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে। ওমর পাতাগুলো কুড়িয়ে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতেই আগুন দপ করে জ্বলে উঠে আবার স্তিমিত হয়ে গেল।

ঘোড়ার খুর-ধ্বনিতে স্তব্ধতা ভঙ্গ হল। একজন অশ্বারোহী অগ্নিকুণ্ডের সামনে এসে প্রশ্ন করল, "প্রহরী, এই কাফেলা কি আলেপ্পো যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ," ওমর জওয়াব দিল।

অশ্বারোহী হাই তুলে বলল, "নিশাপুর থেকে অনেক দূর এসেছি। খাজা ওমর খৈয়াম নামে কি কেউ এই কাফেলায় যাচ্ছে?"

তার কথাবার্তা শুনে সরাইয়ের মালিক এসে উপস্থিত হল।

"আমিই সেই ব্যক্তি," মুহূর্তকাল ভেবে ওমর জওয়াব দিল।

"হায় আল্লাহ্! একজন ছিন্ন পোশাক পরা প্রহরীকে আমি খলিফার পত্র দেব? কায়রোর খলিফা ওমর খৈয়ামকে তাঁর দরবারে গিয়ে খলিফার কুষ্ঠিনামা তৈরি করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। আমি তাঁকে সসম্মানে কায়রোর দরবারে নিয়ে যাব।"

কোমর থেকে একটা ভাঁজকরা চিঠি বের করে অশ্বারোহী ওমরকে দিয়ে বলল, "পড়ে দেখুন।"

ওমর এবার প্রশ্ন করল, "এ কথা সত্যি নয় যে, আলামুতের প্রভু হাসান এখন খলিফার বিশ্বাসভাজন হয়ে কায়রো-দরবারে অবস্থান করছে?"

"আপনি তা জানেন কেমন করে?"

"হ্যাঁ, তিনি সেখানে আছেন, কিন্তু কি..."

"আমাকে কলম-কালি এনে দাও, ওমর সরাইর মালিককে হুকুম করল।

পত্রটা হাতে নিয়ে ওমর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। বেশ ভারী।

সুতোটা কেটে পত্রটা বের করে নেওয়া সহজ কাজ। ওমর চোখ বুজে পত্রটার ওজন অনুভব করতে লাগল।

ওমর ভাবল, এই রাতে এরা তার শান্তিভঙ্গ করতে এসেছে কেন? তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল : নিজাম তাকে নতুন করে সময় পরিমাপ করার অনুরোধ করেছিলেন, মালিক শাহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে চেয়েছিলেন আর এক্রোনস তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ঐশ্বর্যশালী হয়েছে; হাসান ওমরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রতিভার সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছিল;

www.pathagar.com

কাজিরা তাকে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছেন আর সুলতানের কর্মচারীরা তাকে উপহাস করেছে। সে যুগে ওমর বাত্যা-বিতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় উদ্দেশ্যহীনভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে একসময় ঘুরে বেড়াত।

একবার তার আত্মপ্রত্যয় প্রবল হয়ে উঠেছিল। সে অদৃশ্যের যবনিকার পানে হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু শূন্য হাতে তাকে ফিরতে হয়েছিল। অদৃশ্যের নাগাল সে পায়নি।

"এই যে কলম এনেছি," সরাই-মালিক বলল। সঙ্গে সঙ্গে সরাই-মালিক ভাবল, এ লোকটা নিশ্চয়ই ভালো লেখাপড়া জানা— কিছুতেই সে প্রহরী হতে পারে না।

যাত্রার ঘণ্টা বেজে ওঠার আগে এ দুটো লোককে এখান থেকে বিদায় করে দিতে হবে। হ্যাঁ, তাকে খলিফার পত্রের উত্তর দিতে হবে। উত্তর দেবে ওমর খৈয়াম, যে ওমর খৈয়াম জীবনে বহু জ্ঞানের তাঁবু সেলাই করেছে। চিঠির পিছনে ওমর চারটি পঙ্‌ক্তি লিখে দিল :

জ্ঞানের তাঁবু সেলাই করে খৈয়াম গেল বুড়ো হয়ে
ছিঁড়ে গেছে সূত্র এবার; দিন কাটে তার দুঃখ সয়ে।
ভাগ্য-কাঁচি কাটলো তারে, হয়েছে সে পণ্য আজি;
বিক্রিওয়ালা হাঁকছে, লহ একটা গানের বিনিময়ে।

সংবাদ-বাহকের হাতে চিঠিটা ফিরিয়ে দিলে সে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, "আপনি তো পত্রটা পড়লেন না।"

"এতে কী আছে, আমি জানি।"

সংবাদ-বাহক ওমরের পানে নিষ্পলক তাকিয়ে পিছিয়ে এল। হ্যাঁ, তাই তো তারা বলেছিল, ওমর যাদু জানে; মানুষের ভাগ্য বলতে পারে। সে সরাই-মালিককে নিয়ে ফটকের দিকে চলে গেল।

এবার ওমর একা। তার বন্ধু নেই, সাথি নেই; কোনও সঙ্গিনী নেই। সপ্তর্ষি তখন পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে ডুবছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

এ সময় সম্বন্ধে ইয়াসমি একদিন কী মন্তব্য করেছিল? নক্ষত্রের অস্ত-লগ্নে প্রেমিক-প্রেমিকার পক্ষে নিঃসঙ্গ থাকা সত্যি মর্মন্তুদ। ইয়াসমি কি অদৃশ্যের পর্দার একটা ছায়া হয়ে আছে? আর রহিম? রহিমের যে রক্ত মাটিতে মিশে গেছে, সে রক্ত আর বইবে না। তারা আর ফিরে আসবে না। এই সংবাদ-বাহকের মতন তারা আর খোরাসান সড়ক দিয়ে অশ্ব হাঁকিয়ে আসবে না।

সড়কের পাশে উপবিষ্ট ওমর হাতে মাথা ন্যস্ত করে কেঁদে উঠল "ওগো, আমাকে করুণা কর।"

ইয়াসমি আর রহিমের প্রত্যাবর্তনের লগ্ন আগতপ্রায়; অন্ধকারে তাদের ছায়া সড়কের ওপর নড়ছে; তারা তার চারদিকে জড় হয়েছে; হিমেল হাওয়ার ধ্বনির মতন তাদের অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

সে তাদের দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকারে এবার তারা তার পিছন পানে তাকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ক্ষীণকণ্ঠ অজানা শূন্যে তাদের অনুসরণ করতে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করছে তাকে।

ওমরকে আর দেরি করলে চলবে না। আকাশের তারা আকাশে মিশে গেছে। সে টলতে টলতে ঘুমন্ত যাত্রীদের পার্শ্বে রক্ষিত দামামাটার কাছে ছুটে গেল। সে তাতে চাটি মারতেই সারা কাফেলাটা স্পন্দিত হয়ে উঠল।

সে প্রত্যেকটি যাত্রীকে জাগাল। উষ্ট্রগুলোর ঘণ্টা বেজে উঠল। সারা কাফেলার যাত্রাপথ চাঞ্চল্যে ভরে গেল।

সরাইওয়ালা তার থলের মুদ্রা গুনতে গুনতে বলল, "আমি যে তাকে খলিফার চিঠির ওপর কবিতা লিখতে দেখলাম। এ লোকটা আল্লার অভিশাপে অভিশপ্ত : কিন্তু সে বেশি ঘুমোয় না।" তার পর নিজের উষ্ট্রপৃষ্ঠে থেকে ডেকে বলল, "হে প্রহরী, কাফেলা কোন দিকে যাচ্ছে?"

ওমর পথপ্রদর্শনকারী উষ্ট্রপৃষ্ঠ থেকে পিছনে ফিরে তাকাল। চারদিক সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

"যেদিকে রাত্রি বিলীন হয়েছে", সে আগ্রহভরে জওয়াব দিল, "কিন্তু আমাদের দ্রুত চলতে হবে।"

"সে স্থানটা কোথায়?" হাসিমুখে সরাইওয়ালা আবার শুধাল।

অবসাদ-ক্লান্ত হাতখানা চোখের ওপর বুলিয়ে ওমর জওয়াব দিল, "কোথাও না।" তার পর ছিন্ন বসন ভালো করে গায়ে জড়িয়ে আর নিজের লাঠিটা হাতে নিয়ে সে সবার আগে এগিয়ে চলল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com